মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০১)

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

425616

গবেষক

মোঃ শামছুল আলম
পিএইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিঃ নং- ০৫/২০০৫-০৬

Dhaka University Library
425616
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

পি এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ- ২০০৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি এইচ, ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত "**মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০১)**" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

১৯.১১.০৭

– মোঃ শামছুল আলম
পিএইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

425616

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মোঃ শামছুল আলম, পি এইচ, ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি এইচ, ডি. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০১)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করিয়াছে। আমি ইহার পাণ্ডুলিপিগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা ইহার অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং গবেষককে পি এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেওয়ার সুপারিশ করিতেছি।

১৯/১১/০৮

ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

425616

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে অবশেষে "**মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০১)**" শীর্ষক পি এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। যথাসময়ে বিধি মুতাবিক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শানে শুকরিয়া আদায় করছি এবং মানবতার মহান শিক্ষক নবী করীম (স.) এর পাক শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আ. ন. ম, রইছ উদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর প্রতি। কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তারা বিভিন্ন সময়ে আমাকে আমার গবেষণায় পরামর্শ দিয়েছেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম মাওলানা রশীদ আহমদ ও মা আশরাফুননেসাকে। তাঁরা আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাদের দু'আ আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরনীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে আমার পিতা-মাতার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি।

আমার বড় ভাই চাঁদপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসরাফীলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। যিনি আমার লেখা-পড়ায় ছোট বেলা থেকে অদ্যাবধি সব ধরনের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মিনী জনাব মারুফা বেগমকে, তার অসীম ত্যাগ ও প্রেরণা আমাকে যথেষ্ট সাহস যুগিয়েছে। তাছাড়া আমার দু কন্যাসহ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার গবেষণা কর্মে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাদের জুঁড়ি নেই। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে মহান আল্লাহ্র দরবারে তাঁদের জীবনে সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম ও তাদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবু এখানে আরেকবার ঐ সব লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানা ভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করেছেন এবং অনেকের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। এঁদের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজের গতি বৃদ্ধি করেছে বলে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র মোঃ রফিকুল ইসলামের প্রতি। সে আমার কম্পিউটারের কাজে বিভিন্ন সময় সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০১)

সূচীপত্র

সংকেত নির্দেশ

প্রতিবর্ণায়ন

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ঃ মানবিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামের অবদান

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধ পরিস্থিতি (১৯৭১-২০০১)

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধসমূহ

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ

সপ্তম অধ্যায় ঃ পারিবারিক জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অষ্টম অধ্যায় ঃ সামাজিক জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

নবম অধ্যায় ঃ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দশম অধ্যায় ঃ অর্থনৈতিক জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

একাদশ অধ্যায় ঃ ইসলামে মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নের উপায়সমূহ

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স.	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(ص)	=	صلى الله عليه و سلم
'আ.	=	'আলাইহিস সালাম
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু আনহু
(رض)	=	رضى الله عنه
র/রহ.	=	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
(رح)	=	رحمه الله
ইং	=	ইংরেজী
বা/বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরী
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ
বি. দ্র.	=	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
খ.	=	খণ্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ
অনু.	=	অনুদিত
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
জ.	=	জন্ম
মৃ.	=	মৃত্যু
P.	=	Page
Op. cit	=	Operac-citrae
Ed	=	Edition/Editor/Edited
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangladesh.
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source.

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

আরবী	=	বাংলা
ا	=	অ/আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	স
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত
ظ	=	য
ع	=	'
غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক্ব/ক্
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও/ব
ه	=	হ
ء	=	'
ي	=	য়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোট্ট অথচ অযুত সম্ভাবনার একটি দেশ। বাংলাদেশের প্রকৃতি যে কোন মানুষকে আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এ দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর । পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক কিছু নেই, যা বাংলাদেশে আছে। যেমন- মানব সম্পদ, পানি, গ্যাস, উর্বর মাটি, পাহাড়-পর্বত, সবুজের সমারোহ, ঝর্ণা, সূর্যের আলো প্রভৃতি। পৃথিবীর সর্বদীর্ঘ সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশে অবস্থিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই উপরোক্ত সবগুলো নেই। এতকিছু বিদ্যমান থাকার পরও মানুষ হিসেবে এ দেশের লোকেরা অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশে বর্তমানে মানবিক মূল্যবোধে ধ্বস নেমেছে। বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। মূল্যবোধের অবক্ষয়ই মানব সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মানব সমাজ আজ বিপন্ন। মহাবিপর্যয়কারী এই অবক্ষয় মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দিনে দিনে এ সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। আর মানব সমাজ এক মহাবিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানবতা আজ সর্বত্র ভূলুণ্ঠিত। মানব সমাজে আজ মানবিক মূল্যবোধের বড় অভাব। মানুষের মধ্য হতে মূল্যবোধগুলো হারিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। যেমন- দয়া, মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সাম্য-মৈত্রী, সততা, ধৈর্য, ক্ষমা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, অবিচলতা, সাহায্য-সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সময়ানুবর্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সরলতা, দায়িত্বানুভূতি, আতিথেয়তা, অল্পতুষ্টি, শিষ্টাচার, কল্যাণ, ঐক্য, শৃংখলা, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি। প্রকৃতির নিয়ম হলো কোন জায়গা খালি থাকে না। তাই পরিণামে মানবিক মূল্যবোধগুলোর জায়গায় স্থান করে নিয়েছে সকল প্রকার অমানবিক বৈশিষ্ট্য। যেমন- মিথ্যা, গর্ব-অহংকার, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, কানাকানি-ফিসফিসানি, ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীলতা, পরিত্যাগ, তিরস্কার, অপবাদ, তোষামোদ, চাটুকারিতা, পরনিন্দা, চোগলখুরি, প্রতারণা, প্রদর্শনেচ্ছা, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, স্বজনপ্রীতি, ছিনতাই, অপহরণ, দুর্নীতি, সীমালংঘন, শত্রুতা, হত্যা, সন্ত্রাস প্রভৃতি । সর্বোপরি এমন কোন মন্দ কাজ নেই যা বাংলাদেশের মানুষ করে না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখন আর সন্তান পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করে না, পিতা-মাতাও সন্তানদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন না। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা-ভক্তি করে না, আবার বড়রাও ছোটদের যথাযথ স্নেহ-আদর করেন না। কেউ তার দায়িত্বটি ঠিকমত পালন করছেন না। পূর্বদিনের মত এখন আর মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনার কথা শোনা যায় না। হারিয়ে যাওয়া সম্পদ আর ফেরত পাওয়ার কথা খুব একটা শোনা যায় না। শত্রুকে বিপদে আশ্রয় দেওয়ার ঘটনা এখানে ঘটে না। মনুষ্যধর্মী কর্মকান্ড মানুষ অবলীলায় ছেড়ে দিয়েছে। এখন মানুষ আর অন্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কমে এসেছে।

সীমাহীন হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, যুলম-অন্যায় ও প্রাচুর্য মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল কারণ। হিংসা-দ্বেষ ও লোভ-লালসার সীমাহীন আগ্রাসনে ভালবাসা, সহানুভূতি, ন্যায়বিচার, মমত্ববোধ, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ পরাভূত। মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি ও মমত্ববোধ, ধনীর প্রতি গরীবের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অন্যায়ের শিকার নিরীহ মানুষের প্রতি সমাজের সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্প্রসারিত হাত এ অবক্ষয় থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। আর এটাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের প্রদর্শিত মূল্যবোধ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও মানবিক। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সারাটি জীবন এই শিক্ষারই বাস্তব উদাহরণ।

পৃথিবীর সকল জাতি সমাজ বিশেষত বাংলাদেশের মানুষ আজ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হতে অনেক দূরে সরে গেছে। আজ কোন ব্যক্তি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে এতটুকু ভয় করে না। ধর্মীয় চারিত্রিক বাঁধা উপেক্ষা করে মানুষ হারামকে হালাল করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা যে আছেন- তা সে গণ্য করে না, আর কিয়ামত দিবসকেও বিশ্বাস করে না। সে স্থির করে নিয়েছে তার হায়াত দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই এমন অবস্থায় কালাতিপাত করছে যে দুনিয়ার নিরাপত্তা, শান্তি অনুভূতি, আখিরাতের নি'আমত লাভের আশার কোন স্থান নেই। সে ধরে নিয়েছে যে, হারাম ভোগ ও প্রবৃত্তিপূজার মধ্যেই তার শান্তি ও সৌভাগ্য নিহিত। তাই সে যত ইচ্ছে হারাম কুড়িয়ে নেয়। প্রবৃত্তির খোরাক জোগায়। সে দু'হাতে ভোগ ও সুখ কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু আক্ষেপ, সে ভোগের জন্য- যা কলবের উত্তাপকে নিভিয়ে দেয়।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, নৈতিক বা মানবিক মূল্যবোধের অভাবে জাতির সবচেয়ে বড় ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। যে কোন ব্যক্তি বা দেশের প্রেক্ষাপটে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব সর্বাগ্রে।

মানুষের মধ্যে দুইটি দিক পরস্পর বিরোধী হয়েও পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের একটি দিক এই যে, তার একটি স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ও পাশবিক সত্তা রয়েছে। মানুষের মধ্যে আর একটি দিক রয়েছে খুবই উজ্জ্বল

Dhaka University Institutional Repository

এবং গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে তার মানবিক দিক- তার মানুষ হওয়ার দিক। অন্য কথায় বলা যায়, মানুষের একটি নৈতিক দিক রয়েছে, যা কোন দিক দিয়েই প্রাকৃতিক সত্তার অধীন ও অনুসারী নয়। এই নৈতিক দিক- নৈতিক সত্তাই মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক দিকের উপর- এক হিসেবে প্রভুত্ব বিস্তার করে। স্বাভাবিক ও জান্তব সত্তাকেও তা অস্ত্র ও উপায় হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। সেই সঙ্গে বহির্বিশ্বের কার্যকারণসমূহকেও নিজের অধীন করতে এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে যে সব নৈতিক ও চারিত্রিক গুণপণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তা-ই হচ্ছে তার কর্মচারী বা কার্যসম্পন্নকারী শক্তি। তার ওপর প্রাকৃতিক নিয়মের কোন প্রভুত্বই চলে না, চলে নৈতিক নিয়ম-বিধানের প্রভুত্ব। মানুষের উত্থান-পতন নৈতিক চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। উল্লেখিত দুটি দিক (স্বাভাবিক পাশবিক সত্তা এবং মানবিক দিক) মানুষের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। সমষ্টিগতভাবে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং তার উত্থান ও পতন বৈষয়িক বা বস্তুনিষ্ঠ ও নৈতিক- এই উভয়বিধ শক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। মানুষ না বস্তুনিষ্ঠ শক্তি নিরপেক্ষ হতে পারে, আর না নৈতিক শক্তির মুখাপেক্ষীহীন হয়ে কিছু সময় বাঁচতে পারে। তার উন্নতি লাভ হলে উভয় শক্তির ভিত্তিতেই হবে, আর পতন হলেও ঠিক তখনি হবে, যখন এই উভয়বিধ শক্তি হতেই সে বঞ্চিত হয়ে যাবে; অথবা তা অন্যান্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। কিন্তু একটু গভীর ও সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যাবে যে, মানব জীবনের মূল সিদ্ধান্তকারী গুরুত্ব রয়েছে নৈতিক শক্তির- বৈষয়িক বা বস্তুনিষ্ঠ শক্তির নয়।

এই যুগে science and technology পড়াতেই হবে। কিন্তু এর সাথে যদি ভালো মানুষ না হওয়া যায়, বড় মন তৈরি না করা যায় তাহলে ঐ technology পৃথিবীর জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। অতএব, প্রযুক্তি যারা ব্যবহার করবে তাদের সুস্থ মনের মানুষ হতে হবে, বড় মনের মানুষ হতে হবে। এটাকে বলা হয় effective development of individual বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভালো মানুষ তৈরির জন্য আমরা কী করছি? আমাদের সন্তানরা সন্ত্রাস করে। তা বন্ধে তাদের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করে সুস্থ মন তৈরিতে আমরা কী করি? আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়েই মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। সেটা গণিতই হোক আর পদার্থবিদ্যা হোক আর ইতিহাসই হোক। তা না হলে ভালো মানুষ সৃষ্টি হবে না, সৎ মানুষ তৈরি হবে না। তাই generalization of values যদি আমরা তৈরি না করতে পারি তাহলে শুধু তত্ত্ব, তথ্য ও প্রযুক্তি নিয়ে পার পাওয়া যাবে না। তাহলে প্রমাণিত হল যে, সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধ জাগ্রত করতে না পারলে আমাদের সমাজকে সুন্দর করা যাবে না। এ জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া প্রয়োজন।

সমকালিন মুসলিমদের এ করুন অবস্থার কারণানুসন্ধান করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি নানা কারণে সারা বিশ্বে আজ দেখা দিয়েছে এক অবাঞ্ছিত হানাহানি ও স্বার্থের লড়াই। গোটা পৃথিবী যেন আজ এক সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থায় নিপতিত। জাতি হিসেবে আমরাও এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত নেই। বরং আমাদের অবস্থা আরো একটু বেশি জটিল। আমরা আছি অর্থনৈতিক ও নৈতিক, এ দ্বৈত সংকটে। সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকেও আমরা আজ বড় অসহায়। অন্যান্য দেশের মতো আমরাও আজ শুনছি সনাতন মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নতুন মূল্যবোধের ক্রমবর্ধমান সংকটের কথা, প্রত্যক্ষ করছি দূর্নীতির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ও তরুন সমাজের হতাশা ও লক্ষ্যহীনতার মর্মান্তিক দৃশ্য। নিঃসন্দেহে এ এক মারাত্মক সংকট। আর তা যে কোনো অর্থনৈতিক সংকটের চেয়ে বেশী ভয়াবহ। কারণ কোন জাতির অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়লে সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহজেই তাকে পুনর্গঠিত করা যায়, কিন্তু মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ভাঙ্গন জাতিকে পুনর্গঠিত করা যায় না অত সহজে।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, একটি জাতির সামগ্রিক বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক ও মানবিক, এ উভয় দিকের সমান পরিচর্যা আবশ্যক। অর্থনৈতিক অবস্থা অসচ্ছল ও অনিরাপদ হলে মানবিকতার সর্বাঙ্গিন বিকাশ ঘটে না, আবার মানবিক তৎপরতা ব্যতিরেকে শুধু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও কখনো কোন জাতির জন্য স্থায়ী কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। ইতিহাসের এক পরীক্ষিত সত্য এই যে, অর্থনীতি ও সুনীতি, উভয়ের যুগপৎ চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব যথার্থ সামাজিক ও মানবিক অগ্রগতি, এক কথায় স্থায়ী মানবকল্যাণ।

জাতি হিসেবে অগ্রগতি অর্জন করতে হলে, এবং বিশ্বের সামনে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে সমন্বিত অর্থনৈতিক ও মানবিক কর্মসূচী। বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগী হতে হবে মূল্যবোধ লালন ও অনুশীলনে, অন্ন-বস্ত্র-ভিটামিন অনুসন্ধানের পাশাপাশি আমাদের ব্রতী হতে হবে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের চর্চা ও অনুশীলনে। আর এর সম্পূর্ণ আয়োজন করে রেখেছে ইসলাম।

অনেক রক্তের বিনিময়ে এবং অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে এ দেশটি স্বাধীনতা লাভ করেছে। প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে, বাংলাদেশ একদিন একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাড়াবে। কিন্তু অদ্যাবধি তা সম্ভব হয়নি। বরং এমনিভাবে চলতে থাকলে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বাকীটুকুও লোপ হয়ে যাবে। এ জন্য সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আবার মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এ বিপর্যয় থেকে মানব সমাজকে রক্ষার জন্য যুগে যুগে মনীষীরা নানা মত ও পথের সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের অসঙ্গতির মধ্যে এর সমাধান-সূত্র অনুসন্ধান করেছেন এবং করছেন। দার্শনিকরা দর্শনের নানা মতাদর্শের ভেতর এর সমাধান-চিন্তা অনুসন্ধান করছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে এর সমাধান রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করছেন। অনুরূপ ধর্ম প্রবর্তকগণও নিজ নিজ ধর্মমতের ভিতর এর সমাধান খুঁজেছেন। কিন্তু সকলের সকল মত, পথ, চিন্তা, প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

মানবধর্ম ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত মানবতাবিধ্বংসী এ সমস্যার একটি চিরন্তন সমাধান দিয়েছে। ইসলামে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এমন সব ব্যবস্থা রয়েছে যা অন্যত্র নেই। ইসলামের এ সমাধান-চিন্তা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয়। বাংলাদেশের মানুষের পঁচাশি ভাগ মুসলিম। ইসলামের মত মানবতাবাদী জীবনাদর্শের অনুসারী এরা। এদেরকে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই সত্যিকারের মানুষ বানানো সম্ভব। ইসলাম ও মানবতার নবী মুহাম্মদ (স.) তাঁর পুরো জীবনে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। ইসলামের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও পদক্ষেপে মানুষের স্বার্থ দেখা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ সকল স্থানে ইসলাম মানবতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইসলামের কোন সিদ্ধান্ত, অনুশাসন, পদক্ষেপের মধ্যে কেউ কোন রকম অমানবিক কিছু খুঁজে পাবে না। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। এ জন্যই ইসলাম পৃথিবীতে বেঁচে আছে এবং থাকবে। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে ততদিন ইসলাম থাকবে। কারণ ইসলাম মানবতার ধর্ম, মনুষ্যত্বের ধর্ম। মানবতাই ইসলামের মূলকথা। ইসলামের যুদ্ধসমূহও সংঘটিত হয়েছে মানবতা ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। আবার মানুষের স্বার্থে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ পরিহার করেছে। ইসলামের যুদ্ধকৌশলই বলে দেয় যে, মানুষের জন্য সবকিছু। ইসলামে মানুষের স্বার্থ সবার আগে। ইসলামের আগমন ঘটেছে মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য। ইসলামের নবী-রাসূলগণ সকল কাজ করেছেন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য। আসমানী কিতাবসমূহের পাতায় পাতায় মানবতা ও মনুষ্যত্বের কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানবিক কারণে ক্ষমার ঘটনা ইসলামে সবচেয়ে বেশি। মানবিক কারণে ইসলামের যে কোন সিদ্ধান্তকে সংক্ষিপ্ত ও হালকা করা যায়। মূল্যবোধের সংজ্ঞা, পরিধি, ক্ষেত্র, চাহিদার সাথে ইসলামের মত মানবতাবাদী জীবনাদর্শই খাপ খায়। ইসলামেই সকল কিছুকে যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়েছে। যার যে মর্যাদা তা ইসলামেই যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম হলো মূল্যবোধের জীবন বিধান।

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হল, যেই মুসলিমের মনে কল্যাণ, দয়া এবং মানবিক ও ভ্রাতৃত্বিক অনুভূতি রয়েছে, সেই মুসলিমের মনে অন্য মুসলিমের সর্বোপরি মানুষের প্রতি ইসলামী ও মানবিক অনুভূতি জাগ্রত করা। মুসলিম ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হল, সে দয়ালু অন্তরের অধিকারী, অনুগ্রহকারী এবং সত্যের মশাল বহনকারী। সে না জানে বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানত করতে, আর না জানে কঠোরতা প্রদর্শন করতে। গোফা-মাফড়ের ক্ষেত্রেও তার এই গুণাবলী প্রযোজ্য। অপরদিকে সে হবে দয়ার সাগর ও ভালবাসার পাত্র। কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলে সে বিনিদ্র রজনী কাটায়, অন্যায় দেখে সহ্য করতে পারে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না।

ইসলামের বিভিন্ন দিকে মানবিক মূল্যবোধ সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও শাখায় ইসলাম মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ে মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইসলামের প্রতিটি বাণী মানবতার জয়গান করেছে। ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান মানুষের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে গ্রহণ করা হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের ওপর ইসলাম কতটা জোর দিয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মানবিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

'মানবিক' (Human) ও 'মূল্যবোধ' (Value) এ দু'টো শব্দের সমন্বয়ে মানবিক মূল্যবোধ প্রত্যয়টি গঠিত। এ দু'টো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে মানবিক মূল্যবোধের একটি ধারণা পাওয়া যায়। মানবিক বলতে অনুভূতিক্ষম একটি চেতনাকে বুঝায়। আর মূল্যবোধ একটি মানসিক ধারণা এবং তা পরিবর্তনীয় গতিশীল। স্থান, কাল, পাত্র, শ্রেনীভেদে এ ধারণাটি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। মানুষের তৃপ্তি, সন্তুষ্টি ও সুখানুভূতির সাথে এটি সম্পর্কিত। মানুষের মানসিক বা মনোজগতের যে তৃপ্তি তা শুধুমাত্র বিশেষ দিক থেকে নয় বরং সার্বিক দিক থেকে বিচার্য। সার্বিক তৃপ্তি বলতে মানুষের নৈতিক, সামাজিক, দৈহিক ও আর্থিক ইত্যাদি সামগ্রিক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এজন্য 'মূল্যবোধ' প্রত্যয়টি সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই বলা যায়, মানবিক মূল্যবোধ হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও দৈহিক ইত্যাদি সামগ্রিক দিকের তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা বা কার্যক্রমের সমষ্টি। আর 'মানবিক মূল্যবোধ' মানুষের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত একটি ধারণা। মানুষের অবস্থান যেমন পৃথিবীর শুরু থেকেই, তেমনি 'মানবিক মূল্যবোধ' প্রত্যয়টিও মানুষের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানবিক আচরণ করে আসছে। তবে মানুষের সমাজবদ্ধ হওয়ার পেছনে সামগ্রিকভাবে কল্যাণমূলক চিন্তাই মূলতঃ কাজ করেছে। এর বিপরীত চিন্তা নিয়ে মানুষ একে অপরের কাছাকাছি আসেনি। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী মানুষের মধ্যে বিকশিত হতে থাকে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ ইত্যাদি মানুষকে একে অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত করে। ধর্মীয় আদর্শ ও অনুপ্রেরণা মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে আরও সুসংহত ও সুসংগঠিত করে।

ইন্টারনেটে WHAT ARE HUMAN VALUES শিরোনামে বলা হয়েছে,[১] A few key principles compose the foundation of human values upon societies have been established.

- The innate dignity of human life
- Respect and consideration for the "other"
- The interconnection between humankind and the environment and thus the need to care for and preserve the earth
- The importance of integrity and service
- An attitude of non-violence
- The individual and collective quest for peace and happiness

The movement to identity and promote the values shared by societies around the world is relatively new. It is only in recent years as globalization extended its reach to even remote corners of the earth that the need to refocus and build upon what we as a human society have in common, has become apparent.

Economic and social globalization has yielded positive as well as negative effects. On the one hand, cultures around the world are threatened by the uniformity that globalization brings. They are dtruggling to maintain their identities, their distinctive qualities, traditions and character that provide a unique contribution to human history. Globalization has been seen to endanger cultural diversity and this would be a tragic loss for humankind.

On the other hand, increased contact [২]

---

[১] . http://www.iahv.org/humanvalues.htm

[২] . আবার বলা হয়েছে, Humanism (From Wikipedia,the free encyclopedia) is an active ethical and philosophical approach to life focusing on human solutions to human issues through

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক শব্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত অভিধানে মানবিক শব্দটির ইংরেজী অনুবাদ লেখা হয়েছে এভাবে, (adj) human.অর্থাৎ human শব্দটি adjective.[৩] DEV'S CONCISE DICTIONARY তে বলা হয়েছে, human [হিউম্যান্]. মনুষ্য-সম্বন্ধীয়; মানবীয়; belonging to mankind. মানবধর্মী; having the qualities of a man.[৪]

মানবতা শব্দটিও মানবিক শব্দ হতে এসেছে। ইংরেজিতে 'humanity'(বাংলায় মানবতা) শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থ রয়েছে। অবশ্য অভিধানে এই ব্যাপকতার সীমানার মধ্যেই চারটি বিভাজিত ছক কাটা হয়েছে; বিখ্যাত Oxford English Dictionary, Collius, কিংবা Cambridge the saurus অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, humanity-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে (i) human beings (thought of) as a group বা সাধারণ 'মনুষ্যজাতি' হিসেবে কিংবা এর দ্বারা (ii)`human nature'বা the quality of being human'(যাকে বলা হয়) 'মনুষ্যোচিত গুণাবলী' কিংবা 'মনুষ্যপ্রকৃতি' বা 'মনুষ্যধর্ম' বোঝানো হয়। এই দু'টো সংজ্ঞার খুব কাছাকাছি আরেকটি অর্থ humanity-র মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়: (iii) the essence of being humane বা মানুষ হিসেবে পরিচিত হওয়ার অপরিহার্য শর্ত কিংবা যোগ্যতা। এখানে বলে রাখা ভালো যে, `human' ও humane'শব্দ দু'টির মধ্যে খুব সুক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে। Human শব্দটি কয়েকটি Characteristics দ্বারা মানুষকে প্রভু ও তাঁর অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ানুভূতি এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ।

অপর দিকে Humane (হিউমেইন)-এর আয়ত্তে অবশ্যম্ভাবী রূপ হিসেবে অন্তর্গত হয় sympathy' বা 'সহানুভূতি', kindness' বা নম্রতা, 'understanding', `benevolence', `open-heartedness', `generosity', helpfulness' charitableness প্রভৃতি, যাদের মধ্যে ঘটেছে উদারতা, সমবেদনা, করুণা, মহত্ত, সহযোগিতা, দানশীলতা, স্বার্থত্যাগ, সহমর্মিতা এসব মানবীয় গুণসমূহের অভূতপূর্ব সমন্বয়। Humanity-র ধারাটি চতুর্থ পর্যায়ে গিয়ে অবশ্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় অবগাহন করেছে, যা এর scope বা ক্ষেত্রের প্রসারতা বৃদ্ধিতে অনাদিকাল থেকে অনবদ্যতা বজায় রেখেছে।

---

rational arguments without recourse to a god, gods, sacred texts or religious creeds. Humanism has become a kind of implied ethical doctrine ("-ism") whose sphere is expanded to include the whole human ethnicity, as opposed to traditional ethical systems which apply only to particular ethnic groups.

Many early doctrines calling themselves "humanist" were based on protagoras's famous claim that "man is the measure of all things." In context, this asserted that people are the ultimate determiners of value and morality- not objective or absolutist codices. In its time, protagoras' statement was a radical and objective view of the human condition, which has convincingly refuted absolutism for much of Western philosophical history since. Subsequent interpretations of this "principle" became split between relativism and universalism– the former views all ethics as derived from the individual (individualism), while the latter views ethics as meaningful only if they are applicable to all. While relativism gained prominence during the Industrial Era, global communication and transculturation have deprecated relativism in favor of a universalist view of humanism.

The evolution of the meaning of the word 'humanism' is fully explored in Walter, Nicolas: Humanism – What's in the Word (Rationalst Press Association, London, 1997, ISBN 0-301-97001-7)

[৩] . Bangla Academy *Bengali-English Dictionary*, DHAKA: BANGLA ACADEMY, June, 1994. পৃ. ৬৬০

[৪] . Ashu Tosh Dev, *DEV'S CONCISE DICTIONARY*, Dev Sahitya kutir (p)Limited, 21 Jhamapooker Lane, Calcutta- 9, January, 1992. পৃ. ৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে বিষয়টির নামকরণ করা হয়েছে (iv)`the humanities',যা আলোচ্য শব্দটির plural বা বহুবচন। এর মধ্যে `the subjects of study concerned with human culture, especially literature language, history and philosophy বা সাহিত্য, ভাষা, মানবসংস্কৃতি, ইতিহাস, কলা, দর্শন অর্থাৎ মানুষের জীবনসম্পর্কিত পাঠ্য ও গবেষণার বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষ করে, গ্রীক ও ল্যাটিন প্রথম পর্যায়ের humanities এর প্রতিভূ বলে পরিচিত। উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে মানবিক শব্দটির সীমা সম্মন্ধে ধারণা লাভ করা যায়।

মানবিক শব্দটির হুবহু বা কাছাকাছি আরবী শব্দটি হলো مُرُوءة 'মুরুয়াত'। এর সমার্থক অন্য আরবী শব্দগুলো হলোঃ نَخْوَةٌ 'নাখওয়াত' فُتُوَّةٌ 'ফুতুওয়্যাত' رُجُولَةٌ 'রুজুলাত'।[৫] অভিধান গ্রন্থ 'আল-মাওরিদ' এ 'মুরুয়াত' শব্দটির ইংরেজী যে অনুবাদ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ Chivalry (নৈতিক রীতিনীতি, সৌজন্য, আনুগত্য, দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি, নারীসেবা), magnanimity (মহানুভবতা), generosity (সহৃদয়তা, উদারতা, মহত্ব), sense of honor, manhood, virility. রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর একটি বাণীতে 'মুরুয়াত' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। তিনি বলেছেন, "মু'মিনের বদান্যতা (উদারতা, মহানুভবতা, মহত্ত, দানশীলতা ও অনুগ্রহ) হলো তার তাকওয়া। তার দীন হলো তার বংশ গৌরব এবং তার মানবিকতা হলো তার চরিত্র।"[৬]

আল্লামা ইকবাল তাঁর 'জাবিদনামা'য় এই তথ্যটি সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

"মানবতার অর্থ মানুষকে সম্মান করা। তাই মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তোমরা সজাগ হও। পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকে। সুতরাং হে মানুষ! তুমি বন্ধুত্ব ও প্রেম-প্রীতির পুণ্য পথে আরো একটু খানিক আগুয়ান হও। মানুষকে যে ভালবাসে, সে তার মানবপ্রীতির প্রাথমিক শিক্ষা মহান আল্লাহ্র কাছ থেকেই গ্রহণ করতে পারে। তখন সে বিশ্বাসী মু'মিন ও অবিশ্বাসী পৌত্তলিকের মাঝে কোন রকম ভেদাভেদের সীমারেখা টানতে পারে না। বরং সমভাবেই সবার সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে যায়। অতএব হে মানব! তুমিও তোমার অন্তরের প্রশস্ত কোণে পৌত্তলিক ও ইসলামের জন্য ঠাঁই করে নাও। শত আক্ষেপ ও আফসোস সেই অন্তরের জন্য যেখানে অন্য হৃদয়ের কোন স্থান নেই বরং পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।"[৭]

বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ও লেখক অধ্যাপক এ. এফ. মোঃ এনামুল হক তার রচিত 'মূল্যবোধ কি ও কেন' গ্রন্থের 'কল্যাণের রূপরেখা' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, দার্শনিক ম্যাথুউ আরনল্ড (Mathew Arnold) বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে জীবনের পরম কল্যাণ হলো মনুষ্যত্বের বিকাশ বা আত্মোপলব্ধি (Self-Realisation) আত্মার সুপ্ত ও সীমাহীন সম্ভাবনাকে বিকশিত করে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমেই জীবনের পরম কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। এ ব্যাপারে মানব জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি ও জৈববৃত্তি কোনটিরই ভূমিকা কম নয়। মানব জীবন থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকে ছেঁটে ফেললে মানব জীবন নেমে আসে পশুর স্তরে; আর কামনা-বাসনার প্রবৃত্তিকে জীবন থেকে ছাঁটাই করলে মানব জীবন উন্নীত হয় ফেরেশতার স্তরে। কিন্তু মানব জীবন থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বা জৈববৃত্তি কোনটিকেই সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলা সম্ভব নয়। কাজেই মানুষ যেমন শুধু পশু নয় তেমনি শুধু ফেরেশতাও নয়। মানুষ মানুষই।[৮]

মূল্যবোধের পরিচয়

মূল্যবোধ এবং মূল্যবোধ ব্যবস্থা

মহান আল্লাহ্র সকল সৃষ্টির সাথে মানুষের কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্যের মধ্যে অন্যতম একটি পার্থক্য হলো; মানুষ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। এটি মানুষের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষ নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন একটি সৃষ্টি। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতির উপলব্ধিতে নৈতিক মূল্যবোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। মানব জীবন কোনক্রমেই নৈতিকতা ও মূল্যবোধবিবর্জিত নয়। তাই স্বাভাবিক

---

[৫] . ড. রূহী আল-বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ*, (আরবী-ইংরেজী অভিধান) বৈরূতঃ দারুল 'ইলম লিল মালাইন, ২০০১, পৃ. ১০২৪

[৬] . كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومروته خلقه ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মু'আত্তা*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং-৩৫, কায়রোঃ ১৩৭০হি. ১৯৫১ খ্রী.

[৭] ."আল্লাহ্ তা'আলার গুণে ভূষিত হও" এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৬৬

[৮] . এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

এবং সঙ্গত কারণেই মানব জাতির সকলের প্রত্যাশা মানুষের সকলেরই জীবন যেন ন্যূনতম ও গ্রহণযোগ্য নৈতিক মানসম্পন্ন হয়। সমাজকে সুশৃংখল এবং জীবনকে সুখময় করতে নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। ব্যক্তি নৈতিকতার ভান্ডার থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করে এবং মূল্যবোধ দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে কর্ম উদ্দীপনা লাভ করে। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অপরিহার্য।

দ্বিতীয় আরেকটি পার্থক্য হলো শিক্ষা ও জ্ঞানের পার্থক্য। মানুষকে মহান আল্লাহ্ জ্ঞান দিয়ে বিশেষায়িত করেছেন। শক্তিতে, ক্ষিপ্রতায় ও গতিতে মানুষের চেয়ে পশু-পাখি অনেক এগিয়ে। তারপরও মানুষই জগতে আধিপত্য বিস্তার করছে। আর সে এ কাজটি পারছে তার জ্ঞানের কারণে। জ্ঞানের কারণে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। জ্ঞান কাউকে ওপরে তোলে আবার কাউকে নিচে নামিয়ে দেয়।

সহজ কথায় নৈতিকতা হলো হীতকর বা কল্যাণকর নীতিমালা। কেউ কেউ বলে থাকেন, 'সুশৃংখল, সুসংবদ্ধ, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও হিতকর নীতিমালাকে নৈতিকতা বলে'।[৯] নৈতিকতা ব্যক্তির একটা উন্নত গুণ বা বৈশিষ্ট্য। কারো কারো বিবেচনায় নৈতিকতা ব্যক্তির জীবনীশক্তি। অপরদিকে মূল্যবোধ হলো জাতির মৌল চেতনা বা বিশ্বাস। আরো একটু এগিয়ে বলা যায়, মূল্যবোধ হলো জাতির দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাস ও চেতনা, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি- যা আবহমান কাল থেকে জাতীয় জীবনে প্রচলিত ও প্রতিফলিত হয়ে আসছে। মানব জীবনে মূল্যবোধের অসীম গুরুত্ব রয়েছে। মূল্যবোধ মানব গোষ্ঠির চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস ও অনুভূতি, আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে প্রভাবিত করে। সহজ কথায় মূল্যবোধ নৈতিক উজ্জীবনে সাহায্য করে।

নৈতিকতার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবন দর্শন বা জীবন বিধানকে প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি ও বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা এবং মানুষের মধ্যে কল্যাণকর উত্তম গুণাবলী সৃষ্টি এবং সে গুলোর উজ্জীবন ও বিকাশ সাধনে সাহায্য করা। অপরদিকে মূল্যবোধ মানব জীবনের মননশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনে সাহায্য করে। শুধু তাই না মূল্যবোধ মানুষের নিজস্ব নফস বা কুপ্রবৃত্তি অবদমন করে। মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ এক প্রকার উপলব্ধি তৈরী করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যবোধ হলো জীবনের কিছু মর্ম, কিছু উপলব্ধি, কিছু বোধ। মূল্যবোধ এক ধরনের মানদন্ড তৈরী করে, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এক দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মূল্যবোধ ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা এবং কাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

সহজ ভাষায়, মূল্যবোধ এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, বিশ্বাস, আদর্শ, ধারণা ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমষ্টি যা মানুষকে কোন কাজ করতে নিয়োজিত বা উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্যের কোন কাজ মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব হিসেবে সুস্থ মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে মূল্যবোধের উপস্থিতি সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বসময়ে লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত, দলীয়, পারিবারিক, সামষ্টিক, সাংগঠনিক তথা বিশ্ব কার্যক্রম পরিচালনা ও বিবেচনায় মূল্যবোধব্যবস্থা অপরিহার্য উপাদান হয়ে কাজ করে। সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্যে মানুষের যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি দরকার মূল্যবোধের।

'মূল্য' কথাটি মানুষের নিকট অতি পরিচিত হলেও কথাটির প্রকৃত অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতানৈক্যের অবকাশ রয়েছে। বিভিন্ন চিন্তাবিদ মূল্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে 'গুণ' 'ভাল', 'উৎকর্ষ', 'পূর্ণতা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে এবং শব্দগুলোকে মূল্যের সমার্থক বলে গ্রহণ করে। অবশ্য 'পূর্ণতা' শব্দটি সমুদয় মূল্যের পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

মূল্য (Value) শব্দটি দীর্ঘদিন ধরে শুধু অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে মূল্য শব্দটি দর্শনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। অর্থনীতিতে মূল্যের অর্থ হলো বিনিময় মূল্য, যা বাড়ে ও কমে। কিন্তু দর্শনের মূল্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের অতীত। দর্শনের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের ধারণাটি মানুষের মনে জড়ানো অবস্থায় থাকলেও সকল যুগে সমানভাবে তার উপলব্ধি ঘটেনি। প্রফেসর মানস্টারবার্গ (Munsterberg) বলেন, "Through the world of things shimmered first weakly, and then even more clearly the world of values."[১০] প্রকৃতপক্ষে মূল্যের ধারণাটি মানুষের দার্শনিক সচেতনতারই বিস্তার। জগত ও জীবনের ধারণা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্ত পরিবেশে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মূল্যের ধারণাটি গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মূল্য শব্দটি দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং আধুনিক চিন্তাধারার সমগ্র পরিধিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কোন কোন দার্শনিক মূল্যতত্ত্বের এই আবিষ্কারকে

---

৯. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, "মূল্যবোধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ" *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২২ জুন, ২০০৭, পৃ. ৯

১০. এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দর্শনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বলে দাবী করে থাকেন। তাঁদের এই দাবী মোটেই অযৌক্তিক নয়। প্রাত্যাহিক জীবনে মূল্য (Value) শব্দটি খুব বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে মূল্যের ধারণা আধুনিক চিন্তাবিদদের দার্শনিক অবস্থানের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে এবং মূল্যবোধের সমস্যা মানবাগ্রহের একেবারে সম্মুখভাগে স্থান করে নিয়েছে। দর্শন জগতের বাইরে বৈজ্ঞানিক লেখকদের তথ্যভিত্তিক সাহিত্যকর্মেও মূল্য সচেতনতা ধীরে ধীরে ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত স্থান করে নিচ্ছে। অর্থাৎ কোন কিছুই মূল্যবোধের বাইরে নয়। অনেকেই আজকাল উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় প্রকৃতপক্ষে বস্তুর মূল্য নির্ণয়েরই শামিল। বস্তু বা ঘটনার অস্তিত্বশীলতা কিংবা বস্তু বা ঘটনা আসলে যা, তার দ্বারাই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নির্ধারিত হয় না। যে কোন বস্তুর পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে বস্তুর সঙ্গে মূল্য বা আদর্শের যে সম্পর্ক তা আলোচনা করা অপরিহার্য। বস্তুত বা ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের যাবতীয় ধ্যান-ধারণা বা দার্শনিক ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তি ঘটে বস্তু বা ঘটনার মূল্যায়নে এসে। মূল্য ও মূল্যায়ন বস্তুর নিকট সম্বন্ধহীন নতুন কিছু নয়, আসলে বস্তু বা ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা বলতে বস্তু বা ঘটনার মূল্যায়নকেই বুঝায়। বস্তু এবং তার মূল্যায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তু ছাড়া যেমন মূল্যাবধারণ অসম্ভব, মূল্যায়ন ছাড়া বস্তুর ব্যাখ্যা তেমনি অসম্পূর্ণ। আজকের এই ক্রমবর্ধমান মূল্যসচেতনতা দর্শনে নতুন কোন ঘটনা নয়, বরং বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের যথার্থ ও অপরিহার্য পরিণতি।

বিভিন্ন ভাষায় মূল্য বা valueঃ লাতিন ভ্যালিও (valeo) শব্দটি মূলতঃ শক্তি ও শক্তির সাথে যুক্ত স্বাস্থ্য বুঝাতে পারে, 'ফলপ্রসূ' ও 'উপযুক্ত' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ফরাসী 'ভ্যালার' (valeur) শব্দটি 'উৎকর্ষ' বুঝায়। ইতালীর শব্দ ভ্যালোর (valour) এর সম্মানসূচক অর্থ আছে, ভ্যালোটা (valuta) শব্দের মানে মূল্য। জার্মান শব্দ 'ওয়ার্ট' (wert) ইংরাজী 'ভ্যালু' শব্দের অনুরূপ। (Meinong) মর্যাদা বা মহত্ব অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই অর্থসমূহ ছাড়াও দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাসম্প্রদায়ের হাতে এই শব্দটির অর্থের বহু ইতরবিশেষ ঘটেছে।[১১]

দুঃখের বিষয় মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অর্থাৎ মূল্যবোধ সম্বন্ধে মানুষের চেতনা ও ধারণা পূর্বের মতই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। বর্তমান সভ্যতার অদ্ভুত গোঁজামিলগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, মানুষ ইস্পাত উৎপাদন বা পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে যতখানি আগ্রহী ও তৎপর, জীবনের মূল্য কিসে বৃদ্ধি পায় বা মানুষের আচরণের সঙ্গে সুখের কি সম্পর্ক এ সম্বন্ধে ততখানি আগ্রহী ও তৎপর নয়। বস্তুত মূল্যবোধের ধারণাকে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে গুরুত্বহীন বা স্বল্প প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মানুষ বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। জীবনে মূল্যের প্রয়োগ কতটুকু হলো, জীবন কতটুকু মূল্যের পরশ পেল সে সম্বন্ধে মানুষ মোটেই সচেতন নয়। দার্শনিক সিনেকা (Seneca) বলেন, "It is the bounty of nature that we live, but of philosophy that we live well, which is, a great benefit than life itself."[১২] মূল্যবোধগুলোই হচ্ছে নৈতিক জীবনের মৌলিক উপাদান এবং জীবনে এগুলোর রূপায়নই হচ্ছে মানব জীবনের ব্রত। মূল্যের পরশেই যে জীবন ধন্য, সার্থক ও উজ্জ্বল হয়- এ সত্যকে মানুষ ভুলে যেতে শুরু করেছে।

মূল্য নির্ধারণ, গুণাগুণ বিচারঃ কোন বস্তু বা ঘটনাকে আমরা দু'ভাবে বুঝে থাকি। প্রথমত, বস্তু যেভাবে পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয় আমরা বস্তুকে ঠিক সেভাবে ব্যক্ত করি। দ্বিতীয়ত, আমরা বস্তুর গুণাগুণ বিচার করি। এই গুণাগুণ বিচার করতে গিয়ে আমরা সাধারণতঃ কোন বিষয়কে ভাল বা মন্দ সত্য বা মিথ্যা, সুন্দর বা কুৎসিত বলে অভিহিত করি। এভাবে বস্তুর গুণ বিচার করাকে মূল্য নির্ধারণ বা মূল্যবোধ বলা হয়। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ এই পরম আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিষয় ভাল বা মন্দ, সুন্দর ও অসুন্দর, ন্যায় বা অন্যায় বিবেচিত হয়।

সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবোধ হচ্ছে এমন কতগুলো নির্দিষ্ট ও প্রভাব বিস্তারকারী আচরণ যা সমাজের জন্যে কাঙ্খিত। অর্থনীতির ভাষায়, প্রতিটি বিষয়, উপাদান বা বস্তুর নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে। বস্তুগত কিংবা অবস্তুগত যাই হোক না কেন, সবকিছুর ওপরই মূল্য আরোপ করা যেতে পারে। অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্য প্রত্যয়টি মূল্যবোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির মনোভাব, চাহিদা ইত্যাদির মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হয়। নৃতত্ত্বের পরিভাষায়, মূল্যবোধ হচ্ছে, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, জীবনপ্রণালী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রতীক। অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানের বিবেচনায়, মূল্যবোধ হচ্ছে নীতিবোধ, আদর্শ, আকাঙ্খা, মনোভাব, অধিকার

---

[১১]. ডঃ রশিদুল আলম, *দর্শনের ভূমিকা*, বগুড়াঃ সাহিত্য কুটির, ১৯৭৩, পৃ. ৩৮৮

[১২]. এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যবাধকতা ইত্যাদির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ।[১৩] বাস্তবিকার্থে, ব্যক্তি নিজের জন্যে, গোষ্ঠীর জন্যে বরং সর্বোপরি, সমাজের মঙ্গলের জন্যে যে সকল আচরণ ও নীতিমালা কাঙ্খিত বলে মনে করে তাই মূল্যবোধ। এ মূল্যবোধকে (গোষ্ঠী ও সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে) প্রতিটি বিশ্বাস আচরণ ও কর্মকান্ড দিয়ে পরিমাপ করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তি যা বিশ্বাস করে, যা চিন্তা করে এবং সে অনুসারে সে যে কর্মকান্ড পরিচালিত করে, যা সমাজের জন্যে অথবা গোষ্ঠীর জন্যে মঙ্গলজনক (হতেও পারে আবার নাও হতে পারে) তাই মূল্যবোধ, অর্থাৎ সমাজে মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে ব্যক্তির কর্মের মাধ্যমে, তার আচরণের মাধ্যমে, বিশেষ করে তার নীতিবোধের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তির প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালিত হয় কতগুলো আকাঙ্খাকে বাস্তবায়নের জন্যে যা কখনো সফলতা আবার কখনো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; যা কখনো আনন্দদায়ক আবার কখনো দুঃখজনকও বটে। আর এ সমস্ত কর্মকান্ডের প্রতিটির পেছনেই থাকে ব্যক্তির পছন্দ, ভাল-মন্দ যাচাই তথা প্রাধান্যের বিষয়াদি।

মূল্যবোধের সংজ্ঞায় বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। Pincus and Minahan বলেছেন যে,[১৪] মানুষের জন্যে যা বাঞ্ছিত ও ভাল এমন বিশ্বাস, প্রাধান্য অথবা ধারণাবলীই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধের বিবৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের শর্তসাপেক্ষে নয়, বরং এগুলোকে কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। Rokeach মূল্যবোধের অপেক্ষাকৃত সুন্দর সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন যে,[১৫] Values are "a type of belief, centrally located with in one's total belief system, about how one ought or ought not to behave, or about some end-state of, existence worth or not worth attaing (1968)---an enduring belief that a specific mode or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode or end-state of existence (1973)." বস্তুত মূল্যবোধ এক ধরণের অন্তর্নিহিত এবং বাহ্যিক ধারণা বা অভিপ্রায়, আদর্শ অথবা অগ্রাধিকারযোগ্য বলে একটি দল যা লালন করে। এক্ষেত্রে আচরণের আদর্শ, মান, নিয়ম, ইত্যাদি এবং কর্মতৎপরতা নির্দেশনার নীতিসমূহ মূল্যবোধের অর্ন্তগত। যুক্তিতেই, একটি কাজের উদ্দেশ্য গন্তব্য এবং উপায়ের ভাল-মন্দ নির্ধারণ ও বিচারের দায়িত্ব মূল্যবোধের। আচরণের মান এবং নির্দেশনা মূলত আসে মূল্যবোধ হতেই।[১৬] এমনকি মানুষের আবেগীয় গতিময়তা মূল্যবোধ দিয়ে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মনে করা যায়। অর্থাৎ কোন একটি অবস্থার সঠিক কাজটি করার সদর্থক অথবা নেতিবাচক আবেগীয় অনুভূতি বা প্রস্তুতি তৈরী হয় মূল্যবোধের মাধ্যমে।[১৭]

Bartlett মূল্যবোধ প্রসংগে বলেছেন যে,[১৮] এটি এমন এক ধারণা যার মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্খা এবং ভাল-মন্দ বিবেচনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ এক ধরনের গুণবাচক অভিমত যা বাস্তবিক বা মূর্তভাবে তুলে ধরা যায় না। এগুলো আবেগ সংশ্লিষ্ট এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গন্তব্য নির্দেশক।

মূল্যবোধের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশঃ[১৯] তার বিবেচনায় এ গুলো হচ্ছেঃ

১. মূল্যবোধের ধারণাগত ভিত্তি আছে। এগুলো যথার্থ অনুভূতি, আবেগ, অভিব্যক্তি, চাহিদা ইত্যাদির মূলে গ্রথিত। মানুষের নিকট অতীতের অভিজ্ঞতা হতে উত্থিত বিমূর্ত অবস্থা হলো মূল্যবোধ।

---

১৩. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, "মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিবর্তন" পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত *"বাংলাদেশের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঃ উৎস, কারণ ও প্রকৃতি"* শীর্ষক জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত নিবন্ধ, ১৯৯২, পৃ. ১

১৪. Alen Pincus and Anne Minahan. *Social Work Practice : Model and Method* .1975

১৫. Rokeach Miltan , Beliefs, *Attitudes, and Values :A Theory of Organization and Change.* (San Francisco : Jossey-Boss, 1968) P. 124 *The Nature of Human Values*, New York : Free Press, P. 5

১৬. B. Dubois and K. K. Miley, *Social Work : An Empowering profession* . Boston : Allyn and Bacan, 1992, পৃ. ১০৯

১৭. PJ , Day ; Macy and CB , Jackson. *Social Work : Exercises in Generalist Practise* (Englewood Cliffs . NJ : Prentice Hall.1984)

১৮. Bartlett, Harriet , *The common Base of Social Work Practice* . Washington : NASW, 1970 , পৃ. ৬৩

১৯. Williams Robin M. Jr. *American Society : A Sociological Interpretation* . New York : Knopf, 1970, P. 440

Dhaka University Institutional Repository

২. মূল্যবোধ আবেগ-অনুভূতি দ্বারা সম্পৃক্ত। এগুলো আবেগীয় গতিময়তার সঠিক ও যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে।

৩. মূল্যবোধ নির্দিষ্ট কাজের মূর্ত কোন উদ্দেশ্য বা গন্তব্য নয়; বরঞ্চ উদ্দেশ্য বা গন্তব্য পছন্দ করার নীতিমালা।

৪. মূল্যবোধ (সামাজিক মানুষের জন্যে) অত্যন্ত জরুরী এবং মামুলি বা হালকা কোন বিষয় নয়।

মূল্যবোধ হলো মানুষের প্রতিজনের চিন্তা-চেতনা এবং অভিব্যক্তির হৃদয়স্বরূপ। বলা হয় যে, মূল্যবোধ হলো, সামাজিক জীবনে কোনটি কাঙ্খিত আর কোনটি অনাকাঙ্খিত সামাজিক সংগঠনের সদস্যদের সে সম্পর্কিত সর্বসম্মত মত। প্রতিটি মূল্যবোধকে দেখতে হবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বাচনিক, ক্রিয়াগত এবং অবস্থানগত প্রেক্ষাপটে। কেননা প্রতিটি ব্যক্তির বিশ্বাসের বহি:প্রকাশ ঘটে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার আচরণ ও কর্মকান্ডের মধ্য দিয়েই। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যা কিছু করে তাই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। আর এ সংস্কৃতির সারাংশ হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। সংস্কৃতির সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা তথা এর সদস্য বা গোষ্ঠীকে বাঞ্ছিত আচরণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, প্রগতির দিক দিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল মূল্যবোধই গ্রহণযোগ্য হবে তা নয়। মূল্যবোধ গ্রহণ এবং নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো, সমাজের বস্তুগত এবং অবস্তুগত পরবর্তন, অবকাঠামো-উপরিকাঠামো, অর্থনৈতিক কার্যাবলী, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন কৌশল, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক অনুষ্ঠান, চাহিদা, সমস্যা, সম্পদ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য।[২০]

মূল্যবোধের সাথে জ্ঞান, চাহিদা, অধিকার, মতাদর্শ ইত্যাদির প্রত্যয়গত এবং অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে।[২১] মূল্যবোধের মধ্যদিয়ে মানষিক চাহিদার বহি:প্রকাশ ঘটে। অধিকার হলো সামাজিক সম্পদ ভোগের আইনানুগ আকাঙ্খা। গণঅধিকার, স্বাধীনতা ও সুবিচার মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে মতাদর্শ বলতে বিশ্বাস-ব্যবস্থাকে বুঝানো হয় যা সামাজিক মূল্যবোধ নির্দেশ করে এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। মূল্যবোধের সাথে জ্ঞানের একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। যে কোন পদ্ধতি বা কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও মূল্যবোধের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য। মানুষের জ্ঞানের সাথে দ্বন্দ্বময় কোন বিশ্বাসকে পরিবর্তন করা যতটা সহজ মূল্যবোধনির্ভর বিশ্বাসকে পরিবর্তন করা তত সহজ নয়।[২২]

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন কিছুর যথাযথ ব্যবহারই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধবিরোধী লোকদের প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তদ্দারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তদ্দারা শ্রবণ করে না; এরা পশুর ন্যায়, বরং এরা অধিক বিভ্রান্ত। এরাই গাফিল।"[২৩] যে ব্যক্তি তার অংগ-প্রত্যংগকে যথাযথ ব্যবহার করে না; সে মূল্যবোধে উজ্জীবিত নয়। এমনিভাবে তার নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য কিছুর ব্যবহারও ঠিকমত না করলে তার ভেতর মূল্যবোধের লেশমাত্রও আছে বলে মনে করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে বিবেক, মুখ, জিহ্বা, হাত, পা, জ্ঞান, শক্তি, সহায়-সম্পদ দিয়েছেন। এগুলোর সঠিক ব্যবহারই মূল্যবোধের নিদর্শন।

নিজস্ব মূল্য থাকার কারণে সত্য (Truth), কল্যাণ (Goodness) ও সুন্দর (Beauty) এ তিনটি মূল্যকে স্বতঃমূল্য (Intrinsic Value) বলা হয়।[২৪] এ মূল্যগুলো স্বনির্ভর এবং এগুলোকে আমরা কামনা করি তাদের নিজের জন্যই- অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। মানব মনের তিনটি বৃত্তি- চিন্তাবৃত্তি (Thinking), কৃতিবৃত্তি (Willing) এবং অনুভূতিবৃত্তির (Feeling) আদর্শরূপে সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরকে পাওয়া যায় বলে এই তিনটি মূল্যকে মানসিক মূল্যও (Psychical Value) বলা হয়ে থাকে। চিন্তার আদর্শকে বলা হয় সত্য। যে চিন্তা সত্য, সে চিন্তা

---

২০. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, "মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিবর্তন" পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত *"বাংলাদেশের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঃ উৎস, কারণ ও প্রকৃতি"* শীর্ষক জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত নিবন্ধ, ১৯৯২, পৃ. ২

২১. M. Siporin, . *Introduction to social work practice.* New York: Macmillan, 1975 P. 51

২২. Charles S(Z)astrow, The Practice of Social Work. California : Wadsworth Publishing Company, 1992, P. 50

২৩. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم اعين لا يبصرون بها ، ولهم اذان لا يسمعون بها ، اولئك كالانعام بل هم اضلّ ، اولئك هم الغافلون আল-কুর'আন, ৭ঃ১৭৯

২৪. এ. এফ. মোঃ এমামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবান, আর যে চিন্তার মধ্যে সত্য নেই সে চিন্তা মূল্যহীন। সত্যের মূল্যটিকে জীবনে রূপায়িত করতে হলে মানুষের মুখনিঃসৃত বচন অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য হতে হবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সত্য কথা বলতে হবে। কল্যাণই (Goodness) কর্মের আদর্শ। কর্মের মধ্যে যতটুকু পরিমাণ কল্যাণের প্রকাশ ঘটে কর্ম ততটুকুই মূল্যবান। কর্মের মূল্য কল্যাণ সাধনের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। আমাদের এমন সব কর্ম সম্পাদন করতে হবে যার দ্বারা জীব জগত উপকৃত হয়।

অনুভূতির আদর্শের নাম সুন্দর (Beauty)। সৌন্দর্যই অনুভূতির লক্ষ্য। যে অনুভূতি যতটুকু পরিমাণে সুন্দরকে প্রকাশিত করে সে অনুভূতির মূল্য ততটুকুই। বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য (Symmetry) এবং আকার ও উপাদানের ঐক্যই (Unity) হলো সৌন্দর্যের বস্তুগত ভিত্তি। আমাদের উচিত আমাদের কাজ-কর্মগুলোকে সৌন্দর্যের পরশ দিয়ে সম্পন্ন করে অনুভূতির এই আদর্শটিকে জীবনে রূপায়িত করা।

সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিচার করলে মূল্য তিনটির সাথে একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে সঙ্গতিসাধন (Harmonization)। সত্য হচ্ছে বাস্তব জগতের সাথে আমাদের ধারণা ও বচনের সঙ্গতি; কল্যাণ হচ্ছে বিচার-বুদ্ধির সাথে ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনার সঙ্গতি এবং সৌন্দর্য হচ্ছে আকারের সাথে উপাদানের সঙ্গতি বা ঐক্য। ব্যক্তিমানস যতই পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হয় মূল্য তিনটির মধ্যকার গভীর ঐক্যের নীতিটি ততই প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের ধারণা ও উপলব্ধি উন্নত ও আলোকিত মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনের শ্বাশত মূল্যগুলোর বাস্তবায়ন ও রূপায়ণের সাফল্য সূচিত করে মানব জাতির অগ্রগতি ও পূর্ণতা। পক্ষান্তরে মূল্যগুলোর বাস্তবায়নের ব্যর্থতা সূচিত করে মানব জাতির অধোগতি ও অপূর্ণতা। মূল্যের ধারণাই মানুষকে জীব জগতে পৃথক সত্তার অধিকারী করেছে। মানব জীবন থেকে মূল্যবোধের ধারণা বিয়োজন করলে জীবের বৈশিষ্ট্য থাকে বটে কিন্তু মনুষ্য নামের উপযোগী কোন বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে না। মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ব একই সূত্রে গাঁথা, যার মূল্যবোধের ধারণা নেই তার মনুষ্যত্ব নেই। শুধু দীর্ঘায়ুর মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা নেই, সার্থকতা আছে জীবনে মূল্যবোধের রূপায়নে। জৈবিক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা প্রভৃতি চালিকাশক্তির কারণে মানুষকে প্রাণী হওয়ার জন্য কোন প্রচেষ্টা চালাতে হয় না। কিন্তু মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলার আংশিক প্রকৃতি দিয়ে মানুষের প্রকৃতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মূল্যবোধগুলোকে জীবনে রূপায়িত করার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে মানুষ। তবে জীবনে মূল্যবোধগুলোর পরিপূর্ণ রূপায়ণ কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, কেবল আংশিক রূপায়ণই সম্ভব।

মানুষের জীবনে রূপায়িত মূল্যগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ মূল্যগুলোর একটি অপরিণত প্রতিচ্ছবি। টেনিসন (Tennyson) বলেছেন, "তারা (মূল্যগুলো) তোমারই বিচ্ছুরিত আলো, আর হে প্রভূ! তুমি তাদের চেয়েও বেশী।"[২৫] কারণ আল্লাহ্ তা'আলাই পরম মূল্যগুলোর পরিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ধারক ও বাহক। এ জন্য প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সামাজিক কাঠামোতে আংশিকভাবে সন্নিবিষ্ট কালহীন ও অবিনশ্বর মূল্যগুলোর একটি মহাজাগতিক তাৎপর্য রয়েছে। এই মূল্যগুলো এক আল্লাহ্ তা'আলা থেকে আসে বলে এগুলো পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত থাকে।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা অনুসারে মূল্যবোধকে বেশ ক'টি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। M. Siporin[২৬] মূল্যবোধকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করেছেন; যেমন:

১. দূরদর্শীধর্মী মূল্যবোধ,
২. চরিত্রধর্মী মূল্যবোধ,
৩. সামাজিক মূল্যবোধ,
৪. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ,
৫. জীবন-ধারণ মূল্যবোধ।

---

[২৫] . এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[২৬] M. Siporin. *Introduction to social Work Practice*. New York : Macmillan, 1975, পৃ. ৬৬-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

M. Siporin মূল্যবোধকে আবার তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।[২৭] এগুলো হচ্ছে:

১. **বিমূর্ত মূল্যবোধ:** যেমন, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আত্মপ্রত্যয়, স্বাধীনতা ইত্যাদি;

২. **মধ্যবর্তী মূল্যবোধ:** যেমন, উত্তম কার্যাবলী সম্পাদনকারী ব্যক্তির গুণাবলী, ভাল পরিবার, বিকাশমান দল, সুসংহত জনসমষ্টি ইত্যাদি;

৩. **করণ মূল্যবোধ:** যেমন, ভাল সংস্থা, প্রশাসন, পেশাধারী ব্যক্তি ইত্যাদি।

Reamer মূল্যবোধকে তিনটি শ্রেনীতে বিচার করার জন্যে বলেছেন।[২৮]

১. **প্রান্তিক মূল্যবোধঃ** কোন দলের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যেগুলো সাধারণ পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং একটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা থাকে;

২. **নিকটবর্তী মূল্যবোধঃ** যা সুনির্দিষ্ট এবং দলের স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক;

৩. **করণ মূল্যবোধঃ** কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য উপকরণ বা পন্থা নির্দেশক।

মূল্যবোধের প্রাথমিক সূত্রপাত হয় ব্যক্তির মধ্যে। জীবনধারণ এবং দলীয় ও সামাজিক জীবন যাপনের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে বিভিন্ন করণ আচরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে তার সম্পদ, সামর্থ ও আগ্রহ এবং সামাজিক সুযোগ ও সম্ভাবনার বিবেচনায় সে যে নির্দিষ্ট নীতি বা ধারা অবলম্বন করে তাই তার মূল্যবোধের সূচনা।

এ জগতে বিচিত্র সব বস্তু ও আচরণের সমাবেশ। এ সমুদয় বস্তু ও আচরণ সর্বদা আমাদের চেতনাকে সক্রিয় করছে এবং মূল্যায়নের জন্য চাপ দিচ্ছে। কাজেই বস্তুর গুণের প্রেক্ষিতে মূল্যকে ভাগ করা হয়েছে। দর্শন শাস্ত্রে মূল্যবোধকে নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।[২৯] যথা,

১) পার্থিব মূল্যবোধ (Physical Values),

২) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ (Economic Values),

৩) মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধ (Psychological Values), মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা, (ক) বুদ্ধিগত মূল্যবোধ বা সত্য (Intellectual Value or Truth), (খ) সৌন্দর্যবিষয়ক মূল্যবোধ বা সুন্দর (Aesthetic Value or Beauty) এবং (গ) নৈতিক মূল্যবোধ বা কল্যাণ (Ethical Value or Goodness)

৪) স্বতঃমূল্যবোধ ও পরতঃমূল্যবোধ (Extrinsic and Intrinsic Values),

৫) আত্মগত মূল্যবোধ ও বস্তুগত মূল্যবোধ (Subjective and Objective Values),

৬) আপেক্ষিক মূল্যবোধ ও পরম মূল্যবোধ (Relative and Absolute Values)

মূল্যবোধের প্রকৃতি (Nature of Value)ঃ মূল্যবোধের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। এই সম্পর্কে চারটি মতবাদ প্রচলিত আছে।[৩০] যথা:

১. **মনস্তত্ত্বমূলক বা আত্মনিষ্ট মতবাদ (Psychological or Subjective View of Values)ঃ** এই মতবাদ অনুসারে বস্তুর গুণ যা মানুষের প্রয়োজন মেটায় বা আনন্দ দান করে তা-ই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধের ধারণা ও অবধারণের উৎপত্তি ও বিকাশ নিহিত রয়েছে মানুষের কামনা, বাসনা, অনুভূতি ও ইচ্ছায়। এর মূল মানুষের আবেগ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতায়। অন্যকথায়, মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলে সকল আদর্শ বা মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা; বিচারবুদ্ধি ছাড়া বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে বস্তু বা গুণ আমাদের মনে সন্তোষ আনয়ন করে তা-ই মূল্যবোধ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মূল্য আত্মগত (Subjective) । ব্যক্তি-মনের উপর নির্ভর না করলেও বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে, ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু বস্তুর মূল্য ব্যক্তি মনের উপর

---

[২৭]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৭

[২৮]. Frederic G. Reamer, *Ethics and Values. In Encyclopedia of Social Work* ,Washington : NASW, 1995, P. 894

[২৯]. ডঃ রশীদুল আলম, *দর্শনের ভূমিকা*, বগুড়াঃ সাহিত্য কুটির, ১৯৭৩, পৃ. ৩৯৯

[৩০]. ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীল। দার্শনিক লোটজার মনে করেন যে, সন্তোষের অনুভূতি হলো মূল্য।[৩১] উল্লেখযোগ্য যে, বস্তুই মানুষের মনে আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। সুতরাং মূল্য সম্পূর্ণভাবে আত্মগত।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে মূল্যবোধ বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ঃ ব্যক্তি ভেদে মূল্যবোধ স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক জিনিসের মূল্য সকলের কাছে সমান নয়। কোন বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন ভাবে অনুভূত হয়। আবার একই বিষয় একই ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে অনুভূত হতে পারে। তাই দেখা যায়, ব্যক্তিভেদে, জাতিভেদে, রাষ্ট্রভেদে, দেশ-কাল ভেদে মূল্যবোধ নিরূপণের মানদন্ড পরিবর্তিত হয়।

২. **বস্তুনিষ্ঠ মতবাদ (The Realistic View of Values)**ঃ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তু বা ঘটনার নিজস্ব মূল্য থাকলেও সে মূল্য মনের আওতাভূক্ত না হলে অর্থহীন। মানুষের চেতনার বাইরে অবস্থিত বস্তু বা ঘটনার কি মূল্য আছে, তা অননুমেয়। চেতনায় মানদন্ড ব্যতিরেকে বস্তুর মূল্যবোধের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত, সর্বকালীন আদর্শবোধ মানুষের চিন্তায়, ভাবনায় ও কার্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মূল্যবোধের একটি সার্বজনীন বস্তুগত দিকও আছে।

৩. **প্রয়োগিক মতবাদ (The Pragmatic View of Values)**ঃ মূল্যবোধ যে একটি গুরুগম্ভীর, অসাধারণ, অবাস্তব অনুশীলন নয়, প্রয়োগিক মতবাদ সেটাই প্রমাণ করে। বাস্তব জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নেয়াই এ মতবাদের মূল কথা।

৪. **ভাববাদী মতবাদ (The Idealistic View of Values)**ঃ মূল্যবোধ সমগ্র জগতে অর্থ নির্ধারণ করে, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক কার্যের অর্থ নিরূপণ করে।

মূল্যবোধে পরিবর্তন আসে

মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস হচ্ছে সংস্কৃতি-ভান্ডারের গুরুত্বপূর্ণ দু'টো উপাদান। এগুলো মানুষের চিন্তা ও কাজকে যথাযথ রূপ দেয় এবং পরিচালনা করে। আবার মানবীয় কার্যাবলীর বৃহৎ পরিসরের চারটি ব্যবস্থায় মূল্যবোধ সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে লৈহিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্বে, সমাজে এবং সংস্কৃতিতে। বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি এবং অবস্থায় মূল্যবোধে পরিবর্তন আসতে পারে। জনসংখ্যা, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম ইত্যাদিতে পরিবর্তন দেখা দিলে তা মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। এ দৃষ্টিতে মূল্যবোধকে নির্ভরশীল চলক হিসেবে কাজ করে মানবীয় আচরণে পরিবর্তন আনতে পারে।[৩২]

সামাজিক উপাদানের পরিবর্তনের ফলে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয় এবং নতুন নতুন মূল্যবোধের জন্ম হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে, মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক উপাদানের মধ্যেও পরিবর্তন সংঘটিত হয়।[৩৩]

মূল্যবোধের উপর সামাজিক কাঠামোর প্রভাব

সামাজিক কাঠামোকে বাদ দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধের কথা চিন্তা করা যায় না। সামাজিক কাঠামো হলো সমাজের অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, দল ইত্যাদির জটিল সমন্বয়। মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় সমাজ ও সামাজিক উপাদানের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গতি-প্রকৃতির অবস্থা বিবেচনা করে। সমাজে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হচ্ছে আবার নতুন নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টিও হচ্ছে। এ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাঝে কাজ করছে বাইরের মূল্যবোধ এবং ভিতরের কাঠামোগত বাস্তবতা। বিভিন্ন মূল্যবোধের সহজাত প্রবৃত্তি হলো পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। সে জন্যে সমাজের মূল্যবোধের মধ্যে কখনো দেখা দিচ্ছে দ্বন্দ্ব বা লড়াই, আবার কখনো বা সহজ সংমিশ্রণ। তবে বিদ্যমান অবস্থা, বিপরীত অবস্থা এবং নতুন অবস্থা অমোঘ নিয়মানুসারেই এক্ষেত্রে চলে পরিবর্তন।

সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষ সমানভাবে চাপিয়ে দেয়া সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না; দেখা দেয় বিশৃংখলা। বিশৃংখলা থেকেই জন্ম হয় সামাজিক নৈরাজ্যের। ফ্রয়েডের মতে মূল্যবোধ

---

৩১ . ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

৩২ . Robin M. Williams, Jr. "The Concept of Values. "*In Sills (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York : The Macmillan Company and The Free Press, 1968, P.286

৩৩ . Turner, পৃ.৪৩৫

Dhaka University Institutional Repository

(সামাজিক রীতি-নীতি-বিশ্বাস) ব্যক্তির অসৎ আচরণকে বাঁধাগ্রস্থ করে।[৩৪] ব্যক্তির জন্য সামাজিক মূল্যবোধ বাঁধা হিসেবে কাজ করে। ফ্রয়েড এ বাঁধাকে বলেছেন টেবু। তিনি মনে করেন যে, সামাজিক অসন্তোষ দূর করার জন্য এবং সভ্যতার বিকাশের জন্য ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি সমাজেই গতানুগতিক বা সনাতন মূল্যবোধ যেমন আছে তেমনি আছে আধুনিক মূল্যবোধ। এদের মাঝে কাঠামোগত এবং অবস্থানগত সমন্বয় সাধন করতে না পারলে সামাজিক বিশৃংখলা ও অসংগতি অনিবার্য। যে মূল্যবোধ সমাজকে পশ্চাৎমুখী করে, উল্টোদিকে পরিচালিত করে তা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করে নৈরাজ্য ও ভারসাম্যহীনতা। তাকে প্রতিরোধ করতে হলে প্রয়োজন সামাজিক মানুষের মাঝে যৌক্তিক মানসিকতা সৃষ্টি করা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা, ভ্রান্ত ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস থেকে প্রাকৃতিক ও বাস্তব শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। সমাজ বিজ্ঞানী Emile Durkheim বলেছেন যে,[৩৫] সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে গোষ্ঠীর বা দলের এবং ব্যক্তির সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করেছে। প্রণয়ন করেছে নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন আর বিধি-বিধান। আবার পরিবর্তনও আনছে এগুলোতে। পরিবর্তন ঘটছে মূল্যবোধে নানা কারণে। কখনো বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ গভীর সম্পর্কের ফলে আবার কখনো বা আসে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের কারণে। সমাজের এক অংশের মানুষ যা বিশ্বাস করে যেভাবে আচরণ করে আরেক অংশের মানুষ তা সাধারণত করে না। এ ক্ষেত্রে যার ওপর প্রভাব বেশী, চূড়ান্ত পরিণতিতে সেই জয়ী হয়। এ চিত্র একইভাবে প্রযোজ্য একটি দেশের বিভিন্ন অংশের ক্ষেত্রে, আবার প্রযোজ্য এক দেশের সাথে অন্য দেশের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের বেলায়। যেমন, পাশ্চাত্যের সকল মূল্যবোধই বাংলাদেশের সমাজে গৃহীত হচ্ছে না কিংবা যেগুলো গৃহীত হচ্ছে তাও আবার সকল শ্রেনীর বা গোষ্ঠীর মাঝে সমভাবে সমাদৃত হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর আধুনিকতার প্রভাব এবং তাদের শ্রেনীগত অবস্থান, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। মূল্যবোধ সৃষ্টি, পরিবর্তন, প্রয়োগ, সংস্কার ও সংযোজনের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। তবে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে একটি দীর্ঘ সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।[৩৬]

অবশ্য গোটা সামাজিক ব্যবস্থার সাথে মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মূল্যবোধ মূলত সমাজের সৃষ্টি। আবার বলা হয় যে, মূল্যবোধ হলো একটি সাংস্কৃতিক উপাদান। সামাজিক সদস্য বা উপাদান হিসেবে ব্যক্তি, দল, পরিবার ও সংগঠনের আচরণ, বিশ্বাস, আদর্শ এবং বিচার-বিবেচনার মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। আবার এ সমস্ত উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র মূল্যবোধ গড়ে তোলে এবং ধারণ করে। নির্দিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী যে মূল্যবোধ নিয়ে চলে তা অন্যান্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মূল্যবোধ হতে পৃথক ও দ্বান্দ্বিক হয়ে থাকে। একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে ওঠে মূল্যবোধ ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত, দলীয়, পারিবারিক, সাংগঠনিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল মূল্যবোধই এর অন্তর্গত। মূল্যবোধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন মূল্যবোধের যথার্থতা যাচাই করা হয়; নির্ধারণ করা হয় কোনটি হওয়া উচিত বাচনিক এবং কর্মমুখী,শাস্তি অথবা পুরস্কার, প্রশংসা অথবা তিরস্কার, অনুমোদন অথবা বাতিল, গ্রহণ অথবা বর্জন, উৎসাহ দান অথবা দমন। তাছাড়া বিভিন্ন সম্পদ, যেমন সময়, শক্তি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির বিভিন্ন ব্যবহার মূল্যবোধ ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। দ্বন্দ্বময় অবস্থায় এবং পছন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণও মূল্যবোধের প্রকৃতি নির্দিষ্ট করায় ভূমিকা রাখে। একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরণের মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও মূল্যবোধ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত থাকে অন্তর্নিহিত এবং বাহ্যিক মূল্যবোধসমূহ যা সরাসরি কোন কাজ বা আচরণ মূল্যায়ন করে এবং যা ব্যক্তি ও দলকে তাদের নির্দিষ্ট বাচনিক এবং অবাচনিক বা লৈহিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। মূল্যবোধে অন্তঃস্থ এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক তারতম্য দেখা যায়। বয়স, লিঙ্গ, ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক ভূমিকা যথেষ্ট সক্রিয় থাকে। মূল্যবোধ ব্যবস্থার মধ্যকার বিভিন্ন উপাদানে একটি সাদৃশ্য বা সঙ্গতি সাধারণত লক্ষ্য করা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। যেমন, একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থায় যখন যুগপৎ বিশ্বাস করা হয় যে, "সকল মানুষ জন্মসূত্রে সমান" এবং "উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই গুরুত্বপূর্ণ," তখন এ ক্ষেত্রে কিছুটা অসঙ্গতি দেখা দেয়। একীভূত মূল্যবোধ ব্যবস্থা একটি মূল্যবোধ পরিবেশ গড়ে

---

[৩৪]. অধ্যাপক ড. এ এস এম আতীকুর রহমান, "সমাজকর্ম পেশায় মূল্যবোধ ঃ একটি পর্যালোচনা" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ঃ ৮০ অক্টোবর ২০০৪ কার্তিক ১৪১১, পৃ. ৮৯

[৩৫]. ড. এ এস এম আতীকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

[৩৬]. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

তোলে। যেখানে বিভিন্ন বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশ ঘটে এবং যা একদিকে মানুষের আচরণ পরিচালনা করে, অন্যদিকে সমস্যা মোকাবেলার দিকনির্দেশনা প্রদান করে। মূল্যবোধ প্রথমত এবং মূলত ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। এরপর ব্যক্তি তা বিস্তৃত করে সংশ্লিষ্ট দলে-পরিবারে-সমাজে-সংস্কৃতিতে। ইতিবাচক-নেতিবাচক, গঠনমূলক-ধ্বংসাত্মক, প্রনিধানযোগ্য-কম গুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি সকল মূল্যবোধই মূল্যবোধ-ব্যবস্থায় স্থান করে নেয়।

মানব-সম্পর্কিত যে কোন পেশাই কম-বেশী মানবিক মূল্যবোধকে আশ্রয় করে হয়; একেবারে তাদের পক্ষে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়।

বিভিন্ন লেখক মানবিক মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের উল্লিখিত মূল্যবোধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১. ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দান;
২. মানুষকে সম্মান করা;
৩. সাহায্যপ্রার্থীর পরিবর্ত-সামর্থের স্বীকৃতি দান;
৪. আত্মনির্ধারণের স্বাধীনতা দান;
৫. ব্যক্তিক গোপনীয়তা রক্ষা করা;
৬. নিজস্ব প্রতিভা ও সামর্থ অনুধাবনে সাহায্যপ্রার্থীকে সুযোগ দান করা;
৭. সাহায্যপ্রার্থীর সাধারণ মানবীয় চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকা;
৮. সামাজিক পরিবর্তন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা;
৯. সাহায্যপ্রার্থীকে পর্যাপ্ত সম্পদ ও সেবা দানের সুযোগ করা;
১০. সাহায্যপ্রার্থীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
১১. সকলকে সমান সুযোগ দেয়া;
১২. বৈষম্যহীনতা;
১৩. বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;
১৪. অন্যের মাঝে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বিতরণের সদিচ্ছা পোষণ করা;

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ওপরের প্রত্যেকটি মূলবোধের ব্যাপারে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে, মূল্যবোধ সাধারণত বিমূর্ত অলিখিত এবং বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহির্ভূত কিছু বিশ্বাস, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, নীতিমালা ইত্যাদি। বিভিন্ন পর্যায়ে সেগুলো মানুষের আচার-আচরণ ও কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে এবং অন্যের আচরণ ও কার্যাবলী মূল্যায়নের মানদন্ড হিসেবে কাজ করে। মানবিক মূল্যবোধ হলো মানব জীবনের কোনটি বাঞ্ছিত এবং কোনটি অবাঞ্ছিত সদস্যদের সে সম্পর্কিত যৌথ মত। এর মাধ্যমে সমাজের মানুষ নিজেদের আচার-আচরণের যথার্থতা এবং আবেগ ও ব্যবহারের বাস্তবতা মূল্যায়ন করে। এদিকে নৈতিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন:[৩৭]

১. **ব্যষ্টিক নৈতিকতাঃ** এ ধরনের নৈতিকতা ঐ সমস্ত মান এবং মূলনীতিকে নির্দেশ করে যা পেশাগত অনুশীলন পরিচালনা করে,

২. **সামষ্টিক নৈতিকতাঃ** এগুলোকে সামাজিক নৈতিকতা বলেও উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের নৈতিকতা সাংগঠনিক আয়োজন, মূল্যবোধ তথা নৈতিক মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে সামাজিক নীতির পরিচালনা ও নির্দেশনা দান করে।

পেশাগত মূল্যবোধের ছ'টি মৌলিক দিক চিহ্নিত করা হয়েছে অবিচ্ছেদ্য একটি গুচ্ছ হিসেবে। এগুলো হলো সেবা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্য, মানবীয় সম্পর্কের গুরুত্ব, সততা এবং যোগ্যতা।

---

[৩৭]. Conrad A.P. "Ethical Considerations in the Psychosocial Process." *Social Case Work*, 1988, 69. P.604

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর প্রধান ধর্মসমূহের ন্যায় ইসলামও কতিপয় নৈতিক নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মধ্যে উচ্চতর মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং মানুষের যাবতীয় সুপ্ত ক্ষমতার পুষ্টি ও বিকাশ সাধনই এসব নীতির লক্ষ্য। ইসলামের এমন কোন বিধান নেই যার মধ্যে মানবিকতার দিকটি নেই। বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা মানবিকতার উপর ভিত্তি করেই ইসলাম দিয়েছেন। এ জন্য দেখা যায়, সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করার বিধান দেয়া হয়েছে, পানি পাওয়া না গেলে বা অসুস্থ হলে তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সমস্যা হলে সাওমের ব্যাপারেও ছাড় দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে প্রতিটি ব্যাপারেই সহজ পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে ইসলাম মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছে কতিপয় ধারণা ও মূল্যবোধ। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের কল্যাণের জন্য ইসলাম, ইসলামের কল্যাণের জন্য মানুষ নয়। তথা মানুষের জন্য ধর্ম; ধর্মের জন্য মানুষ নয়। পৃথিবীতে আগে মানুষ এসেছে, তারপর ধর্ম। পৃথিবীতে ইসলাম দেয়া হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। পৃথিবীতে ইসলামের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। এ জন্য দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ের মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে নবীগণকে অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত কিতাব তথা বিধান দেয়া হয়েছে। যা পরিপূর্ণতা পেয়েছে মুহাম্মাদ (স.)-এর সময়। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের জীবনাবস্থা অনুযায়ী দেশান্তরে ও কালান্তরে বিভিন্ন কিতাবের আচরণ ও অনুশীলন ভিন্নতর হয়েছে। ধর্মের সংজ্ঞায় যে মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে তা ইসলামে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। ধর্মের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "আদর্শ সত্তার প্রতি অনুরাগ, এক অতীন্দ্রিয় আত্মার সঙ্গে যোগাযোগই ধর্ম। আমাদের মধ্যস্থিত উচ্চতম সত্তার প্রতি আনুগত্যই ধর্ম। তা উচ্চতর মূল্যবোধের গভীর, প্রবৃত্তিমূলক অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[১] ইসলাম তার বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষকে মূল্যবোধপুষ্ট মহৎ জীবন পরিচালনায় সাহায্য করে আসছে। এদিক থেকে ইসলামের মূল ভূমিকাকেই অভিহিত করা যায় মূল্যাবধারণের ভূমিকা বলে। মানবতার বিকাশে এবং এক নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েমে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আধুনিক ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে। দিকে দিকে ইসলামের মূলে যে শক্তি কার্যকর ছিল, তা বাধ্যতা নয় বরং সেই ধর্মের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য, পাশবিক শক্তি নয় বরং ইসলামের শিক্ষার নৈতিক আবেদন। ইসলাম হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধী এবং প্রকৃতপক্ষে কুর'আন মাজীদে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে ধর্মবিশ্বাসের কারণে কারো ওপর কোনোরকম হিংসাত্মক কার্য পরিচালনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবেই ইসলাম প্রাথমিক যুগে স্বীকৃতি পেলো ধর্ম ও মানবীয় জ্ঞান বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে।

ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের স্থান সবার ওপর। এমন কি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের চেয়ে মানবীয় ব্যাপার ইসলামে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল হিসেবে সে সব লোককেই মনোনীত করতেন যে সব লোক মানবীয় আচরণে উত্তীর্ণ হতো। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এটা মূলত ইসলামেরই বক্তব্য। তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রত্যেক নবী-রাসূলই ছিলেন ভাল মানুষ। মানবীয় দিকটির কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্য হতে নবী-রাসূল প্রেরণ করতেন। তিনি ইচ্ছে করলে ফেরেশতাদের মধ্য হতে নবী-রাসূল পাঠাতে পারতেন। মানুষের জন্য এক উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শের (Ideal) প্রয়োজন। যে আদর্শ হবে মানবীয়, মানুষের অনুসরণযোগ্য। যা মানুষকে উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র গ্রহণের প্রেরণা দিতে পারে। সে আদর্শ নিছক অবাস্তব কতগুলো মতবাদ হবে না, হবে না আকাশ কুসুম কল্পনা; কিংবা হবে না কতগুলো দার্শনিক মতবাদ, যা কেবল বইতে লেখা থাকে, বাস্তব অনুসরণীয় হয় না কখনো। তা হতে হবে এমন, যার প্রতি ঈমান আনা যাবে, মন ও মগজ দিয়ে অনুধাবন করা যাবে এবং কার্যত অনুসরণ করা যাবে। যা পর্যবেক্ষণও করা যাবে, অনুভবও করা যাবে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মানুষের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন মানুষকেই। ফেরেশতাকে নবী বানানো হয়নি। কেননা ফেরেশতা ও মানুষ এক জাতীয় নয়। ফেরেশতাদের যা কাজ, তা মানুষের করণীয় নয়। মানুষ তো আরেক মানুষকে অনুসরণ করতে পারে, অনুপ্রেরণা পেতে পারে মানুষের উন্নতমানের পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্র ও নৈতিকতা দেখে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "বল, 'ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে

---

[১]. ডঃ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে তাদের নিকট অবশ্যই ফেরেশতা রাসূল করে পাঠাতাম।"[২] কিন্তু যমিনের বুকে যেহেতু মানুষ বসবাস করে, তাই মানুষের জন্যই রাসূল পাঠানো আবশ্যক। এজন্য ফেরেশতাকে রাসূল না বানিয়ে মানুষকেই রাসূল বানানো হয়েছে। যেন মানুষ রাসূলের কাছ থেকে দীন জানতে পারে ও দীন অনুসরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত পেতে পারে রাসূলের উন্নতমানের দীনি জিন্দেগী দেখে।

মানবিক দিকটি যে ইসলামে মুখ্য বিষয় এ প্রসংগে মানবতার মহান বন্ধু মুহাম্মাদ (স.) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ বলেন, আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বলেনঃ "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে সে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদাতসহ আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে।) এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[৩] তাহলে বুঝা গেল মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতির কারণে মৌলিক ইবাদতসমূহও কোন কাজে আসবে না। কাউকে গালি দিয়ে ইবাদত হবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ইবাদত হবে না, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে ইবাদত হবে না, কাউকে অযথা হত্যা বা প্রহার করে ইবাদত সম্পূর্ণ হবে না। ইসলামে মানবিক মূল্যবোধকে এতটাই উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[৪] মোটকথা মানুষের কল্যাণে নিজেকে সঁপে দিতে হবে তাহলেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দা হওয়া যাবে। নচেৎ কোন দিকে মুখ ফিরালো সেটাই বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না।

ইসলাম সমষ্টিগত ইবাদতকে (বিশেষত সালাত, হাজ্জ ইত্যাদি) ব্যক্তিগত ইবাদতের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। কারণ ব্যক্তিগত ইবাদত মানুষকে যেখানে বৈরাগ্যবাদ (asceticism) ও বিমূর্ত ধ্যানের দিকে ঠেলে দিতে পারে সমষ্টিগত ইবাদত সেখানে মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সাহায্য করে। এভাবে ইবাদত শুধু পরলোক নিয়ে ব্যক্তিগত ধ্যান-অনুধ্যানে নিয়োজিত থাকাকেই বোঝায় না, বরং মানুষের মধ্যে ইহলৌকিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। সমষ্টিগত প্রার্থনা মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত ও সংরক্ষণ করে। সমষ্টিগতভাবে মুসলমানরা যখন নিয়মিত প্রার্থনায় মিলিত হয় তখন তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও সমতাবোধ সৃষ্টি হয়। এ একতাবোধ রক্তের সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত সংকীর্ণ একতাবোধে সীমিত থাকে না বরং সবশ্রেণীর ও অবস্থানের মানুষের ব্যাপক একতাবোধে পরিণত হয়। এখানে পরিবার ও বংশ, সম্পদ ও ক্ষমতার অহমিকা, গরীব ও দুর্বলদের প্রতি ঘৃণা এ সবই বিলীন হয়ে যায়, এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের পারস্পরিক আলিঙ্গনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক সমতাভিত্তিক আনুগত্য গড়ে ওঠে। এভাবেই প্রার্থনার মাধ্যমে সংকীর্ণ পারিবারিক বা গোত্রীয় ঐক্যের স্থলে গড়ে ওঠে মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের এক উচ্চতর চেতনা ও ঐক্যবোধ।

ইসলাম তার বিশ্বাস ও কর্মের সরলতার জন্য বিখ্যাত। ইসলামের যাগযজ্ঞ বা আচার অনুষ্ঠানের সংখ্যা তাই লক্ষণীয়ভাবে কম। আর এসব স্বল্পসংখ্যক আচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হলো চিন্তা ও কর্মের মধ্যে একত্ব বজায় রাখার

---

২. আল-কুর'আন, ১৭:৯৫ قل لو كان فى الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزّلنا عليهم مّن السّماء ملكا رّسولا .

৩. رسول الله (ص) قال اتدرون ما المفلس فينا؟ من لا درهم له ولا متاع فقال انّ المفلس من امّتى من ياتى يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةٍ ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دمّ هذا وضرب هذا فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طرح فى النار
মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ, কিতাবুল বিরর (البرّ), হাদীস নং- ৬০, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি.

৪. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والسائلين وفى الرقاب ، واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عهدوا ، والصابرين فى الباساء والضرّاء وحين البأس ، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون
. আল-কুর'আন, ২:১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

উপায় হিসেবে কাজ করা, অভ্যন্তরিক ও বহিরাঙ্গিক, উভয় ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করা। মনে রাখতে হবে যে, রীতিনিয়ম বা আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত নিছক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। এর পরও যা করণীয় থেকে যায় তা হলো সে সব রীতি নিয়ম বা বিধি বিধানকে জীবনের বাস্তব ও ক্রিয়াশীল দিকের সংগে যুক্ত করা। ইসলাম নিছক একটি শাস্ত্রই নয় বরং বর্তমানের প্রয়োজনানুযায়ী যাপনযোগ্য একটি জীবন ব্যবস্থাও বটে। তাই এক হাদীসে বলা হয়েছে, "একজন যথার্থ মুসলমানের পরীক্ষা নিহিত কোনো শাস্ত্র গ্রহণে নয় বরং তার আচরণে।"[৫] যে কোনো ব্যক্তিকে বিচার করা হয়ে থাকে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক আচরণের ভিত্তিতে। ইসলাম শুধু বাহ্য আনুষ্ঠানিকতা কিংবা অনুশাসনের প্রতি যান্ত্রিক সামঞ্জস্যই নয়, বরং একটি হৃদয়ের ধর্ম, আত্মিক নিশ্চিতির ধর্ম।

মু'মিনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ লুকিয়ে আছে। আল-কুর'আন ও হাদীসের যে সব স্থানে মু'মিনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তার প্রত্যেকটি কথা একত্র করলে দেখা যাবে যে, একজন মু'মিন ব্যক্তি হলো মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত একজন মানুষ। নিম্নে কয়েকটি আলোচনা করা হলঃ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন তো সে ব্যক্তি যাকে তার ভালো কাজ আনন্দ দেয় আর তার মন্দ কাজ পীড়া দেয়।"[৬] অর্থাৎ ভালোকে ভালো হিসেবে জানা এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে মূল্যায়ণ করার চেতনা যাদের আছে তারাই প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি। সমাজের প্রতিটি কল্যাণকর কাজে স্বস্তি বোধ করা এবং অকল্যাণকর কাজে অস্বস্তি বোধ করাই ঈমানের বড় লক্ষণ। এ মানসিকতা পোষণ করতে পারলে সমাজ হবে মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত একটি আদর্শিক সমাজ। অন্যত্র মু'মিনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন তো সে ব্যক্তি যার কবল থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপত্তা লাভ করে।"[৭] অর্থাৎ যার থেকে মানুষ তার রক্ত ও সম্পদকে নিরাপদ করতে পারে সে-ই মু'মিন। অন্যভাবে বলা যায়, যার কাছে মানুষের এসব মূল্যবান জিনিসগুলোর নিরাপত্তার আশা করা যায়; সে-ই প্রকৃত মু'মিন। মোটকথা হলো মু'মিন ব্যক্তি সকলের জন্য সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। তাঁর দ্বারা কখনো কারো কোন রূপ ক্ষতি সাধিত হতে পারে না। আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিনরা সে ব্যক্তির ন্যায়; যার মাথায় ব্যাথা হলে সমগ্র শরীর তাতে কাতর হয়।"[৮] মানুষের সমাজে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও চর্চার জন্য এ একটি হাদীসের শিক্ষাই যথেষ্ট। কারণ মানুষ যখন অন্য মানুষকে তারই শরীরের একটি অংগের মত মনে করবে তখন অন্য মানুষকে নিজের মত করে না মনে করার কোন উপায় থাকবে না। এ হাদীসে বর্ণিত প্রত্যাশানুযায়ী যদি প্রতিটি মু'মিন ব্যক্তি অন্যদের সাথে আচরণ করে তাহলে মানবতার ভিত্তিতে একটি সুন্দর সমাজ ও পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ইসলাম তা-ই কামনা করে। ত্যাগের মানসিকতা অনেক অমানবিকতা হতে মানুষকে রক্ষা করে। একজনের কষ্ট-সহিষ্ণুতা অন্যের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। মু'মিনের জীবন হলো ত্যাগের প্রতিযোগিতার জীবন। আরাম বিসর্জন দেয়ার মধ্যেই মু'মিনের সফলতা। মানবতার জন্য কিছু করতে গেলে নিজেকে কষ্ট করতেই হবে, কিছু বিসর্জন দিতেই হবে। এটিই মানবিক মূল্যবোধ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "দুনিয়া হলো মু'মিনের জন্য কারাগার স্বরূপ আর কাফিরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।"[৯] নিজে কষ্ট স্বীকার করার মানসিকতা সৃষ্টি হলেই বা জন্মালেই সমাজ ও রাষ্ট্রে অনেক অনিষ্টতা হ্রাস পায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মুসলিমের পরিচিতির মধ্যে বলেন, "এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অন্যায় করতে পারে না এবং তাকে লজ্জায় ফেলতে পারে না।"[১০] আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি হলো খুবই সামাজিক। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার মাধ্যমেই সে আনন্দ পায়। আর লোকদের দেয়া কষ্টে সে সর্বদা ধৈর্য ধারণ করে। কখনো সে অধৈর্য হয়ে উঠে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মু'মিন তো সে ব্যক্তি যে মানুষের সাথে মিশে যায়। আর মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট কষ্টে সে ধৈর্য ধারণ করে।"[১১] এ হাদীসের ভাষ্যমতে একজন মু'মিন কখনো

---

[৫]. ডঃ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪, পৃ. ২৬

[৬]. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাত্‌বা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি, ১৮৯৫ খ্রী. খন্ড- ১, পৃ. ১৮, ২৬ من سرته حسنته وساءته سيئته فذاكم المؤمن

[৭]. ইমাম আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্-নাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*, লাহোরঃ মাকতাবা সালফিয়া, ১৯৮২, কিতাবুল ঈমান (الايمان), বাব নং- ৮ المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم

[৮]. ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল বির্‌র (البر), বাব নং- ৬৭ المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى راسه تداعى له سائر الجسد

[৯]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ (الزهد), হাদীস নং- ১ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

[১০]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর বির্‌র (البر), হাদীস নং- ৩২ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله

[১১]. ইমাম আহ্‌মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৪৩ المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على اذاهم

Dhaka University Institutional Repository

অসামাজিক হতে পারে না। তার মধ্যে থাকতে পারে না হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, তিরস্কার, ঘৃণা, যুলম, অপবাদ দেয়া, পরনিন্দা, লোভ, অহংকার, কুচিন্তা ও কুধারণা, কারো ক্ষতি করার মানসিকতা। এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনের নিকট সকল কিছুর উপর মানবিক মূল্যবোধের মূল্য। মু'মিন জীবন মানুষের জন্য নিবেদিত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাগজের এসব কথার সাথে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনাচারের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে মানুষ মানুষের যে কোন ধরণের ক্ষতি করতে পারে। অভাবণীয় ও অচিন্তনীয় ক্ষতি করে ফেলতে পারে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অমানবিকতা হলো সবচেয়ে বড় অপবিত্রতা ও নোংরামী। ইসলামে পবিত্রতা দিয়ে ভিতর-বাইর দু'দিকের পবিত্রতাকেই শামিল করে। বরং ভিতর জগতের পবিত্রতাই আসল পবিত্রতা। ভিতরের পবিত্রতা দ্বারাই মানবতা বেশি উপকৃত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মু'মিনে সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকালে বলেন, "মু'মিন কখনো অপবিত্র হতে পারে না।"[১২] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মু'মিন হলো মিশুক ব্যক্তি (অতি সাধারণ)।"[১৩]

ইসলামী আদর্শে ঈমানের পরিচিতি ও সংজ্ঞার মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধের কথা লুক্কায়িত আছে। সাহাবী 'আমর ইবন 'আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম। হে আল্লাহ্র রাসূল! ঈমান কি? তিনি বললেন, "ধৈর্য ও সহনশীলতাই ঈমান।"[১৪] এ হাদীসের প্রয়োগ ঘটালেই আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ হতে প্রচুর অমানবিক আচরণ দূর করা সম্ভব। কারণ মানবিক ব্যাপার মানে ঈমানের ব্যাপার; এ ব্যাপারটি মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে।

আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দের তালিকায়ও সর্বাগ্রে যাদের স্থান তারা হলো মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত লোকজন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আল্লাহ্ সদাচারী, আল্লাহ্ভীরু ও গোপনীয়তা অবলম্বনকারীদেরকে (নীরব কর্মী / প্রদর্শনেচ্ছাহীণ) পছন্দ করেন।"[১৫] মানবিক আচরণ হলো জগতের সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ সুন্দর; আর তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।"[১৬] "অশোভনীয় কাজ পরিহার করাই কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের অংশ।"[১৭] ইসলাম নিজে নিজে সুন্দর নয়। বরং এর অনুসারীদের মাধ্যমেই এর সৌন্দর্য ফুঁটে উঠে। অশোভনীয় ও দৃষ্টিকটু কর্মকান্ড পরিত্যাগ করলে ব্যক্তির ইসলাম সুন্দর হয়ে উঠে। আর শোভন কাজে নিজেকে জড়াতে পারলেও ব্যক্তির ইসলাম পরিশিলিত হয়ে ওঠে।

ইসলামের নবী (স.) সর্বদা মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে মানবিক দিকটি সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে এমন একটি অবস্থা দেখতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর এক হাদীসে বলেন, "তুমি মু'মিনদেরকে পারস্পরিক দয়া, সহানুভূতি এবং সম্প্রীতির মধ্যে দেখতে পাবে। মনে হবে (সকল মু'মিন) একটি শরীর। যখন নিদ্রাহীনতা এবং জ্বরের কারণে শরীরের একটি অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে; তখন সারা শরীরই আক্রান্ত হয়ে পড়ে।"[১৮]

ইসলাম সকল প্রকার কল্যাণের পক্ষে এবং সকল প্রকার অকল্যাণের বিরুদ্ধে। কুর'আন ও হাদীসে বিভিন্ন ভাবে কল্যাণের পক্ষ নিতে বলা হয়েছে এবং উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ "কল্যাণ শুধু কল্যাণ বৈ আর কিছু বয়ে আনে না।"[১৯] অর্থাৎ কল্যাণ বা শুভ কাজ সর্বদা ভাল ফলাফলই বয়ে আনে। আল-কুর'আনেও বলা হয়েছে, "উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে?"[২০] কল্যাণ করে মন্দ ফলাফল লাভের কোন আশংকা নেই। অন্য সকল কিছুতে কল্যাণ ও অকল্যাণ দু'টোই থাকতে পারে। "সদাচার জান্নাতের পথ

---

[১২]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হায়য (الحيض), হাদীস নং- ১১৫ المؤمن لا ينجس

[১৩]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৪০০, খন্ড- ৫, পৃ. ৩৩৫ المُؤْمِنُ مَأْلَفَةٌ

[১৪]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৩৮৫, খন্ড- ৫, পৃ. ৩১৯

[১৫]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৩৯৯ انّ الله يُحبُّ الابْرَارَ الاتْقِيَاءَ الاخْفِيَاء

[১৬]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১৪৭ و انّ الله جميل يحبّ الجمال

[১৭]. ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মু'আত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০হি. ১৯৫১খ্রী. কিতাবু হুসনিল খুলক (حسن الخلق), হাদীস নং- ৩ من حسن اسلام المرء تركه مالا يَعْنِيْه

[১৮]. ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عُضْوٌ تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিয়র (البرّ), হাদীস নং- ৬৬

[১৯]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত (الزكاة), হাদীস নং- ১২১ انّ الخير لا يأتى الا بخير

[২০]. আল-কুর'আন, ৫৫ঃ৬০ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

Dhaka University Institutional Repository

দেখায়।"[২১] "মু'মিনের বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার দ্বারা মূলতঃ কল্যাণই বৃদ্ধি পায়।"[২২] অর্থাৎ মু'মিন বেঁচে থাকা মানে কল্যাণ বেঁচে থাকা, মু'মিনের চিন্তা মানে কল্যাণের চিন্তা, মু'মিনের পথচলা মানে কল্যাণের পথচলা, মু'মিনের এগিয়ে যাওয়া মানে কল্যাণের এগিয়ে যাওয়া। এভাবে মু'মিন যা করবে তাতেই কল্যাণ নিহিত থাকবে। কুর'আন ও হাদীসের মানের প্রত্যাশিত মু'মিনের অভাবই সকল সমস্যার মূল কারণ। "মুসলমানের দৃষ্টিতে যা সুন্দর, তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও সুন্দর।"[২৩] অর্থাৎ মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি শুভ ও কল্যাণ দ্বারা পরিপূর্ণ। "তোমরা মন্দকে ভাল দিয়ে মুছে দাও।"[২৪] "যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখায়; সে সম্পাদনকারীর সমান প্রতিদান পাবে।"[২৫] "নুবুওয়্যাতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ হলো উত্তম পন্থা অবলম্বন।"[২৬] মানবিক মূল্যবোধ মানে কল্যাণের পথে থাকা, কল্যাণের পথে ডাকা, কল্যাণের পথ দেখানো, ভাল কাজ করা, উপকার করা এবং উত্তম পন্থা অবলম্বন। যে পন্থার মাধ্যমে সবাই উপকৃত হয়। মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য উপরোক্ত বাণীসমূহের কোন বিকল্প হতে পারে না। বাণীসমূহের প্রত্যেকটি অল্প বাক্যে অথচ মূল্যবোধে ভরপুর। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে শুধু কল্যাণই প্রার্থনা করি আর অকল্যাণসমূহ পরিত্যাগের যোগ্যতা চাই।"[২৭]

ইসলামে মানবীয় আচরণকারী ব্যক্তিদেরকে সেরা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ সেরা মানুষের সংজ্ঞা এবং পরিচিতির মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধের কথাই ফুঁটে উঠেছে। অনেক স্থানে নিম্নোক্ত ভাবে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সংগীর কাছে উত্তম সে আল্লাহ্‌র কাছেও উত্তম।"[২৮] ইসলামে বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশির প্রতি আচরণের খুব গুরুত্ব। সংগী ও আশপাশের লোকদের সাথে আচরণের মাধ্যমেই একটি লোককে চেনা যায় এবং মূল্যায়ণ করা যায়। তাই তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। আবার বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে ব্যক্তি যার থেকে শুধু কল্যাণই প্রত্যাশা করা যায় এবং অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। আর তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যার থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না এবং তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।"[২৯] আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে মানুষের প্রতি বিচারে উত্তম।"[৩০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবার-পরিজনের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।"[৩১] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে সালাম দিয়ে কথা শুরু করে।"[৩২] আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে এভাবে, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যাকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়ে।"[৩৩]

ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও মর্যাদা এতটাই প্রখর যে, এখানে সকল প্রকার মানবিক আচরণকে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কেউ অমানবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়লে নিশ্চিতভাবেই তার ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়ে। অথচ ইসলামী আদর্শে ব্যক্তির সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো তার ঈমান। অমানবিক আচরণের মাধ্যমে যে ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়ে তার কিছু নযীর নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কেউ মু'মিন

---

[২১] . البرّ يهدى الى الجنة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البرّ), হাদীস নং- ১০৩

[২২] . لا يزيد المؤمن عُمْرُه الا خيرًا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর (الذكر), হাদীস নং- ১৩

[২৩] . فما راى المسلمون حَسَنًا فهو عند الله حَسَن ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৩৭৯

[২৪] . واتبع السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৫৩, ১৫৮, ১৬৯

[২৫] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ১৩৩

[২৬] . وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءً من النبوّة ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ্ শি'র, হাদীস নং- ১৭

[২৭] . اللهم انى اسئلك الخيرات وترك المنكرات ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমতিসকা, হাদীস নং- ১৫

[২৮] . خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ইমাম দারিমী, *সুনান*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন্ নাবাবিয়্যাহ/কানপুরঃ ১২৯৩ হি. কিতাবুস্ সিয়ার (السير), বাব নং- ৩

[২৯] . خيركم من يُرجى خيره ويُؤمن شرّه ، وشرّكم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّه ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩৬৮-৩৭৮

[৩০] . خير الناس خيرهم قضاءً ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত (المساقات), হাদীস নং- ১১৮-১২২

[৩১] . خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল্-কাযবীনী, *আস্সুনান লিবন্ মাজা*, দেওবন্দঃ আল্-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন্ নিকাহ্ (النكاح), বাব নং- ৫০

[৩২] . خيركم الذى يبدا بالسلام ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البرّ), হাদীস নং- ২৫

[৩৩] . خياركم الذين اذا رُؤا ذُكر الله ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ (الزهد), বাব নং- ৪

থাকাবস্থায় ছিনতাই করতে পারে না।"[৩৪] অর্থাৎ ছিনতাইয়ের মত জঘন্য ও অমানবিক কর্ম ঈমানদারের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না। কেউ এহেন অপকর্মে লিপ্ত হলে সে আর ঈমান ধরে রাখতে পারে না। অথচ বাংলাদেশে তথাকথিত মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারাই অহরহ ছিনতাইয়ের মত ঘটনা ঘটছে। আবার বলা হয়েছে, "তোমাদের কেউ যখন প্রতারণা করে তখন সে মু'মিন থাকে না।"[৩৫] "মদ সেবন কালে কেউ মু'মিন থাকে না।"[৩৬] "যিনা করাবস্থায় কেউ মু'মিন থাকতে পারে না।"[৩৭] "কেউ চুরি কালে মু'মিন থাকে না।"[৩৮] উপরোক্ত প্রত্যেকটি অমানবিক কর্ম আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। এবং মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত প্রতিটি ব্যক্তি এসব নিয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে বসবাস করছেন।

ইসলাম মানুষের জন্য, মানবতার জন্য এবং মনুষ্যত্বের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[৩৯] এখানেও মানবতারই জয়গান করা হয়েছে। ইসলামে মানুষই সব, মানুষের জন্যই সব। অন্য অনেক আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্যসব সৃষ্টিকেও সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের সেবার জন্য। এমন কি সকল কিছুকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে সে কথাই বলা হয়েছে। যেমন- ১৪:৩২, ৩৩, ১৬:১২, ১৪, ২২:৬৫, ৩১:২০, ৪৩:১৩, ৪৫:১২, ১৩ আরেক স্থানে বলা হয়েছে, "আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নিদর্শন।"[৪০] মানুষ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মহান আল্লাহ্র সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। এ জন্য মানুষের প্রতি কোন অবিচার মহান আল্লাহ্ সহ্য করেন না। মহান আল্লাহ্ বহুভাবে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল কিছুকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। এ প্রসংগে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন,

"জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিলোকের মধ্য থেকে মানব জাতির সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এভাবে যে, তিনি তাকে সম্মানিত করেছেন, তার প্রতি বিপুল অনুগ্রহ দান করেছেন, তাকে মর্যাদাবান করেছেন এবং বানিয়েছেন নিজের জন্য। আর অন্যান্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর বিশেষভাবে তাকে তাঁর পরিচিতি, ভালবাসা, নৈকট্য ও মর্যাদা দিয়েছেন, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আর আকাশমন্ডল, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সবই তিনি তারই জন্য নিয়ন্ত্রিত ও কর্মে নিয়োজিত করে রেখেছেন- এমনকি তার ফেরেশতাগণকে পর্যন্ত, যারা তাঁর অতীব নিকটবর্তী। তাদের নিদ্রা-জাগরণ বিদেশ যাত্রা ও বাড়ীতে উপস্থিতি সর্বাবস্থায় ফেরেশতাগণকে তাদের হেফাজতের কাজে লাগিয়েছেন। মানুষের প্রতি ও মানুষের উপর তিনি তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। মানুষকে রাসূল বানিয়েছেন, মানুষের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছেন। মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, মানুষের সাথে কথা বলেছেন, মানুষের প্রতি কথা পাঠিয়েছেন। অতএব মানুষের এমন একটা উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যা সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে কারোর নেই।"[৪১]

মনুষ্যত্ব ও মানবতার মর্যাদার পর ঈমানের স্থান। ঈমান মানুষের এই ইজ্জত ও সম্মান মু'মিনের দিলে দৃঢ়মূল করে দেয় এ হিসেবে যে- সে মানুষ। কিন্তু 'মু'মিন হওয়ার দিক দিয়ে এর তাৎপর্য আরো গভীর ও সুক্ষ্ম। ঈমানই মানুষকে আরও উর্ধ্বে তোলে। যে পর্যন্ত আর কেউ পৌঁছতে পারে না। এমন কোন পক্ষীও নেই যা উড়ে গিয়ে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের ও রাসূলের ইজ্জত-সম্মানের সংগে সংগে মু'মিনদের ইজ্জত ও মর্যাদার কথাও বলেছেন- এক সাথে, একত্র করেঃ "শক্তি তো আল্লাহ্‌রই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের।"[৪২] মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষই মু'মিন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাবসমূহ সব কিছু মানুষের জন্য। আসমানী কিতাবসমূহে এমন একটি বিধানও নেই যা মানুষের জন্য বেমানান। অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যেও মানবীয় দিকটি সবার উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য দেখা যায়, ইসলামের প্রত্যেক নবী নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে মানবিক মূল্যবোধে শাণিত একজন

---

[৩৪] . ولا ينتهب نهبة...وهو مؤمن ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১০০, ১০৩

[৩৫] . ولا يغلّ احدكم حين يغل وهو مؤمن ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১০৩

[৩৬] . ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০০

[৩৭] . لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং-১০০

[৩৮] . لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০০

[৩৯] . هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا আল-কুর'আন, ২:২৯

[৪০] . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه ، انّ في ذالك لايات لقوم يتفكرون আল-কুর'আন, ৪৫:১৩

[৪১] . মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৮০, পৃ. ৯২

[৪২] . ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين আল-কুর'আন, ৬৩:৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি ছিলেন। আর তাদের এ মানবিক দিকটি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, দল, গোত্র বা গোষ্ঠীর জন্য ছিল না। তারা মানুষের মধ্যে কোন রকম বিভেদ করতেন না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) স্বয়ং বলেন, "আমাকে সকল শ্রেনীর মানুষের প্রতি পাঠানো হয়েছে।"[৪৩] ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি কারণ এই যে, এটি অতি উদার, সার্বজনীন, বিশ্বজনীন, মানবতাবাদী, মানবিক, ও সাম্যভিত্তিক। এতে কোনরূপ সংকীর্ণতা, অমানুষিকতা, বর্বরতা, নৃসংশতা, আঞ্চলিকতার জায়গা নেই। কোন নবী তার আচরণ দিয়ে এমন কিছু প্রমাণ করেননি। আল-কুর'আনে অসংখ্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামে সব কিছু আয়োজন মানুষের জন্য, মানবতার জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য। আল-কুর'আনও যে শুধুই মানুষের জন্য এ প্রসংগে বলা হয়েছে, "রমযান মাসেই কুর'আন নাযিল করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য দিশারী।"[৪৪] মানবতার মহান বন্ধু তাঁর কোন কথা বা কর্মকান্ড দিয়ে প্রমাণ করেননি যে, তিনি শুধু মুসলমানদের নবী। বরং তাকে তাঁর মহান স্রষ্টা নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছেন, "বল হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল।"[৪৫] যেহেতু মুহাম্মদ (স.) মানুষের নবী তাই তিনি তাঁর সম্বোধনে কাউকে বাদ দেননি। আল-কুর'আনের ২৪১ স্থানে الناس (নাস) 'মানুষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তা-ও একবচন ব্যবহার করা হয়নি বরং বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল মানুষের কথা বলা হয়েছে। আর একবচন الانسان (ইনসান) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৬৫ স্থানে। মানবের আরেকটি আরবী অনুবাদ হলো انس (ইনস)। 'ইনস' শব্দটি আল-কুর'আনে ১৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি মানুষের জন্যই কুর'আন। কুর'আনের সর্বত্র মানবতার জয়-জয়কার।

মুসলিম চরিত্রে থাকে আল্লাহ্ভীতি, সত্য নিষ্ঠা, ন্যায়-নীতি ও ন্যায়পরায়ণতা। সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ ধারণা নিয়েই সে পৃথিবীতে বাস করে। সে মনে করে তার নিজের ও অন্য মানুষের দখলে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এ সব কিছু মানুষের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র আমানত। এ আমানত থেকে ব্যয় করার স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে, তবে সে স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে হবে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুসারে। একদিন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে ঐ সব আমানত ফেরত নিবেন এবং ওসবের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। এ জবাবদিহির ভয়ে 'তাকওয়া' বা আল্লাহ্ভীতি নিয়ে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বেঁচে থাকে, তার চরিত্র নির্মল ও নিষ্কলুষ না হয়ে পারে না। সে কুচিন্তা থেকে তার মনকে মুক্ত রাখবে, মস্তিষ্ককে খারাপ চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কান, চোখ অসৎ শ্রবণ ও কুদৃষ্টি থেকে সংযত রাখবে। সে কখনও অসত্য ও অশ্লীল কথা উচ্চারণ করবে না। হারাম খাদ্যে উদর পূর্তির চেয়ে উপবাস থাকাকেই প্রাধান্য দিবে। তার হাত যুলমের প্রতি ওঠবে না, অন্যায়ের পথে তার পা চলবে না। তার মাথা কাটা গেলেও সে অন্যায়-অসত্যের সামনে মাথা নত করবে না। যুলম ও অসত্যের পথে তার কোন প্রয়োজন মেটাবে না। তার ভেতরে ঘটবে সততা, মহত্ব ও মানবতার সমাবেশ। সত্য ও ন্যায়কে সে দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় মনে করবে এবং তা রক্ষার জন্য সে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারেও কুন্ঠাবোধ করবে না। যুলম, অন্যায় ও অসত্যকে সে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করবে। ইসলামের গুণে গুণান্বিত হওয়া- তথা আল্লাহ্ তা'আলার রঙে রঞ্জিত হওয়া সম্বন্ধে কুর'আনে আছে, "আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহ্র রং, রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।"[৪৬]

ইসলামের 'ইবাদত-বন্দেগী দেয়া হয়েছে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ যা মানুষের জন্য সহণীয় তা-ই দেয়া হয়েছে। যে বয়সে যে বিধান কার্যকর করা যায় সে বয়সেই সে বিধানটি দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন শিশুর ওপর ইবাদত চাপিয়ে দেয়া হয়নি। ইসলাম মানুষকে উদার করে তোলে। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ কখনও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হতে পারে না। সে মনে করে সমগ্র সৃষ্টিই তার। সমগ্র সৃষ্টিকেই একজন মুসলিম তার নিজের মত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা'আলার পরিজন মনে করে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও অনুগ্রহ করে। তার প্রেম-প্রীতি ও সহানুভূতি কোন গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

ইসলাম মানুষের মধ্যে উঁচু স্তরের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে। একজন মুসলিম যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কাউকে মনিব ও মালিক মানে না, সেহেতু সে এক আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কারও কাছে মাথা নত করে না। এ বোধ

---

[৪৩] . ইমাম বুখারী, সহীহ, কিতাবুত্ তায়াম্মুম (التيمم), বাব নং- ১

[৪৪] . شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس. আল-কুর'আন, ২ঃ১৮৫

[৪৫] . قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا আল-কুর'আন, ৭ঃ১৫৮

[৪৬] . صبغة الله ، ومن احسن من الله صبغة و نحن له عابدون আল-কুর'আন, ২ঃ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তাকে আত্মনির্ভরশীল ও নির্ভীক করে তোলে। এ সব বিরাট উচ্চ ভাবধারা যখন একজন ব্যক্তির হৃদয়-মনে স্থান লাভ করে, তখন সে বাস্তবিকই অত্যন্ত শক্তিশালী, মানসিক চেতনাসম্পন্ন ও মহাসম্মানিত ব্যক্তি হয়ে যায়। তার আত্মাও তখন হয় অতিশয় বিরাট। তার হৃদয় মনে জাগে বড় বড় আশা-আকাঙ্খা ও ইচ্ছা-বাসনা। তখন সে এমন উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে যায় যে, অপর কোন সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করতে সে কিছুতেই প্রস্তুত হয় না। যতবড় দাপট ও প্রতাপশালীই কেউ হোক না কেন, সে তাকে একবিন্দু পরওয়া করতে প্রস্তুত হয় না। কোন ধন-মাল বা সম্মান-মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাই সে অন্যায় পথে ও অবৈধ উপায়ে অর্জন করতে রাজি হতে পারে না। কেননা সব সময় তার মনে এ কথাটি জাগরুক হয়ে থাকেঃ

"সে বিশ্বের সেরা, সে কেবল আল্লাহ্‌রই বান্দা।"

এরই বাস্তবরূপ দেখতে পাওয়া যায়, হযরত বিলাল ইবন রিবাহর জীবনে। তিনি যখন এরূপ ঈমান অর্জন করেছিলেন, তখন তিনি ক্রীতদাস হয়েও বড় বড় অহংকারী কুরাইশ সরদারদের সম্মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। কেননা তিনি তো এ ঈমানের বদৌলতেই আল্লাহ্‌র নিকট অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উমাইয়া ইবন খালফ, আবূ জেহেল ইবন হিশাম প্রমূখ কুরাইশ সরদার ও মক্কা নগরীর কর্তা শ্রেণীর লোকদের প্রতি তাকাতেন এমনভাবে, যেমন দৃষ্টিমান ব্যক্তি তাকাচ্ছেন অন্ধ লোকদের প্রতি, যেমন আলোক-মন্ডিত ব্যক্তি তাকায় অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের প্রতি।

ইসলাম মানুষকে যেমন আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন করে, তেমনি তাকে বিনয়ী করে তোলে। ইসলামে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনও অহংকারী হতে পারে না। কারণ সে সবকিছুকেই আল্লাহ্ তা'আলার দান বলে বিশ্বাস করে, এমন কি তার নিজের জীবন, মৃত্যুর মালিকও আল্লাহ্ তা'আলা। কোন সৃষ্টিকেই সে তুচ্ছ মনে করে না। ইসলামে বিশ্বাসী ব্যক্তি পূত-পবিত্র জীবন যাপন করে। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, আত্মার পরিশুদ্ধি ও সৎকর্ম ছাড়া মুক্তির কোন সহজ পথ নেই। একজন মুসলিম সর্বাবস্থায়ই আশাবাদী। সে কোন অবস্থায়ই হতাশ ও নিরাশ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরতা সে কোন অবস্থায়ই হারায় না। মুসলিম ব্যক্তি সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, সফল হলে শোকর করে এবং বিফল হলে সবর করে। একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি শোকরগুযার থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার সকল বিধানই সে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।

ইসলামে মানুষকে যা যা করতে বলা হয়েছে; তার সবগুলো কথা একত্রিত করলে দেখা যাবে যে, একজন মুসলিম মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত না হয়ে পারে না। কি করা উচিৎ আর কি করা উচিৎ নয় এ ব্যাপারগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, ইসলামের মূলনীতি হলো সকল কল্যাণের পক্ষে থাকা এবং সহযোগী হওয়া। আর সকল অকল্যাণের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া। আল-কুর'আনে মূলনীতি ঘোষণা করে বলা হয়েছে, "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।"[৪৭]

কল্যাণকর কাজ যত তুচ্ছ বা ক্ষুদ্রই হোক না কেন তাকে তুচ্ছজ্ঞান করা যায় না। আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সৎ কর্ম যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তুমি কখনও তাকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। যদিও তা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল বদনে (হাসিমুখে) সাক্ষাৎ করাও হয়।"[৪৮] অতএব কারো ছোট দান বা অবদানকে ছোট করে দেখা যাবে না এবং তাকে তা বুঝতেও দেয়া যাবে না। এ জন্যই ইসলামে শোকর-গোজার হতে বলা হয়েছে। কল্যাণকর কাজ যার দ্বারাই সম্পাদিত হোক এবং তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন; তাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। ছোট ছোট মানবীয় ব্যাপারগুলোকে ইসলাম খুব গুরুত্ব প্রদান করেছে। এদের অধিকাংশগুলোকে সাদাকাহ্ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ এ কাজগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ধনবান ব্যক্তি ব্যতীত সাদাকাহ্‌র মত পূণ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু গরীব লোকদের জন্য মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনই সাদাকাহ্। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "পথহারা এলাকায় কোন ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখানো তোমার জন্য সাদাকাহ্ স্বরূপ।"[৪৯] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকাল মানুষের মানবিকতা এতটাই নীচে নেমে গেছে যে, পথহারা লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার মত ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও মানুষ প্রদর্শন করছে না।

---

[৪৭]. تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان আল-কুর'আন, ৫ঃ২

[৪৮]. لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), হাদীস নং- ১৪৪

[৪৯]. وارشادك الرجل فى ارض الضلال لك صدقة ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা তিরমিযী, সুনান, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল বিরর (البر), বাব নং- ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

আরো উদ্বেগজনক খবর হলো এই যে, পথহারা ব্যক্তিটিকে ভুল পথ দেখিয়ে নির্জন স্থানে নিয়ে তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে যাওয়া হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই এমন খবর ছাপা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরেকটি সাদাকাহ্‌র কথা উল্লেখ করে বলেন, "মন্দ কাজে তোমার বাঁধাদান সাদাকাহ্‌স্বরূপ। মন্দ কাজের প্রতিরোধ সাদাকাহ্।"[৫০] অন্যায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মত চেতনা মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। যার ফলে অন্যায়কারীরা নতুন উদ্যমে অন্যায় করে যাচ্ছে। আসলে অন্যায় সংঘটিত হওয়ার পেছনে অন্যায় যাদের উপর করা হয় তাদের দায়-দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। কারণ তাদের নির্লিপ্ত মনোভাবের জন্যই অন্যায়কারীরা তাদের অন্যায়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ কথা একেবারেই বাস্তব। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "কোন মুসলিম যদি কাউকে তার মন্দ কাজ হতে ফেরায়; তাহলে এটি তার জন্য সাদাকাহ্‌স্বরূপ।"[৫১] মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেয়ে বড় মানবিক কাজ আর কোন কিছু হতে পারে না। এতে একাধারে এখন থেকে দু'জনের দ্বারাই মানবিক কর্মকান্ড সংঘটিত হতে থাকবে। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "নরম (পবিত্র) কথা সাদাকাহ্।"[৫২] হাদীসের বক্তব্যগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় যেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বাংলাদেশের মানবিক সমস্যা ও বিপর্যয়কে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলেছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত এমন কোন অমানবিক দিক নেই যেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কথা বলেননি। বিশেষত মানুষের মধ্য হতে পবিত্র, সুন্দর ও নরম কথা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় উঠেই গেছে। সাদাকাহ্ সংক্রান্ত এহেন অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এর প্রত্যেকটির মধ্যেই কোন না কোন মানবিক মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে।

ইসলামের প্রতিটি বিশ্বাসে, কাজে, কথায় মানবিক দিকটি লুকিয়ে আছে। ইসলাম মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। যা অন্যের প্রতি সর্বোচ্চ মানবিক হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানবীয় চেতনায় পানি সিঞ্চন করে। যেমন বলা হয়েছেঃ "মু'মিনগন পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।"[৫৩] হাদীসে বলা হয়েছে, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার উপর যুলম করতে পারে এবং না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট বা অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশবিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।"[৫৪] ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হলো পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত ও অটুট সম্পর্ক। যে সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "মু'মিন মু'মিনের ভাই।"[৫৫] "তোমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আল্লাহ্‌র বান্দায় রূপান্তরিত হয়ে যাও।"[৫৬] "বান্দারা প্রত্যেকে ভাই ভাই।"[৫৭]

ইসলামে কল্যাণের ধারণার মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ লুক্কায়িত আছে। আল-কুর'আনের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করলেই তা পরিস্কার হয়ে যাবে। যেমনঃ "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও

---

৫০. ونهيك (ونهيه) عن المنكر صدقة ، ونهى عن منكر صدقة ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাফিরীন (المسافرين), হাদীস নং- ৮৪

৫১. كل مسلم يمسك عن الشر فانه له صدقة ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত (الزكاة), হাদীস নং- ৫৫

৫২. الكلمة اللينة (الطيبة) صدقة ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত (الزكاة), হাদীস নং- ৫৬

৫৩. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم আল-কুর'আন, ৪৯:১০

৫৪. المسلم اخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البرّ), হাদীস নং- ৩২

৫৫. المؤمن اخو المؤمن ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল্-আশ'আস আস্-সাজিস্তানী, সুনান আবূ দাউদ, কানপুরঃ আল-মাত্‌বা'আ আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুল আদাব (الاداب), বাব নং- ৪৯

৫৬. وكونوا عباد الله اخوانا ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البرّ), হাদীস নং- ২৩, ২৪, ২৮, ৩২

৫৭. انّ العباد كلهم اخوة ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিতর (الوتر), বাব নং- ২৫

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[৫৮] "বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।"[৫৯] "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।"[৬০] "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়-এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৬১] "সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর।"[৬২]

মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতিটি খুতবা ছিল মানবতার ইতিহাসে এক একটি মাইল ফলক। তাঁর বক্তৃতার বিরাট অংশ জুড়ে থাকতো মানবিক মূল্যবোধের কথা। এ প্রসংগে বিদায় হজ্জে প্রদত্ত তাঁর বিদায়ী ভাষণের কথা উল্লেখ করা যায়। আরাফাত প্রান্তরের সেই ভাষণে একাধারে তিনি নারীর অধিকার, দাস-দাসীর অধিকার, অধীনস্থদের অধিকার, সাম্যসহ অধিকাংশ মূল্যবোধের প্রসংগ উত্থাপন করেছেন। সাহাবী জারীর ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিদায় হজ্জে আমাকে বলেছিলেন: "লোকদের নীরব করে দাও। তারপর তিনি বললেন, দেখো আমার পরে তোমরা আবার কুফরীতে ফিরে যেও না- এভাবে যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় মটকাতে শুরু করে দিবে।"[৬৩] বর্তমান সময়ের একজন বাসিন্দা হিসেবে বলা যায়, মানুষ এখন তার চেয়েও খারাপ সময় অতিবাহিত করছে। তিনি তাঁর ভাষণে আরো বলেন, "তোমাদের জীবন, সম্পদ এবং সম্মান তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের নিকট পবিত্র।"[৬৪] "সকল ধরণের সুদ রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি 'আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের সুদ রহিত করলাম। তার পুরোটুকুই রহিত করা হল।"[৬৫] "জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণ রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি রাবী'আ ইবন হারিস ইবন আবদিল মুত্তালিবের রক্তপণ রহিত করলাম।"[৬৬]

তিনি তাঁর ভাষণে আরো বলেন, "জেনে রেখো! অনারবের ওপর 'আরবের কিংবা 'আরবের উপর অনারবের, কাল মানুষের উপর লাল মানুষের কিংবা লাল মানুষের ওপর কাল মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি আছে, সে-ই শ্রেষ্ঠ।"[৬৭] তিনি তাঁর উপরোক্ত বাণীর মাধ্যমে বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানবতাবিরোধী কাজটির প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। আর তা বর্ণবাদ তথা বর্ণবৈষম্য। সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর উপরোক্ত বাণী দুনিয়াবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, "প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।"[৬৮] "তোমাদের সাহায্যকারীগণ- তোমাদেরই দাস। অতএব তোমরা যা খাও তাদেরকে তা-ই খেতে দাও, তোমরা যেরূপ কাপড় পরিধান কর তাদেরকে তদ্রুপ কাপড়ই পরিধান করতে দাও।"[৬৯] "নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্‌র ভয় রেখো। নিশ্চয় তোমাদের যেমন নারীদের উপর

---

৫৮. ليس البرّ ان تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبين واتى المالّ على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين فى الباساء والضراء وحينّ الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون আল-কুর'আন, ২ঃ১৭৭

৫৯. قل انّ صلاتى و نسكى و محياى ومماتى لله رب العالمينّ আল-কুর'আন, ৬ঃ১৬২

৬০. وتعاونوا علىّ البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان আল-কুর'আন, ৫ঃ২

৬১. ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا আল-কুর'আন, ১৭ঃ৩৬।

৬২. فاستبقوا الخيرات আল-কুর'আন, ৫ঃ৪৮।

৬৩. استنصت الناس ثم قال: لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১১৮-১২০

৬৪. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব, *মুখতাসারু সীরাতির রাসূল (স.)*, আরবী ভাষা বিভাগ, মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬ খ্রী. পৃ. ১৮৪

৬৫. كل ربا موضوع واوّل ربًا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله প্রাগুক্ত।

৬৬. وانّ كلّ دم فى الجاهلية موضوع واوّل دم اضعه دم ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب প্রাগুক্ত।

৬৭. الا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقى শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী*, আযমগড়ঃ মাত্‌বা'আ মা'আরিফ, ১৯৫২, পৃ. ১৫৪

৬৮. المسلم اخو المسلم وانّ كلّ مسلم اخو المسلمين اخوة হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ্ নিশাপূরী, *আল-মুসতাদ্‌রাক*, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৩

৬৯. اطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تلبسون ارقاءكم ارقاءكم শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

হক (অধিকার) আছে, তদ্রূপ নারীদেরও তোমাদের উপর অধিকার আছে।"[৭০] অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণই যথেষ্ট।

পৃথিবী ধ্বংস তথা কিয়ামতও সংঘটিত হবে তখনই যখন মানুষের মধ্য হতে মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাবে। কুর'আন ও হাদীসে এক একটি মূল্যবোধের ধ্বংস বা অবক্ষয়কে কিয়ামতের আলামত হিসেবে দেখানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "স্মরণ কর! যখন খালি পায়ের উলংগ লোকেরা মানুষের নেতা হবে।"[৭১] "যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে।"[৭২] "যখন উটের রাখালরা সুউচ্চ ইমারত তৈরী করবে।"[৭৩] এ সকল হাদীস যে কতটা বাস্তব তা বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারে। ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসের এগার তারিখ থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিবিরোধী যে অভিযান চালাচ্ছে তাতে দেখা গেছে যে, সরকারি অফিসের সামান্য কর্মচারী দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে। যারা এক সময় রাখালের চেয়েও দরিদ্র ছিল। "আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট লোকদের শাসন চাপিয়ে দিবেন।"[৭৪] এ হাদীসের ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। দুর্নীতি বিরোধী অভিযানই প্রমাণ করে যে, এ দেশবাসীর ওপর খুব কমই উৎকৃষ্ট শাসক ছিল। যার ফলশ্রুতিতে শাসকদের অধিকাংশকেই চরম অপমান ও বদনাম নিয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়েছে।

মানবিক মূল্যবোধের উপকারিতা

যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রে পূর্ণমাত্রায় মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার সকল মানুষ বেশ কিছু উপকার লাভ করে থাকে। যেমনঃ

১. দারিদ্র বিমোচন হয়। কারণ তখন অপচয়, ভিক্ষাবৃত্তি, অলসতা, ধ্বংস, বিপর্যয়, ফিতনা-ফাসাদ হ্রাস পায়।

২. সকলের মনে এক ধরণের প্রশান্তি বিরাজ করে। কারণ পূণ্যের একার্থ মানবিক মূল্যবোধ। পূণ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে পূণ্যবানের মনে প্রশান্তি ও তৃপ্তি এনে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আনুগত্য ও পূণ্য হচ্ছে সে কাজ যাতে আত্মা তৃপ্ত হয় এবং নফস শান্ত হয়। পক্ষান্তরে পাপ হলো সে কাজ যে কাজে নফস অশান্ত হয় এবং আত্মা থাকে অতৃপ্ত, যদিও মুফতীগণ তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকে।"[৭৫] মনের প্রশান্তি ধনী লোকদের কাছে মহা আকর্ষণীয় ব্যাপার। তাদের সকল অশান্তির কারণ মানসিক প্রশান্তির অনুপস্থিতি। ছটফট ভাব ও অস্থিরতা অনেক ধনীর সুখ কেড়ে নিয়েছে। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হলে তা ফিরে আসতে পারে।

৩. আইন-কানুন ও বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।

৪. বাজে চিন্তা ও কাজ বন্ধ থাকার ফলে সময়ের অপচয় বন্ধ হয়ে যায়।

৫. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়। হৃদ্যতা ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়।

৬. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজটা সহজ হয়ে যায়।

৭. সমষ্টিগত পাপাচার কমে যায়।

৮. বিপদ-মুসিবত কমে যায়। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এক একটি পাপ মানে এক একটি অমানবিকতা। এমন কোন অমানবিক আচরণ নেই যেটি পাপের আওতায় পড়ে না। আর ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে পাপাচারের কারণেই বিপদাপদ এসে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে মানুষদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান,

---

[৭০] فاتقوا الله فى النساء ان لكم على نساءكم حقا ولهن عليكم حقا . ইবন হিশাম, *আস্‌সীরাতুন্ নববিয়্যা*, বৈরূতঃ 'উলুমুল কুর'আন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯ ২য় খন্ড, পৃ. ৬০৪

[৭১] واذا كان الحفاة العراة رءوس الناس . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ৫

[৭২] اذا ولدت الامة ربتها . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১

[৭৩] واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১

[৭৪] سلط الله عليكم شرار خلقه . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৭৪, ২৭৫

[৭৫] البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب ، والاثم مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وان افتاك المفتون .
ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৯৪, ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

যাতে তারা ফিরে আসে।"[৭৬] হাদীসেও এ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "নিশ্চিতভাবেই পাপের কারণে আল্লাহ্র ক্রোধ আপতিত হয়।"[৭৭]

৯. গড় আয়ু বেড়ে যায় এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়ঃ কোন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে মানবিক মূল্যবোধ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হলে সেখানকার মানুষের মনে প্রশান্তি বিরাজ করে। মানসিক অশান্তির ফলে বা অস্থিরতার ফলে যে সব রোগ দেখা যায় তা হতে তারা বেঁচে যায়। ফলশ্রুতিতে গড় বয়স বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.)ও বলেছেন, "যে চায় যে তার রিযক বৃদ্ধি পাক এবং বয়স বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"[৭৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "পূণ্যই আয়ু বৃদ্ধির কারণ হয়, দু'আ-ই তকদীর রদ করতে পারে। কোন মানুষ পাপ করে এবং সে পাপকর্মের দরুন রিযক থেকে বঞ্চিত হয়। এটা হলো পাপের পরিণাম।"[৭৯]

১০. রাষ্ট্রীয় আয় বেড়ে যায়ঃ কারণ তখন কেউ সম্পদ নষ্ট করে না। সুযোগ থাকলেও বিভিন্ন প্রকার কর প্রদানে সে ফাঁকি দেয় না। রাষ্ট্রের সম্পদকে সবাই নিজের সম্পদ মনে করে। সর্বোপরি দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হয়।

তাছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা বা মূল্যবোধ জীবনের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নৈতিক নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে আইন-কানুন বিকশিত হয়। মূল্যবোধ মানুষের মনন, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ককে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। সামাজিক আইন-কানুন অমান্য করা বা ফাঁকি দেয়ার সুযোগ থাকলেও মূল্যবোধ মানুষকে এ কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে। মূল্যবোধ ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করে, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে, মূল্যবোধহীণ, অশ্লীল ও আপত্তিকর কার্যাদি হতে বিরত রাখে। মূল্যবোধ সুশাসিত ও কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণে সাহায্য করে। মূল্যবোধ মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজন এবং আত্মিক চাহিদা ও বিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য সৃষ্টি করে যা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হয়। মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবনের ফলে মানুষের স্বভাবগত স্বচ্ছতা, মানসিক ভারসাম্যতা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও মানবীয় উৎকর্ষতা অর্জিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবোধবিবর্জিত মানুষ পশুর সমতুল্য। অপর দিকে মূল্যবোধে উৎকর্ষতা অর্জনকারী মানুষ আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান। অনৈতিক ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে যারা নিজেদের হিফাযত করতে সক্ষম ইসলামে তারা শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে বিবেচিত হয়। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী, সংযমী ও দৃঢ়চেতা হয়।

ইসলামী মূল্যবোধকে আরবীতে বলা হয় القيمة 'আল-কীমাহ' অর্থাৎ 'মানদন্ড'। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মূল্যবোধ হলো নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট মানদন্ড বা তুলাদন্ড। সেটা এমন এক মানদন্ড যা ভাল-উত্তম বা কল্যাণমূলক কাজের পরিমাপক। ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা কাঙ্খিত বা অনাকাঙ্খিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। এগুলো এমন কিছু উপলব্ধি যা ব্যক্তি ও সমাজের লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে প্রভাব রাখে।

ইসলামী মূল্যবোধ মহান স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক উন্নয়নের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। একই সাথে মানুষে মানুষে সম্পর্ক উন্নয়নে প্রচন্ডভাবে সহায়তা করে। শুধু এগুলোই নয়, ইসলামী মূল্যবোধ মানবের কুপ্রবৃত্তিসমূহ বা নফস অবদমনে অনুপ্রেরণা যোগায়। ইসলামী মূল্যবোধের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো মানুষের মননশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সাহায্য করা। মানুষের ভাল আচরণ মূলতঃ নৈতিক মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত। মূল্যবোধের পর্যাপ্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় মানুষের নৈতিক আচরণে। মানবিক মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে- যা মানুষের অনুভূতি ও কর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। মানবিক মূল্যবোধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একটি নৈতিক মান সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ফলশ্রুতিতে জীবন সুখময় হয়ে গড়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনে চাহিদা পূরণে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, বাস্তব জীবনে কোনটা গ্রহণীয় এবং কোনটা বর্জনীয় মানবিক মূল্যবোধ তা নির্ধারণে সাহায্য করে।

---

৭৬. ظهر الفساد فى البرّ والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون আল-কুর'আন, ৩০:৪১

৭৭. فانّ بالمعصية حلّ سخط الله ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৩৮

৭৮. من احبّ ان يبسط رزقه وينساء فى اثره فليصل رحمه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররি (البرّ), হাদীস নং- ২০, ২১

৭৯. لا يزيد فى العمر الا البر ، ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক মূল্যবোধ মানব মনে যে অনুভূতি জাগ্রত করে তা মানুষকে প্রেরণা লাভে ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করে। এর ফলে মানুষ একদিকে নিজের নফসের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে। আত্মশাসনে কামিয়াব হতে পারে। শুধু তাই নয়, মানব জীবনে মানুষ যে সব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তা সহজে মোকাবেলা করতে পারে। ইসলামী মূল্যবোধ ব্যক্তির মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনার বিকাশ সাধনে সাহায্য করে। ফলে ব্যক্তি স্বীয় সত্তাকে বিকশিত করার সুযোগ লাভ করে। মানবিক মূল্যবোধ মানব জীবনের আরো একটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। মানব মনের সীমাহীন অভিপ্রায় বা ইচ্ছে শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রণ করতে মানবিক মূল্যবোধের ভূমিকা রয়েছে। এর দ্বারা মানব মনের বলগাহীন মনস্কামনার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে পাশবিকতা বা অমানবিকতার মত ব্যক্তি চরিত্রের মন্দ দিকগুলো দূরীভূত হয় এবং জীবনে দুর্নীতির প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়। সামাজিক ক্ষেত্রেও মানবিক মূল্যবোধের অবদান চমৎকার। সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন, সামাজিক শৃংখলা রক্ষা, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে মানবিক মূল্যবোধের বিকল্প নেই। মানবিক মূল্যবোধ সমাজে মানুষের অস্তিত্ব ও অবস্থানকে নিরাপদ ও সুদৃঢ় করে। এবং সমাজে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বেগবান হয়। ফলে সাংস্কৃতিক সামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। এ ধরণের তৎপরতা সামাজিক বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করে। ফলে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামের অবদান

ইসলামে সকল কিছুর আয়োজন মানুষের জন্য। ইসলামের সকল সিদ্ধান্ত মানুষের কল্যাণের জন্য। অর্থাৎ মানবিক দিকটিই ইসলামে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কোন কারণে, কোন মূহূর্তে, কোন মানুষের যাতে মানবিক দিকটি ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, ইসলাম সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। অর্থাৎ ইসলামে সবার ওপরে মানুষ সত্য। ইসলাম, কুর'আন, নবী-রাসূল সব মানুষের জন্য। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকর্মে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"[১] মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মূলতঃ মানুষের জন্যই।

মানবিক মূল্যবোধ কথাটি মূলতঃ এমন এক ভাবধারা ভিত্তিক যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যকার পার্থক্য ব্যতিরেকে সমাজে সকল মানুষের সমতা নির্দেশ করে। তাছাড়া সকল মানুষের মধ্যে মানবিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টিতেও এর অর্থবোধ লক্ষ্য করা যায়। এ বিশ্বচরাচরে বিচিত্র সমাজে বিচিত্র চরিত্রের মানুষ বাস করে। একই সমাজে যেমন মানবতার কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ মানুষের অভাব নেই, অপরদিকে তেমনি মানবতা লাঞ্ছিত করে, খর্ব করে মানবাধিকার ও ন্যায্য প্রাপ্যতা- এমন হিংসায় উন্মত্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষেরও অভাব নেই। এ প্রকৃতির লোক হতে পারে ব্যক্তি মানুষ হতে শাসকগোষ্ঠী কিংবা আগ্রাসনবাদীরা। সমাজে প্রতিনিয়ত অপরাধ ঘটছে মানবতার বিরুদ্ধে, আইনের বিরুদ্ধে নয়, ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে। আবার শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমেও খর্ব হচ্ছে মানবতা ও মানবাধিকার। যেমন- ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, মায়ানমার, কাশ্মির, ইরাকে খর্ব হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে সাধারণ অধিকার স্বাধীনতা। আবার আগ্রাসনবাদ লাঞ্ছিত করছে মানবতা, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইরাক, আফগানিস্তান ও লেবানন। অথচ শান্তিময় পৃথিবী স্থাপনে স্থিতিশীল মানব সমাজ প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচারের বিকল্প নেই। ন্যায়বিচার মানুষের চিরন্তন প্রত্যাশা। মানুষ নিজের অধিকার নিয়ে সমাজে বাঁচতে চায়, চায় প্রাপ্য স্বাধীনতা। মানুষের এই যে অধিকার, স্বাধীনতা, এগুলো কোন জাগতিক উৎস হতে উদ্ভুত নয়, বরং ঐশীভাবে প্রাপ্ত। মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এই অধিকারগুলো নিয়ে। সুতরাং এগুলো কেড়ে নেয়ার অধিকার অন্য কারো হাতে থাকতে পারে না। এ অধিকারগুলো সংরক্ষণই হল সামাজিক ন্যায়বিচার।[২] আর এ ন্যায়বিচার ইসলামের মাধ্যমেই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারে। অধিকারগুলোর সংরক্ষণের জন্যই প্রণীত হয়েছে জাগতিক আইনসমূহ; এগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিচার বিভাগ, যার মূল দর্শন হল দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। সমাজের প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ অধিকার নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি সমাজকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেয়। সমাজ হয়ে ওঠে অশান্ত। এই অশান্ত অবস্থায় মানব জীবনের সুষ্ঠ বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও সামাজিক অগ্রগতির স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা জরুরী।[৩] জীবন ও জগতের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে মানব জীবনের পরমার্থ সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ, মানব জীবনের লক্ষ্য, কর্তব্য, পরিণতি প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানের অনুরাগই দর্শন। মানবিক মূল্যবোধের বিকাশধারাকে ইসলাম সব সময়ই অনুপ্রাণিত এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে আসছে। মানবিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে রয়েছে বহুমাত্রিক এবং যুগপৎ সম্পর্ক। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে, "Religion has existed in all times and places. It is organised set of values, beliefs and norms designed to lesson or explain the problems of human life. human societies always face problems, people always attempt to solve them. Beliefs always play a part in these attempts. To this degree religion will always be with us."[৪]

মানবিক মূল্যবোধের সার্বজনীন ও সুসংগঠিত যে রূপ ইসলামে বিদ্যমান রয়েছে, তার পেছনে ইসলামের অন্তর্দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা, অনুশাসন ও মানবীয় দর্শন এবং মানবকল্যাণের সার্বজনীন নীতি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ইসলামের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তবমুখী ব্যবস্থাসমূহ মানবিক মূল্যবোধের ভীত মজবুত ও এর বিকাশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আসছে। তাই মানবিক মূল্যবোধের

---

১. كنتم خير امّة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله আল-কুর'আন, ৩ঃ১১০

২. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার ও সমাজকর্ম*, ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৫, পৃ. ১২

৩. গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৬

৪. G.R. Leslie, R.F. Larson and B.L.Gorman, *Introductory sociology*, 1994, P.460.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ে ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের চিরন্তন বাণী নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি দিকই এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মানব মর্যাদা, মানবতাবোধের বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক বিপদ-আপদে সাহায্য দানের প্রেরণা ইসলামই মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে। মানবিক আচরণকে ইসলাম ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয় নি বরং বাধ্যতামূলক করেছে এবং সকল কাজের মধ্যে মানব সেবাকে উত্তম কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামী অনুশাসনের তাকীদেই যুগ যুগ ধরে মানুষ অন্য মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে এবং মানব জীবনে সুখ-শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলাম এভাবে মানব ও মানব জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে, যা মানুষের মধ্য হ'তে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটায় এবং ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত ইসলামের জীবন দর্শন মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি গঠনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে।

আরবী ভাষার শব্দ 'ইসলাম' এর মূল السّلم 'সলম' ধাতু থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ শান্তি, সন্ধি, নিরাপত্তা, আনুগত্য, মান্য, গ্রহণ ইত্যাদি।[৫] মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণ, মান্য ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে শান্তি, সন্ধি ও নিরাপত্তা অর্জনের নাম ইসলাম। আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত একমাত্র জীবনাদর্শ ইসলামেই মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয়, সমষ্টিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি সকল দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এটি এমন এক চিরন্তন ও মৌল বিধান যা সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিদ্যমান।[৬] আধুনিক অর্থে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে একটি বাস্তবভিত্তিক মানবিক বিপ্লব (a realistic revolution)। মুহাম্মদ খালিদের ভাষায়, "Islam is infact ideology (based on Divine Revelation) away of life, universal in its approach and eternal in its application. Being universal in its character it evolve a way of life which was basically 'democratic` and established a social order based on equality, fraternity and justice."[৭] ইসলামের এসব আদর্শ, মূল্যবোধ ও মৌলনীতি সমাজে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন হল ইসলাম।[৮] ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'আলার পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো, মানুষের জন্য সব কিছুতে সহজ পন্থা অবলম্বন করা। প্রকৃতির সব কিছুর মত মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। ইসলামের ছোঁয়ায় এসব সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়। মানুষকে তাই কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং এরূপ নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হল ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছে[৯] এবং তার দ্বারা সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে।

বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও বিশ্বসৌন্দর্য বিধানের মৌল শিক্ষা ইসলামে রয়েছে। এক সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময় স্রষ্টার একক কর্তৃত্ব ও অসীম ক্ষমতাকে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে বিশ্বাস করা এবং স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে মানবীয় জীবনকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময় করে তুলতে সচেষ্ট হওয়ার শিক্ষা দেয় ইসলাম। ইসলামের এ শিক্ষা জীবনদর্শনের দিক-নির্দেশনা দিয়ে মানুষকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। সম অধিকারের ভিত্তিতে সমবেতভাবে জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তুলতে সহায়তা করেছে, সমস্যাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের মঙ্গল কামনায় নিয়োজিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে ইসলামের শিক্ষা ও দর্শন মানবকল্যাণের এক সমৃদ্ধ ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

ইসলাম এমন এক আধুনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্বময় ও সমাজ উপযোগী, মানবকল্যাণমুখী, মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী ধর্ম যা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী জীবন বিধান ভিত্তিক। ইসলাম সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্রিক ধর্ম হলেও শুধু সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কুর'আন ও হাদীস ভিত্তিক উপায়ে সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক বিধি-বিধান অনুসরণও বাধ্যতামূলক।

---

৫. আল-কুর'আন, ৮ঃ৬১; ২ঃ২০৮; ৪ঃ৯০-৯১; ১০ঃ২৫

৬. আল-কুর'আন, ৩০ঃ৩০

৭. Mohammad Khalid, *Welfare State-A case study of Pakistan,* Karachi: Royal book company, 1968, P. 53.

৮. আল-কুর'আন, ২ঃ১১২

৯. আল-কুর'আন, ৫ঃ৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধের পরিপূর্ণ অনুসরণ যে কোন সমাজকে কল্যাণময়, সুশৃঙ্খল, শান্তিময় ও উন্নয়নমুখী করতে পারে। সুতরাং একটি পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে (as a complete code of life) ইসলাম মানবিক মূল্যবোধের দর্শনকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সকল মানুষই স্রষ্টার সৃষ্টি বলে সকলেই সমমর্যাদার অধিকারী। ইসলাম সৃষ্টির উৎস, মৌলিক বংশধারা ও চূড়ান্ত নিয়তির দৃষ্টিতে মানব জাতির ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাস করে। সমগ্র মানব জাতির উৎস একটিই। সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। এই বিভক্তির মূল উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক পরিচিতি লাভ ও সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করা। এখানে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, সাদা-কালোর মধ্যে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান ও মানুষ হিসেবে সবাই সমান। নারী-পুরুষ, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকল মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ্ বলেন, "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই'।"[১০] ইসলাম মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এমন চরিত্রেরই বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এই চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহন করা সম্ভব। এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও শ্রেণীগত পার্থক্য করা চলবে না। তাই মুসলিমদের কাছে মানবপ্রীতি ও মানবকল্যাণের ধারণা অনেক প্রশস্ত, ব্যাপক ও স্পষ্ট। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের দার্শনিক ভিত্তির অন্যতম উপাদান হল মানবতাবাদ তথা মানবকল্যাণ। মানবকল্যাণের এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই ইসলাম ক্রমান্বয়ে মানুষের মনে স্থায়ী আসন গড়েছে। সুতরাং মানবতাবাদের উৎস হিসেবে ইসলামের অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শন, যা সকল প্রকার অমানবিক আচরণ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার বাণী প্রচার করেছে এবং স্রষ্টার রাজ্যে সেরা সৃষ্টি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

ইসলামই বিশ্বে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, যা সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক অবিভাজ্য সত্তা। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সুখ, শান্তি ও কল্যাণের প্রতি এতে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, অসহায়কে সাহায্য দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, বিপদগ্রস্তকে পরিত্রাণ দান এবং অক্ষমকে সহানুভূতি ও সমানুভূতি প্রদর্শনকে ইসলামে অতিমাত্রায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মানবকল্যাণের প্রতি তাকীদ দিয়ে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমরাই শ্রেষ্ঠতম উম্মত, মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর।"[১১] "এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"[১২] "তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।"[১৩] "আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"[১৪] মহানবী (স.) বলেছেন, "মানুষের জন্য তাই ভালবাসবে যা নিজের জন্য ভালবাস তবেই মুসলিম হবে।"[১৫] "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন না।"[১৬] "পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তবে আসমানে যিনি আছেন (আল্লাহ্) তোমাদের উপর দয়া করবেন।"[১৭] উপরোক্ত বাণীসমূহ হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে সবার উপর মানুষ ও মানবতার স্থান। এভাবে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণের ও মানবধর্মের মূল কথা হল মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। ইসলামে মানবীয় আচরণকে সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

---

[১০]. واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة আল-কুর'আন, ২:৩০

[১১]. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر আল-কুর'আন, ৩:১১০

[১২]. وفى اموالهم حق للسائل والمحروم আল-কুর'আন, ৫১:১৯

[১৩]. وأحسن كما احسن الله اليك আল-কুর'আন, ২৮:৭৭

[১৪]. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما واسيرا ، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء و لا شكورا আল-কুর'আন, ৭৬:৮-৯

[১৫]. মুসলিম ইবন্ আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ্, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ৭১

[১৬]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ্*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল (الفضائل), হাদীস নং- ৬৬

[১৭]. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল বিরর (البر), বাব নং- ১৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবের একত্ব সমগ্র বিশ্বে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বমানবের অধিকার স্বীকার করে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে আপন আপন প্রয়োজন মেটানোর প্রণালী এমনভাবে স্থির করতে হবে, যাতে অপর কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রয়োজন মেটানোর অধিকার ও সুযোগ অন্যায়ভাবে ব্যাহত না হয়।[১৮] মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পথে বর্তমানে মানুষে মানুষে বৈষম্য একটি বড় বাঁধা। ইসলামে মানুষে মানুষে বৈষম্যের কোন জায়গা নেই। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সকল সম্পদে সকল মানুষের সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদে সকল মানুষের সমান সুবিধার কথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মানবতার উন্নতি ও মানবকল্যাণ সাধনে শ্রেণী বৈষম্যকে ইসলাম অস্বীকার করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির আত্মবিকাশের অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানায়। এ প্রসঙ্গে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী তিব্বতের নির্বাসিত বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা দালাইলামা অকপটে উচ্চারণ করেছেন,"Islam is indeed an all inclusive faith and is universal. Islam is as natural as you and I are --- to get along with others, respect others, not create a mess for other people or mess our own people. Islam is live and let live. Islam is easy to live and is simply peace."[১৯]

ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের স্থান এতটাই উর্ধ্বে যে, ইসলাম নিজের সম্পত্তি শুধু নিজের ভোগ, সুখ বা নিজ পরিবারের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয়ের অধিকার কোন মুসলমানকে দেয়নি বরং তার প্রতিবেশীদের হক রয়েছে তাতে। বিত্তবানদের সম্পদে সর্বহারা অসহায় মানুষের অধিকার রয়েছে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীর, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।"[২০] মানবতার উন্নতি ও কল্যাণের লক্ষ্যে মানব সেবামূলক কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল-কুর'আনে আরও বলা হয়েছে, "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে।"[২১]

ইসলাম সর্বক্ষেত্রে দয়া-মায়া, ভালবাসা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, কল্যাণ কামনা, সহমর্মিতা, পরোপকার, জনসেবা, দানশীলতাসহ সকল প্রকার মানবকল্যাণমুখী ইতিবাচক কর্মকান্ডের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। ইসলাম মানুষকে মানবপ্রীতির এত উঁচু স্তরে উন্নীত করে, যেখান থেকে সৎ ও পূণ্য কর্মের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা মানুষের আবেগপ্রবণ মনকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে। এ ধরণের চেতনায় উজ্জীবিত মুসলিম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য তথা নিজের লাভের চিন্তা না করে মূল্যবোধে বলীয়ান হয় এবং মানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এভাবে ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কল্যাণমুখী করে তোলে। আরবের যে লোকগুলো একদা অন্য মানুষের সমাজে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল এবং আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল তারাই ইসলামের ছোঁয়ায় নিরাপত্তা বিধায়ক হিসেবে আর্বিভূত হল। এরূপ মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, সেই মানবতাবোধের তাকীদেই মানব সমাজে গড়ে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে মানব সমাজে যে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয় মূলতঃ সেটাই ইসলাম।

তাছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থা সব ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী স্বভাব ও কর্মকান্ডসমূহকে চরমভাবে ঘৃণা করে। এভাবেই আইয়্যামে জাহিলিয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব সমাজে আলোর মশাল নিয়ে ইসলামের আগমন ঘটে এবং মানুষের মূল্যবোধে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে সুখী জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

ইসলাম নৈতিক উন্নয়ন ও চরিত্র গঠনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে যা সত্যিকারের মানবিক মূল্যবোধের মূলভিত্তি এবং ইসলামেই সর্বপ্রথম এ মূল্যবোধ ফুলে-ফলে বিকশিত হয়। মহানবী (স.) মানবতাবোধের ভিত্তিতে

---

[১৮]. আবুল হাশিম, *"ফারুকী খিলাফত"*, *ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ১০২

[১৯]. Kim Vo. Dalai Lama *for Harmony of Religions*. The New Nation, 28th April, 2006, P. 6

[২০]. فذالك الذى يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون আল-কুর'আন, ১০৭ঃ২-৫

[২১]. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب আল-কুর'আন, ২ঃ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

মদীনাতে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী অনুশাসন এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করেই খুলাফা-ই-রাশিদুনের যুগে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। তখন সর্বত্র ছিল মানবতার জয় জয়কার।

ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা মানবিক মূল্যবোধের সকল দিক গভীরতরভাবে ও ব্যাপকতরভাবে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। অতীতে মুসলিমদের মধ্যে এরূপ দায়িত্ববোধ ও কর্মতৎপরতার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁরা মানুষের মধ্যে মানবিকতার আদর্শ গঠনে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং নিজেরাও আদর্শের ধারক-বাহক হিসেবে এর ব্যাপক চর্চা করেছেন। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বণিক, ইসলাম প্রচারক, পীর-আওলিয়া ও দরবেশগণের আগমনে সর্বত্র এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অন্যান্য আদর্শ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সাম্যের উদার বাণী, মানবতাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন প্রভৃতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে এতদঞ্চলের মানুষের মধ্যে ইসলামের মানবিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে।

মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদন্ডকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোন ঘটনা বা অবস্থার ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। ব্যক্তি ও সমাজের রীতি-নীতি, আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। আর মানবিক মূল্যবোধ মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, মানবিক লক্ষ্য অর্জন, মানবিক সংহতি সৃষ্টি, মানবিক প্রয়োজন পূরণ এবং মানবিক শৃঙ্খলার অন্যতম উপায়। মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই কোন সমাজের মানবিক প্রতিক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতিনীতির উচ্চতর মানদন্ড হিসেবে মানুষের ভাল-মন্দ, প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যে সমস্ত মানবিক আদর্শ, বিশ্বাস, সাধারণ মানদন্ড, ভাল-মন্দ নির্ধারণ ও প্রত্যাশিত কল্যাণ প্রবণতা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে, সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাঁধা দেয় সেই সমস্ত অমূর্ত সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে মানবিক মূল্যবোধ বলে। মিল্টন বলেছেন, "Values are type of beliefs centrally located within total belief system about how one ought or ought not behave of about some end state of existence worth or not worth attainding. Values are at the heart of each person's action toward those ends."[২২]

সত্যিকার অর্থে ইসলাম একটি আদর্শ জীবন বিধান; যা বাস্তবে সার্বজনীন এবং প্রয়োগে সনাতন। ইসলাম সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে সমতা, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে এক অনন্য সাধারণ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।[২৩] ইসলাম মানব ও মানব জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে যা মানব সমাজ হ'তে সকল অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটায় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারা প্রবাহিত করে। ইসলামের অনুশাসন ও নীতিমালার সঙ্গে মানবকল্যাণের নীতিমালা এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। বস্তুত: মানব কল্যাণের জন্য ইসলামে যে সকল মূল্যবোধ রয়েছে তা আধুনিক কালে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে সর্বজনীন অবদান রেখেছে।

মানবিক মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি ও মূল্য প্রদান ইসলামের একটি বিশেষ দিক। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদায় বিশ্বাস করে। ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদার যথার্থ স্বীকৃতির মাধ্যমে সমাজে সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে, আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ইসলামের অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[২৪] এভাবে ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Human being was given superiority over the angels and every human being however low his position and status may be in his society is very much respectable before

---

[২২]. As quoted, Rezaul Karim, Op.cit, P. 139

[২৩]. মোঃ আবদুল হালিম মিয়া, *সমাজকল্যাণ পরিক্রমা*, ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৬

[২৪]. ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البَر وَالبَحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا -আল-কুর'আন, ১৭ঃ৭০

Dhaka University Institutional Repository

Allah, his creator, at whose biddings even the angels had to salute him. Such achoknowledgement is the source of all position, reprussion and exploitation."[২৫]

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষকে তার আত্মোপলব্ধি ও অবাধ অধিকারের মর্যাদা দান করেছে। জন্মে তার অবাধ অধিকার, কর্মে তার অবাধ অধিকার, জ্ঞান অর্জনে তার অবাধ অধিকার, দাম্পত্য জীবনে মানুষের অধিকার ইসলাম দিয়েছে।[২৬] সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদানে ইসলামী মূল্যবোধের বিকল্প নেই। ইসলাম সাম্যে বিশ্বাসী বলেই সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে থাকে। এতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ স্বীকার করে না। ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিবেশের মাঝে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে। ইসলামের অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ওপর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে, যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূলমন্ত্র। ইসলামের মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধ মানুষে মানুষে সাম্যনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ সাম্য যোগ্যতার নয়, ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিকাশের দ্বারা সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার ও সুযোগেরও সাম্য।[২৭]

সামাজিক দায়িত্ব পালন ইসলামের অন্যতম একটি মূল্যবোধ। তাই ইসলাম মানুষকে সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করে সমস্যা-সমাধান ও উন্নয়নে প্রয়াসী। ইসলাম সামাজিক দায়িত্বের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলামের অন্যতম মূল্যবোধ হল পারস্পরিক গভীর বন্ধন ও সাহায্য-সহযোগিতা। ইসলামের মতে, সকল মানুষ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং সকল মানুষ সমান। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই স্বরূপ।[২৮] ইসলামে সুষ্ঠু সমাজ গঠনের তাকীদ দিয়ে পরস্পর সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সহযোগিতা ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় কর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্টেগুমারি বলেন, "The basis of this integration of communal life and the sence of brotherhood is the deeply rooted belief of muslims that their community or ummah is a charishmatic one, in virtue of its being divinely founded and having a divinely law or in more modern terms, in virtue is being a bearer of values."[২৯] একে অন্যের সুখ-দুঃখে শরীক হওয়া, পারস্পরিক কুশলাদি জানা ও মঙ্গল কামনা করা ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামে জোরালো তাকীদ রয়েছে।

ইসলামের মৌল মানবিক মূল্যবোধসমূহের অন্যতম হল সাম্য ও গণতন্ত্র। ইসলামের অন্য সব মূল্যবোধ এ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাম্য ও গণতন্ত্রের মূল উৎস হল মানবপ্রেম। একমাত্র ইসলামই মানুষকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সব রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে ভালবাসা, উদারতা, সহযোগিতা, সাম্য ও গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্যের স্থান নেই। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয় বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও মানবের উপকারার্থে অবদানের ওপর নির্ভরশীল। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সৎ ও কর্তব্যপরায়ন চর্মকার, অসাধু ও কর্তব্যবিমুখ রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।[৩০]

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যারা ইসলামের এরূপ গণতন্ত্র গঠন করেছিলেন; এমনই ছিল তাদের চরিত্র। হযরত মুহাম্মদ (স.), আবূবকর (রা.), উমায় (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.) প্রমূখ জগত বরেণ্য মহাপুরুষ সকলেই দীন-হীন কুলি ও মজদুরের সঙ্গে কাজ করেছেন। বিশাল রাজ্যের অধিপতি হয়েও সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেছেন। ক্রীতদাস বিলাল (রা.)-এর অধীনে খুলাফা-ই- রাশিদুনের বরেণ্য জননেতাগণ মানুষের

---

[২৫]. Mahbubur Rahman Bhuiyan, *The Appeal of Islam,* Chittagong: Islamic Cultural Centre, 1980, P. 33.

[২৬]. অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, *ইসলামের মর্মকথা*, ঢাকাঃ পূর্বপাল প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ৬৬

[২৭]. আবুল হাশিম, 'সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ' *ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৪৮

[২৮]. আল-কুর'আন, ৪৯ঃ১০-১৩

[২৯]. W. Montegomery Watt. *What is Islam?* Longmmans, Green and Co. London and Harlow, 1968, P. 234.

[৩০]. শাহেদ আলী (সম্পাদিত), *ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা*, সিলেট- ১৯৬৭, পৃ. ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

সেবা করেছেন। সেখানে কোন রাজপ্রাসাদ ছিল না, রাজ্য বৈভব ও ঐশ্বর্য অথবা বিলাসের কোন সামগ্রী ছিল না। বিপুল ধন-সম্পদের মাঝেও তাদের গৃহে অন্ন থাকত না। বিশাল ভূ-খন্ডের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও উমার (রা.)-এর পরিধানে ছিল অসংখ্য তালিবিশিষ্ট কাপড়, সামান্য খেজুর ও পানি ছিল তাঁর খাদ্য। এই প্রতাপশালী শাসক জেরুসালেম প্রবেশ করেছিলেন উষ্ট্রের রশি ধরে আর উষ্ট্র চালক পৃষ্ঠে বসেছিল, মনিব ও দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ভ্রাতৃত্বের এই মনোরম দৃশ্য, সাম্য ও গণতন্ত্রের এমন অনবদ্য চিত্র ইতিহাস আর কোন দিন দেখেনি।

সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। এটি সাম্য ও নিরাপত্তার নিয়ামক। এর মাধ্যমেই মানব সমাজে ন্যায়বোধ পালিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল, দুর্বল, ধনী-গরীব এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর।"[৩১]

সম্পদের সদ্ব্যবহার ইসলামের অন্যতম মূল্যবোধ। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ অর্জন, বন্টন ও সদ্ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যাকাত, বায়তুল মাল, করযে হাসানা প্রভৃতি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে।"[৩২] "আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।"[৩৩] ইসলামী অর্থনীতি সাম্য ও ন্যায়বিচার কায়েম করে। সম্পত্তির মালিক আল্লাহ্ তা'আলা আর মানুষ এর রক্ষক। মুসলমানকে তার বিষয় সম্পদ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩৪]

ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার প্রতি তার অপরিসীম অনুরাগ। আল-কুর'আনের প্রথম অবতীর্ণ বাণীই হল اقرا 'পড়' অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর।[৩৫] মানব জাতির চির অজ্ঞতা, অন্ধকার, অনৈতিকতা, যুলম-অত্যাচার, অসত্য, অকল্যাণ দূর করতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ আল-কুর'আন নাযিল করা হয়েছে, যা জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস। মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি। আর আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদের বন্ধু। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত গুণ আত্মস্থ করা প্রয়োজন তার প্রথমটি হল সেই বৈশিষ্ট্য, যা জীবনের জন্য সক্রিয়। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৩৬] কেবল কুর'আনে বর্ণিত এসব বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে তার (মানুষের) গবেষণা করা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যবহার। এ পথেই অর্জিত হয় শক্তি এবং শক্তিকে নাগালে আনার একমাত্র উপায় হল জ্ঞান। এ জন্য ইসলামে জ্ঞানার্জনকে সকলের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"[৩৭] জ্ঞানার্জনের জন্য বিশ্বের যে কোন স্থানে (সুদূর চীন দেশে) এবং অবিশ্বাসীদের কাছে

---

[৩১]. يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما আল-কুর'আন, ৪:১৩৫

[৩২]. وانفقوا من ما رزقناكم من قبل ان ياتى احدكم الموت আল-কুর'আন, ৬৩:১০

[৩৩]. وات ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا ، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين আল-কুর'আন, ১৭:২৬-২৭

[৩৪]. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[৩৫]. আল-কুর'আন, ৯৬:১

[৩৬]. ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون আল-কুর'আন, ২:১৬৪

[৩৭]. আবু 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল্-কাযবীনী, *আস্সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি:, মুকাদ্দামাহ (المقدمة), বাব নং- ১৭

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ারও কথা বলা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ কর, কেননা যে আল্লাহ্‌র পথে জ্ঞানার্জন করে সে পূণ্যের কাজ করে; যে জ্ঞানের কথা বলে সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে; যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে আল্লাহ্‌র আরাধনা করে, যে জ্ঞান দান করে, সে দান-খয়রাত করে; আর যে উপযুক্ত পাত্রে তা দান করে সে আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করে। জ্ঞান এমন বস্তু যা জ্ঞানীকে নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয় এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সহায়তা করে; জ্ঞান বেহেস্তের পথ আলোকিত করে; নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞান আমাদের বন্ধু, নির্জনে তা আমাদের সমাজ; পরিত্যক্ত অবস্থায় এ আমাদের সাথী; এ আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করে; এ বিপদে আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে। বন্ধুমহলে এ আমাদের অলংকার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্‌র বান্দা পবিত্রতার শীর্ষে ও মহৎ মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইহজগতে নৃ-পতিদের সঙ্গ লাভ করে এবং পরকালে পূর্ণাঙ্গ সুখপ্রাপ্ত হয়।"[৩৮] এভাবে ইসলামের সুমহান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ অসীম স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে সত্য, শুভ ও সুন্দরের চর্চা করবে এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে।

ইসলাম জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগকে মানবিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এছাড়াও মানবাধিকার, সম্পদের সুষম বণ্টন, চাহিদাপূরণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, শ্রমের মর্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ, সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি, বিচার নিরপেক্ষতা, বৈষম্যহীনতা, মানব বৈচিত্রে সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি মূল্যবোধ ইসলামে বিরাট গুরুত্ব বহন করে। ইসলাম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়, কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানও রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনের মাধ্যমেই মানবিক মূল্যবোধ সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্য কোন দর্শন বা জীবনাদর্শে এটি সম্ভব নয়। এ প্রসংগে মরক্কোতে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান নির্দ্বিধায় অকপটে স্বীকার করে বলেন, "কোন ব্যক্তি বা এমনকি, সাধারণ মানুষ কর্তৃক আদৌ যদি নৈতিক মূল্যবোধের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন সম্ভাবনা থেকে থাকে, তবে তা কেবল এবং কেবল মাত্রই আল্লাহ্‌র নৈতিক আদেশসমূহের কাছে মানুষের আত্মসমর্পণের মাঝে রয়েছে।"[৩৯] অন্যদিকে ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক এ. এফ.মো: এনামুল হক বলেন, "সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর এই তিনটি মূল্যের উপর ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৪০] তিনি আরো বলেছেন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ইহলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও মানবিক বিকাশ পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।[৪১] অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের কোন বিকল্প নেই।

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম নিজেদের মত অন্যদেরকেও ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা যোগায়। আর তাতেই বিশ্ববাসীর জীবন ধারায় নেমে আসে প্রশান্তি এবং বিদূরিত হবে অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষই আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা। সমগ্র মানবজাতি একই পরিবারভূক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবারের ন্যায়।"[৪২] বস্তুত মানব জাতি একটি দেহের মত। কেননা আমরা সকলেই আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।

---

৩৮ . Sayed Amir Ali, op.cit. 360-61.

৩৯ . মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান, (অনুবাদঃ মোঃএনামুল হক) *ইসলাম২০০০*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০২, পৃ. ২১

৪০ . এ.এফ.মোঃএনামুল হক, প্রবন্ধঃ "ইসলাম ও নন্দনতত্ত্ব" গ্রন্থঃ *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৯৯

৪১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৪২ . الخلق عيال الله শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ আল-খতীব আত্‌তিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৯৫৬, কিতাবুল আদাব (الآداب), পৃ. ৪২৫

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[৪৩]

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ আবশ্যক। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম শুধু মানুষের প্রতিই সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়নি, উপরন্তু প্রাণীর পরিচর্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্ভিদের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কেও ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "রহমপ্রদর্শনকারীদের প্রতি রাহমান (আল্লাহ্) রহম (দয়া) করে থাকেন। অতএব তোমরা পৃথিবী বাসীদের প্রতি রহম কর তাহলে আসমান বাসী (আল্লাহ্) তোমাদের উপর রহম করবেন।"[৪৪] মোটকথা সমস্ত সৃষ্টি জড়, অজড়, প্রাণী ও প্রকৃতি সকলেই ইসলামের উদারতায় উদ্ভাসিত। ইসলাম শুধু বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম নয়। বরং তা বিশ্বাস ও কর্মের এক সুষম সমন্বয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি। সে জন্যই বৈরাগ্য ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আমাকে বৈরাগ্যবাদের অনুমতি দেয়া হয়নি।"[৪৫] এ হাদীসের এ বাণী প্রতিটি মানুষকে নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, পরের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য তথা বিশ্বের জন্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মই মূলত মানুষের মানবীয় পরিচয় বিকাশের এবং মনুষত্ব প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। কাজ না করলে কেমন প্রকৃতির মানুষ তা বুঝা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট হলো, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে ইসলাম সকল আয়োজন করে রেখেছে। অতএব কেউ ভাল মুসলিম হলে সে ভাল মানুষ হতে বাধ্য।

---

৪৩. يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

৪৪. ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السّماء ، ارحموا من فى الارض يرحمكم الرحمن على الراحمين ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البرّ), বাব নং- ১৬

৪৫. ইমাম দারিমী, *সুনান*, কিতাবুন্ নিকাহ (النكاح), বাব নং- ৩, বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়্যাহ/কানপুরঃ ১২৯৩ হিজরী

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবাধ পরিস্থিতি (১৯৭১-২০০১)

বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন করার পর থেকে দালান-কোঠা, ব্যবসা-বানিজ্য, শিল্প-কারখানা, শিক্ষা-দীক্ষা, গড় আয়ু ও মাথাপিছু আয়সহ বিভিন্ন বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যাপক উন্নতি করলেও আসল জায়গায় ঠিকই পিছিয়ে আছে বা পূর্ব অপেক্ষা আরো অনেক পিছিয়ে পড়েছে। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত অধিকাংশ মানুষের মধ্য হতে মূল্যবোধগুলো হারিয়ে গেছে। অবস্থা এতটাই নাজুক যে, মানুষ মন্দ কাজগুলোকে মন্দ হিসেবেই নিচ্ছেনা। অর্থাৎ পূর্ব যুগে একটি অন্যায়কে মানুষ যেভাবে গ্রহণ করত বর্তমানে তেমনটি হচ্ছেনা। অর্থাৎ মানুষের মধ্য হতে অন্যায়ের প্রতি যে ঘৃণাবোধ তাও পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। এ থেকেই প্রমাণিত হবে যে, মানবিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় দেখলে সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। যদি তা না পারে তাহলে সে যেন মুখের দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। যদি এতেও সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। তবে এটি দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।"[১]

বাংলাদেশের মানবিক মূল্যবোধের এ নিম্নগতি অনেক পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। সে হতাশার কথা পাওয়া যায় কবি ফররুখ আহমদের কবিতায়[২] ঃ-

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?
দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন্ দরিয়ায় কালো দিগন্তে
আমড়া পড়েছি এসে ?

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধের যে অবস্থা তাতে বিবেকবান যে কেউ আঁতকে উঠবে। এটি কোন স্বস্তিকর পরিস্থিতি নয়। এটি মু'মিন লোকদের কাছে চরম উদ্বেগজনক ও অস্বস্তিকর ব্যাপার। সবচেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো এই যে, মানুষ যা করছে তার ব্যাপারে অনুশোচনা ও অন্যায়বোধও জাগ্রত হচ্ছে না। যারা অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের সাথে জড়িত তারা এতটুকুও বুঝতে পারছে না যে, এটি খুবই খারাপ কাজ। এর পরিণতি পার্থিব ও পরকালিন জীবন দু'টোতেই খারাপ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে সব অশনি সংকেতের কথা বলেছেন তা-ই ঘটে চলছে বলে অনুমিত হচ্ছে। বিশেষত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর মানুষের মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বাংলা একাডেমীর এক আলোচনা সভায় এ উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছেন।[৩] আলোচনার শিরোনাম ছিল, 'নৈতিক মূল্যবোধ ও আমাদের ভবিষ্যৎ'। তিনি তার আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, আমাদের প্রিয় এ জন্মভূমির মূল সমস্যা হলো মানবিক মূল্যবোধ বা নৈতিক মূল্যবোধের সংকট। তিনি বলেন,

'ক্ষমতার লড়াই সমাজে অনৈতিকতার বীজ বপন করে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্নতা আমাদের নৈতিকতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। পরিবার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দুর্নীতি বিরোধী ও নীতিসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সত্য, ভালো ও সুন্দর এই তিনটির ওপর নৈতিকতা দাঁড়িয়ে থাকে। যে কোন পরিস্থিতিতে সত্যের পক্ষে কথা বলতে হবে। ভয়ে সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকা যাবে না। নিজে ভালো কাজ করা এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্বাধীনতার ৩৬ বছরেও আমাদের কাঙ্খিত প্রাপ্তি নেই। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আত্মসমালোচনা ছাড়া উত্তরণ সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এখন ঐক্যশক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে যেসব আদর্শিক লড়াই হয়েছে সেই আদলে এখন নৈতিকতার পক্ষে আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনে কাজ করতে হবে। প্রত্যেকে নিজেকে পরিশোধন করে ঐক্যের দিকে গেলে ভবিষ্যতে আমরা 'সোনার বাংলাদেশ' পাবো। ব্যবসার ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট ভাঙ্গতে হবে। সুষম বন্টনের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সময় শিক্ষকরা ছিলেন শিক্ষক। আর এখন শিক্ষকরা 'টিচার' নন, তারা 'ট্রুচার' (নীল), 'হোয়াইটার' (সাদা) অথবা 'ইলোচার' (হলুদ) হিসেবে পরিচিত। ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক সবাই কর্তব্যে নিষ্ঠাবান হলে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের জন্য ইতিবাচক হবে।'

---

১. من راى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه فذالك اضعف الايمان মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল্ মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৭৮

২. ডঃ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪, পৃ. ৩১১

৩. অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, "ক্ষমতার লড়াই সমাজে অনৈতিকতার বীজ বপন করে" *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৭ এপ্রিল' ২০০৭, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

একই সভায় বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামও একই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, 'নৈতিক সংকটে বাংলাদেশ। আমাদের মূল সমস্যা সবাই দায়িত্বে অবহেলা করছে। নিজের দায়িত্ব নিজে নিষ্ঠার সাথে পালন করলেই এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।' সর্বোপরি তাদের বক্তব্য হতে এটাই বেরিয়ে এসেছে যে, বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো মানবিকতার সমস্যা, মূল্যবোধের সমস্যা, নৈতিকতার সমস্যা। আর এ থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আশংকা করে বলেছেন, "তোমাদের মাঝে এমন সময় কখনো আসবে না যেদিন পূর্বের দিনের চেয়ে বেশি মন্দ হবে না।"[৪] আমরা দেখি যে, আমাদের প্রবীণ ব্যক্তিরা দুঃখে-ক্ষোভে প্রায়ই বলে থাকেন, "এ কেমন কাল এলো? ছোটরা বড়দের মানে না।" অন্যান্য প্রসংগেও তারা তাদের কথার মাধ্যমে এ কথা ব্যক্ত করেন যে, তাদের পূর্বের সময়টা বর্তমান সময়ের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। অর্থাৎ সময় যত গড়াবে মানুষের মাঝে ততই খারাপ সময় আসতে থাকবে। আসলে সময় নিজে কখনো ভাল বা মন্দ হয় না। বরং মানুষের কাজের ওপর ভাল ও খারাপ সময় নির্ভর করে। বাংলাদেশে এমন কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বলতে পারবে যে, 'যায় দিন খারাপ আসে দিন ভাল।' বরং স্বতঃসিদ্ধ কথাটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও খাপ খায়। পত্রিকার সংবাদগুলোর দিকে নযর দিলেই এর প্রমাণ মিলবে। দিন যত যাচ্ছে নৃশংসতা ও অমানবিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। অমানবিকতা কি পরিমাণ হবে তার কিছু উদাহরণ রাসূলুল্লাহ্ (স.) দিয়েছেন। জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জে আমাকে বলেছিলেনঃ লোকদের নীরব করে দাও। তারপর তিনি বললেন, "দেখো, আমার পরে তোমরা আবার কুফরীতে ফিরে যেও না-এভাবে যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় মটকাতে শুরু করে দিবে।"[৫] আজকাল এমন খবরও পড়তে হয় যে, সামান্য স্বার্থের জন্য পুত্র বাবাকে হত্যা করেছে, ভাই ভাইকে হত্যা করেছে। একজন আরেক জনের সাথে দীর্ঘ দিন ধরে কথা বলা এবং সাক্ষাত বন্ধ করে দিয়েছে। সামান্য মুক্তি পণের জন্য নিষ্পাপ শিশুকে গুম করে হত্যা করা হয়েছে। খুন করে লাশকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে।

হাদীসের ভাষ্যমতে দিনের পর দিন যত গড়াবে মানুষের মানবিক ও নৈতিক মান এবং মূল্যবোধগুলো নিচে নেমে যাবে। 'ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন, "আমার যুগের লোকেরাই (সাহাবীরা) তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। অত:পর যারা এর পরবর্তী যুগে আসবে (তাবিঈন) এরপর যারা তাদের পরবর্তী যুগে আসবে (তাবী' তাবি'ঈনঃ পর্যায়ক্রমে তারাই উত্তম লোক)। তাদের পরে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা সাক্ষ্য দেবে কিন্তু তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না, তারা খিয়ানত করবে, আমানতদারী করবে না; অংগীকার করবে, কিন্তু পূর্ণ করবে না; আর তাদের শরীরে মেদ পরিলক্ষিত হবে।"[৬] এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকে উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যেন রাসূলের ভবিষ্যত বাণীই বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাদীসের ভাষ্যমতে মানুষের মানবিকতা ধীরে ধীরে লোপ পাবে এবং অমানবিকতা সমান তালে বৃদ্ধি পাবে।

রাসূলের আরো কিছু ভবিষ্যত বাণী নিম্নে আলোচিত হলোঃ "এমন একটি যুগ নিকটবর্তী হচ্ছে যখন জ্ঞান লোপ পাবে এবং ফিৎনা বেড়ে যাবে।"[৭] "শেষ যুগে এমন হবে যে, এমন জাতিসমূহ থাকবে যাদের মধ্যে প্রকাশ্যে ভ্রাতৃত্ব থাকবে আর গোপনে থাকবে শত্রুতা।"[৮] "শেষ যুগে এমন লোকজন আর্বিভূত হবে যারা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন (ইসলাম) বিসর্জন দিবে।"[৯] "পৃথিবীতে তোমাদের উত্তরাধীকারী হবে তোমাদের মধ্যকার মন্দ লোকগুলো।"[১০] "এ

---

৪ . لا يأتى عليكم زمان الا الذى بعده شرّ منه আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, *সুনানু তিরমিযী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ৩৫

৫ . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১১৮-১২০

৬ . ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবু ফাযায়িলিস্ সাহাবা (فضائل الصحابة), বাব নং- ১, কিতাবুর রিকাক (الرقاق), বাব নং- ৭

৭ . يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম (العلم), হাদীস নং- ১১

৮ . يكون فى اخر الزمان اقوام اخوان العلانية اعداء السريرة ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাত্বা'আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩হি, ১৮৯৫ খ্রী, খন্ড- ৫, পৃ. ২৩৫

৯ . يخرج فى اخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ৬০

১০ . ويرث دنياكم اشراركم (شرارُكم) ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ৯

Dhaka University Institutional Repository

যমীনে বাসিন্দাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোকগুলো রয়ে যাবে।"[১১] "মন্দ লোকগুলো ভালো লোকগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করবে।"[১২] "অচিরেই তোমরা ক্ষমতালোভী হবে। কিয়ামত দিবসে এটি তোমাদের লজ্জার কারণ হবে।"[১৩]

উপরোক্ত হাদীসগুলো হতে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, রাসূলের আশংকার কোন একটিও বাংলাদেশে সংঘটিত হওয়া বাদ থাকেনি। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আশংকা এ দেশে পত্র-পল্লবে, ফুলে-ফলে, শাখা-প্রশাখায় এবং স্বমহিমায় বিস্তার লাভ করেছে ও প্রকাশিত হয়েছে। এখানে অমানবিকতার জয়-জয়কার অবস্থা। মানবিক মূল্যবোধগুলো এখানে ভূলুণ্ঠিত।

পত্রিকা সর্বোপরি সংবাদ মাধ্যম হলো সমাজের দর্পণ ও ব্যারোমিটার। পত্রিকার সংবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়কালের মানবিক এবং মূল্যবোধসহ সকল কিছুকে তুলনামূলক ওযন ও তারতম্য করা যায়। ইদানিং কালের কিছু অমানবিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা বিবেকবান প্রতিটি মানুষকে স্তম্ভিত ও মর্মাহত করেছে। ২০০৭ সালের ২১ এপ্রিলের সকল জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় খবর বেরিয়েছে যে, বাবা তার দু'শিশু কন্যাকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। বড় মেয়েটি রাজধানীর ভিকারুন্নেসা নুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। এ ঘটনা প্রমাণ করে মানুষের মানবিকতা ও মূল্যবোধ কত নিচে নেমে গেছে।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি পরিস্থিতি ঃ একটি তুলনামূলক চিত্র

বাংলাদেশে ১৯৭১ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্নক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। এখানে সার্বিক চিত্র তুলে ধরার জন্য মাদকাসক্তির একটি অবস্থা উপস্থাপন করা হলো। মাদকাসক্তির অবস্থা থেকে অন্য সকল দিকের একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। সব অমানবিকতা, অন্যায়-অত্যাচার, অনিয়মের পিছনে মাদকাসক্তির অনেক ভূমিকা রয়েছে। মাদকদ্রব্য সেবনকারীর পুরো জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। এ দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য নেতৃস্থানীয় লোকজন বেশী দায়ী। আবার তাদের অধিকাংশই মদ্যপায়ী। সমস্যার মূলে গেলে দেখা যাবে যে, সকল প্রকার মন্দ কাজের পিছনে ইন্ধন দিচ্ছে এই মাদকাসক্ত মেধাগুলো। যার প্রতিক্রিয়া যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। এ জন্য উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের মাদকাসক্তি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হলো। আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে মাদকের ছোবল সর্ম্পকে কিছুটা ধারনা পাওয়া যাবে। মাদকাসক্তির ভয়াবহতা ও পরিধি এত ব্যাপক যে তা সাধারণ মানুষের অনেকেই জানে না।

মাদকাসক্তি আজ সারা বিশ্বের মানুষকে চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। বিশ্বব্যাপী উদ্বিগ্নতা সত্ত্বেও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংযোজিত হচ্ছে নতুন নতুন মাদক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মাদকাসক্তি জীবনকে কমবেশী পর্যুদস্ত করে তুলেছে। ১৯৮০'র দশকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে এ সমস্যা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। গাঁজা, আফিম, তাড়ি, ভাং, চুয়ানি প্রভৃতিতে আসক্ত মানুষের সংখ্যা ইতোপূর্বে নিতান্ত নগণ্য ছিল না। আশির দশকে যুব সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা এরূপ কখনই পরিগ্রহ করেনি। প্রথম দিকে মনে করা হ'ত আসক্তি ধনী লোকের আদুরে সন্তানের এক নতুন খেয়াল। কিন্তু পরবর্তীকালে সে ভুল ভেঙ্গে গেল, যখন দেখা গেল অসংখ্য দরিদ্র শ্রমিক নেশাগ্রস্ত হয়ে ধুকে ধুকে মরছে।[১৪]

ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'গোল্ডেন ট্রায়াংগল', দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' এবং দক্ষিণ মধ্য এশিয়ার 'গোল্ডেন ওয়েজ' অঞ্চলের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। হেরোইন উৎপাদনকারী এ অঞ্চলগুলোর প্রায় সবকটি দেশের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে সরাসরি বিমান ও নৌ-যোগাযোগ। মাদকদ্রব্য উৎপাদনকারী দেশ ভারতের সাথে এদেশের রয়েছে ৪০২৫ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সাথে ২৮৩ কিলোমিটার অভিন্ন সীমান্ত। ভারত, মায়ানমার ও অপরাপর দেশের সাথে বাংলাদেশের বহুমুখী যোগাযোগ সম্প্রতি দেশটিকে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের ক্রসরোডে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বিগত প্রায় চার

---

[১১]. وبيقى في الارض شرار اهلها ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৮৪, ১৯৯, ২০৯

[১২]. سلط شرارها على خيارها ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ৭৪

[১৩]. انكم ستحرصون على الامارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৪৪৮, ৪৭৬

[১৪]. বারাকা, মাদকাসক্ত নিরাময় প্রতিষ্ঠান *'বারাকা'*-এর দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ঢাকা, বারাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

দশক ধরে পাশ্চাত্য বিশ্বে মাদকদ্রব্য চোরাচালান হয়ে আসছে।[১৫] পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক মাফিয়াচক্রের মাদক ব্যবসার ট্রানজিট পয়েন্ট। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর ৫০১ হাজার কোটি টাকার মাদকের চোরাচালান হচ্ছে। আর এর ফলেই বাংলাদেশের মানুষও ব্যাপক হারে নেশাগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে এদেশে প্রায় ২০ লাখ লোক মাদকের নীল নেশায় আবদ্ধ। নেশার কারণেই প্রতিবছর দেশে প্রায় ৬ কোটি টাকার অপব্যয় হচ্ছে। এছাড়াও বিগত তিন বছরে বাংলাদেশে বিষাক্ত মিথানল পান করে ৬ শতাধিক লোক মৃত্যুবরণ করেছে। বিভিন্ন চিহ্নিত পয়েন্ট দিয়ে অবাধে দেশের মধ্যে ঢুকছে হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, মিথানল ইত্যাদি ধরনের মাদকদ্রব্য এবং নিয়মিতভাবে এসব পৌঁছে যাচ্ছে মাদকাসক্তদের কাছে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের প্রতিটি এলাকাতে রয়েছে মাদকদ্রব্যের অবাধ বাজার। ঢাকার কয়েকটি জায়গাতে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা চলছে। টিটিপাড়া বস্তি উচ্ছেদ করার পর এখন আগারগাঁও বি এন পি বস্তি মাদক বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি। আর এসব ঘাঁটির পাহারাদার হিসেবে রয়েছে অস্ত্রধারী ক্যাডার। মাদক ব্যবসার কর্তৃত্ব নিয়ে এসব এলাকায় প্রায়শ সংঘর্ষ হয়, জীবনহানির ঘটনাও ঘটে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল মাদক ব্যবসার লভ্যাংশের অধিকাংশই আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, মস্তান এবং সমাজের তথাকথিত প্রভাবশালীদের পকেটে চলে যায়। অতএব সঙ্গত কারণেই এসব মাদক ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।[১৬]

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪ লক্ষ ৪০ হাজার গ্যালনের বেশী মদ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং চোরাই পথে আগত বিপুল পরিমাণ মদসহ ব্যাপক আকারে মদের ব্যবসা জমে ওঠেছে দেশের শহর এলাকার হোটেল ও বারগুলোতে। সরকারিভাবে এর কোন পরিসংখ্যান আছে কী? থাকার কথা নয়। এক তথ্যানুযায়ী দেশে রেজিষ্ট্রিকৃত গাঁজা আসক্তদের সংখ্যাই ৯৪৪৩। এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৭] মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জানুয়ারি ১৯৯০-ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত মাদক পাচারের দায়ে দেশে ৩৪৬৬৮ টি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং সাজা পেয়েছে ৩২৪৩৮ জন। অপরাধীদের মধ্যে ২৩০০ জন হেরোইন, ১০৫৮৬ জন গাঁজা, ১১৫৬০ জন চোলাইমদ, ১৯১৭ জন বিদেশী মদ, ৪৬৯৭ জন ফেনসিডিল এবং ১৩৬৪ জন রেক্টিফাইড স্পিরিট অবৈধভাবে পাচারের জন্য সাজা প্রাপ্ত হয়।[১৮] দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর মধ্যে দিয়ে মাদকদ্রব্য চোরাচালান হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজশাহী, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, কুমিল্লা, যশোর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি জেলা ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্ত ভারতীয় গাঁজা ও হেরোইন পাচারের ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ হেরোইন, ফেনসিডিল সিরাপ ও গাঁজা ভারতের লালগোলা থেকে রাজশাহী আসে এবং এখান থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব পাচারের সাথে সংযুক্ত স্থানীয় বেকার ও বিপথগামী ছাত্র যুবক। বিভিন্ন ঔষধ ও পান-বিড়ির দোকান এবং হোটেলগুলোতে এসব মাদকদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। কিনছে ছাত্র, রিকশাচালক ও বেকার যুবকরা। ভারতীয় মাদকদ্রব্য চোরাচালানের অপর বৃহত্তম ট্রানজিট পয়েন্ট সিরাজগঞ্জ। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সেখানকার স্কুল ও কলেজগামী ছাত্র, রিকশাচালক, শ্রমিক ও দিনমজুর শ্রেণীর যুবকদের ও ভারতীয় মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এক শ্রেণীর উঠতি বয়সের যুবক ও চোরাচালানীদের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা ভারত থেকে মদ ও গাঁজা ইত্যাদি নিয়ে এসে প্রকাশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা সুকৌশলে এগুলো বিড়ির সাথে মিশিয়ে বিভিন্ন হাট-বাজারে বিক্রি করছে। এসব বিড়ি গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ জনসাধারণ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। দেশের এসব মফস্বল শহরের তুলনায় রাজধানী ঢাকায় ভারতীয় নেশাকর উপাদানের বিস্তার ঘটেছে আরো বেশি। গাঁজা, হেরোইন, প্যাথড্রিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি সবকিছুই রয়েছে এই তালিকায়। ঢাকা শহরে বর্তমানে ছোট-বড় ২ শত কেন্দ্রে ফেনসিডিল বিক্রি হচ্ছে। অভিনব কৌশলে এসব মাদকদ্রব্য রাজধানীতে পাচার হয়ে আসছে।[১৯] এ সকল তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মাদকাসক্তি সমস্যার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি ও পরিধি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে যার ভয়াবহতায় উদ্বিগ্ন সমাজ সচেতন ব্যক্তি ও দেশের নীতি নির্ধারক মহল।

---

[১৫]. সফিকুল ইসলাম, 'মাদকমুক্ত সমাজ চাই সুখী-সুন্দর বাংলাদেশে', *মাসিক আপনার স্বাস্থ্য*, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১০, জুন, ২০০১, পৃ. ১

[১৬]. বশিরা মান্নান, 'বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের দৈনন্দিন জীবন ঃ একটি পর্যালোচনা', *দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট*, বর্ষ ১১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ২১৫-২১৭

[১৭]. *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর*, স্মরণিকা, জুন, ২০০০, পৃ. ৬১

[১৮]. আবদুল হাকিম সরকার ও ফারুক হোসাইন, 'বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা : সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৬, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ. ২১৫-২১৭

[১৯]. Apon, Outline of APON Programme, Dhaka: APON, 1998, ra. 5-7

Dhaka University Institutional Repository

জনমত জরিপ

বাংলাদেশে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ পরিস্থিতি জানার জন্য একটি জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। ১০০ জন লোকের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়। যাদের অধিকাংশের বয়স ৩৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। যারা বাংলাদেশকে স্বাধীনতার পর থেকে দেখে আসছেন। এদের মধ্যে আছেন- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম, চাকুরীজীবি, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, গৃহিনী ও ব্যবসায়ী। এরা যে মতামত দিয়েছেন তাতে বাস্তব চিত্র ফুঁটে ওঠেছে।

উত্তরদাতাদের কাছে প্রথমেই জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, উপরোক্ত শিরোনামে গবেষণা হওয়া দরকার কি না? ৯৩% উত্তরদাতা 'হাঁ' উত্তর দিয়েছেন। ৭% উত্তরদাতা কোন উত্তর দেননি। তবে কেউ 'না' উত্তর দেননি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশের মানুষের মানবিক মূল্যবোধ পরিস্থিতি সন্তোষজনক কি? সর্বোচ্চ ৪৮% মোটামুটি বলেছেন। ৪০% 'না' উত্তর দিয়েছেন। ৫% কোন উত্তর দেননি। ৪% নিম্নমুখী বলেছেন। ৩% সন্তোষজনক বলেছেন।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মানুষের মানবিক মূল্যবোধ বেড়েছে না কি কমেছে? ৬০% উত্তরদাতা 'কমেছে' বলে মত দিয়েছেন। ১৭% উত্তরদাতা 'বেড়েছে' বলে মত দিয়েছেন। ১৫% 'স্থিতিশীল' আছে বলে মত দিয়েছেন। ৮% বলেছেন যে, তা ক্রমহ্রাসমান। অর্থাৎ এখনো কমছে।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এ দেশে মানুষের মূল্যবোধের চর্চা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে নাকি কমছে? এর উত্তরে ৫৩% বলেছেন যে, কমছে। ৩২% বলেছেন যে, বাড়ছে। ৬% বলেছেন যে, ধীর গতিতে বাড়ছে। ৬% বলেছেন যে, পূর্বের তুলনায় বেড়েছে তবে তা সন্তোষজনক নয়। ৩% বলেছেন যে, স্থিতিশীল আছে।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশের মানুষের মানবিক মূল্যবোধের এমন পরিস্থিতির কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর যেহেতু নির্দিষ্ট ছিল না তাই বিভিন্ন ধরনের মতামত পাওয়া যায়। যেমন- ২০% লোক এর জন্য অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। ২০% উত্তরদাতা ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপস্থিতিকে দায়ী করেছেন। ১৯% উত্তরদাতা এ জন্য দারিদ্র্যকে দায়ী করেছেন। ১৩% লোক এর জন্য নৈতিক শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। ১৩% লোক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে দায়ী করেছেন। ৮% লোক এ জন্য সামাজিক অস্থিরতা ও বৈষম্যকে দায়ী করেছেন। ৭% উত্তরদাতা নৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলেছেন।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ছিল, এ জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন? এর উত্তরে ৩০% বলেছেন, বিগত সরকারগুলো দায়ী। ১৩% উত্তরদাতা রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়ী করেছেন। ১৩% উত্তরদাতা মা-বাবাকে দায়ী করেছেন। ২৫% উত্তরদাতা এর জন্য সমাজব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কমবেশী সবাই দায়ী। ৮% উত্তরদাতা এ জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। ৩% উত্তরদাতা এ জন্য পরিবার ও সমাজকে দায়ী করেছেন। ৮% উত্তরদাতা কোন উত্তর দেননি।

সপ্তম প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশে মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলোর মধ্যে কোন মূল্যবোধটি সবচেয়ে ভাল পর্যায়ে রয়েছে? ৪৮% উত্তরদাতা 'দয়া'র কথা উল্লেখ করেছেন। ২৩% উত্তরদাতা 'ধৈর্যে'র কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮% উত্তরদাতা 'বিনয়' এর কথা উল্লেখ করেছেন। ৫% 'নৈতিকতা'র কথা বলেছেন। ৩% উত্তরদাতা দয়া, নৈতিকতা ও ধৈর্যের কথা বলেছেন। ৩% লোক কোন উত্তর দেননি।

অষ্টম প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশে মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলোর মধ্যে কোন মূল্যবোধটি সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে রয়েছে? ৫৯% উত্তরদাতা 'দুর্নীতি'র কথা বলেছেন। ১৬% উত্তরদাতা 'মিথ্যা'র কথা বলেছেন। ৯% উত্তরদাতা 'প্রতারণা'র কথা বলেছেন। ৯% 'সন্ত্রাস' এর কথা বলেছেন। ৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে, সবগুলো মূল্যবোধই খারাপ পর্যায়ে রয়েছে। ২% উত্তরদাতা 'নীতি-নৈতিকতা'র অভাবের কথা বলেছেন।

নবম প্রশ্ন ছিল, এ সমস্যা কোন শ্রেণীর মধ্যে বেশী? ৭০% উত্তরদাতা মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত এ সমস্যা উঁচু শ্রেণীর মধ্যে বেশী বলে মনে করেন। ১২% উত্তরদাতা মনে করেন, সব শ্রেণীর মধ্যেই কম-বেশী এ সমস্যা রয়েছে। ৮% উত্তরদাতা মনে করেন, নীচু শ্রেণীর মধ্যে এ সমস্যা বেশী। ৫% উত্তরদাতা মনে করেন, উঁচু ও মধ্যম শ্রেণীর মধ্যে এ সমস্যা বেশী। ৩% উত্তরদাতা উঁচু ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে এ সমস্যা বেশী বলে মনে করেন। বাকী ২% মনে করেন মধ্যম শ্রেণীর মধ্যে এ সমস্যা বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

দশম প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটি? এর উত্তরে ৫৭% উত্তরদাতা মানবিক মূল্যবোধের অভাবকে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন। ৩৩% অসুস্থ রাজনীতিকে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন। ১০% লোক অর্থনীতিকে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

একাদশ প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশে কিভাবে মানবিক মূল্যবোধ পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করা যায়? ৮০% উত্তরদাতা ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করা যায় বলে মত দিয়েছেন। ১১% লোক নৈতিক শিক্ষার কথা বলেছেন। ৩% লোক আইনের কথা বলেছেন। ৩% লোক মানসিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ৩% মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা বলেছেন।

দ্বাদশ প্রশ্ন ছিল, মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য ইসলামের শিক্ষা যথেষ্ট কি? ৮০% উত্তরদাতা এ জন্য ইসলামের শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করেন। ৬% লোক এ জন্য ইসলামের শিক্ষাকেই একমাত্র সমাধান মনে করেন। ৬% উত্তরদাতা আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার মন্বয়ের কথা বলেছেন। ৩% উত্তরদাতা শিক্ষার সাথে চর্চার কথাও বলেছেন। বাকী ৫% কোন উত্তর দেননি।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন ছিল, ঈমানের সাথে মানবিক মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক আছে কি? এর উত্তরে ৯৫% ঈমানের সাথে মানবিক মূল্যবোধের পুরোপুরি ও ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে বলে মত দিয়েছেন। অবশিষ্ট ৫% কোন উত্তর দেননি।
চতুর্দশ এবং সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য কি কি করা উচিৎ? এর উত্তর যেহেতু নির্ধারিত ছিল না বিধায় অনেক রকম মতামত পাওয়া গেছে। ১৮% উত্তরদাতা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার প্রচলনের কথা বলেছেন। কেউ কেউ ইসলামী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। কেউ কেউ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উল্লেখ না করে ধর্মীয় নিয়ম-নীতি পালনের কথা বলেছেন। অনেকে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেছেন। মানুষের মতামতের প্রেক্ষিতে জরিপের ফলাফলকে সংক্ষেপ করে বলা যায় যে, মানবিক মূল্যবোধের মত যুগপোযুগি বিষয়ের গবেষণা দরকার। বাংলাদেশের মানুষের মানবিক মূল্যবোধ পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তা ক্রমান্বয়ে কমছে। মানবিক মূল্যবোধের এহেন অবস্থার জন্য কয়েকটি বিষয় দায়ী। যেমন- অশিক্ষা, দারিদ্র্য, ধর্মীয় তথা নৈতিক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বৈষম্য। এ অবস্থার জন্য কম-বেশী সবাই দায়ী। বিশেষত বাবা-মা, শিক্ষক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ, শিক্ষাব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দায়ী। মানবিক মূল্যবোধের এত অবক্ষয়ের মধ্যেও দয়া, ধৈর্য ও নৈতিকতার অবস্থা মোটামুটি রয়েছে। অন্যান্য অন্যায়ের মধ্যে দুর্নীতি, মিথ্যা, প্রতারণা ও সন্ত্রাস সমাজে সবচেয়ে বেশি। মানবিক মূল্যবোধের এ অবস্থার জন্য ওপর মহলের লোকজন প্রধানত দায়ী। তবে সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এ ব্যাধি রয়েছে। সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধ সমস্যাই দেশের প্রধান সমস্যা। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। অর্থাৎ এ জন্য ইসলামের শিক্ষাই যথেষ্ট। ঈমানের সাথে মানবিক মূল্যবোধের নিবিড় ও ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সর্বস্তরে নৈতিক শিক্ষার প্রচলন সময়ের অপরিহার্য দাবী।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধসমূহ

মানবিক মূল্যবোধ হিসেবে পরিচিত প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমন কোন মানবিক ব্যবহার ও আচরণ নেই যেটির আলোচনা কুর'আন ও হাদীসে নেই। বরং মানুষ উপকৃত হয় এবং মানুষের কথা আছে এমন প্রতিটি কথা ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে জোর দিয়ে। ইসলাম জগতে টিকে আছে এবং থাকবে এ সব মহান মানবিক মূল্যবোধের কারণেই। শুধু আনুষ্ঠানিক উপাসনা বেশী দিন টিকে না এবং টিকতে পারে না। যে কোন ধর্মের আসল শক্তি আনুষ্ঠানিকতায় নয়। বরং মানবীয় চরিত্রের মধ্যেই যে কোন ধর্মের আসল শক্তি। এ শক্তি যে ধর্ম বা জীবনাদর্শে নেই তা আঞ্চলিক ধর্ম হতে পারে। বিশ্বজনীনতা সে ধর্ম অর্জন করতে পারে না। ইসলাম মানবিক জীবনাদর্শ হিসেবে জগতে বিশ্বজনীনতার স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এ দীন এ জন্যই টিকে থাকবে। নিম্নে ইসলামের মহান মানবীয় মূল্যবোধসমূহ উলেখ করা হলো। এর প্রত্যেকটি ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের প্রতিক্রিয়া বৈ আর কিছু নয়। এর প্রত্যেকটি ঈমানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বা বলা যায়, এগুলো হলো ঈমানের প্রতিক্রিয়া। ইসলামের প্রতিটি মূল্যবোধকে পূণ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পূণ্যের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আনুগত্য ও পূণ্য হচ্ছে সে কাজ যাতে আত্মা তৃপ্ত হয় এবং নফস শান্ত হয়। পক্ষান্তরে পাপ হলো সে কাজ যে কাজে নফস অশান্ত হয় এবং আত্মা থাকে অতৃপ্ত, যদিও মুফতীগণ তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকে।"[১] মৌলিক মানবীয় গুণাবলী নিম্নরূপঃ

দয়া

দয়ার ইংরেজী অনুবাদ হলো compassion; pity(for); sympathy; kindliness; kindness; mercy; tender-heartedness; commiseration; leniency.[২] আরবীতে বলা হয় 'رحمة'। মানবিক প্রাণী হিসেবে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটি থাকা একান্ত জরুরী তা রহম বা দয়া। অন্যান্য প্রাণী হতে মানুষকে যে সব কারণে শ্রেষ্ঠ বলা যায় তন্মধ্যে সেরা হল দয়ার গুণ। আজকাল মানুষের মধ্য হতে এ মহৎ গুণটি হারাতে বসেছে। অথচ এ গুণটি মুসলমানদের বিশাল সম্পদ। খুব দ্রুত সময়ে ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল মুসলমানদের যে সব মহৎ বৈশিষ্টের কারণে তার অন্যতম ছিল দয়া। আলাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এ গুণ দিয়েই প্রেরণ করেছেন। মহান আলাহ্ বলেন, "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[৩] রাসূলুলাহ্ (স.) স্বয়ং বলেন, "আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। বরং রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে।"[৪] মুহাম্মদ (স.) অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানব সমাজে স্থান করে নিয়েছিলেন তাঁর এ দয়ার গুণের কারণে। আরবের অন্যান্য লোকের মত তাঁর চরিত্র ও আচরণ হলে মানুষের মনে তিনি জায়গা করে নিতে পারতেন না। এ প্রেক্ষিতে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।"[৫] তাঁর এ দয়া শুধু মুসলিম বা শুধু আরব বা শুধু মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। বরং তাঁর এ দয়া বিশ্বজগতের সকল কিছুর জন্য উন্মুক্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, "অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মংগলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও

---

১. البرّ ما سكنت اليه النفس واطمان اليه القلب ، والاثم مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئنّ اليه القلب وان افتاك المفتون . ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাত্বা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. ১৮৯৫ খ্রী. খন্ড- ৪, পৃ. ১৯৪

২. *Bengali-English Dictionary*, Dhaka: Bangla Academy, June, ১৯৯৪, পৃ. ২৯০

৩. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين আল-কুর'আন, ২১ঃ১০৭

৪. ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি, কিতাবুল বিরর (البرّ), হাদীস নং- ৮৭

৫. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين আল-কুর'আন, ৩ঃ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

পরম দয়ালু।"[৬] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সংগীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল দয়ার ভিত্তিতে। তারা দয়ার প্রতিযোগিতা করতেন। তাদের এ গুণের প্রসংগ উলেখ করে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।"[৭]

আশপাশের মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সাথে দয়ার সম্পর্ক না থাকলে কোন ব্যক্তি আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করতে পারে না। আল্লাহর দয়া প্রত্যেকের নিজের দয়ার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি অন্যদের সাথে যেমন আচরণ প্রদর্শন করবে আল্লাহ্ও তেমনি আচরণ তার সাথে করবেন। এ ধরণের প্রচুর হাদীস রয়েছে। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, ১. "তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"[৮] ২. "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না ; আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়া করেন না।"[৯] ৩. "রাহমান রহম প্রদর্শনকারীদের উপর রহম করে থাকেন।"[১০]

দয়ার মত মহৎ গুণ যার মধ্যে নেই ইসলামের দৃষ্টিতে সে চরম হতভাগা। নিষ্ঠুর ব্যক্তিরাই শুধু এ গুণ হতে বঞ্চিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "নিষ্ঠুর (হতভাগা, অপরাধী) ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো (অন্তর) থেকে দয়া-মায়া ছিনিয়ে নেয়া হয় না।"[১১] আল্লাহ্র রাসূল (স.) বলেন, "যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে; বস্তুত তাকে কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।"[১২] ভিন্ন শব্দ দিয়ে আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে; তাকে সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে।"[১৩]

বিপরীত পক্ষে আবার এমনও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ কারো কল্যাণ চাইলেই শুধু তার মধ্যে দয়ার মত গুণের সৃষ্টি করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যাকে কোমলতা হতে কিছু অংশ দেয়া হয়েছে; তাকে সর্বোপরি কল্যাণ থেকেই কিছু দেয়া হয়েছে।"[১৪] অন্যত্র নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ যখন কোন জাতির কল্যাণ কামনা করেন; তখন তাদের মধ্যে কোমলতার বৈশিষ্ট্য ঢুকিয়ে দেন।"[১৫] 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "কোন কিছুতে কোমলতা যোগ হলে তা সৌন্দর্যমন্ডিত হয়। আবার কোন কিছু হতে কোমলতা উঠে গেলে তা দূষিত ও ত্রুটিযুক্ত হয়।"[১৬]

আল্লাহ্র মহান সিফাতসমূহের অন্যতম হলো দয়া ও কোমলতা। তিনি তার বান্দার মধ্যেও এ গুণের সমাবেশ ঘটুক তা প্রত্যাশা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "নিশ্চিতভাবেই মহিমান্বিত ও মহান আল্লাহ্ দয়ালু। তিনি দয়ালু ব্যক্তিকে পছন্দ করেন।"[১৭] আবার বলা হয়েছে, "আল্লাহ স্বয়ং কোমল। তিনি দয়া ও কোমলতা পছন্দ করেন।"[১৮] আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ সকল ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।"[১৯]

---

[৬] . لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم আল-কুর'আন, ৯ঃ১২৮

[৭] . محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم আল-কুর'আন, ৪৮ঃ২৯

[৮] . আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল্-আশ'আস আস্-সাজিস্তানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুরঃ আল্-মাত্বা আল্-মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুল আদাব (الادب), বাব নং- ৫৫

[৯] . আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *সুনানু তিরমিযী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল বিরর (البر), বাব নং- ১৬

[১০] . الراحمون يرحمهم الرحمان ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), বাব নং- ১৬।

[১১] . لا تُنْزع الرحمة الا من شَقِى ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), বাব নং- ১৬

[১২] . من يُحْرَم الرفق يُحْرَم الخير ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), হাদীস নং- ৭৪-৭৬

[১৩] . من حُرم الرفقَ حُرم الخيرَ ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুল বিরর (البر), হাদীস নং- ৭৬

[১৪] . من اُعطى حظه من الرفق فقد اُعطى حظه من الخير ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল্-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড-৬, পৃ. ১৫৯

[১৫] . اذا اراد اللهُ...خيرًا ادخل عليهم الرفقَ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৭১, ১০৪

[১৬] . انّ الرفق لا يكون فى شئ الا زانه ولا يُنزع من شئ الا شانه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), হাদীস নং- ৭৮

[১৭] . انّ الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০হিঃ ১৯৫১খ্রী., কিতাবুল ইসতীযান (الاستيذان), হাদীস নং- ৩৮

[১৮] . انّ الله رفيق يحب الرفقَ ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুল বিরর (البر), প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৭

[১৯] . انّ الله يُحبُّ الرفق فى الامر كله ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাম (السلام), হাদীস নং- ১০

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মধ্যে সর্বকালের সবচেয়ে দয়াবান ও কোমল ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মদ (স.)। দয়া ও মুহাম্মদ (স.) একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। একটি আরেকটি থেকে আলাদা নয়। মুহাম্মাদ (স.) যে সব কারণে সর্বকালের সেরা রাসূল ও মানুষ তার অন্যতম প্রধান কারণ এটিই যে, তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেই বলছেন, "আমি মুহাম্মদ, আমি রাহমতের নবী।"[২০] তাঁর এ গুণের ব্যাপারে তাঁর জনৈক সংগী বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন অতিশয় রহমদিল ও স্নেহশীল।"[২১] তিনি তাঁর এ মহান বৈশিষ্ট্য দ্বারা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। দয়া ও কোমলতা কিভাবে প্রকাশ করতে হবে তা তিনি মুসলিম জাতিকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর চেয়ে অধিক কোমল কোন শিক্ষক কখনো দেখিনি।"[২২] অর্থাৎ কোমল আচরণের জন্য তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষক।

মুহাম্মদ (স.) দয়ালু ও নরম প্রকৃতির লোকদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করতেন। যেমন তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ্! যে আমার উম্মতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে; তার প্রতি আপনি দয়া প্রদর্শন করুন।"[২৩] আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমার এ ঘরে বসেই নিম্নোক্ত দু'আ করেছিলেনঃ হে আল্লাহ্! যাকে আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়, অতপর সে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করে তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কর। পক্ষান্তরে কাউকে আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তাহলে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ কর।"[২৪]

মানুষের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে যাতে দয়া ও কোমলতা বিদ্যমান থাকে এ জন্য মুহাম্মদ (স.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য দিয়ে মানুষকে এ মহৎ গুণের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন। তিনি একবার বলেছেন, "কোন ব্যক্তির প্রজ্ঞার পরিচয় হল তার জীবনাচারে কোমলতা বিদ্যমান থাকা।[২৫] অর্থাৎ যার মধ্যে দয়া ও কোমলতার মত গুণ নেই; সে মূলত বুদ্ধিমান মানুষ নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, দয়া ও কোমলতাকে বুদ্ধিমত্তার প্রতীক মনে করা হয় না। বরং বদমেজাজ ও নিষ্ঠুরতাকে এখন বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। আসলে এসব ভাল ও মানবীয় গুন আল্লাহর নি'আমত ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব মহৎ গুণ তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই দিয়ে থাকেন।

মু'মিনদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক যেন মানবতার ভিত্তিতে হয়; মুহাম্মদ (স.) আন্তরিকতার সাথে তা কামনা করতেন। তিনি জনৈক সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুমি মু'মিনদেরকে দেখতে পাবে পারস্পরিক দয়ার, সহানুভূতির এবং সম্প্রীতির মধ্যে যেন একটি শরীর। কারণ রাত-জাগা এবং জ্বরের কারণে এর কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়লে সমস্ত শরীরই তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।"[২৬] সর্বোপরি দয়া ব্যতীত মানবতা ও মূল্যবোধ কোনটিই টিকে থাকতে পারে না।

ভালবাসা

মানবিক মূল্যবোধে বিকশিত একটি সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটি থাকতে হবে তা হচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসায় সিক্ত করতে হবে। প্রাসাদের প্রত্যেকটি ইট মজবুতভাবে একটির সাথে আরেকটি মিশে থাকলে প্রাসাদটি মজবুত হয়। সিমেন্ট ইটগুলোকে পরস্পরের সাথে মিশিয়ে রাখে। তেমনিভাবে কোনো সমাজের বা দেশের সদস্যদের দিল পরস্পরের সাথে একসূত্রে গ্রথিত থাকলে তবেই তা ইস্পাত প্রাচীরে পরিণত হয়। আর এ দিলগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে আন্তরিক ভালোবাসা, পাস্পরিক কল্যাণাকাঙ্খা, সহানুভূতি ও পরস্পরের প্রতি ত্যাগ স্বীকার। ঘৃণাকারী দিল

---

[২০]. انا محمد...ونبى الرحمة ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল (الفضائل), হাদীস নং- ১২৬

[২১]. وكان رسول الله رحيما رفيقا ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নাযর (النذر), হাদীস নং- ৮

[২২]. ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত (الصلاة), বাব নং- ১৬৭

[২৩]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ. প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৬২, ৯৩, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০

[২৪]. يقول فى بيتى هذا: اللهم من ولى من امر امتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولى من امر امتى شيئا فرفق بهم فارفق به ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারত (الامارة), হাদীস নং- ১৯

[২৫]. من فقه الرجل رفقه فى معيشته ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৯৪

[২৬]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র (البر), হাদীস নং- ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

কখনো পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারে না। মুনাফিকী ধরণের মেলামেশা কখনো সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে না।

মানুষকে ভালবাসা হলো সর্বোত্তম ইবাদত। আমাদের সমাজ হতে মানবিক মূল্যবোধগুলোর মধ্যে যেগুলো হারিয়ে গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভালবাসা। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা মানুষের মধ্য হতে অনেকটাই হারাতে বসেছে। আজকাল চতুর্দিকের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন সব আছে কিন্তু মানুষের মনে সম্প্রীতি-ভালবাসা নেই। চারিদিকে আজকাল যত ধরণের অন্যায়-অবিচার হচ্ছে তা প্রেম-ভালোবাসার অভাবের কারণেই হচ্ছে। অথচ ইসলামে বলা হয়েছে যে, মানুষকে ভালবাসা হলো ঈমানের পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা পরস্পরকে ভালো না বাসা পর্যন্ত ঈমান আনতে পারো না।"[২৭] ইসলামের শিক্ষা হলো- (কবির ভাষায়)

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"[২৮]

অতএব, মানুষকে বড় ও উদার মন নিয়ে ভালোবাসতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ বিভেদ করা যাবে না। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এসব স্থানেই।

ঈমানের প্রকৃত মর্যাদা লাভ করতে হলে ও এর বিশেষ বরকত হাসিল করতে হলে মানুষকে অবশ্যই স্বার্থপরতা পরিহার করতে হবে এবং তার মনে অন্যান্য মানুষের জন্য অপরিসীম কল্যাণ কামনা বর্তমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। অপরের কল্যাণ কামনা বর্তমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। অপরের কল্যাণ কামনা বুঝানোর জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, অপরের জন্য তা-ই পছন্দ করা যা নিজের জন্য পছন্দ করা হয়। বস্তুত স্বার্থপরতা যাচাই করার জন্য এটি একটি নির্ভুল মানদন্ড। প্রত্যেক মানুষই নিজের কল্যাণ চায়। সব রকমের ভাল জিনিস একমাত্র তারই করায়ত্ত হোক এটি প্রত্যেকেই কামনা করে। আর এমনটি কামনা করা একান্তই স্বাভাবিক; কিন্তু এটি মানুষ পেতে চায় পরকে বঞ্চিত করে। এমনভাবে পেতে চায়, যেন সব ভাল জিনিস একমাত্র সে-ই পায় আর অন্য কেউ যেন তা না পায়। পক্ষান্তরে যত প্রকার অনিষ্টকারিতা ও ক্ষতিকর জিনিস আছে- মানুষ চায় যে, তার একটিও যেন তাকে স্পর্শ না করে।

ইসলাম এরূপ মনোভাবকে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছে এবং প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী (স.) কে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন আনাস (রা.)। তিনি বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাঁর ভাইয়ের জন্য তাই ভালবাসবে যা নিজের জন্য ভালবাসে।"[২৯] পক্ষান্তরে যা নিজের জন্য পছন্দ কর না- নিজের জন্য যা ক্ষতিকর মনে কর, অপরের জন্য তাকেই ক্ষতিকর মনে করতে হবে। এটিই হচ্ছে ঈমানের লক্ষণ। যার মধ্যে এরূপ অবস্থা আছে সে প্রকৃত ঈমানদার আর যার মধ্যে তা নেই সে ঈমানের হাজার দাবি করলেও মনে করতে হবে যে, প্রকৃত ঈমানদার সে এখনো হতে পারেনি। আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "কোন ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার অন্য ভাইর জন্য তা পছন্দ করা ঈমানের অংশ।"[৩০]

মুসলিমের সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) প্রেম-ভালোবাসাকে জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যার হৃদয়ে অন্যের জন্য ভালোবাসা নেই; সে কখনোই মুসলিম নয়। তিনি বলেছেন, "তুমি মানুষের জন্য তা-ই ভালোবাস, যা নিজের জন্য ভালোবাস; তাহলেই মুসলিম হতে পারবে।"[৩১] ইসলামে সকল ভালোবাসার লক্ষ্য হবে মহান আল্লাহ্কে রাজি-খুশী করা। নচেৎ

---

[২৭]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ৯৩

[২৮]. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ইসলাম মানবতার ধর্ম, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা, ১৪২৩ হিজরী, প্রধান সম্পাদকঃ সৈয়দ আশরাফ আলী, ঢাকাঃ *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, ২০০২, পৃ. ৩১

[২৯]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৭১ لا يؤمن احدكم حتى يحبّ لاخيه ما يحبّ لنفسه

[৩০]. ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল ঈমান (الايمان), বাব নং- ৭ من الايمان ان يحبّ لاخيه ما يحبّ لنفسه

[৩১]. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ (الزهد), বাব নং- ২ واحبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا

ভালোবাসার ফলাফল যথাযথ হবেনা। এ ধরণের ভালোবাসাই ঈমানের অংগ। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র জন্য (কাউকে) ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য (কাউকে) ঘৃণা করা ঈমানের অংশ।"[৩২]

মুসলিমদের সকল লেন-দেন ও সম্পকও প্রতিষ্ঠিত হবে ভালোবাসার ভিত্তিতে। তাহলেই ঈমান পূর্ণতা পেতে পারে। নচেৎ খন্ডিত ঈমান দিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য ভালোবাসল, আল্লাহ্‌রই জন্য কারো শত্রুতা করলো এবং আল্লাহ্‌রই জন্য কাউকেও কিছু দিল ও আল্লাহ্‌রই জন্য কাউকেও কিছু দেয়া বন্ধ করল বা দিতে নিষেধ করল, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল।"[৩৩] যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত গতিবিধি, কার্যকলাপ, ভাবধারা-চিন্তাধারাকে এমনভাবে আল্লাহ্‌র মর্জির অধীন ও অনুগত করে দিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আবার আল্লাহ্‌রই সন্তোষ লাভের জন্য সে সম্পর্ক ছিন্ন করে, কাউকেও কিছু দেয় আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য। আবার দেয়া বন্ধ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সে-ই প্রকৃত মু'মিন।

আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভের পূর্বশর্ত হলো মানুষের পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক। মানুষ পরস্পর ভালবাসার পরিবেশে থাকলে আল্লাহ্ খুব খুশি হন। তখন তিনি মানুষকে ভালবাসার ব্যাপারটিকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় করে নেন। হাদীসে আছে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমাকে লক্ষ্য করে যারা পরস্পর ভালোবাসে, আমার জন্য পরস্পর একত্রিত হয় এবং আমারই জন্য পরস্পর ব্যয় করে তাদেরকে ভালোবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।"[৩৪] ইসলামে সম্প্রীতি-ভালোবাসার এতই গুরুত্ব যে, এটিকে নবুওয়্যাতের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে নবুওয়্যাতের মত গুরু ও পবিত্র দায়িত্ব তখনই দেয়া হয় যখন তিনি মানুষকে ভালবাসতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "উত্তম পন্থা অবলম্বন এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি (ভালোবাসা) হলো নবুওয়্যাতের অংশ বিশেষ।"[৩৫]

ইসলামে পারস্পরিক ভালোবাসার গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহ্ বিচার দিবসে এ ব্যক্তিদেরকে ডাকবেন এবং বলবেন, "আমার মহিমায় পরস্পর ভালোবাসার লোকেরা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব, যে দিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।"[৩৬] উল্লেখ্য এদেরকে ডাকা হবে তাদের বিশেষ মর্যাদার জন্য এবং আরো বড় মর্যাদা প্রদানের জন্য। জান্নাতের মত সুখের জায়গায়ও তারাই স্থান পাবে যারা নিজেদেরকে ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দিব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।"[৩৭]

প্রেম-ভালোবাসায় নিবিষ্ট ব্যক্তিদের পারলৌকিক সম্মান অনেক। এমনকি তাদের আকর্ষণীয় মর্যাদা দেখে আম্বিয়া কিরাম ও শুহাদা কিরাম তাদের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করবেন। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য (পরকালে) থাকবে নূরের মিম্বর (মঞ্চ) এবং নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন।"[৩৮] আরেকটি হাদীস হতে জানা যায় যে, যারা পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায় নিজেদের বেঁধে দিয়েছে তাদেরকে কিয়ামত দিবসে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে। প্রখর

---

৩২ . الحبّ لله والبغض فى الله من الايمان ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), বাব নং- ১

৩৩ . من احبّ لله وابغض لله ومنع لله فقد استكمل الايمان মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, প্রথম খন্ড, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ৫৬

৩৪ . وجبت محبّتى للمتحابّين فىّ والمتجالسين فىّ والمتباذلين فىّ والمتزاورين فىّ ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ শি'র (الشعر), হাদীস নং- ১৬

৩৫ . السمت الحسن والتؤدة...جزء من النبوّة ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ শি'র, হাদীস নং- ১৭

৩৬ . اين المتحابّون بجلالى؟ اليوم اظلّهم فى ظلّى يوم لا ظلّ الا ظلّى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররু (البرّ), হাদীস নং- ৩৭

৩৭ . والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا ، اولا ادلكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ৯৩, ৯৪

৩৮ . المتحابّون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء । ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র.), *রিয়াদুস সালেহীন*, প্রথম খন্ড, (সম্পাদনায়ঃ আবদুল মান্নান তালিব, অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী ও অন্যান্য), ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন' ১৯৮৫, হাদীস নং-৩৮২, পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

রোদ্র-তাপ এবং ছায়াহীন লোমহর্ষক কিয়ামতের ময়দানে যে সাত শ্রেণীর মানুষ আশ্রয় পাবে প্রেমিককূল তাদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ সে দিন ছায়া দিবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হলো) ...এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়।..."[৩৯] আজকাল প্রেম, প্রীতি-ভালবাসা নেই বললে ভুল বলা হবে। তা পুরোদমে আছে তবে তার অধিকাংশই অবৈধ। যে সব ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। প্রচলিত সে সব প্রেম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না। সে সব প্রেম চলে কোন যুবক বা যুবতীকে পাওয়ার আশায়। তার সম্পদ ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে এ সব চলে। এসব প্রেমে অশ্লীলতা থাকে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে প্রেম হয় তাতে অশ্লীলতার স্থান নেই। সে প্রেম মহা পবিত্র। ইসলামে নিয়্যাতের গুরুত্ব সর্বাগ্রে। কোন কিছু কি জন্য করা হচ্ছে তা-ই বিবেচ্য বিষয়। এ জন্য দেখা যায় সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসটিতে নিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০] আর তাতে দেখানো হয়েছে উদ্দেশ্য-লক্ষ্য যদি ভাল না হয় তাহলে মাতৃভূমি ত্যাগসহ যে কোন ধরণের ত্যাগ ও কুরবানী বিফলে যাবে।

কল্যাণ করা

আজকাল মানুষের চিন্তা-চেতনায় কল্যাণের স্থান নেই বললেই চলে। অথচ ইসলামের অপর নাম কল্যাণ। কল্যাণের পথে চলা, কল্যাণের চিন্তা করা, কল্যাণের প্রতিযোগিতা করা, মানুষকে কল্যাণের পথ দেখানো ইত্যাদি ইসলামের মৌল শিক্ষার অংশ। মু'মিনের পুরো জীবনই কল্যাণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে। এর বিপরীত কিছু তার ভাবনায় কখনো আসবে না। ইসলামের সকল নির্দেশনা কল্যাণকেন্দ্রিক। কল্যাণের অর্থ ভাল করা, শুভ কাজ করা, মঙ্গল করা ইত্যাদি। একটি হাদীসে কল্যাণের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "কল্যাণ হলো সচ্চরিত্র। আর অকল্যাণ হলো তা, যা তোমার হৃদয়ে উদ্বেগের (অস্থিরতা) সৃষ্টি করে আর তা মানুষ জেনে ফেলুক এটা তুমি অপছন্দ কর।"[৪১] এ হাদীসে থেকে প্রমাণিত হয় যে, সকল শান্তি ও প্রশান্তি কল্যাণের ভেতর। আর সকল প্রকার অশান্তি উদ্বেগ ও অস্থিরতা অকল্যাণের ভেতর। মূল্যবোধগুলোর মধ্যে কল্যাণের স্থান সবার উপর। দার্শনিকদের বক্তব্যও এর কাছাকাছি। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো (Plato), বসাঙ্কয়েট (Bosanquet), সর্লে (Ssrley) মনে করেন কল্যাণই (Goodness) সর্বোৎকৃষ্ট মূল্য এবং সততা ও সৌন্দর্য নৈতিক মূল্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। আবার ক্রসে (Croce) ও মানস্টারবার্গ (Munsterberg) সৌন্দর্যকেই মৌলিক ও অরূপান্তরযোগ্য মূল্য (The fundamental and Irriducible form of Valuation)[৪২] বলে মনে করেন। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সৌন্দর্য ও কল্যাণকে অভিন্ন করে দেখেছেন। তিনি বলেন, "সৌন্দর্য মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্তি এবং মঙ্গল মূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ।"[৪৩] আষাঢ়ের সজল-স্নিগ্ধ-শ্যামল মেঘের উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর উক্তির যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আষাঢ়ের জলভারাবনত মেঘ শুধু সুন্দর নয়, কল্যাণকরও। মনকে উতলা করা আষাঢ়ের সঘন, সজল কালো মেঘ আমাদের নয়নে "সজল স্নিগ্ধ মেঘের নীল অঞ্জন" লাগিয়ে দেয়- এটা হলো আষাঢ়ের মেঘের সৌন্দর্যের দিক। আর "ধরণীর তাপশান্তি, শষ্যক্ষেত্রের সৈন্যনিবৃত্তি, নদী সরোবরের কৃশতা-মোচনের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো; মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে।"[৪৪] এ গুলিই আষাঢ়ের মেঘের কল্যাণকর দিক।

পারস্পরিক সহযোগিতা তখনই করা যাবে যখন কোন কাজে কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।"[৪৫] পরামর্শও তখনই শুভ ফল বয়ে আনবে যদি তা হয় কল্যাণের জন্য। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা

---

[৩৯] . ... سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظلّ الا ظله...رجلان تحابّا فى الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত (الزكاة), হাদীস নং- ৯১

[৪০] . انما الاعمال بالنيات انما لكلّ امرء ما نوى... ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ওয়াহী, হাদীস নং- ১

[৪১] . البرّ حسن الخلق ، والاثم ما حاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র (البر), হাদীস নং- ১৪, ১৫

[৪২] . এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২২

[৪৩] . এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৪৪] . এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৪৫] . وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان আল-কুর'আন, ৫ঃ২

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কর।"[৪৬] কল্যাণ এমনই একটি মানবিক মূল্যবোধ যে, তা পরিণামে শুধু কল্যাণই বয়ে আনে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কল্যাণ শুধু কল্যাণই বয়ে নিয়ে আসে।"[৪৭] কল্যাণের পথ যারা দেখায় তারা ঐ সব লোকের মত প্রতিদান পাবে যারা তা কার্যকর করবে। হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেন, "যে কল্যাণের পথ দেখায় সে তা কার্যকরকারীর ন্যায় প্রতিদান পাবে।"[৪৮] কল্যাণ নিজেই একটি উত্তম জিনিস। তারপর যদি কল্যাণের শুরু কারো দ্বারা হয়, তাহলে সে সেরাদের সেরা সাব্যস্ত হয়। মহানবী (স.) বলেন, "সুসংবাদ সে বান্দার জন্য আল্লাহ্ যাকে কল্যাণের জন্য এবং অকল্যাণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন। আবার ধ্বংস সে বান্দার জন্য আল্লাহ্ যাকে অকল্যাণের জন্য এবং কল্যাণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন।"[৪৯] আল্লাহ্র পছন্দের তালিকায় কল্যাণকামী লোকেরা প্রথমদিকে রয়েছে। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ কল্যাণকারী, মুত্তাকী ও গোপনীয়তা অবলম্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন।"[৫০] যে সব কাজ আল্লাহ্ খুব পছন্দ করেন এবং প্রতিদান দ্রুততম সময়ের মধ্যে দিয়ে থাকেন তার শীর্ষে কল্যাণের অবস্থান। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কল্যাণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতিদান স্বল্পতম সময়ে দেয়া হয়।"[৫১] আর কল্যাণের পরকালিন পরিণাম খুবই স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়।"[৫২]

এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কল্যাণের সাথে ঈমান ও মু'মিনের বিরাট যোগসূত্র রয়েছে। কল্যাণ ছাড়া যেমনি মু'মিন ব্যক্তিকে চিন্তা করা যায় না। তেমনি ঈমান ছাড়া কল্যাণের কথা ভাবা যায় না। এ প্রেক্ষাপটে মহানবী (স.) বলেন, "মু'মিনের বয়স বৃদ্ধির দ্বারা বস্তুত কল্যাণই বৃদ্ধি পায়।"[৫৩] মু'মিনের বেঁচে থাকা, মরে যাওয়া, তার কথা, কাজ, চিন্তা-চেতনাসহ সব কিছু যেহেতু কল্যাণ নির্ভর; তাই তার বেঁচে থাকার মাধ্যমে কল্যাণই বেঁচে থাকে।

আল-কুর'আন ও হাদীসে কল্যাণের একটি আরবী প্রতিশব্দ হলো معروف 'মা'রূফ'। কল্যাণ ও ভাল তা যত ছোট আর তুচ্ছই হোক না কেন; তাকে সাধুবাদ দিতে হবে, উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তার সহযোগী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন কল্যাণকে (ভাল কাজকে) অবজ্ঞা করো না; যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা হয়।"[৫৪] ঈমানের দাবি হলো কল্যাণ করা, কল্যাণের চিন্তা করা, কল্যাণের উপদেশ দেয়া, কল্যাণের সহযোগী হওয়া, কল্যাণ নির্ভর জীবন গড়া ও পরিচালনা করা। এর বাইরে থাকার কোন সুযোগ মু'মিনের নেই।

সরলতা

সরলতা এর কাছাকাছি শব্দগুলো হলো অমায়িকতা, সাদাসিধা বা সহজ করা। আজকাল অধিকাংশ লোক সবকিছুকে জটিলভাবে গ্রহণ করে এবং জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোন কিছুকে সহজভাবে নেয় না। বিশেষত কিছু লোক ইসলামের মত সহজ-সরল জীবনাদর্শকে জটিল করে ফেলেছে। আসলে এটি সম্পূর্ণ মানসিকতার ব্যাপার। একই কথা ও ঘটনার মধ্যে জটিলতা ও সরলতা দু'টিই খোঁজা যায়। বাংলাদেশে এমন কোন ইস্যু নেই যেটি নিয়ে আজ অবধি জটিলতার সৃষ্টি হয়নি। এমন একটি ঘটনাও কেউ উল্লেখ করতে পারবে না যাতে জটিলতার সৃষ্টি হয়নি এবং জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েনি। অথচ সহজ চিন্তা করা, সব কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করা, সরল-সহজ জীবন যাপন, দীনকে সহজ ভাবে গ্রহণ ও প্রকাশ করা ইসলামের মৌল শিক্ষার অংশ। মহানবী (স.) বলেন, "দীন (ইসলাম) হলো সহজ-সরল।"[৫৫] বিশ্বনবী (স.) তাঁর পুরো জীবনে কোন ধরনের জটিলতার আশ্রয় নেননি। বরং

---

[৪৬] . وتناجوا بالبرّ والتقوى আল-কুর'আন, ৫৮:৯

[৪৭] . انّ الخير لا يأتى الا بخير ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ.৭

[৪৮] . من دلّ على خير فله مثل اجر فاعله ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ১৩৩

[৪৯] . فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়াযীদ ইবন মাজা আল্-কাযবীনী, *আস্সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল্-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল মুকাদ্দামা (المقدمة), বাব নং- ১৯

[৫০] . انّ الله يحبّ الابرار الاتقياء الاخفياء ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ১৬

[৫১] . اسرع الخير ثوابا البرّ وصلة الرحم ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ (الزهد), বাব নং- ২৩

[৫২] . البرّ يهدى الى الجنة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররু (البرّ), হাদীস নং- ১০৩

[৫৩] . لا يزيد المؤمن عمْرُه الا خيرا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর (الذكر), হাদীস নং- ১৩

[৫৪] . لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররু (البرّ), হাদীস নং- ১৪৪

[৫৫] . الدّين يُسْرٌ ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), বাব নং- ২৯

Dhaka University Institutional Repository

সবাই জটিলতায় নিপতিত হলে তাঁর কাছে আসতো এবং সরল একটি সমাধান নিয়ে ফিরে যেত। অন্যদিকে জটিলতা সৃষ্টি করা, জটলা পাকানো, জটিল ভাবে চিন্তা করা, জটিল ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া ও বিবেচিত হওয়া ইসলামে অকল্পনীয় ব্যাপার।

ইসলামের বৈশিষ্ট্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ এর সরলতা গুণ। পূর্ববর্তী শরী'আতের সাথে ইসলামী শরী'আতের মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে এটি একটি। মুহাম্মদ (স.) একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, "আমার জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে। যা ইতোপূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয়নি।"[৫৬] তখনকার যুগে গনীমতগুলোকে খোলা মাঠে ফেলে রাখা হতো আর আগুন এসে তা গ্রাস করে ফেলত। মহানবী (স.) এ প্রসংগে বলেছেন, "আকাশ থেকে আগুন এসে তা খেয়ে ফেলত।"[৫৭] মহান আল্লাহ্ এ উম্মাতকে বলেছেন, "যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর।"[৫৮] মানবতার কল্যাণে বিভিন্ন সময় শরী'আতকে সংক্ষেপ, সংযোজন, বিয়োজন, পরিপবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। যে দীনে সব কিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সেখানে এমনটি হতেই পারে। বরং এটি অতি স্বাভাবিক। অদৃশ্য শক্তি এসে গনীমতের সম্পদ গ্রাস করলে মানুষের তাতে কোন কল্যাণ নেই। বরং কোন দীনের ভেতর এ ধরনের কোন মানবতা-বিরোধী ও অযৌক্তিক কিছু থাকলে সে দীনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। ইসলামে এমন একটি অর্থনৈতিক বিধানও নেই যার ফল মানুষ পুরোপুরি ভোগ করতে পারে না। 'আকীকা, কুরবানী, যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, 'উশর, খারাজসহ কোন কিছুই যাগজজ্ঞের জন্য নয়। এর প্রত্যেকটি মানুষ ভোগ করে থাকে। সমাজে যারা মানবেতর জীবন যাপন করে তাদের হক সবচেয়ে বেশি। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে তুলনা করলে আরো দেখা যাবে যে, ইসলামের এ শরী'আতকে সহজতর ও সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তীদের কিছু বিধান উল্লেখ করলেই তা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাদের সময়ে তাওবাহ্ করতে চাইলে আত্মাহুতি দেয়ার প্রয়োজন হতো। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে বনী ইসরাঈল প্রসংগে বলা হয়েছে, "আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছো, সুতরাং তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজদেরকে হত্যা কর।"[৫৯] অথচ মুহাম্মদ (স.)-এর শরী'আতে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ব করতে চাইলে তাওবাহ্র সুযোগ রয়েছে। ইসলামে এমন কোন অপরাধ নেই যার থেকে বের হওয়ার কোন পথ নেই। এ জন্য যথার্থই বলা হয়, 'সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল-কুর'আন'। পূর্ব যুগে কাপড়ে বা চামড়ায় পেশাব লাগলে কেটে ফেলে দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকত না। আর এ উম্মতের জন্য পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেই পবিত্রতা অর্জন করা যায়।[৬০]

এ দীন হলো সহজ, সরল, فطرة স্বাভাবিক, যৌক্তিক ও সার্বজনীন। এতে কঠোরতা, বক্রতা, জটিলতা, ভেজাল, জঞ্জাল, সমস্যা, সংকট, অযৌক্তিকতা, বিপন্ন ও হয়রানির কোন স্থান নেই। অন্য কথায় বলা যায়, সকল ধরণের জটিলতা দূর করার জন্যই ইসলাম, কুর'আন ও মুহাম্মদ (স.)-এর অভ্যুত্থান। ইসলাম নিয়ে যত বেশি পড়াশুনা, অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হবে ততই এর সরলতা প্রতিভাত হয়ে ওঠবে। ইসলামের পুরো ব্যাপারটিই সহজ-সরল চিন্তা ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সহজ-সরল স্বভাবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর খুৎবা হতে জানা যায়। 'আবদুলাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) একদা বক্তৃতা করলেন এবং তাতে বললেন, "আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার অধিকার প্রদান করেছেন। জেনে রেখো! আল্লাহ্ বেশ কিছু ফরয করেছেন। বেশ কিছু নিয়ম-পদ্ধতি দিয়েছেন। বেশ কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বেশ কিছু হালাল করেছেন। বেশ কিছু হারাম করেছেন। আল্লাহ্ দীনকে চালু করেছেন, তারপর তাকে উদার, সহজ ও প্রশস্ত করেছেন। তিনি দীনকে কঠিন ও সংকীর্ণ করেননি। মনে রেখো! যার আমানতদারি নেই, যে ওয়াদা পালন করে না, তার দীনদারি নেই।"[৬১] মহান আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যাতিত কাজ চাপিয়ে দেন না। কুর'আন মাজীদে

---

[৫৬]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ (المساجد), হাদীস নং- ৩ واحلت لى الغنائم ولم تُحلّ لاحد قبلى

[৫৭]. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাফসীর, হাদীস নং- ৩০৮৫ كانت تنزل نار من السماء فتاكلها

[৫৮]. আল-কুর'আন, ৮:৬৯ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

[৫৯]. আল-কুর'আন, ২:৫৪ واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم

[৬০]. ড. খলীল ইবরাহীম মোল্লা খাতির, *আযীমু কানারিহি (স.) ওয়া রাফ'আতু মাকানাতিহি ইনদা রাব্বিহি 'আযযা ওয়া জাল্লা*, দারুল কিবলা লিস্ সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জেদ্দা, ১৪০৪ হি. পৃ. ১১৪

[৬১]. ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه ، الا ان الله قد فرض فرائض ، وسنّ سُننا ، وحدّ حدودًا ، واحلّ حلالاً ، وحرم حرامًا ، وشرع الدين فجعله سهلا سمحًا واسعًا ، ولم يجعله ضيّقًا ، الا انه لا ايمان لمن لا امانة له ، ولا دين لمن لا عهد له

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।"[৬২]

ইসলামের সকল বিষয় সহজ-সরল। এখানে কঠোরতার কোন স্থান নেই। যত বেশি ইসলামের গভীরে প্রবেশ করা যাবে তত বেশি এর সরলতা-চরিত্র পরিদৃষ্ট হবে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।"[৬৩] এ যুগেও অনেক অমুসলিম ইসলাম কবুল করছেন ইসলামের সহজ-সরল চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে। ইউরোপ-আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতিবছর অনেক লোক ঈমান আনছে এসব কারণেই। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য সকল কিছু সহজ-সরল করে দিয়েছেন। সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার সৃষ্টিজীব। আল-কুর'আনের এক স্থানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না।"[৬৪]

কুর'আন নাযিল প্রসংগে আল্লাহ্ বলেন, "আমি অবতীর্ণ করি কুর'আন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।"[৬৫] মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (স.) কে লক্ষ্য করে বলেন, "তুমি কষ্ট পাবে এ জন্য আমি তোমার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করিনি।"[৬৬] কুর'আন নাযিলেও সহজ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এটিও এ জন্যই করা হয়েছে যে, যাতে মানুষ তা সহজে আয়ত্ব ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তখনকার কাফির সম্প্রদায় ইসলামের এ সরলতাকে পছন্দ করতে পারেনি। তাই তারা দীর্ঘ তেইশ বছরে কুর'আন নাযিল না করে একবারে কেন নাযিল করা হলো না এ জন্য রাসূলের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কাফিরগণ বলে, সমগ্র কুর'আন তার নিকট একবার অবতীর্ণ হলো না কেন? এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে তা দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট আবৃত্তি করেছি।"[৬৭] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "কুর'আন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?"[৬৮] কুর'আনের কতটুকু পড়তে হবে, কোথা থেকে পড়তে হবে, কখন পড়তে হবে এব্যাপারে কোন কঠোরতা আরোপ করা হয়নি। বরং এটি পাঠকের সুবিধার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "কুর'আনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর।"[৬৯] কুর'আনসহ সকল আসমানী গ্রন্থ স্ব স্ব জাতির মাতৃভাষায় নাযিল করা হয়েছে। এটিও ইসলামের সহজবোধের একটি প্রমাণ।

ইসলামের বিধানসমূহ সহজ করে দেয়া হয়েছে। এমন কি কষ্টের সময় কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে। যেমন- অসুস্থতা ও সফরে রোযা স্থগিত রাখার বিধান, সফরে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করার বিধান ইত্যাদি। রামাযানের সিয়ামের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস (রামাযান) পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।"[৭০] সালাতে মুসল্লীদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে তা সংক্ষিপ্ত করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছেমত নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে।"[৭১] অনেক সময় শিশুদের নিয়ে অভিভাবকরা মসজিদে এসে থাকেন। শিশুদের কথা বিবেচনা করেও সালাত সংক্ষিপ্ত করা যায় আর এ সহজ

ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আবদুল আযীম বিন আবদুল কাওয়ী আল মুনযিরী, *আততারগীব ওয়াত তারহীব*, ১ম খণ্ড, অনু: আকরাম ফারুক, ঢাকা: হাসান প্রকাশনী, ২০০০, হাদীস নং- ৪২, পৃ. ৪৫-৪৬

[৬২] . لا يكلف الله نفسًا الا ما اتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسرًا আল-কুর'আন, ৬৫:৭

[৬৩] . وما جعل عليكم فى الدين من حرج আল-কুর'আন, ২২:৭৮

[৬৪] . ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج আল-কুর'আন, ৫:৬

[৬৫] . وننزّل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين আল-কুর'আন, ১৭:৮২

[৬৬] . ما انزلنا عليك القران لتشقى আল-কুর'আন, ২০:২

[৬৭] . وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القران جملة وّاحدة ، كذالك لنثبّت به فؤادك ورتّلناه ترتيلا আল-কুর'আন, ২৫:৩২

[৬৮] . ولقد يسّرنا القران للذكر فهل من مدّكر আল-কুর'আন, ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০

[৬৯] . فاقرءوا ما تيسّر من القران আল-কুর'আন, ৭৩:২০

[৭০] . فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا او على سفر فعدةٌ مّن ايّام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر আল-কুর'আন, ২:১৮৫

[৭১] . اذا صلى احدكم للناس فليخفف فانّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطوّل ما شاء ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত (الصلاة), হাদীস নং- ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ ইসলামেই বিদ্যমান রয়েছে। মহানবী (স.) তাঁর জীবনে এর স্বাক্ষর রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আমি নামাযকে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছে নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়াই। আমি শিশুর কান্না শুনতে পাই এবং তা তার মাকে বিচলিত করতে পারে এ আশংকায় আমি আমার নামায সংক্ষিপ্ত করি।"[৭২] ইসলামের সরলতার সীমানা এত বিস্তৃত যে, পৃথিবীর যে কোন মাটিতে সিজদা করলে তা বৈধ বলে গৃহিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্র ও মসজিদ করে দেয়া হয়েছে।"[৭৩] ইসলামে কাজই বড় কথা। কোথায় সম্পাদন করা হলো সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। ইসলামের চরিত্রের একটি অংশ এই যে, এতে কারো ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া হয় না যা তার সাধ্যের অতীত। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ কারো ওপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।"[৭৪] অতএব এক মানুষ কর্তৃক আরেক মানুষের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয়া শোভনীয় নয়।

বাংলাদেশের বেশীরভাগ মানুষ প্রত্যেকটি বিষয়কে জটিল থেকে জটিলতর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। যা থেকে এখন আর সহজে বের হওয়া যাচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিয়ে-সাদী ইসলামে খুবই একটি সহজ ব্যাপার ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে যৌতুকসহ যেন কিছু মানবতাবিরোধী অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারকে বিয়েতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এটিকে জটিল করে ফেলা হয়েছে। অথচ এর সহজ চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে মহানবী (স.) সহজ করে বলেছেন, "তুলনামূলক সহজ বিয়েই সর্বোত্তম বিয়ে।"[৭৫] বিয়েকে এ দেশের মানুষ এতটাই জটিল করে ফেলেছে যে, অনেক কণ্যাদায়গ্রস্থ বাবা বিয়ের কথা মনে করে আঁতকে ওঠেন। অথচ ইসলামের সোনালী যুগে কণ্যার পিতা হওয়া এক বিরাট অহংকার ও গর্বের ব্যাপার ছিল। বাংলদেশের অফিস-আদালতে প্রবেশ করলে আর সহজে বের হওয়া যায় না। ভোগান্তির যেন আর শেষ নেই। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের অবসরভাতাসহ বিভিন্ন পাওনা পেতে বছরের পর বছর হয়রানির শিকার হন। সহজে কোন কিছুই যেন লাভ করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন অফিসের নাম শ্রবণেই অনেকে ভয় পেয়ে যান। পূর্বে ব্যাপারগুলো এত জটিল ছিল না। মানুষ এই জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য যারা ঘুষ দিতে পারে তাদের জন্য কাজগুলো সহজ হয়ে যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের ও মুহাম্মাদ (স.)-এর সহজ-সরল চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গুটি কয়েক মুসলিমের জন্য এখন অমুসলিমদের কাছে ইসলামের পরিচয় একটি জটিল বিষয় হিসেবে দাড়িয়েছে। একটি হাদীস থেকে মুহাম্মদ (স.)-এর সহজবোধ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক গ্রামবাসী মসজিদে পেসাব করে দিল। তখন লোকেরা তাকে শায়েস্তা করার জন্য ওঠে দাঁড়াল। মহানবী (স.) বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও আর তার পেসাবের ওপর এক বালতি পানি ছিটিয়ে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে; জটিলতা সৃষ্টির জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি।"[৭৬]রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি সহজ করে শিখাতেন। তিনি বলেন, 'তোমরা মানুষকে শিখাও এবং সহজ কর। (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি এ কথা তিনবার বললেন। যখন তুমি রাগান্বিত হও, চুপ হয়ে যাও। (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি এ কথা দু'বার বললেন।"[৭৭] অর্থাৎ লোকদের জন্য তা সহজসাধ্য করে দাও। ইসলামী আদর্শকে এমন ভয়ানক ও দুঃসাধ্য বিধানরূপে লোকদের নিকট পেশ করা ঠিক না, যা শুনলে লোকেরা মনে করতে বাধ্য হয় যে, তা কোন বাস্তব ও কার্যকরী কর্মের উপযোগী বিধান নয়; তাকে কাজে পরিণত করা, জীবনকে তদনুযায়ী গঠন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কেননা, কোন জীবন বিধান যদি কঠিন ও দুঃসাধ্য মনে হয়, তবে তাকে গ্রহণ করার জন্য লোকদের মনে কোন আগ্রহ ও উৎসাহ জাগ্রত হয় না; বরং লোকদের মন তা হতে বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়ায়। আর বাস্তবিকই যে আদর্শকে লোকেরা একবার কঠিন ও দুঃসাধ্য

---

৭২. انى لاقوم الى الصلاة واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبى فاتجوّز فى صلاتى كراهية ان اشقّ على امّه ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আযান (الاذان), বাব নং- ৬৫, ১৬৩

৭৩. جُعلت لى الارض مساجد و طهورا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২২২

৭৪. আল-কুর'আন, ২ঃ২৮৬ لا يكلف الله نفسا الا وسعها

৭৫. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ্ (النكاح), বাব নং- ৩১ خير النكاح ايسره

৭৬. عن ابى هريرة (رض) قال: بال اعرابى فى المسجد فقام الناس اليه ليقعوا فيه ، فقال النبى (ص) دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء ، فانما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল অযূ (الوضوء), বাব নং- ৫৮

৭৭. علموا وبشروا ثلاث مرّات واذا غضبت فاسكت كرّتين মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বলে মনে করবে, তা কোনদিনই বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাই তাকে সহজবোধ্য ও সুসাধ্য করে পেশ করতে হবে। 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে যখনই দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য এখতিয়ার দেয়া হত, তখন তিনি সর্বদাই অপেক্ষাকৃত সহজটিকে গ্রহণ করতেন যদি না তা গুনাহ বা খারাপ হত। আর যদি তা পাপের ব্যাপার হত, তাহলে তা থেকে তিনিই সকলের চেয়ে বেশী দূরে অবস্থানকারী হতেন। রাসূল (স.) ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহ্র বিধান লংঘিত হলে, তিনি শুধু মহান আল্লাহ্রই জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।"[৭৮]

কথা-বার্তায়ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন অতি সরল। তিনি অতি সহজে কথা বলতেন। তাঁর কথা বুঝতে কোন শ্রেণীর লোকের কোন ধরনের অসুবিধা হতো না। তিনি সহজ শব্দে ও সহজ বাক্যে বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। সহজ পন্থা অবলম্বনের জন্য মহানবী (স.) হাজারো বাণীর মাধ্যমে মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমরা সহজ কর, জটিল করো না, সুসংবাদ দাও, ঘৃণার সৃষ্টি করো না।"[৭৯]

সহজ-সরল জীবনের ওপর পরকালীন জীবনের পরিণতি নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আমি কি তোমাদের জানাব না কোন লোক দোযখের আগুনের জন্য হারাম অথবা কার জন্য দোযখের আগুন হারাম? দোযখের আগুন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের নিকটে বা তাদের সাথে মিলে মিশে থাকে। যে কোমলমতি, যে নরম মেজাজ ও সহজ-সরল স্বভাবের।"[৮০]

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি কারণ হল এই যে, তা সহজ-সরল। এ জীবনাদর্শে জটিলতার কোন স্থান নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মনে হয় ইসলাম একটি জটিল ব্যাপার। আসলে কিছু লোক ইসলামের সঠিক শিক্ষার অভাবে এ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এটিও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেই হচ্ছে। ইসলামের মত সহজ আর কিছু জগতে নেই। ইসলামে কেউ জটিলতায় পড়ুক অথবা জটিলতার সৃষ্টি করুক তেমন কোন সুযোগ নেই। এর সমর্থনে অনেক কথা উল্লেখ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "দ্বীন (ইসলাম) হলো সহজ-সরল।"[৮১] আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, তোমাদের দীনের সবচেয়ে ভাল দিক এটিই যে, তা সহজতর।"[৮২] ক্লেশ ও জটিলতা দূর করার জন্যই ইসলামের আগমন। কুর'আন ও এর বাহক এসেছেন সকল কিছু সহজ করে দেয়ার জন্য। কুর'আন মাজীদে আরো বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না।"[৮৩] সৃষ্টিকর্তা যেখানে সৃষ্টির ওপর কষ্টদায়ক কিছু চাপিয়ে দিতে চান না; সেখানে এক সৃষ্টির ওপর আরেক সৃষ্টি কর্তৃক কিছু চাপিয়ে দেয়াটা চরম বাড়াবাড়ি ব্যতীত আর কিছুই নয়। 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "থাম, সব কাজ তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের উপর ওয়াজিব।"[৮৪] 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ বর্ণিত একটি হাদীস হতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (স.) একবার বলেছেন, "অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি এ কথা তিন বার বললেন।"[৮৫] আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দীন সহজ। কোন ব্যক্তি এ দীনকে কঠিন বানালে তা তাকে পরাভূত করবে। কাজেই তোমরা ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন কর, সামর্থ্য অনুযায়ী আমল কর এবং সুখবর গ্রহণ কর, আর সকাল, সন্ধ্যায় ও শেষ রাতের কিছু অংশে (ইবাদত করে) আল্লাহ্র সাহায্য চাও।"[৮৬] 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.)

---

৭৮. عن عائشة (رض) قالت: ما خيّر رسول الله (ص) بين امرين قطّ الا اخذ ايسرهما مالم يكن اثما ، فان كان اثما كان ابعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله(ص) لنفسه فى شئ قطّ الا تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল (الفضائل), হাদীস নং- ৭৭

৭৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ (الجهاد), হাদীস নং- ৭১

৮০. الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كلّ قريب هيّن لين سهل ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত (القيامة), বাব নং- ৪৫

৮১. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), বাব নং- ২৯

৮২. ইমাম আহ্মদ ইবন হাম্বল, *আল্-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩২

৮৩. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرَ আল-কুর'আন, ২:১৮৫

৮৪. *রিয়াদুস সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪০, পৃ. ১২৩

৮৫. هلك المتنطعون قالها ثلاثا *রিয়াদুস সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৪, পৃ. ১২৪

৮৬. انّ الدّين يسرٌ ولن يشاد الدين الاّ غلبه فسدّدوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুনাফিকীন (المنافقين), হাদীস নং- ৭১

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, "তোমরা লোকদেরকে শিক্ষা দাও। আর সব কিছুকে সহজ করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (স.) এ কথা তিনবার বললেন। তুমি যখন রাগান্বিত হবে; তখন চুপ হয়ে যাও। এ কথা মহানবী (স.) দু'বার বললেন।"[৮৭] আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর ও সামর্থ্য অনুযায়ী আমল কর এবং সকালে চল, রাতে চল এবং শেষ রাতের কিছু অংশে, ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন কর, মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।"[৮৮]

ইসলামকে আল্লাহ্ তা'আলা খুব সহজ করে মানুষের জন্য দিয়েছেন। অথচ মানুষেরই একটি অংশ এটিকে জটিল করার জন্য অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "ইসলাম হলো সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। (আজ্ঞানুবর্তী / খটকামুক্ত একটি জীবনাদর্শ।) এতে আজ্ঞানুবর্তী লোকেরাই স্থান করে নিতে পারে।"[৮৯] অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতারই আরেক নাম হলো ইসলাম। নিয়মতান্ত্রিক মানসিকতার লোকরাই এই আদর্শে আশ্রয় নিতে পারে। শান্তিকামী মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হলো ইসলাম। জটলা পাকানো যাদের কাজ তাদের জন্য ইসলাম নয়। তারা এখানে স্থায়ী হতে পারে না।

মানুষের মূল্যবোধে এতটাই ধ্বস নেমে এসেছে যে, মানুষ এখন প্রতিটি কাজ ও অনুষ্ঠানের আসল মেজাজ হারিয়ে ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিয়ে-সাদীতে এখন খরচ, ব্যয় ও অপচয়ের প্রতিযোগিতা চলছে। অথচ ইসলাম বলেছে অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে অনুষ্ঠান করতে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সর্বোত্তম বিয়ে হলো সেটি যা সহজ-সরল ভাবে করা হয়।"[৯০] ইসলামবিরোধী এ সব রেওয়াজের কারণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ বিয়ে টিকে না, বিয়ে ভেংগে যায়, যৌতুক নিয়ে ঝামেলা হয়, যার ফলে সত্যিকারের সুখ আসে না।

উপরোক্ত বাণীসমূহ দিয়ে প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম হলো সর্বোত্তম সহজ-সরল জীবনব্যবস্থার নাম। অতএব এর অনুসারীদের অতি মানবিক হওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। নিজের ও অন্যের জন্য সকল কিছুকে সহজ করে দিতে হবে।

ধৈর্য

ধৈর্যকে সাফল্যের চাবিকাঠি বলা হয়। ধৈর্যের বহু অর্থ হয় এবং মানবিক মূল্যবোধে পরিপুষ্ট ব্যক্তিকে এর প্রত্যেকটি অর্থের প্রেক্ষিতেই ধৈর্যশীল হতে হয়। ধৈর্যের একটি অর্থ হচ্ছে তাড়াহুড়ো না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্যে অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সারাজীবন একটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে অনবরত পরিশ্রম করতে থাকে এবং একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত হয় না। মানুষের সংশোধন ও জীবন পরিগঠনের কাজ অন্তহীন ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। বিপুল ধৈর্য ছাড়া কোন ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় না। এটা নিছক ছেলের হাতের মোয়া নয়।

ধৈর্যের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যশীল ব্যক্তি একবার ভেবে চিন্তে যে পথ অবলম্বন করে তার ওপর অবিচল থাকে এবং একাগ্র ইচ্ছে ও সংকল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

ধৈর্যের আর একটি অর্থ হচ্ছে বাধা-বিপত্তির বীরোচিত মোকাবেলা করা এবং শান্ত চিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি যে কোন ঝড়-ঝাপটার পর্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে না।

দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়াও ধৈর্যের একটি অর্থ।

ধৈর্যের এক অর্থ হচ্ছে, সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসায় মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসের খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা ও

---

[৮৭]. মওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*- খন্ড- ১, পৃ. ১৫৬

[৮৮]. سدّدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشئ من الدلجة القصد القصد تبلغوا *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৫, পৃ. ১২৫

[৮৯]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৪৫ الاسلام ذلول لا يركب الا ذلولا

[৯০]. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ্ (النكاح), বাব নং- ৩১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্র নির্দেশিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা, পাপের পথে যাবতীয় আরাম-আয়েশ, লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং নেকী ও সততার পথে সকল প্রকার ক্ষতি ও বঞ্চনাকে সাদরে বরণ করা। দুনিয়াপুজারীদের আরাম-আয়েশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও তার প্রতি লোভ না করা এবং এজন্যে সামান্য আক্ষেপও না করা। দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত দেখে এবং সাফল্যের সুযোগ-সুবিধা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে একমাত্র নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে লব্ধ দানের ওপর সন্তুষ্ট থাকার নাম ধৈর্য।

ধৈর্যের সমার্থক ও কাছাকাছি অর্থের শব্দগুলো হলো সহ্য, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, নমনীয়তা, ধীরস্থিরতা, আত্মসংযম, তিতিক্ষা ইত্যাদি। মানুষের মধ্য হতে বর্তমান সময়ে যেসব মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হল সবর বা ধৈর্য। যার ফলে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটে চলছে অনাকাংখিত ও অমানবিক ঘটনা। ধৈর্যের অভাবে যে সব মন্দ অভ্যাস ও ঘটনা সৃষ্টি হয় তাহলো- হতাশা, তাড়াহুড়ো, টেনশন, অন্যকে কষ্ট দেয়া, দুর্ঘটনা, মারামারি, ঝগড়া, হত্যা, জিঘাংসা, তালাক ইত্যাদি। সবর শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, সংযম, অধ্যবসায়, সহ্যশক্তি, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ইত্যাদি। এর ইংরেজী প্রতিশব্দগুলো নিম্নরূপ, Patience, per severance, endurance, self-restraint, resignation, submission, সবর এর গুরুত্ব অনুভব করে বাংলা প্রবাদে বলা হয়, 'সবুরে মেওয়া ফলে' (prov) patience has its reward; patience pays / succeeds.[৯১] সবর বা ধৈর্য এক দুর্লভ গুণের নাম। এটি এমনি এক গুণ যা মুসলমানের চারিত্রিক সৌন্দর্যকে বহুলাংশে বিকশিত করে। কুর'আন ও হাদীসে এ অসাধারণ গুণটির অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রথম মহামানব, প্রথম নবী আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মানবতার মহান বন্ধু মুহাম্মদ (স.) সহ সকল নবী, সাহাবী ও আল্লাহ্র প্রিয়জনরা ধৈর্যের পাথরে নিজেদেরকে বাঁধাই করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে ধৈর্যের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।"[৯২] ধৈর্যের অদম্য শক্তিতে বলীয়ান আল্লাহ্র এ প্রিয়জনরা অন্তহীন বিপদের সময়ও পাহাড়ের ন্যায় অবিচল দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছেন। শত নির্যাতন, অসহনীয় কঠিন মুহূর্তগুলোতে ইস্পাত-কঠিন ও সুদৃঢ় মজবুত ধৈর্যের বন্ধনে নিজেদের বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের প্রত্যেকেই দুনিয়ার জীবনে যেমন সাফল্য পেয়েছেন, আখিরাতে মহাপুরস্কার তো রয়েছেই। সবর ধারণ না করলে যে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে সে প্রসংগে মহান আল্লাহ্ বলেন, "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[৯৩] ধৈর্যের গুরুত্বের কারণেই ইসলাম ধৈর্যশীল মানুষ বানানোর জন্য এবং অনুশীলনের জন্য একটি মাস সৃষ্টি করেছে। তাহলো কুর'আন নাযিলের মাস রামাযান।

মু'মিনের জীবনে সমস্যা, সংকট, বিপদাপদ, ক্ষয়-ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বিপদাপদ না থাকলে ধৈর্যের প্রসংগ আসতো না। কারো ধৈর্য আছে কিনা, সে কতটুকু ধৈর্যশীল ইত্যাদি বিপদ-মুসিবতেই প্রমাণিত হয়। বিশেষত মু'মিন জীবনে বিপদাপদ অবশ্যম্ভাবী। হাদীসে বলা হয়েছে, "মু'মিন পুরুষ হোক বা মহিলা বিপদাপদ (পরীক্ষা) তার সাথে লেগেই থাকে।"[৯৪] আসলে ঈমান আর বিপদ বা পরীক্ষা একটি আরেকটির সাথে জড়িয়ে আছে। পরীক্ষা ঈমানের দাবী। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন পরীক্ষায় নিপতিত হবেই।"[৯৫] আরেকটি হাদীসে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "এমন কোন মুসলিম নেই যার ওপর বিপদ আপতিত হয় না।"[৯৬] অর্থাৎ মুসলমানের জীবন পরীক্ষার জীবন। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে ধৈর্য ধারণের কোন বিকল্প হতে পারে না। মু'মিন ব্যক্তি বিপদের মাধ্যমে নিজকে ঝালিয়ে নেয়। তিনি ঈমানের ময়দানে আরো শানিত হন। ধীরে ধীরে তার ঈমান পোক্ত ও মজবুত হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন মু'মিনের জীবনে কোন সংকট আপতিত হলে বা তদুর্ধ্ব কিছু আপতিত হলে এর

---

[৯১]. *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, Dhaka: Bangla Academy, June, 1994, p.৭৯১.

[৯২]. فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرّسل আল-কুর'আন, ৪৬:৩৫

[৯৩]. والعصر، انّ الانسان لفى خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر আল-কুর'আন, ১০৩:১-৩

[৯৪]. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৮৭, ৩০২

[৯৫]. ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ইমাম মুসলিম, সহীহ, কিতাবুল মুনাফিকীন (المنافقين), হাদীস নং- ৫৮

[৯৬]. ما احد من المسلمين يُصاب ببلاء ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে আল্লাহ্ তার মর্যাদার স্তর উন্নীত করে দেন।"[৯৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "এমনিভাবে মু'মিন পরীক্ষার (বিপদের) মাধ্যমেই যোগ্যতা অর্জন করে থাকে।"[৯৮] আর এ পথে ধৈর্যের কোন বিকল্প নেই। এ কথা ঠিক যে, বিপদ-মুসিবতে পড়েই মানুষ ধীরে ধীরে সহিষ্ণু হয়ে ওঠে। হোচট খেলেই শুধু ধৈর্যের মাত্রা সম্বন্ধে জানা যায়। পরীক্ষার না পড়লে বুঝা যায় না সে ব্যক্তি কতটুকু পারদর্শী। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হোচট খাওয়া ব্যক্তি ব্যতিত কেউ সহিষ্ণু হতে পারে না।"[৯৯]

মৌলিক মানবীয় গুণগুলোর মধ্যে যে গুলোর ওপর কুর'আন ও হাদীসে বেশী জোর প্রদান করা হয়েছে; তার মধ্যে ধৈর্য প্রথম দিকের একটি। আল-কুর'আনের অসংখ্য আয়াত থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উলেখ করা হলোঃ "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং এটি বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।"[১০০] এ আয়াতে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, এখানে সালাতের মত প্রথম মৌলিক ইবাদাতের পূর্বেই ধৈর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ গুরুত্বের কারণেই। আরেকটি স্থানে ইসলামের অনেক মৌলিক দায়িত্বের আগে ধৈর্যের কথা উলেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম--- স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও, এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে এবং বলবে, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এ পরিণাম!'[১০১] ধৈর্যের পরীক্ষা মু'মিন জীবনের প্রত্যাশিত একটি ব্যাপার। ঈমানের সাথে ধৈর্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে- যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'। এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎপথে পরিচালিত।"[১০২] ভয়, ক্ষুধা, বিপদ-মুসিবত, বিপর্যয়, দূর্যোগ ক্ষয়-ক্ষতি ও পরীক্ষা মু'মিন জীবনে আসবে; এটি আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। এমনটি কারো জীবনে না আসলে তার ঈমানিত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ধৈর্যের বহুমাত্রিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কারণে কুর'আনে ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর পরই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটি যুদ্ধের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যুদ্ধ হয় সামান্য কয়েক দিন কিন্তু ধৈর্যের পরীক্ষা চলে সারা জীবন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১০৩]

সত্যিই পৃথিবীর প্রতিটি কাজের সাফল্যের সাথে সবরের একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। কারণ কণ্টকাকীর্ণ এ পৃথিবী মানুষের জন্য কখনো ফুলের বিছানা ছিল না। পৃথিবীর প্রতিটি কাজই কষ্টসাধ্য এবং উপার্জন সাপেক্ষ। এ কষ্টকে সহজতর করার জন্য ধৈর্যের কোন বিকল্প আজও আবিষ্কৃত হয়নি বা আর হবেও না। সকল মানুষই এ বিষয়ে একমত হবে যে, বিনা শ্রমে লব্ধ কোন জিনিস, যা কোনরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি, তা রক্ষা করা বা তা ধরে রাখার যোগ্যতাও লোকদের থাকে না। তাছাড়া এটি অনেক ক্ষেত্রে সংশিষ্ট ব্যক্তির কাছে মূল্যহীন হয়ে

---

[৯৭] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৩৮, খন্ড- ৪, পৃ. ৫৬, ৯৮

[৯৮] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাওহীদ (التوحيد), বাব নং- ৩১

[৯৯] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৮

[১০০] . আল-কুর'আন, ২ঃ৪৫, ১৫৩

[১০১] . আল-কুর'আন, ১৩ঃ২২-২৪

[১০২] . আল-কুর'আন, ২ঃ১৫৫-১৫৭

[১০৩] . আল-কুর'আন, ৩ঃ২০০

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।"[১০৪] "তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।"[১০৫] ধৈর্যশীলদের সাথে মহান আল্লাহ্ আছেন। আর ধৈর্যহীন ব্যক্তিদের সাথে মহান আল্লাহ্ থাকেন না। শয়তান মানুষকে অধৈর্যের কুপরামর্শ দিয়ে সফলতার পথ থেকে বিচ্যুত করে। ধৈর্য ধারণ আল্লাহ্র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আল্লাহ্র ওপর অধিক নির্ভরশীলতার প্রতিফলন ঘটায়। মহান আল্লাহ্র প্রতি যাদের বিশ্বাস নড়োবড়ো তারা তাঁর ওপর নির্ভরও করতে পারে না যার ফলশ্রুতিতে ধৈর্যের বিচ্যুতি ঘটে। সাহাবায়ে কিরামের ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে, তাঁদের ঈমান বহুগুনে বৃদ্ধি পেত। বর্তমানে মানুষের অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। ধৈর্য এক সময় ব্যক্তির জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে আর্বিভূত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ধৈর্য আলোস্বরূপ।"[১০৬]

ধৈর্যের পরিণতি ও ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এর বিনিময় শুধু লাভ আর লাভ। সময় যত অতিবাহিত হয় ততই এর ফল বেশী লাভ করা যায়। মহানবী (স.) বলেন, "মুমিনের ধৈর্যের বিনিময়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে প্রতিদান দেয়া হয়।"[১০৭] আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযক অনেকটা ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "বান্দাকে যে রিযক দেয়া হয় তা ধৈর্যের কারণেই সম্প্রসারিত করা হয়।"[১০৮] ধৈর্য এমন একটি গুণ যে, তার ধারকদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আল্লাহ্ সহনশীল ব্যক্তির উপর রহম করে থাকেন।"[১০৯] মানুষের যে সব বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র খুব পছন্দ, তার মধ্যে একটি হলো সবর। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আল্লাহ্ দু'টি স্বভাব পছন্দ করেন। (তাহলো) সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।"[১১০] ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্র সাহায্যের ওতপ্রোত সম্পর্ক। যে যত বড় ধৈর্যশীল সে তত বেশীমাত্রায় আল্লাহ্র সাহায্য পেয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সাহায্য ধৈর্যের সাথে থাকে।"[১১১]

ধৈর্যের সাথে ঈমানের বিরাট ও নিবিড় সম্পকঅ। কারণ ধৈর্যশীল লোক যা যা করে তার সাথে ঈমানদার লোকের কাজ মিলে যায়। আবার ধৈর্যশীল লোক যা যা বর্জন করে তা মু'মিনের জীবনে কখনো দেখা যায় না। বিশিষ্ট সাহাবী 'আমর ইবন 'আবাসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঈমান কি? তিনি বললেন, "ধৈর্য ও সহনশীলতা।"[১১২] ইসলামের দ্রুত সম্প্রসারণের পিছনে যে জিনিসগুলো কাজ করেছিল তার মধ্যে ধৈর্য একটি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর অনুসারীরা সবর এখতিয়ার না করলে ইতিহাস অন্য রকম হতে পারতো। সকল কিছু প্রতিকূলে চলে যেতে পারত। জান্নাতের পথ মানেই ধৈর্যের পথ। ধৈর্য ধারণ ব্যতিরেকে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। অধৈর্য ব্যক্তির জন্য জান্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মানুষ তাঁর সহনশীলতার গুনে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১১৩]

ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো এর সহনশীল গুণ। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স.)-কেও এ মহান গুণ দিয়েই পাঠানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম পন্থা হলো সাদাসিধা (বক্রতা মুক্ত) ও সহনশীলতা।"[১১৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর আগমন প্রসংগে বলেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি স্বাভাবিকতা ও সহনশীলতার গুণ নিয়ে।"[১১৫] অর্থাৎ বক্রতা, অস্বাভাবিকতা, অচেনা, বেখাপ্পা ও বেমানান কোন কিছু নিয়ে আমি আসিনি। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং তাঁর সংগীগণ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করতেন।"[১১৬] আরবের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে অনেক ধরনের কথা বলত। তিনি তাদের সকল কথা ধৈর্যের মাধ্যমে

---

[১০৪] . আল-কুর'আন, ৩৯:১০ انما يُوفى الصّابرون اجرهم بغير حساب

[১০৫] . আল-কুর'আন, ১১:১১৫ واصبر فانّ الله لا يضيع اجر المحسنين

[১০৬] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাহারাত (الطهارة), হাদীস নং- ১ الصبر ضياء

[১০৭] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১৭৩

[১০৮] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৪৭ وما رزق العبد رزقا اوسع له من الصبر

[১০৯] . ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ (البيوع), হাদীস নং- ১০০ رحم الله رجلا سمحا

[১১০] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ২৫, ২৬ خصلتين يحبّهما الله العلم والاناة

[১১১] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৩০৭ ان النصر مع الصبر

[১১২] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩১৯ ما الايمان؟ قال: الصبر والسماحة

[১১৩] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২১০ دخل رجلٌ الجنة بسماحته

[১১৪] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ২৩৬ احبّ الدين الى الله الحنيفيّة السمحة

[১১৫] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৬৬, খন্ড- ৬, পৃ. ১১৬, وانى أرسلتُ بحنيفية سمحة

[১১৬] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১১০ كان رسول الله (ص) واصحابه يصبرون على الاذى

Dhaka University Institutional Repository

মোকাবেলা করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেন, "এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর।"[১১৭] আল্লাহ্ তা'আলা আবার বলেন, "অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর।"[১১৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সফলতার অন্যতম একটি কারণ ছিল তাঁর ধৈর্য গুণ। তিনি তাঁর জীবনে একবারও ধৈর্যচ্যুত হননি। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর পরম ধৈর্য।"[১১৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল সহনশীলতা। একজন সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শিক্ষার ব্যাপারে বলেন, "তিনি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে, ধৈর্য ধারণ করতে এবং শান্তি বজায় রাখতে নির্দেশ দিতেন।"[১২০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। ধৈর্যের প্রসংগ আসলে মুহাম্মদ (স.)-এর কথা সবার আগে আসবে। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুর রহমান ইবন আবৃযা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সহিষ্ণু, সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও সর্বাধিক ক্রোধ সম্বরণকারী।"[১২১] ইসলামের ও ইসলামের নবীর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ এটিই যে, ধৈর্যের গুণের ওপর এ সব দাঁড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও সাহাবীগণ ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। ধৈর্যের পরীক্ষায় একজন অন্যজনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতেন। একটি ঘটনা হতে এর কিছু ইংগিত পাওয়া যায়। আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স.) সাহাবাদের সঙ্গে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন জনৈক বেদুঈন সেখানে আসলো এবং মসজিদের ভিতরে পেশাব করতে শুরু করলো। সাহাবাগণ তাকে বারণ করে বলতে লাগলেন, থাম! থাম! একথা শোনে নবী (স.) বললেন, (লোকটিকে পেশাব করতে) বাঁধা দিও না। তারপর তিনি লোকটিকে ডাকলেন এবং বললেন, দেখো এ মসজিদগুলো পেশাব পায়খানা কিংবা এ জাতীয় কোন আবর্জনার জায়গা নয়। এগুলো হলো পবিত্র কুর'আনের তিলাওয়াত, আল্লাহ্র যিকর ও সালাত পড়ার স্থান। অতপর তিনি এক বালতি পানি আনতে নির্দেশ দেন এবং পানিটি সেই জায়গায় প্রবাহিত করে দেন।"[১২২] রাসূলুল্লাহ্ (স.) অপরাধীকে হাতের নাগালে পেয়েও এভাবে ক্ষমা করে দিয়ে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

অন্যান্য নবীগণের ইতিহাসও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের ইতিহাস। আসলে যে কোন শুভ কাজের জন্য ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অতি জরুরী। নবীগণ তাদের ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন বলেই তারা এত সম্মানিত ও আলোচিত। এমন একজন নবীও ছিলেন না যিনি ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ হাদীসে মূসা (আ.) প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্ মূসা (আ.)-এর উপর দয়া করেছেন। তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল ...অত:পর তিনি তাতে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"[১২৩]

মু'মিন জীবনে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, মু'মিন জীবন এক পরীক্ষার জীবন। আল্লাহ্র বিধান হলো, যে যত বড় মু'মিন তার পরীক্ষাটাও হয় তত বড়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে বলেছেন, "যত বড় পরীক্ষা তত বড় প্রতিদান (পুরস্কার)।"[১২৪] এ জন্য দেখা যায় যে, নবীদের পরীক্ষা তুলনামূলক বেশী হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। "কোন লোকের পরীক্ষা বেশী হয়ে থাকে? তিনি বলেন, নবীগণের (আ.)।"[১২৫] পরীক্ষার ভয়ে পরীক্ষার ময়দানে না যাওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এত কিছুর পরও মানব সমাজেই অবস্থান করতে হবে। কারণ মানুষ মানুষের জন্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে মানুষের সাথে মিশে যায় সে মু'মিন। আর মানুষের কষ্ট দেয়াকে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে।"[১২৬] অর্থাৎ সমাজবদ্ধ থাকলে কষ্টে সহিষ্ণু হতে

---

১১৭. فاصبر على ما يقولون আল-কুর'আন, ৩৮:১৭, ৫০:৩৯, ৭৩:১০

১১৮. فاصبر আল-কুর'আন, ৪০: ৫৫,৭৭

১১৯. فاصبر صبرًا جميلا আল-কুর'আন, ৭০:৫

১২০. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ (الجهاد), বাব নং- ৪৯ ...بالجماعة والصبر والسكينة

১২১. হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.), *আখলাকুননবী (স.)*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, হাদীস নং- ১৬৯, পৃ. ১১৮ كان رسول الله (ص) من احلم الناس واصبرهم واكظمهم للغيظ

১২২. হাফিজ আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.), *আখলাকুননবী (স.)*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৮, পৃ. ১১৭ عن انس بن مالك قال: كان رسول الله (ص) قاعدًا فى المسجد ومعه اصحابه اذ جاء اعرابى فبال في المسجد فقال اصحاب رسول الله (ص) مه مه فقال رسول الله (ص) لا تزموه ثمّ دعاه فقال: انّ هذا المساجد لا تصلح لشئ من القذر والبول والخلاء انما هى لقراءة القران وذكر الله والصّلاة ثمّ دعا رسول الله (ص) بدلو من ماء فشنّه عليه

১২৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব (الادب), বাব নং- ৫৩ رحم الله موسى لقد اوذى ... فصبر

১২৪. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ২৩ انّ عظم الجزاء مع عظم البلاء

১২৫. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ২৩ ايّ الناس اشدّ بلاءً؟ قال: الانبياء

১২৬. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ.৪৩, المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على اذاهم

Dhaka University Institutional Repository

হবে। কষ্টে কি ভূমিকা রাখতে হবে সে প্রসংগে বলা হয়েছে, "যখন তোমাদের কারো জীবনে বিপদ আসে তখন সে যেন বলে, আমরা আল্লাহ্‌রই। আর আমাদেরকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।"[১২৭] বিপদাপদে উপরোক্ত দু'আ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "সকল কাজ হবে আত্মসমালোচনার সাথে। আর সকল প্রকার বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।"[১২৮] মু'মিন জীবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মু'মিনের জীবনে দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য আসলে সে সবর করে।"[১২৯]

মানবীয় গুণগুলোর মধ্যে ধৈর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধৈর্যের মত গুণে গুণান্বিত হতে পারলে এমনি এমনি আরো অনেকগুলো সদগুণ এসে জড়ো হয়। নিম্নোক্ত হাদীস হতে জানা যায়, ধৈর্য গুণের সাথে ধার্মিকতা ও বুদ্ধিমত্তার একটি বিরাট যোগসূত্র রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা 'রব্বানী'[১৩০] ধৈর্যশীল ও সুক্ষদর্শী হও।"[১৩১] ধৈর্যের মত এত কল্যাণকর ও ব্যাপকতাসম্পন্ন মানবীয় বৈশিষ্ট্য আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।"[১৩২]

ইসলামে যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য পূর্বশর্ত হলো ধৈর্য। ইসলামের ইতিহাসে এমন একটি নযীরও পাওয়া যাবে না, যেখানে ধৈর্যের গুণে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই কাউকে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবীকে ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়ার পরই কেবল নবুওয়্যাতের মত কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ছাগল পালনের মাধ্যমে ধৈর্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যারা ছাগল লালন-পালন করেছে তারা ব্যাপারটি ভাল বুঝতে পারবে। ছাগলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাকে যে দিকে হাকানো হয়, সে তার বিপরীত দিকে যায়। আবার সামনে থেকে টান দিলে সে পিছনেই পড়ে থাকতে চায়। যাই হোক ছাগলের সাথে সমঝোতা করে এবং চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েই ছাগল পালন করতে হয়। এ জন্য দেখা যায় যে, সকল নবী (আ.) ই এক সময় ছাগল পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "ছাগল চড়ানো ব্যতীত আল্লাহ্ কাউকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেননি।"[১৩৩] বাংলাদেশের মানুষের মধ্য হতে ধৈর্য গুণ হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, এখানে ছাগল লালন-পালনের হার অনেক কমে গেছে। পূর্বে এ দেশের গ্রামে প্রায় বাড়িতেই ছাগল পালন করা হতো।

শত্রু ও বিরোধীদের মোকাবেলায় সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো ধৈর্য, অবিচলতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি। এতে তাদের মনোবল ভেংগে পড়ে এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ্ মু'মিনদের বলেন, "তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।"[১৩৪] ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ্ গায়িবী সাহায্য করে থাকেন। যুগে যুগে তিনি এভাবে ধৈর্যশীলদের সাহায্য করেছেন। যার প্রচুর নযীর রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "হাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ্ পাঁচ সহস্র দাগ দেয়া ফিরিশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।"[১৩৫] দৃঢ়তা, অবিচলতা এবং ধৈর্য হলো বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কাপুরুষদের কাজ ধৈর্য ধারণ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[১৩৬]

---

[১২৭]. اذا اصاب احدكم مصيبة فليقل انا لله وانا اليه راجعون. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দা'ওয়াত (الدعوة), বাব নং-৮৩

[১২৮]. الامر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. ইমাম আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্‌-নাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*, লাহোরঃ মাকতাবা সালফিয়া, ১৯৮২, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ২২

[১২৯]. واذا اصابته ضرّاء صبر. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ (الزهد), হাদীস নং- ৬৪

[১৩০]. আল্লাহ্‌ওয়ালা/খোদাভক্ত/ধার্মিক/'রব্বানী' অর্থ ইলাহের সাধক। রব হইতে রব্বানী করা হইয়াছে যাহার বিশেষ অর্থ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে জ্ঞানী এবং কর্মে উহার বাস্তবায়নে যে বিশ্বাসী, সে-ই রব্বানী। আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'রব্' গুণে গুণান্বিত হওয়ার দিকেও ইংগিত পাওয়া যায়। *আল-কুর'আনুল করীম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী' ১৯৬৮, পৃ. ৯০

[১৩১]. كونوا ربّانيّين حلماء فقهاء. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম (العلم), বাব নং- ১০

[১৩২]. ومن يتصبّر يُصبّره الله وما اعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খণ্ড-১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬, পৃ. ৪৭

[১৩৩]. ما بعث الله نبيًا الا رعى الغنم. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইজারা (الاجارة), বাব নং- ২

[১৩৪]. وان تصبروا وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئ. আল-কুর'আন, ৩:১২০

[১৩৫]. بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربّكم بخمسة الاف من الملائكة مسوّمين. আল-কুর'আন, ৩:১২৫

[১৩৬]. وانْ تصبروا وتتقوا فانّ ذالك من عزم الامور. আল-কুর'আন, ৩:১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ধৈর্য ও সহনশীলতা ইসলামের মহান সম্পদ ও অহংকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশও বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া সফরে গিয়ে বলেছেন, "আমরা জানি যে, স্বাধীনতা, সহনশীলতা ও উন্নয়নের সংগে ইসলামের কোন বিরোধ নেই।"[১৩৭] লক্ষণীয় যে, বুশের মত অসহনশীল ও যুদ্ধবাজ একজন ইয়াহুদী নেতাও ইসলামের এ অজেয় গুণের কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন।

ধৈর্যবিরোধী সকল কর্মকান্ডকে ইসলাম সুকৌশলে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সহিষ্ণুতাবিরোধী সকল ছিদ্রপথ ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে। যেমন- রাগ, শয়তানের আনুগত্য, তাড়াহুড়ো, ত্বড়িত লাভের চিন্তা ইত্যাদি। ক্রোধের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "কুস্তিতে যে ভাল লড়তে পারে সে বীর নয়। বরং ক্রোধের সময় যে নিজকে সংবরণ করতে পারে সে-ই আসল বীর।"[১৩৮] ক্রোধের ঝাল অনেক সময় মানুষ হাত দিয়ে মিটিয়ে নেয়। তাই হাতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের হাতগুলোকে ঠেকাও।"[১৩৯] শয়তানের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো তড়িঘড়ি করা। অতএব তাড়াহুড়ো করার দ্বারা প্রকারান্তরে শয়তানের কর্মসূচীই বাস্তবায়ন করা হয়। অপর দিকে ধীরস্থিরতা ও ঠান্ডা মাথায় কাজ করার ব্যাপারটি আল্লাহ্ প্রদত্ত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "ধীরস্থিরতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর তড়িঘড়ি (অস্থিরতা) হলো শয়তানের পক্ষ থেকে।"[১৪০]

প্রতিশ্রুতি

মানবিক মূল্যবোধগুলোর মধ্যে প্রতিশ্রুতি অন্যতম। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধাক্কা ও ঢেউ এ মূল্যবোধটিতেও এসে লেগেছে। প্রতিশ্রুতির অন্যান্য প্রতিশব্দ হলো ওয়াদা, অঙ্গীকার ইত্যাদি। অভিধানে অঙ্গীকার শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, a promise or undertaking; a pledge. consent; acceptance; approval.[১৪১] আল-কুর'আনের অসংখ্য স্থানে অঙ্গীকারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সকল কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়িম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারন করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[১৪২] ইসলামে আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালনের চেয়ে অঙ্গীকার পালনসহ এ ধরণের মানবধর্মী কাজের গুরুত্ব অনেক বেশী। আল-কুর'আনের আরেক ভাষ্য মতে যারা ওয়াদা পালন করে তারাই মুত্তাকী। আর মহান আল্লাহ্ এমন লোকদেরকেই পছন্দ করেন। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "হাঁ, কেউ তার অংগীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।"[১৪৩] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে।"[১৪৪] কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিও সমান গুরুত্বের সাথে পালন করতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।"[১৪৫]

---

১৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ অক্টোবর' ২০০৩, পৃ. ২০

১৩৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), হাদীস নং- ১০৭ ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب

১৩৯. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩২৩ كفّوا ايديكم

১৪০. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), বাব নং- ৬৫ الأناة من الله والعجلة من الشيطان

১৪১. *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, Dhaka: Bangla Academy, ২০০৩, পৃ. ৮

১৪২. ليس البرّ ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيّن واتى المال على حبّه ذوى القربى واليتامى والمسكين وابن السّبيل والسّائلين وفى الرّقاب واقام الصّلاة واتى الزّكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصّابرين فى الباساء والضرّاء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتّقون আল-কুর'আন, ২:১৭৭

১৪৩. بلى من اوفى بعهده واتّقى فانّ الله يُحبّ المتّقين আল-কুর'আন, ৩:৭৬

১৪৪. يا ايّها الذين امنوا اوفو بالعقود আল-কুর'আন, ৫:১

১৪৫. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدّتهم ، ان الله يحبّ المتّقين আল-কুর'আন, ৯:৪

Dhaka University Institutional Repository

আসলে পারস্পরিক অঙ্গীকার সার্বিকভাবে মহান আল্লাহ্‌র সাথে চুক্তির পর্যায়ে পড়ে যায়। কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ্‌র অংগীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অংগীকার কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভংগ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন।"[১৪৬] ইসলামের সকল বিধি-বিধান একার্থে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পাদিত অংগীকার ও চুক্তির ন্যায়। এ জন্য বিচার দিবসে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[১৪৭]

সফল মু'মিনের গুণাবলির অন্যতম হলো ওয়াদা পালন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাতদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে, নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না, এবং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী, এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[১৪৮] প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর মানুষের দীনদারি নির্ভর করে। ইসলাম বা দীনদারি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির মত কোন বিষয় নয়। বরং এটি সকল প্রকার মানবিক মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার দীন নেই।"[১৪৯]

ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার পরিণাম ভয়াবহ। এটি হলো সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষের স্বভাব। মুনাফিকদের পরিণামের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না।"[১৫০] অর্থাৎ মুনাফিকের চারটি স্বভাবের অন্যতম হলো ওয়াদা করে তা রক্ষা না করা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে, সে হবে একনিষ্ঠ মুনাফিক। (তাহলো) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে তা ভংগ করে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে তার খিয়ানত করে। যখন ঝগড়া করে তখন মন্দ ভাষায় করে।"[১৫১]

ইহ্‌সান

সকল মূল্যবোধের গোড়ার কথা হলো ইহ্‌সান। আরবী احسان 'ইহ্‌সান' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর অর্থ একাধারে সততা, সদয়তা, নিষ্ঠা, সদাচরণ, সদয় ব্যবহার, সদ্ব্যবহার, উত্তমরূপে কাজ সম্পাদন করা, উত্তম করা, কল্যাণ করা, সুন্দর ব্যবস্থা করা, অনুগ্রহ করা ইত্যাদি। ইহসানের মধ্যে সকল মানবিক মূল্যবোধ লুকিয়ে আছে। ইহসান এমন একটি প্রত্যয় যে, এর বিনিময় অন্য কিছু দিয়ে হয় না। তা শুধু ইহ্‌সানের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হয়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম কাজ ছাড়া কী হতে পারে?"[১৫২] অর্থাৎ অন্য কিছু দিয়ে ইহ্‌সানের সমকক্ষ কিছু দাড় করানো সম্ভব নয়।

ইহ্‌সান এমন একটি ব্যাপার যা সকল কাজে, সকল ক্ষেত্রে, সকল সময় করতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রতিটি জিনিসের ওপর ইহ্‌সান করাকে আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যাও কর; তখন ইহ্‌সানের সাথে কর। আর তোমরা যখন যবেহ কর; তখন তা ইহসানের সাথে কর।"[১৫৩] কোন মু'মিন কখনো ইহ্‌সানের বাইরে থাকতে পারে না। অথচ সুন্দর-সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশে অনেক কিছু আছে কিন্তু মানুষের মধ্যে

---

১৪৬. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، انّ الله يعلم ما تفعلون . আল-কুর'আন, ১৬:৯১

১৪৭. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتّى يبلغ اشدّه ، واوفوا بالعهد ، انّ العهد كان مسئولا . আল-কুর'আন, ১৭:৩৪

১৪৮. قد افلح المؤمنون ، الذين هم فى صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذالك فاولئك هم العادون ، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون আল-কুর'আন, ২৩:১-৮

১৪৯. لا دِيْنَ لمن لا عَهْدَ له . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৩, পৃ. ১৩৫

১৫০. انّ المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ، ولن تجد لهم نصيرًا . আল-কুর'আন, ৪:১৪৫

১৫১. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১০৬-১০৮

১৫২. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ . আল-কুর'আন, ৫৫:৬০

১৫৩. انّ الله كتب الاحسان على كلّ شىء ، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সাঈদ (الصيد), হাদীস নং- ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ইহ্‌সানের বড় অভাব। অনেক কাজ সম্পাদিত হয় কিন্তু তার মধ্যে সুন্দরের বড় অভাব। জন্তু-জানোয়ার শিকার ও হত্যার মধ্যেও ইহ্‌সানের ব্যাপারটি থাকবে মূখ্য। অর্থাৎ নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা ইসলামে কাম্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।

ইহ্‌সান করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনের বহু স্থানে মানুষকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ ব্যাপারটি কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়। এটি আবশ্যকীয় একটি বিষয়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন।"[১৫৪] আল-কুর'আনের এক স্থানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন।"[১৫৫] মহান আল্লাহ্ আবার বলেছেন, "তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।"[১৫৬]

ইহসানের উপকারিতা বহুবিধ। বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও করুনা ইহসানকারীদের জন্যই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[১৫৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ইহসানকারীদের জন্য আল্লাহ্‌র দয়া সন্নিকটে (খুব নিকটে)।"[১৫৮] ইহ্‌সানকারীদের মহান আল্লাহ্ পুরস্কৃত করে থাকেন। আল্লাহ্ অনেক বার বলেছেন, "এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।"[১৫৯]

'ইহসান' শব্দটির একটি বাংলা অর্থ পরোপকার। পরোপকারের অন্য অর্থ হলো সদয় ব্যবহার, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। একটি সুখী,সমৃদ্ধ ও মানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য পরোপকারের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের সোনালী যুগে মানুষ নিজের জন্য কি করতে পারল তা নিয়ে ভাবতো না। বরং অন্য মানুষ ও মানবতার জন্য কি করতে পারল তা-ই তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল। তারা সর্বদা পরোপকারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। এ জন্যই আজো মানুষসে সব মানুষগুলোকে স্মরণ করছে। অন্যের উপকার করায় মধ্যে একটি মানসিক প্রশান্তি রয়েছে। ইসলামে সে ব্যক্তিকে সর্বোত্তম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে মানুষের উপকার সাধন করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের বেশি উপকার করে সে সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[১৬০] আল-কুর'আন, আল-হাদীস ও সাহাবীদের জীবনে এ ব্যাপারটি খুব গুরুত্ব পেয়েছে। আল-কুর'আনের অসংখ্য স্থানে 'ইহসান' করতে বলা হয়েছে। যেমন-২:৮৩, ৪:৩৬, ৫:৯৩, ৬:১৫১, ১৭:২৩, ৪৬:১৫। বিশেষতঃ বলা হয়েছে,- "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন ; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[১৬১] "তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন।"[১৬২] "দুনিয়ার শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[১৬৩] "তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।"[১৬৪]

একটি হাদীস হতে সর্বোত্তম মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, সদাচরণকারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "লোকদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম জিন্দেগীর অধিকারী সে লোক যে আল্লাহ্‌র পথে ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে তার পিঠে চড়ে অভিযানরত। যেখানেই শত্রুর পদধ্বনি বা ভীতিপ্রদ আওয়ায সে শুনতে পায়,

---

[১৫৪] احسنوا ، إنّ الله يُحبّ المحسنين . আল-কুর'আন, ২:১৯৫, ৫:৯৩

[১৫৫] انّ الله يامر بالعدل والاحسان وايتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى . আল-কুর'আন, ১৬:৯০

[১৫৬] احسن كما احسن الله اليك . আল-কুর'আন, ২৮:৭৭

[১৫৭] إنّ رحمت الله قريب من المحسنين . আল-কুর'আন, ৭:৫৬

[১৫৮] رحمة الله قريب من المحسنين . ইমাম দারিমী, *সুনানুদ্ দারিমী*, কানপুরঃ ১২৯৩/বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়া, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৫৬

[১৫৯] انا كذالك نجزى المحسنين . আল-কুর'আন, ৩৭:৮০, ১১০, ১২১, ১৩১

[১৬০] خير الناس انفعهم للناس . আস্ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস্ সুন্নাহ্*, খন্ড- ৩, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৩, পৃ. ১০

[১৬১] انّ الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون . আল-কুর'আন, ১৬:৯০

[১৬২] وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ، واحسنوا انّ الله يحب المحسنين . আল-কুর'আন, ২:১৯৫

[১৬৩] ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعا انّ رحمت الله قريب من المحسنين . আল-কুর'আন, ৭:৫৬

[১৬৪] واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض انّ الله لا يحب المفسدين . আল-কুর'আন, ২৮:৭৭

Dhaka University Institutional Repository

সে দিকেই সে বিদ্যুৎ গতিতে চলে যায় এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য রণক্ষেত্রে সে শাহাদাত বা মৃত্যুর অনুসন্ধানে থাকে অথবা ঐ লোকের জিন্দেগী (উৎকৃষ্ট), যে গুটি কয়েক ছাগল নিয়ে এ পাহাড় শ্রেনীর কোন এক পাহাড়ের চূড়ায় অথবা এ উপত্যকাগুলোর কোন এক উপত্যকায় অবস্থান করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আমৃত্যু তার প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। আর লোকের সাথে সদাচরণ ছাড়া অন্য কিছুকেই প্রশ্রয় দেয় না।"[১৬৫]

সাহায্য করা

এর আভিধানিক অর্থ সহযোগিতা, সহায়তা ইত্যাদি। মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে অন্যতম একটি দিক হলো মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে অপরকে সহযোগিতা করার ব্যাপারটি জড়িয়ে আছে। ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যে, এর বিধানদাতা কোন ব্যক্তির সাথে তদ্রুপ আচরণই করেন; যেমন আচরণ সে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি বা সৃষ্টিকূলের সাথে করে থাকে। অতএব কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে এলে আল্লাহ্ও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। সাহায্য-সহযোগিতার মধ্যে অন্যতম কাজগুলো হলো- বিপদাপদে পাশে দাঁড়ানো, মনোবল প্রদান, সাহস যোগানে, অসুস্থ হলে পরিচর্যা করা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, ডাক্তার ডেকে আনা, যে চলতে অসুবিধা বোধ করে; তাকে চলতে সহায়তা করা, অর্থের অভাবে যে কন্যাকে বিয়ে দিতে পারে না; তাকে সাহায্য করা, দান করা ইত্যাদি। অতি ক্ষুদ্র একটি সহযোগিতাও ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন সামান্য কাজকেও ইসলাম হালকা বা তুচ্ছ করে দেখেনি। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের বালতির স্বার্থে তোমার বালতির পানি খালি করে দেয়া তোমার জন্য সাদাকাহ স্বরূপ।"[১৬৬] আবার বলেছেন, "তোমাদের কারো কাছে গমের রুটি থাকলে সে যেন তার ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়।"[১৬৭] মানবতার মহান বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন বান্দা যখন তার ভাইয়ের সাহায্যে ব্যস্ত থাকে আল্লাহ্ও তখন সে বান্দার সাহায্যে ব্যস্ত থাকেন।"[১৬৮] অতএব মানুষের সহায়তায় অন্য মানুষের ভূমিকা ও উদ্যোগ যে মানের হবে; আল্লাহ্ও উদ্যোগী মানুষকে ততটুকুই সাহায্য-সহযোগিতাই করবেন।

সাহায্য-সহযোগিতার কাজটি না করলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[১৬৯] সাহায্য-সহযোগিতার সীমা ও আওতা আল্লাহ্ মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন। অনেক কাজে বাঁধার সৃষ্টি করাও কাউকে সাহায্য করার সামিল। যেমন- মন্দ, অশ্লীল, পাপ কাজে বাঁধা প্রদান করা। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।"[১৭০] অসুস্থ ব্যক্তিকে রক্ত দেয়া বড় ধরণের সহায়তা। কারো এক ব্যাগ রক্তের বিনিময়ে হয়তো একটি প্রাণ বেঁচে যেতে পারে। অর্থের বিনিময়ে রক্ত বিক্রি করা ঠিক নয়। এটি চরম অমানবিক একটি ব্যাপার। হাদীসে বলা হয়েছে, "মহানবী (স.) রক্তের মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন।"[১৭১]

আসলে সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারটি একটি ব্যাপক বিষয়। কখনো কখনো অত্যাচারীকে সাহায্য করাও পূণ্যের কাজ। তবে প্রেক্ষাপট ও সাহায্যের ধরণ বুঝতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে যালিম হোক বা মাযলুম।"[১৭২] যালিমকে তার যুলম হতে নিবৃত্ত করে তার সাহায্য করতে হয়। কখনো বিপদগ্রস্ত, অনোন্যপায়, আটকা পড়া, প্রবাসীদের জন্য কিছু করাও এর আওতাভূক্ত। হাদীসে আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহর কাছে কোন কাজটি প্রিয়? তিনি বললেন: "পর্যটককে মুক্তি দান।"[১৭৩]

---

১৬৫ . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ১২৫

১৬৬ . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), বাব নং- ৩৬ افراغك من دلوك فى دلو اخيك لك صدقة

১৬৭ . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ১ من كان عنده خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ الى اخيه

১৬৮ . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যিকর, হাদীস নং- ৩৭ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه

১৬৯ . আল-কুর'আন, والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ১০২:১-৩

১৭০ . আল-কুর'আন, تعاونوا على البرّ والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ৫:২

১৭১ . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস (اللباس), বাব নং- ৮৬ ان النبى (ص) نهى عن ثمن الدم

১৭২ . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম (المظالم), বাব নং- ৪ انصر اخاك ظالما او مظلوما

১৭৩ . তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কুর'আন (القران), বাব নং- ১১ اىّ العمل احبّ الى الله؟ قال: الحالُّ المرتحل

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ে পর্যটক আটক করা এবং মুক্তিপণ দাবী করার ব্যাপারটি খুব বড় একটি সমস্যা। এমন বিপদগ্রস্ত লোকদের উদ্ধার করা ও মুক্ত করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারটিও ইসলামের আলোচনায় বাদ থাকেনি। এতেই ইসলামের মানবিকতার দিকটি আরো পরিস্কার হয়ে যায়। মানুষ সফরে এলে সবচেয়ে বেশী অসহায় বোধ করে। এর ওপর আবার যদি পণবন্দি হয়ে যায়; তাহলে তার মানসিক অবস্থা কেমন হয় তা অনুমাণ করা যায়। এমন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার চেয়ে মহত্ত আর কি হতে পারে? সাহায্য-সহযোগিতার একটি দিক হলো মানুষের অভাব মিটিয়ে দেয়া এবং প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়া। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কারো প্রয়োজন মেটানো নির্ভর করে তার দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ওপর। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটায়; আল্লাহ্ তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন।"[১৭৪]

পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা সে ব্যক্তিরাই পাবে; যারা মানুষের সাহায্য-সহযোগিতায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে দিবেন।"[১৭৫]

ইসলামে সমাজ হলো সহযোগিতার লীলাক্ষেত্র। মুসলমানদের সমাজের অপরিহার্য সংগী হলো সহযোগিতা। এখানে সকলে মিলে-মিশে বসবাস করে। এক জনের সুখে অন্যরা সুখী হয়। আবার কেউ বিপদে নিপতিত হলে সবাই ব্যথিত হয়। বাংলাদেশে পারস্পরিক সহযোগিতার বড় অভাব। কেউ সহযোগিতা নিতেও চায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা চেয়েও পাওয়া যায় না। অনেক সময় সহযোগিতার নামে এসে বিরাট ক্ষতি করে যায়।

ইসলামের সহযোগিতার ক্ষেত্র সর্বত্র। তবে বিশেষ করে মাযলুমের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া একান্ত কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা সালামের উত্তর দাও এবং অত্যাচারিত লোকদেরকে সাহায্য কর।"[১৭৬]

সহযোগিতার পরিবেশে যারা থাকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলাও খুব পছন্দ করেন। বিশেষত যাদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করলে তো কোন কথাই নেই। দুঃখী, অসহায়, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষকে সহায়তা দানের পুরস্কার সীমাহীন। মহানবী (স.) বলেন, "দুঃখীজনের সহায়তা করাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন।"[১৭৭] সাহায্যপ্রার্থীকে সহযোগিতা প্রদান কোন ঔচ্ছিক ব্যাপার নয়। এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্ম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা অবশ্যই দুঃখীজনের সহযোগিতা করবে।"[১৭৮]

ক্ষমা

বাংলাদেশে মানুষের যে সব মূল্যবোধে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার অন্যতম একটি হলো ক্ষমা গুণের স্বল্পতা। কেউ কাউকে ক্ষমা করতে নারাজ। বরং অপছন্দের লোকটিকে আটকে ফেলার জন্য ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। একজন আরেক জনের খারাপ আচরণটি বহুদিন, বহু বছর মনে রাখে। কিন্তু ভাল আচরণ ও উপকারের কথা সহজে এবং অতি দ্রুত ভুলে যায়। এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। ক্ষমা এক মহৎ গুণ। ক্ষমার মাধ্যমে একটি লোকের উদারতাই প্রকাশ পায়। সমঝোতা, নিস্পত্তি ও আপোষ রক্ষায় কল্যাণ নিহিত থাকে। ইসলামের অনুসারীরা যখনই যেখানে সমঝোতা ও সন্ধি করেছে ; সেখানেই তারা সফল হয়েছে এবং বিজয়ী হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি এ ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। ক্ষমা ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে মিশে আছে। ইসলামের ইতিহাস ক্ষমার ইতিহাস। ইসলামে প্রতিশোধ পরায়ণতার কোন স্থান নেই। যে সব মহৎ গুণের কথা শুনে এক সময় দুনিয়ার মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল ক্ষমা তার মধ্যে একটি। আসলে প্রতিশোধের মাধ্যমে, বন্দি করে, ধমক দিয়ে এবং শাস্তি দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। বরং ক্ষমা গুণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়া যায়। কুর'আন ও হাদীসে একটি বাক্যও এমন পাওয়া যাবে না; যাতে প্রতিশোধ নিতে বলা হয়েছে। এমন একজন নবীর কথাও কেউ বলতে পারবে না; যিনি মানুষকে অবারিত ক্ষমা করেননি। বিশেষত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ

---

[১৭৪] . من كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), হাদীস নং- ৫৮

[১৭৫] . من كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), হাদীস নং- ৩২

[১৭৬] . وردّوا السلام واغيثوا المظلوم ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড-৪, পৃ. ২৯১

[১৭৭] . ان الله يحب اغاثة اللهفان ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৬৯

[১৭৮] . وتغيثوا الملهوف ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব (الادب), বাব নং-১২

Dhaka University Institutional Repository

নবী মুহাম্মাদ (সা.) তো ক্ষমার জন্যই সমধিক পরিচিত। তিনি তার স্থায়ী শত্রুদেরও বাগে পেয়ে ক্ষমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত অসংখ্য লোক পরবর্তিতে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং এরা নিজেরাও ক্ষমার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্‌র অন্যতম একটি গুণবাচক নাম হলো غفور-ক্ষমাশীল। এ শব্দটি কুর'আনে ৯১ বার উলেখ করা হয়েছে। কুর'আন ও হাদীস থেকে ইসলামের ক্ষমা আদর্শের পক্ষে হাজারো কথা উলেখ করা যাবে। ক্ষমা করা ছোট ও নীচু মানসিকতা সম্পন্ন লোকের দ্বারা সম্ভব নয়। এটি বড় মনের মানুষের দ্বারা সম্ভব। এটি বিরাট ও দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপার। আল্লাহ্ বলেন, "অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তা তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।"[১৭৯] মানুষকে মাফ করে দিতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল।"[১৮০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তোমাদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা ক্ষমা কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।"[১৮১]

ক্ষমার পরকালিন প্রতিদান ও পুরস্কার খুবই আকর্ষণীয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ্ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।"[১৮২] আল্লাহ্ আরো বলেন, "তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করলে অথবা তা গোপনে করলে কিংবা দোষ ক্ষমা করলে তবে আল্লাহ্‌ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।"[১৮৩] মহান আল্লাহ্ আবার বলেন, "তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৮৪] ক্ষমার ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.) হলেন মহান আদর্শ। ক্ষমায় তিনি সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুলাহ্ (স.) নিজের জন্য কখনো কোন প্রতিশোধ নেননি।"[১৮৫]

কল্যাণ কামনা

কল্যাণ কামনা অর্থ ভালো চাওয়া। মুসলিম সমাজের অন্যতম একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে সবাই সবাইর কল্যাণ কামনা করবে। রাসূলুলাহ্ (স.) এর যুগটি যে জন্য সর্বকালের সেরা যুগ তার অন্যতম কারণ এই ছিল যে, তার প্রতিটি বাসিন্দা অন্য সকল বাসিন্দার জন্য কল্যাণের চেষ্টা করত, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সদুপদেশ দিত এবং বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করত। আসলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্যতম হলো অপরের কল্যাণ কামনা করা এবং হকের উপদেশ দেয়া। এটি ইসলামের মূল ভিত্তির সাথে তুলনীয়। এর অর্থ হলো: তাদেরকে সঠিক পরামর্শ প্রদান, ভুলগুলোকে ধরিয়ে দেয়া এবং সার্বিক পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। কুর'আনের সংক্ষিপ্ত সূরা আল-'আসরেও এ কথার প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[১৮৬] সর্বোপরি এ মৌলিক কাজটি না করলে ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য। আবূ রুকাইয়্যা তামীম ইবন আউস আদ্ দারিমী (রা.) বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দীন হলো কল্যাণ কামনা।"[১৮৭] এ একটি কাজ মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ পূর্ণমাত্রায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। হাদীসটি অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের ঈমান অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করার কাজটি ঈমানের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতএব ভালভাবে বুঝে-শুনে ঈমান আনলে একটি লোক কোনভাবেই আর অমানবিক হতে পারে না। পারস্পরিক কল্যাণ কামনার এ মহৎ কাজটি সালাত ও যাকাতের মত ইসলামের স্তম্ভের সাথে তুলনীয়।

---

[১৭৯]. ولمن صبر وغفر انّ ذالك لمن عزم الامور আল-কুর'আন, ৪২:৪৩

[১৮০]. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين আল-কুর'আন, ৭:১৯৯

[১৮১]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ১৬৫, ২১৯ ارحموا تُرحموا واغفروا يغفر الله

[১৮২]. وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا واصلح فاجره على الله ، انه لا يحب الظالمين আল-কুর'আন, ৪২:৪০

[১৮৩]. ان تبدوا خيرًا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا আল-কুর'আন, ৪:১৪৯

[১৮৪]. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فانّ الله غفور رحيم আল-কুর'আন, ৬৪:১৪

[১৮৫]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল (الفضائل), হাদীস নং- ৭৭ وما انتقم [رسول الله (ص)] لنفسه

[১৮৬]. والعصر ، انّ الانسان لفى خسر ، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر আল-কুর'আন, ১০২:১-৩।

[১৮৭]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ৯৫ الدين النصيحة

Dhaka University Institutional Repository

জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আল্লাহ্র রাসূলের কাছে সালাত কায়েমের, যাকাত আদায়ের এবং সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ কামনা ও সঠিক উপদেশ দেয়ার শপথ গ্রহণ করেছি।"[১৮৮]

কল্যাণ কামনাকে মাঝে-মাঝে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। যেমন রাস্তা-ঘাট হতে মানুষকে কষ্ট দেয় এমন বস্তু অপসারণের ঘটনা দিয়ে একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এবং এ কাজটিকে ঈমানের অপরিহার্য অংশ এবং সাদাকাহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (স.) একটি হাদীসে বলেছেন যে, ঈমানের সত্তরটির ওপর শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তাতে তিনি বিশেষ করে তুলনামূলক বেশী গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শাখার উল্লেখ করেছেন। যার অন্যতম একটি হলো পথিমধ্য হতে মানুষকে কষ্ট দেয় এমন সব বস্তু অপসারণ। তিনি বলেছেন, "ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই' এ কথা বলা। আর তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম ও দূরবর্তী শাখা হচ্ছে পথিমধ্য হতে কষ্টদায়ক জিনিসসমূহ দূর করা। লজ্জা ঈমানেরই একটি শাখা।"[১৮৯] আলোচ্য হাদীসের তিনটি শাখার মধ্যে মানবতার বিজয় ঘোষিত হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত শাখাগুলোই হাদীসে প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখ্য উপরোল্লিখিত হাদীসটি সিহাহ্ সিত্তার সকল গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কেবল আল্লাহ্কে এক বলে স্বীকার করার নাম ঈমান নয়, বরং পথিমধ্য হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও ঈমানের অংশ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "রাস্তা হতে তোমার (পশুর) হাড় তুলে ফেলাও তোমার জন্য সাদাকাহ্ স্বরূপ।"[১৯০] অনেক সময় দেখা যায় যে, রাস্তা-ঘাটে এমন সব জিনিস পড়ে থাকে যা মানুষকে কষ্ট দিতে পারে। এমন সব বস্তু সেখান থেকে অপসারণ করা বিরাট ধরণের কল্যাণ কামনা। কল্যাণকামী লোকেরা এসব মুহূর্তে চুপ বা নির্বিকার থাকতে পারে না। আরেকটি হাদীসে বিশ্ব জাহানের নবী (স.) বলেছেন, "তুমি অপসারণ কর। অর্থাৎ রাস্তা হতে তোমার কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা সাদাকাহ্। তুমি রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেল। এটি তোমার জন্য সাদাকাহ্।"[১৯১] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মানুষকে কিসে কষ্ট দেয় তা তুমি খেয়াল করবে এবং সরিয়ে ফেলবে।"[১৯২] বিশ্বনবী (স.) আরো বলেছেন, "তুমি মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ কর।"[১৯৩] অনেক সময় মানুষকে কষ্ট দেয় এমন বহু কিছু রাস্তায় পড়ে থাকে। যেমন-কলার ছোবড়া, সিগারেটের পরিত্যক্ত জ্বলন্ত অংশ, মৃত বা জীবিত বিষাক্ত প্রাণী, পায়খানা, মল-মূত্র, কাঁটা বা কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল, পশুর হাড় ইত্যাদি। এগুলো সরিয়ে ফেলা ঈমানের দাবী। ইসলাম শুধু চলাচলের রাস্তার কথা বলেই দায়িত্ব শেষ করেনি বরং মুসলমানদের যে কোন রকমের কষ্ট দূর করার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দয়ার নবী মুহাম্মদ (স.) একজন সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তুমি তোমার কষ্ট দেয়া থেকে মানুষকে রক্ষা কর।"[১৯৪]

ইসলাম এমন একটি বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক জীবন ব্যবস্থা যে, এখানে অধিকারগুলোকে একের সাথে অন্যটিকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামে প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের কিছু অধিকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে। কেউ দায়িত্ব ও অধিকারের বাইরে নয়। বান্দার যেমনি আল্লাহর ওপর অধিকার রয়েছে; তেমনি আল্লাহরও বান্দার ওপর অধিকার রয়েছে। শিক্ষকের যেমনি শিক্ষার্থীর ওপর অধিকার রয়েছে; তেমনি শিক্ষার্থীরও শিক্ষকের ওপর অধিকার রয়েছে। রাস্তার যেমনি মানুষের ওপর অধিকার রয়েছে; মানুষের তেমনি রাস্তার ওপর অধিকার রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসে মানুষের ওপর রাস্তার অধিকার বর্ণিত হয়েছে। যা একজনের অধিকার তা আরেক জনের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "রাস্তার অধিকার হলো তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু তুলে নেয়া।"[১৯৫] অর্থাৎ রাস্তা হতে মানুষ কষ্টদায়ক বস্তু না সরালে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

---

[১৮৮]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ৯৭, ৯৮

[১৮৯]. الايمان بضع وسبعون شعبة ، فافضلها قول: لا اله الا الله ، وادناها اماطة الاذى عن الطريق ، الحياء شعبة من الايمان
ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ৫৮

[১৯০]. رفعك العظم عن الطريق صدقة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৫৪

[১৯১]. وتميط ، اماطتك الاذى عن الطريق صدقة ، امط الاذى عن الطريق فهو لك صدقة ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম (المظالم), বাব নং- ২৪

[১৯২]. انظر ما يؤذى الناس فاعزله ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৪২

[১৯৩]. اعزل الاذى عن طريق المسلمين ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররু (البرّ), হাদীস নং- ১৩১

[১৯৪]. كفّ اذاك عن الناس ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৫০

[১৯৫]. حقّ الطريق..كفّ الاذى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস (اللباس), হাদীস নং- ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বানুভূতি

এর অন্য সমার্থক শব্দ হলো দায়িত্বজ্ঞান, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, কর্তব্যভার সম্পর্কে অনুভূতি, কর্মশীলতা, কর্মের দায়বদ্ধতা ইত্যাদি। মানুষের জীবন কতগুলো কাজের সমষ্টি। মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, তাঁরই প্রতিনিধিত্বের সুমহান দায়িত্ববোধের অনুশীলন হলো কর্তব্যপরায়ণতা। একজন মানুষের সার্বিক জীবনবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ কর্তব্যপরায়ণতা। কর্তব্যপরায়ণতার মূল অংগীকার হলো জীবনের সর্বাবস্থায় ধর্মীয় রীতি-নীতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি পরিমন্ডলে পরিবেশ ও বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করে ভূমিকা পালনের আগ্রহ, অঙ্গীকার, অনুভূতি ও চেতনা।

ইসলামে মানুষের কর্মকুশলতাকে দু'টি আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা হয়। যথা: (ক) হাক্কুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য বা ধর্মীয় কর্তব্য), (খ) হাক্কুল ইবাদ (সৃষ্টির প্রতি বা সামাজিক ও মানবিক কর্তব্য)। এ কথা প্রনিধাণযোগ্য যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করা হলে আল্লাহ্ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি বিশেষত মানুষের প্রতি মানবিক কর্তব্যে ফাঁকি দেয়া হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা না করলে অপরাধী ক্ষমা পাবে না। ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের জায়গা এতটাই ওপরে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এখানে দায়িত্বহীনতার প্রদর্শনী চলছে, কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রতিযোগিতা ও মহোৎসব চলছে এবং সর্বোপরি কর্তব্যপরায়ণতা চোখে পড়ছে না। অনেক সময় দু'একজনের কর্তব্যে অবহেলার কারণে অনেকের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের দূর্দশার জন্য সব লোক দায়ী নয়। এর জন্য প্রধানত নেতৃস্থানীয় লোকেরা দায়ী। দায়িত্বে অবহেলার কারণে যে সব ক্ষতি হয় তার কিছু উদাহরণ- একজন চিকিৎসকের সামান্য অবহেলায় রোগীর মৃত্যু, সৈনিকের অবহেলায় যুদ্ধে বিপর্যয়, শাসকের অবহেলায় দেশে অশান্তি, চালকের অবহেলায় সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি। বিখ্যাত দার্শনিক হুপার (Hooper) যথার্থই বলেন- "আমি ঘুমালাম এবং স্বপ্নে জীবনকে পেলাম সুন্দররূপে। আমি জাগলাম এবং দেখলাম জীবন আসলে দায়িত্ব ও কর্তব্যপূর্ণ।"[১৯৬] একজনের কর্তব্যে অবহেলা ও কর্তব্যে অমনোযোগিতা নানা বিপদ, ব্যর্থতা ও বিপর্যয় ডেকে আনে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে ওরা ফিরে আসে।"[১৯৭] এ দেশে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কেউ তার কাজটি ঠিক মত করছে না। অথচ সব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া এবং নিজের কর্তব্যটি ঠিক মত পালন করা মৌলিক মানবীয় গুণের অন্যতম। কেউ দায়িত্বের বাইরে নয়। যতই অধস্তন লোক হোক না কেন সবারই অল্প-বিস্তর দায়িত্ব থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) বর্ণিত হাদীসটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা একজন দায়িত্ববান ব্যক্তি। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার সংসারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। বস্তুত প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৯৮] এ দীর্ঘ হাদীসে কর্তব্যপরায়ণতার ক্ষেত্র স্পষ্ট করে বলা হল শাসক, স্বামী, স্ত্রী, দাস প্রত্যেকেরই দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং জবাবদিহিতা রয়েছে। আরেকটি ছোট হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আল্লাহ্ প্রতিটি দায়িত্বশীলকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।"[১৯৯] একজন মুসলমানের দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। তাকে মুসলিম ও মানুষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাকে একাধারে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়ঃ আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বয়োজ্যেষ্ঠ-বয়োকনিষ্ঠ, গরীব, দুঃখী, অসহায়, মাযলুম, অসুস্থ, দেশ, সমাজ, পরিবার ইত্যাদি।

---

[১৯৬] . I Slept and dreamed that life was beauty. I woke, and found that life was duty. মো: আলী এরশাদ হোসেন আজাদ, "কর্তব্যপরায়ণতা" দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারী, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ২৩

[১৯৭] . ظهر الفساد فى البرّ والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون আল-কুর'আন, ৩০:৪১

[১৯৮] . الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالامام/الامير الذى على الناس راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع على اهل بيته ومسئول عن رعيته ، والمراة راعية على بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع فى مال سيّده ومسئول عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ২০

[১৯৯] . انّ الله سائل كل راع عما استرعاه ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের বাস্তবতায় বলা যায় কর্তব্যপরায়ণতা একটি আমানত এবং মনুষ্যত্বের প্রতীক। তবে যে যত বড় তার দায়িত্বও তত বড়। তাকে পরকালে প্রশ্নের সম্মুখীনও হতে হবে তুলনামূলক বেশি করে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, কোন দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দিয়েও নেতা বনে যায়। অথচ ইসলামের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দেখেই নেতা বানানো হয়। অর্থাৎ আগে কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেই কেবল তাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাই বলেন, "নেতা তো সে ব্যক্তিই হতে পারে যে মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল।"[২০০] ইসলামে দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রেও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। অর্থাৎ দায়িত্ব বা পদের প্রতি লালায়িত হওয়া যাবে না। বরং যে ব্যক্তি দায়িত্বের ব্যাপারে সামান্যতম আগ্রহ প্রকাশ করবে সে উক্ত দায়িত্বের অনুপযুক্ত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আমার কাছে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে খিয়ানতকারী ব্যক্তি সে; যে ক্ষমতা চেয়ে নেয়।"[২০১] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা পদের প্রার্থী হয়ো না। কেননা যদি চাওয়ার মাধ্যমে তোমাকে তা দেয়া হয় তাহলে তোমার ওপরই সকল দায়-দায়িত্ব বর্তাবে। আর যদি চাওয়া ব্যতিরেকে তোমাকে তা দেয়া হয় তাহলে তোমাকে এ ব্যাপারে (গায়িবী) সাহায্য দেয়া হবে।"[২০২]

দায়িত্বশীলকে অধীনস্থদের প্রতি দয়া ও কোমল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন। বিশেষত শাসকদেরকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) আমার এ ঘরে বসেই নিম্নোক্ত দু'আ করেছিলেনঃ হে আল্লাহ্! যাকে আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়, অতপর সে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করে তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কর। পক্ষান্তরে কাউকে আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তাহলে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ কর।"[২০৩]

দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব ব্যাপক। ইসলামে দায়িত্বহীনতার পরিণতি ভয়াবহ। কেউ দায়িত্বে থাকবে আর অধীনস্থরা সুযোগ বঞ্চিত হবে এ ধরণের অবস্থা ইসলাম অনুমোদন করে না। আবূ মারইয়াম আল-আযদী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়াকে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছিঃ "যাকে আল্লাহ্ মুসলমানদের কোন কাজের শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্র দূরীকরণে এতটুকুন ভ্রুক্ষেপ না করে, আল্লাহ্ও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্র মোচনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এ কথা শুনে মু'আবিয়া (রা.) জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পরিপূরণ করার জন্য একজনকে নিয়োগ করেন।"[২০৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "আল্লাহ্ যখন কাউকে তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাকে যদি এর বিপরীত পান, তাহলে তাকে উপুড় করে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[২০৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবার বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক হলো সে; যে (প্রজাদের উপর) দমন-পীড়ন চালায়।"[২০৬] দায়িত্বশীলতার বড় নযীর স্থাপন করেছেন সাহাবীগণ। বিশেষত এ প্রেক্ষাপটে ইসলামের খলীফাদের কথা সবকালে ও যুগে স্মরণ করতেই হবে। ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়ে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল পরবর্তীদের জন্য মহান এক আদর্শ।

সততা

বাংলাদেশে কারো হারিয়ে যাওয়া কোন দ্রব্য ফিরিয়ে দিলে তা পত্রিকার অবাক করা খবর হয়। কিন্তু মুসলমানদের জীবন যাত্রা এমন হওয়া উচিৎ ছিল যে, দ্রব্যটি ফিরিয়ে না দিলে পত্রিকার খবরে তা প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। সর্বোপরি চতুর্দিকে সততা কোন পর্যায়ে রয়েছে তার একটি চিত্র এখানে ফুঁটে ওঠল। কল্যাণ ও পূণ্যের উপর টিকে

---

২০০. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ২০

২০১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৩৯৩-৪১১

২০২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ১৩

২০৩. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ১৯

২০৪. من ولاه الله شيئا من امور المسلمين ، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره ، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৩৯

২০৫. فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم *রিয়াদুস সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৮৩, পৃ.- ২৭৯

২০৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারত (الامارة), হাদীস নং- ২৩ ان شر الرعاء الحطمة

Dhaka University Institutional Repository

থাকা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। অনেকগুলো ব্যাপার মানুষকে কল্যাণ ও পুণ্যের উপর টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এদের অন্যতম হলো সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা। টাকা দিয়ে, শক্তি দিয়ে এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে হিদায়াত ও কল্যাণের ওপর টিকে থাকা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "সত্য / সততা মানুষকে সদাচারের দিকে নিয়ে যায়।"[২০৭] সত্যের স্বভাবই হলো এই যে, তা পুণ্যের পথে পরিচালিত করে। আর সত্য ও পূণ্য উভয়েরই শেষ ঠিকানা হলো জান্নাত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "সত্যকে আকড়ে ধরা তোমাদের কর্তব্য। নিশ্চয় তা কল্যাণের সাথে থাকে। আর দু'টোরই পরিণাম হলো জান্নাত।"[২০৮]

সত্য হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার। অন্যভাবে বলা যায়, সত্যের চেয়ে বেশী সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। কবি-সাহিত্যিকদের ভাষায়ও ব্যাপারটি ফুঁটে উঠেছে। ইংরেজী ভাষার অন্যতম কবি কীট্স্ (Keats) এর কাছে সত্য ও সুন্দর অভিন্ন। তিনি বলেন, "Truth is beauty and beauty is truth."[২০৯] অর্থাৎ তিনি সত্য ও সুন্দরকে আলাদা করে দেখেননি। ইসলামের আর্বিভাবই হয়েছে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আর মিথ্যার অপসারণের জন্য। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "বল, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে;' মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।"[২১০] ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্য প্রতিষ্ঠা করা। তাকে তাঁর শত্রু-মিত্র সবাই মিলেই উপাধি দিয়েছিল 'আল-আমীন' অর্থাৎ বিশ্বস্ত বা বিশ্বাসী।

মিথ্যার মাধ্যমে সাময়িক কোন সুবিধা পাওয়া গেলেও সত্যিকারের মানসিক শান্তি এতে নেই। সকল শান্তি সত্যের মধ্যে যা সর্বদা প্রকাশ্যে দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যা সন্দেহের সৃষ্টি করে তা ত্যাগ করে সে দিকে ধাবিত হও যা সন্দেহ সৃষ্টি করে না। সত্যবাদিতা হলো প্রশান্তি আর মিথ্যা হলো সন্দেহ (অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা)।"[২১১] রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য 'আল-আমীন' উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, মিথ্যার আশ্রয় নেননি। সত্য ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। রাসূলের এ গুণটির কথা তাঁর শত্রুরাও অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে। আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, তিনি (নবী স.) তোমাদের কি হুকুম করেন? আবূ সুফিয়ান বলেন, "তিনি আমাদের নামায, সত্যবাদিতা, পবিত্র জীবন যাপন (নিষ্কলুষতা) এবং আত্মীয়তার সর্ম্পক অটুট রাখার নির্দেশ দেন।"[২১২] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "সবচেয়ে সত্য কথাটি আমার সবচেয়ে প্রিয় কথা।"[২১৩]

ইসলামের সোনালী যুগে মহানবী (স.) এবং তাঁর সংগীগণ সত্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হাদীস থেকে জানা যায়, এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, তখনকার মুসলিমগণ নিশ্চিত মৃত্যুদন্ড হবে এমন অপরাধের কথাও অকপটে নিজে থেকে স্বীকার করতেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতো না। নিজে থেকেই বিবেকের তাড়নায় সত্য বলে দিতেন। তাদের কাছে সত্য বলার গুরুত্ব এত অধিক ছিল। ইসলামে সত্যবাদী লোকদের খুব মর্যাদা। বিশেষতঃ ব্যবসার মত পিচ্ছিল পেশায় যারা সততা ধারণ করতে পারে; তাদেরকে নবীদের সংগী বলে উলেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীরা নবীদের সাথে থাকবে।"[২১৪]

ইসলামে সত্যের গুরুত্ব সর্বাগ্রে। পুরো ইসলামী জীবনাদর্শ সত্যের উপর টিকে আছে। ইসলামে মিথ্যাকে লেশমাত্র প্রশ্রয় দেয়ার সুযোগ নেই। কোন অজুহাতে মিথ্যা বলার কোন রকম ফাঁক-ফোঁকর ইসলামে নেই। কুর'আন ও হাদীসে সত্যের পক্ষ নেয়ার জন্য এবং মিথ্যা বর্জন করার জন্য যত আহবান জানানো হয়েছে তা আর কোনটির জন্য করা হয়নি। নিম্নে গুটিকয়েক উল্লেখ করা হলোঃ আল-কুর'আনের দ্বিতীয় সূরা বাকারায় নামায ও যাকাতের পূর্বেই সত্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন

---

[২০৭] . الصدق يهدى الى البر ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কালাম (الكلام), হাদীস নং- ১৬

[২০৮] . عليكم بالصدق فانه مع البرّ وهما فى الجنة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৩, ৫

[২০৯] . এ. এফ. মোঃ এনামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২২

[২১০] . وقل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا আল-কুর'আন, ১৭ঃ৮১

[২১১] . دع ما يريبك الى مالا يريبك ، فانّ الصدق اطمانينة ، وانّ الكذب ريبة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ২০০

[২১২] . يامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, বাবু কাইফা কানা বাদয়ুল ওহী, হাদীস নং- ৬

[২১৩]. احبّ الحديث الىّ اصدقه ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ওয়াকালা (وكالة), বাব নং- ৭

[২১৪] . التاجر الصدوق الامين مع النبيين ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তিজারাত (التجارة), বাব নং- ১

Dhaka University Institutional Repository

করো না। তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু' করে তাদের সাথে রুকু' কর।"[২১৫] একজন সাহাবীকে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "অবশ্য তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং সত্য কথা বলবে।"[২১৬]

কুর'আন ও হাদীসে সংগী হিসেবে সত্যবাদীদের গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। কেননা সত্য-মিথ্যা বলার ব্যাপারে সংগীর ভূমিকা অনেক বড়। আল্লাহ্ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও।"[২১৭] সত্যতার যেমনি পার্থিব পুরস্কার রয়েছে তেমনি পরকালিন পরস্কারও রয়েছে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ বলবেন, 'এ সে দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এটি মহাসফলতা।"[২১৮] আল-কুর'আনে আরো বলা হয়েছে, "অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী- এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"[২১৯]

সত্যের অতি গুরুত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এটিকে দু'আর অংশ বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই মহান আল্লাহ্র কাছে নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতেন, "আমি তোমার কাছে একটি প্রশান্ত মন এবং একটি সত্যভাষী জিহ্বা চাই।"[২২০] সত্যের পুরোটাই উপকার বয়ে আনে। এর কোন খারাপ দিক নেই। এর অনেক উপকার। এর সেরা একটি উপকার এই যে, সত্যবাদিরা বাস্তবধর্মী ও জীবনধর্মী স্বপ্ন দেখে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "সবচেয়ে বেশি সত্য স্বপ্ন দেখে সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় সৎ। তোমাদের মধ্যে সত্য স্বপ্ন সে বেশি দেখে যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় সৎ।"[২২১] এ জন্য দেখা যায়, মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা বলা ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার কারণে অধিকাংশ লোকের অধিকাংশ স্বপ্ন অবাস্তব ও মিথ্যা হয়ে থাকে। আবার সত্যের ধারকদের স্বপ্নও সত্যই হয়ে থাকে।

সত্যের পক্ষ নেয়া, যে কোন মূল্যে সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করার আকাংখা ও মানসিকতা মানুষের মধ্য হতে হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের চরিত্র থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ও ন্যায়ের পক্ষ নেয়ার মূল্যবোধ ও চেতনাও দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখন সব কিছু হজম করছে। সর্বক্ষেত্রে জীবন বাঁচানো ফরয বলে চালিয়ে দেয়া হয়। আমাদের চরিত্রের মত পূর্ববর্তীদের চরিত্র হলে জগতে সত্য-মিথ্যার কোন দ্বন্দ্বও হতো না, কারবালার মত বিয়োগান্ত ঘটনাও ঘটত না। অথচ ইসলামের নবী (স.) বলেন, "যালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলাই বড় জিহাদ।"[২২২] সমাজে অন্যায়ের প্রতিবাদকারীর সংখ্যা কমে গেলে যা হবার বাংলাদেশে তা-ই হয়েছে। অন্যায়কারীরা অতিমাত্রায় অন্যায় বাড়িয়ে দিয়েছে এবং প্রশ্রয় পেয়েছে।

সত্য এবং মিথ্যা দু'টি এক জিনিস নয়। দু'টির পথ চলা, চরিত্র, প্রভাব, ফলাফল সম্পূর্ণ আলাদা। নিম্নোক্ত হাদীসে তা-ই বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা সত্যকে আকড়ে ধর। সততা পূণ্য ও কল্যাণের পথ দেখায়।

---

[২১৫] . ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وانتم تعلمون ، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين আল-কুর'আন, ২:৪২, ৪৩

[২১৬] . انك لتصل الرحم وتصدق الحديث ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ২৫২

[২১৭] . يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين আল-কুর'আন, ৯:১১৯

[২১৮] . قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ، لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذالك الفوز العظيم আল-কুর'আন, ৫:১১৯

[২১৯] . انّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدّقين والمتصدّقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات ، اعدّ الله لهم مغفرةً واجرًا عظيمًا আল-কুর'আন, ৩৩:৩৫

[২২০] . واسئلك قلبا سليما ولسانا صادقا ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবু বাদয়িল ওহী (بدؤ الوحى), বাব নং- ৬

[২২১] . اصدق الناس رؤيا اصدقهم حديثا واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রু'ইয়া (الرؤيا), বাব নং- ৬

[২২২] . افضل (الفضل) الجهاد...كلمة حقّ عند سلطان جائر ইমাম নাসায়ী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বাই'আত, বাব নং- ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

আর পূণ্য ও কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহ্‌র নিকট সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) হিসেবে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার দোযখের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিহিত হয়।"[২২৩]

মিথ্যার বহুমূখী ক্ষতির কারণে বিভিন্নভাবে ইসলাম তা বর্জনের ডাক দিয়েছে। কুর'আনের কোন কোন স্থানে এটিকে ধারাবাহিকভাবে মূর্তিপূজার পরপরই উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে মিথ্যার ক্ষতি ও ধ্বংসের পরিধি ও মাত্রা কোন অংশেই মূর্তিপূজার চেয়ে কম নয়। আল্লাহ্‌ বলেন, "সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে।"[২২৪] মিথ্যার পক্ষে যত বিনিয়োগই করা হোক না কেন বা যত শক্তিশালী গোষ্ঠীই তাতে পৃষ্ঠপোষকতা দিক না কেন তা কখনো টিকেনি ভবিষ্যতেও টিকবে না। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য এসেছে সত্য। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "এবং বল, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।"[২২৫] মিথ্যা হলো কাফিরসহ ইসলামের বিভিন্ন ধরণের প্রতিপক্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্‌ কাফির প্রসংগে বলেন, "এ রূপে তারা অবশ্যই যুলম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।"[২২৬] মিথ্যা যে কারণেই বলা হোক না কেন তা কখনো বৈধতা পেতে পারে না। অনেকে মানুষকে হাসানোর জন্য অবলীলায় মিথ্যা বলে যায়। ইসলামে তাদেরকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেন, "সে ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে।"[২২৭]

মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কখনোই শুভ হয় না। এ জন্যই কুর'আনের অসংখ্য স্থানে বলা হয়েছে, "সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।"[২২৮] মিথ্যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতির ঘৃণিত বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এটি মুনাফিকের লক্ষণ। পরকালে মুনাফিকের পরিনাম হবে সবচেয়ে ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেন, "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি ভংগ করে এবং আমানতের খিয়ানত করে।"[২২৯] মিথ্যার পরিণাম ভয়াবহ। বিশেষত পরকালিন জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। মহানবী (স.) এ প্রসংগে অনেক কথা বলেছেন। যেমনঃ "তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা তা পাপাচারের সাথে অবস্থান করে। মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর দু'টিই (মিথ্যা ও পাপ) জাহান্নামে যাবে।"[২৩০] "জেনে রেখো! মিথ্যা ও পাপাচারের ঠিকানা আগুন (জাহান্নাম)।"[২৩১]

বর্তমান সময়টা এমন যাচ্ছে যে, দিনের পর দিন ভাল, সৎ, নীতিনিষ্ঠ লোকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক সংবাদ। ইসলামে সততার মূল্য সবার ওপর। ইসলাম সকল ব্যাপারে সততাকে বেছে নিতে বলেছে। এমন কি বিয়েতে বর-কনে পছন্দেও সততাকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেছেন, "তোমরা সৎ পুরুষ ও নারীদের বিয়ে কর।"[২৩২] সৎ ও ভাল মানুষ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় সম্পদ। রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এ প্রসংগে বলেন, "সৎ নারী জগতের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ।"[২৩৩] মহানবী (স.) আরো বলেছেন, "সৎ নারীর চেয়ে উত্তম কোন সম্পদ আর নেই।"[২৩৪] অসৎ ব্যক্তিদের হাতে দুনিয়ার সকল সম্পদ এনে দিলেও আসল সুখ ও শান্তি

---

[২২৩] . عليكم بالصدق ، فان الصدق يهدى الى البرّ ، وانّ البرّ يهدى الى الجنة وانّ الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وانّ الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار وانّ الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذّابا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিয়র (البرّ), হাদীস নং- ১০২, ১০৩, ১০৫

[২২৪] . فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور আল-কুর'আন, ২২:৩০

[২২৫] . وقل جاء الحقّ وزهق الباطل ، انّ الباطل كان زهوقا আল-কুর'আন, ১৭:৮১

[২২৬] . فقد جاءو ظلما و زورا আল-কুর'আন, ২৫:৪

[২২৭] . ويل للذى يُحَدِّثُ بالحديث ليضحك ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যুহদ (الزهد), বাব নং- ১০

[২২৮] . فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين আল-কুর'আন, ৩:১৩৭, ৬:১১, ১৬:৩৬

[২২৯] . اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১০৮।

[২৩০] . اياكم والكذب فانه مع الفجور ، فانه يهدى الى الفجور وهما فى النار ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৩, ৫, ৭, ৮

[২৩১] . الا ان الكذب والفجور فى النار ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৯

[২৩২] . انكحوا الصالحين والصالحات ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ্‌ (النكاح), বাব নং- ১

[২৩৩] . خير متاع الدنيا المراة الصالحة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিদা' (الرضاع), হাদীস নং- ৬৪

[২৩৪] . ليس من متاع الدنيا شىء افضل من المراة الصالحة ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ, বাব নং- ৫

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যাবে না। বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সৎ লোকের অভাব। দুর্নীতিতে বার বার আমাদের শীর্ষস্থান ধরে রাখাই প্রমাণ করে যে, জনগণের সততার মান সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। বস্তুত: প্রতিযোগিতা করা উচিৎ সৎ কাজে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাও।"[২৩৫]

সাম্য-মৈত্রী

আমাদের সমাজে ভেদাভেদ, বৈষম্য জেঁকে বসেছে। বিভিন্নভাবে লোকজনের মধ্যে বিভক্তি করা হচ্ছে। মানুষকে মানুষ ছাড়া আর সকল ভাবে দেখা হচ্ছে। অঞ্চল ভিত্তিতে, রঙের ভিত্তিতে, বংশের ভিত্তিতে, মর্যাদার ভিত্তিতে, পেশার ভিত্তিতে, অবস্থানের ভিত্তিতে এবং গোত্রের ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়ণ করা হয়। বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্য অন্য সকলের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয় না। এসব ইসলামের শিক্ষার সাথে মারাত্মকভাবে সাংঘর্ষিক। ইসলামের শিক্ষা হলো এই যে, বংশ-বর্ণ-ভাষা এবং দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একটি সমাজে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, বংশ বা জাতি কোন বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না। অন্যের মুকাবিলায় কারো মর্যাদা খাটো হতে পারে না। ইসলামের সাম্যের ভিত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সে-ই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।"[২৩৬] 'হে মানুষ!' বলে সম্বোধন করে ইসলাম তার সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে হে মু'মিনগণ! বা হে আরবের লোকেরা! বা হে সাদা চামড়ার লোকেরা! বা এ ধরণের কিছু বলা হলে ইসলামের সাম্য-ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারত। মহানবী (স.)-এর নিম্নোক্ত উক্তি এ মূলনীতিকে আরো স্পষ্ট করেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের চেহারা এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে তাকান।"[২৩৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "মুসলমান ভাই ভাই। কারো ওপর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই কিন্তু তাকওয়ার ভিত্তিতে।"[২৩৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর 'আরাফাতের ময়দানের ভাষণেও একই প্রতিধ্বনি করেছেন, "হে মানব জাতি! শোন, তোমাদের রব এক। অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোন মর্যাদা নেই। লালের ওপর কালোর এবং কালোর ওপর লালেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। হাঁ, অবশ্য তাকওয়ার বিচারে।"[২৩৯] সাম্যের ব্যাপারে এমন বলিষ্ঠ উচ্চারণ পৃথিবীর আর কোন ব্যক্তি করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর জীবন দিয়ে এ কথার প্রমাণ রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবার বলেছেন, "যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত সালাত আদায় করে এবং আমাদের যবাই করা জন্তু খায়; সে মুসলিম। মুসলিমের যে অধিকার, তারও সে অধিকার, মুসলিমের যে কর্তব্য, তারও সে কর্তব্য।"[২৪০] আল্লাহ্র রাসূল (স.) আরো বলেছেন, "সকল মু'মিনের রক্তের মর্যাদা সমান, অন্যের মুকাবিলায় তারা সবাই এক। তাদের একজন সামান্যতম ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিতে পারে।"[২৪১]

ইসলামে বর্ণবাদের কোন স্থান নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আমি লাল ও কালো (সকলের) কাছে প্রেরিত হয়েছি।"[২৪২] অন্যান্য মতাদর্শে এসব পাওয়া যায়। মুসলমানদের সালাতের জামা'আত হলো সাম্যের উজ্জ্বল

---

২৩৫. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইকামত (الاقامة), বাব নং- ৭৮ بادروا بالاعمال الصالحة

২৩৬. আল-কুর'আন, ৪৯:১৩ يايّها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ، انّ اكرمكم عند الله اتقاكم

২৩৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র (البرّ), হাদীস নং- ৩৩/ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৮৫, ৫৩৯ ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم

২৩৮. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, তিবরানীর উদ্ধৃতিতে, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২১৭ لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى. المسلمون اخوة ،

২৩৯. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৪১১ يا ايّها الناس! الا انّ ربّكم واحد ، لا فضل لعربى على عجمى ، ولا عجمى على عربى ، ولا لاسود على احمر ، ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى

২৪০. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত (الصلاة), বাব নং- ২৮ من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم ، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم

২৪১. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, কিতাবুস্ দিয়াত (الديات), বাব নং- ১১ المؤمنون تتكافا دمائهم وهم يدٌ على من سواهم ، ويسعى بذمّتهم ادناهم

২৪২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ (المساجد), হাদীস নং- ৩ بُعثتُ الى الاحمر والاسود

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ। এখানে যে কোন শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে অবস্থান নিয়ে সালাত আদায় করতে পারে। এমনিভাবে হজ্জ, কুরবানীসহ সকল বিধানে সাম্যের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কালো রঙের লোক ছিলেন। ইসলামের প্রথম শহীদ কালো রঙের মানুষ ছিলেন। সাম্যের নবী মুহাম্মদ (স.) একজন সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "তোমার লাল এবং কালো হওয়াতে কোন কল্যাণ নেই।"[২৪৩]

অনেকে বংশ-গরিমা ও অহমিকা করে থাকে। বংশ-অহমিকা যে অসার ও ভিত্তিহীন সে কথা আলী (রা.) বলেছেন এভাবে, "আকার-আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের পিতা আদম এবং মা হাওয়া। মায়েরা ধারণের পাত্রস্বরূপ, আর পিতারা বংশের জন্য। সুতরাং মানুষের গর্ব ও অহংকারের যদি কিছু থেকে থাকে তাহলো কাদা ও পানি।" [২৪৪]

কুর'আন ও হাদীসের বর্ণনারীতির মধ্যেও ইসলামের সাম্য ব্যবস্থার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে। কুর'আনের শুরুর দিকেই বলা হয়েছে, "রামাদান মাস, এতে মানুষের দিশারী কুর'আন নাযিল করা হয়েছে।"[২৪৫] এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কুর'আনকে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা গোত্রের জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্য পাঠানো হয়েছে। মূলত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটিয়েছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। এমনিভাবে কুর'আন থেকে অসংখ্য নযীর পেশ করা যাবে। যাতে দেখা যাবে যে, সাম্যবিরোধী কোন কথা এতে পাত্তা পায়নি। ইসলামের আগমন ঘটেছে সকল প্রকার ভেদাভেদ, সংকীর্ণতা ও বিভক্তি দূর করে সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য।

মহানবী ও বিশ্বনবী (স.)-এর বিভিন্ন বাণীতেও ইসলামের সাম্যের জয়গান রয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছি।"[২৪৬] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আগমনের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[২৪৭] ইসলামের সাম্যনীতি এত বেশী শক্তিশালী ও প্রসারিত যে, এ বাণীর মাধ্যমে কোন অমুসলিম, পশু-পাখি, অনারবকেও বাদ দেয়া হয়নি। তিনি ছিলেন সকলের নবী। হযরত মুহাম্মাদ (স.) ব্যতীত সকল নবী-রাসূল (আ.)-কে নির্দিষ্ট জাতি বা অঞ্চলের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে পাঠানো হয়েছে সমগ্র বিশ্ব, মানবতা ও সৃষ্টিকূলের জন্য। এতে ইসলামের সার্বজনীনতা আরো বেশী করে প্রকাশিত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[২৪৮]

আমানত

বাংলাদেশে এখন আমানতের খিয়ানত করার মহোৎসব চলছে। মনে হয় যেন, খিয়ানতের প্রতিযোগিতা চলছে। ছোট থেকে বড় সর্বত্র একই চিত্র। তবে বড়দের মধ্যে যেন এর মাত্রাটা একটু বেশিই। আমানত রক্ষা করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অংশ। اَمَانَةٌ 'আমানত' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ- অবিকল ও নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়া, বিশ্বাস রক্ষা করা ইত্যাদি। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দগুলো হলো- Deposit, credit, trust property. অন্যদিকে خِيَانَةٌ 'খিয়ানত' শব্দটির অর্থ হলো- প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিশ্বাস ভংগ করা। খিয়ানতের কথা অভিধানে নিম্নরূপ লেখা হয়েছে, treacherous arrogation of money or other property placed under one's custody; misappropriation, embwzzlement of cash; breach of trust.[২৪৯] ইসলামে আমানত রক্ষার গুরুত্ব খুব বেশি। কোন অবস্থায়ই খিয়ানত করা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মক্কা ত্যাগের

---

[২৪৩] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৫৮

[২৪৪] . الناس من جهة التمثال اكفاء * ابوهم ادم والام حواء

وانما امهات الناس اوعية * مستودعات وللاحساب اباء

فان يكن لهم من اصلهم شرف* يفاخرون به فالطين والماء

দীওয়ান-ই-আলী (রা.), ঢাকাঃ র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০০, ১/২৯

[২৪৫] . شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس আল-কুর'আন, ২ঃ১৮৫।

[২৪৬] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তায়াম্মুম (التيمم), বাব নং- ১

[২৪৭] . وما ارسلناك الا رحمة للعالمين আল-কুর'আন, ২১ঃ১০৭

[২৪৮] . وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون আল-কুর'আন, ৩৪ঃ২৮

[২৪৯] . *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, Dhaka: Bangla Academy, Dhaka, ১৯৯৪, p. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সময়ও জনগণের আমানত ফিরিয়ে দেয়ার কথা ভুলে যাননি। এ জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন আলী (রা.)-কে। যিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের আমানত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর গৃহে অবস্থান করেছেন। এ কথা মনে করা ঠিক নয় যে, বৈষয়িক সম্পদই শুধু আমানত। বরং গোপন কথা আমানত, অন্যের ইজ্জত রক্ষা করা আমানত, দায়-দায়িত্ব আমানত, রাষ্ট্রের সব কিছু কর্তৃপক্ষের কাছে আমানত, সুবিচার করা আমানত, সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করা ও বাস্তবায়ন করা আমানত, সন্তানকে মানুষ হিসেবে তৈরী করা আমানত, জ্ঞান একটি আমানত, তা রক্ষা করা ও প্রচার করা হলো যথাযথ আমানত রক্ষা, শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীরা আমানত। তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান না করলে শিক্ষক খিয়ানত করল। আমানত একটি ব্যাপক শব্দ। আমানত রক্ষার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়ে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[২৫০] উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, সুবিচার করা বিচারকদের কাছে বিরাট আমানত। অতএব মানুষ সুবিচার না পেলে বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরকালে ধরা হবে। আল্লাহ্ আরো বলেন, "সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয়।"[২৫১] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তখন তোমরা তা যথাযথভাবে আদায় কর।"[২৫২] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবার বলেন, "তোমাদের কাছে যখন আমানত রাখা হয় তখন তা আদায় কর।"[২৫৩] আল্লাহ্র রাসূল (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে সালাত ও আমানত আদায়ের নির্দেশ করেছেন।"[২৫৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) অন্যত্র বলেছেন, "তোমার কাছে যে আমানত রেখেছে; তাকেই তুমি আমানত ফিরিয়ে দাও।"[২৫৫]

আমানতের সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক। আমানত রক্ষার ওপর মানুষের ঈমানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সফল ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনাকালে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, ...যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[২৫৬] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যার আমানত নেই তার ঈমান নেই। আর যার মাঝে ওয়াদা পালন নেই তার দীন নেই।"[২৫৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর এ কথার অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার অধিকার আদায়ের পরোয়া করে না, তার ঈমানের সবলতা ও দৃঢ়তা নেই; তার ঈমান দুর্বল। যে ব্যক্তি কথা দিয়ে কথা রাখে না এবং ওয়াদা করে তা পালন করে না সে তাকওয়ার নি'আমত থেকে বঞ্চিত। যার অন্তরে ঈমান মজবুত ভাবে শিকড় গেড়েছে সে সকলের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান। সে কারো হক আত্মসাৎ করতে পারে না। যার অন্তরে দ্বীনদারি আছে সে সংকটাপন্ন অবস্থায়ও ওয়াদা পালন করে থাকে। নামাযীদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা আমানত রক্ষা করে চলে। নামাযীদের গুণ বর্ণনাকালে আল্লাহ্ বলেন, "যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[২৫৮]

আমানত রক্ষার পাশাপাশি খিয়ানতের ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসে অসংখ্য বার নিষেধ করা হয়েছে এবং সাবধান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তাদেরকে খিয়ানত না করতে এবং আগামীকালের জন্য গুদামজাত না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"[২৫৯] খিয়ানত হলো মুসলিম বিশ্বাসের ওপর চরম আঘাত। কোন মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে না এবং মিথ্যা বলতে পারে না।"[২৬০] খিয়ানত একটি কবীরা গুনাহ। খিয়ানতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে

---

[২৫০] ان الله يامركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها ، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل . আল-কুর'আন, ৪:৫৮

[২৫১] فليؤدّ الذى اؤتمن امانته . আল-কুর'আন, ২:২৮৩

[২৫২] وائتمنوا فادّوا . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৭০

[২৫৩] وادّوا اذا ائتمنتم . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩২৩

[২৫৪] انه امركم بالصلاة ...واداء الامانة . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ্ শাহাদাত (الشهادة), বাব নং- ২৮

[২৫৫] اد الامانة الى من ائتمنك . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ (البيوع), বাব নং- ৩৮

[২৫৬] قد افلح المؤمنون...والذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون . আল-কুর'আন, ২৩:১, ৮

[২৫৭] لا ايمان لمن لا امانة له ، لا دين لمن لا عهد له . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ১৩৫

[২৫৮] والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون . আল-কুর'আন, ৭০:৩২

[২৫৯] وامروا ان لا يخونوا ولا يدّخروا لغد . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ৫

[২৬০] المسلم اخو المسلم ، لا يخونه ولا يكذبه . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), বাব নং- ১৮

Dhaka University Institutional Repository

মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সর্ম্পকেও বিশ্বাস ভংগ করো না।"[২৬১]

খিয়ানতকারী যেমনি আল্লাহ্র কাছে নিন্দিত, তেমনি যে ব্যক্তিদের সাথে খিয়ানত করা হয় তাদের কাছেও নিন্দিত, এমন কি যারা এ খিয়ানতের কথা শুনতে পায় তাদের কাছেও সে নিন্দিত ও ঘৃণিত। কখনো কখনো সে নিজের কাছেও ঘৃণিত। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যারা নিজেদের সাথে খিয়ানত করে তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খিয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।"[২৬২] এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, দুর্নীতি এক ধরণের খিয়ানত। কারণ অন্যের কিছু আত্মসাতই দুর্নীতি। মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন, "আল্লাহ্ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।"[২৬৩] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।"[২৬৪] খিয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র কখনো সফল হয় না। তাদেরকে আল্লাহ্ সরল পথও প্রদর্শন করেন না। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।"[২৬৫] খিয়ানত এমন একটি অন্যায় যে, খিয়ানতকারী আর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি থাকে না। সে সকলের কাছে অবিশ্বস্ত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সে জন্য তাকে সাক্ষ্যের মত জায়গায়ও নেয়া হয় না। অর্থাৎ খিয়ানতকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে বলেছেন, "পুরুষ-মহিলা কোন খিয়ানতকারীর সাক্ষ্য বৈধ হবে না।"[২৬৬]

ইসলামের মানবিক দিকটি এত বেশি প্রসারিত ও উদার যে, এখানে খিয়ানতকারীর সাথেও খিয়ানত করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে তুমি তার আমানত ফিরিয়ে দাও। কেউ তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করলে তুমি তা করো না।"[২৬৭] বিশ্বাস ভঙ্গকারীর সাথে প্রতিশোধ হিসেবে বিশ্বাস ভঙ্গ করা হলে সমাজ থেকে অমানবিকতা হ্রাস পাবে না। বরং অন্যায়টি সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে রয়ে যাবে। ইসলামের উদ্দেশ্য এমনটি নয়। ইসলাম চায় অন্যায়ের অপসারণ ও অবসান। অন্যায়কারীর ধ্বংস ইসলাম চায় না। আমানতের খিয়ানত করা কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যখন আমানত ধ্বংস করা হবে তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা কর।"[২৬৮] আমানতের খিয়ানত শুরু হলে আর দুনিয়া টিকে থাকতে পারে না। খিয়ানত হলো একটি চূড়ান্ত অন্যায়। খিয়ানত আর কিয়ামতের মাঝখানে আর কিছু হতে পারে না। খিয়ানতের সাথে নিফাকির গভীর সর্ম্পক। কেউ আমানতের খিয়ানত করলে বুঝতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভংগ করে এবং আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।"[২৬৯] খিয়ানতের ছোবল মারাত্মক। এ জন্য বিশ্বনবী (স.) এ ক্ষতিকর অভ্যাসটি হতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইতেন। তিনি বলতেন, "আমি তোমার কাছে খিয়ানত হতে আশ্রয় চাই।"[২৭০]

খিয়ানতের আরেকটি খারাপ দিক এই যে, খিয়ানতকারীর কাছ থেকে ধীরে ধীরে মহান আল্লাহ্ সরে পড়েন এবং তদস্থলে শয়তান জায়গা করে নেয়। হাদীসে বর্ণিত আছে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "দু'জন অংশীদার যতক্ষন পর্যন্ত পরস্পরের স্বার্থ খিয়ানত না করে, ততক্ষন পর্যন্ত আমি তাদের সাথে তৃতীয় অংশীদার থাকি। যখন তারা পরস্পরের স্বার্থ খিয়ানত করে তখন আমি সরে দাঁড়াই। (অন্য এক বর্ণনায় আছে) তখন শয়তান এসে হাযির হয়।"[২৭১]

---

[২৬১] . يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون আল-কুর'আন, ৮:২৭

[২৬২] . ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ، انّ الله لا يحبّ من كان خوّانا اثيما আল-কুর'আন, ৪:১০৭

[২৬৩] . انّ الله لا يحبّ الخائنين আল-কুর'আন, ৮:৫৮

[২৬৪] . انّ الله لا يحبّ كلّ خوّان كفور আল-কুর'আন, ২২:৩৮

[২৬৫] . انّ الله لا يهدى كيد الخائنين আল-কুর'আন, ১২:৫২

[২৬৬] . لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, কিতাবুশ্ শাহাদাত (الشهادة), বাব নং- ২

[২৬৭] . ادّ الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, কিতাবুল বুয়ূ (البيوع), বাব নং- ৩৮

[২৬৮] . فاذا ضُيِّعَت الامانة فانتظر الساعة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩৬১

[২৬৯] . اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب ، واذا وعد اخلف ، واذا ائتمن خان ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান (الايمان), হাদীস নং- ১০৭

[২৭০] . اعوذ بك من الخيانة ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, কিতাবুল ইসতি'আযা (الاستعاذة), বাব নং- ১৯, ২০

[২৭১] . قال رسول الله (ص) انّ الله عزّ وجلّ يقول: انا ثالث الشّريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجتُ من بينهما (وفى رواية) وجاء الشّيطان ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', বাব নং- ২৬

Dhaka University Institutional Repository

লজ্জা

লজ্জা অর্থ শালিনতাবোধ। লজ্জার ইংরেজী অর্থ হলো (Shyness) মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে লজ্জার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ নির্লজ্জ ব্যক্তি যে কোন অমানবিক কান্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। নির্লজ্জ লোক খুবই বিপজ্জনক। সে যে কোন সময় যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে। মানুষের চেতনায় লজ্জার ভয় থাকলে এত ধরনের অমানবিক ও অসামাজিক কর্মকান্ড ঘটতে পারতো না। চারদিকে যত ধরনের অসামঞ্জস্যতা, অমানবিকতা ও বেহায়াপনা এর কারণ লজ্জার অভাব ছাড়া আর কিছু নয়। একজন শালীন লোকের জন্য লজ্জার কোন বিকল্প হতে পারে না। লজ্জার স্থান অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হবার নয়। লজ্জা মানুষের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যে তার পুরোটাই কল্যাণে ভরা। অর্থাৎ লজ্জার কোন খারাপ দিক নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "লজ্জার পুরোটাই কল্যাণকর।"[২৭২] লজ্জার ফলাফল ও পরিণাম সর্বদাই ভাল হয়ে থাকে। এমন কথা কেউ কোন দিন শুনেনি যে, লজ্জার কারণে লোকটি অপকর্মটি করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "লজ্জা কল্যাণ বৈ আর কিছু বয়ে আনে না।"[২৭৩] অন্যভাবে বলা যায় যে, লজ্জা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে।

পোশাক-পরিচ্ছদে শালীনতার ব্যাপারটি লজ্জার সাথে সম্পৃক্ত। যাদের মধ্যে ন্যূনতম লজ্জা আছে তারা কখনো অশালীন পোশাক পরিধান করতে পারে না। সর্বোপরি পর্দার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[২৭৪] সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা ও অনাকাংখিত ঘটনা পর্দার প্রয়োজনীয়তাকে আরো জোরালো করেছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটির কথা উলেখ না করলেই নয়। যেমন- নির্লজ্জতার প্রসার, পুরুষ কর্তৃক উত্যক্ত করা, ব্লাকমেইল করা, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি। বাংলাদেশে অশালীনতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে ছেলে-মেয়েদের পোশাক ছোট ও সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে তারা এমন পোশাক পরিধান করছে যে, এতে করে তাদের শরীরের বৃহদাংশ উন্মুক্ত থাকছে। বিশেষতঃ শহর এলাকায় এটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশে পূর্বে এহেন অবস্থা ছিল না। এ জন্য দেখা যায় বর্তমান সময়ের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বেশি অবাক হচ্ছে ও লজ্জা পাচ্ছে প্রবীণ মানুষজন। কারণ তারা এ সব দেখে অভ্যস্থ নয়। পর্দা করা নারী-পুরুষ সবার জন্যই অপরিহার্য। তবে নারীকে এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। তাকে অনেক ত্যাগ ও কষ্ট সংবরণ করতে হয়। পর্দা মুসলিম নারীর সৌন্দর্য। নারীর মান-সম্মান ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ পর্দা। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ (অর্থাৎ অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক) প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর জাতীয় পরিচ্ছদ) দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, (একই সংগে প্রায়ই উঠা-বসা করে এমন নারী, অবশ্য তাদেরকে সচ্চরিত্রবান হতে হবে। ভিন্নমতে মুসলিম নারী) তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[২৭৫] এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের পর্দার বিধান সবার জন্য। পুরুষকেও তার প্রয়োজন অনুসারে পর্দা করতে হবে। সে ইচ্ছে করলেই যে কোন সময় যে কোন স্থানে যে কোন লোকের সামনে অনাবৃত থাকতে পারবে না। আবার নারীকেও অন্য নারীর সামনে পরিমাণ

---

[২৭২] . الحياء خير كله ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৬১

[২৭৩] . الحياء لا ياتى الا بخير ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৬০

[২৭৪] . قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذالك ازكى لهم ، انّ الله خبيرٌ بما يصنعون আল-কুর'আন, ২৪ঃ৩০

[২৭৫] . قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولايبدين زينتهنّ الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ الا لبعولتهنّ او اباءهنّ او اباء بعولتهنّ او ابناءهنّ او ابناء بعولتهنّ او اخوانهنّ او بنى اخوانهنّ او بنى اخواتهنّ او نساءهنّ او ما ملكت ايمانهنّ او التابعين غير اولى الاربة من الرجال اوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ ، وتوبوا الى الله جميعاً ايّه المؤمنون لعلكم تفلحون আল-কুর'আন, ২৪ঃ৩১

Dhaka University Institutional Repository

মত পর্দা করতে হবে। সে সর্বদা সর্বত্র সকল নারীর সামনে এক অবস্থায় থাকতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন "তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।"[২৭৬]

লজ্জা ইসলামের মূল শিক্ষার অংশ। প্রত্যকটি জীবনাদর্শের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র রয়েছে। লজ্জা হলো ইসলামের চরিত্র। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবশ্যই প্রত্যকটি দ্বীনের চরিত্র রয়েছে। ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা।"[২৭৭] লজ্জা ব্যতিরেকে যেমনি ইসলামকে কল্পনা করা যায় না; তেমনি ইসলাম ব্যতিরেকে লজ্জা কখনো পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। লজ্জা মহান আল্লাহ্র একটি গুণ। তাই তিনি চান মানুষ তাঁর এ গুণে গুণান্বিত হোক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ লাজুক ও গোপনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন।"[২৭৮] আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার যে সব বৈশিষ্ট্য খুব পছন্দ করেন তার অন্যতম হলো লজ্জা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) একজন সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমার মধ্যে এমন দু'টি অভ্যাস রয়েছে; যা আল্লাহ্ ভালোবাসেন। (তাহলো) ধৈর্য ও লজ্জা।"[২৭৯]

লজ্জা ছিল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর একটি বিশেষ গুণ। সাহাবীগণ (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) লজ্জাশীল ছিলেন।"[২৮০] হাদীসে আরো বলা হয়েছে, "মহানবী (স.) খুবই লাজুক ছিলেন।"[২৮১] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর লজ্জা গুণের ব্যাপারে সাহাবীগণ (রা.) বলেন, "নবী (স.) পবিত্র পর্দানশীল কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশি লাজুক ছিলেন। কোন বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হলে, তাঁর মুখাবয়ব দেখেই আমরা আঁচ করে ফেলতাম।"[২৮২] উল্লে-খ্য লজ্জা শুধু মুহাম্মদ (স.)-এর গুণই নয়। এটি সকল রাসূলের গুণ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে বলেছেন, "রাসূলগণের সুন্নাত চারটি। লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক করা ও বিবাহ।"[২৮৩] বিশেষ করে মূসা (আ.)-এর কথা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মূসা (আ.) লজ্জাশীল লোক ছিলেন।"[২৮৪] লজ্জার সাথে ঈমানের বিরাট সম্পর্ক। কারো লজ্জা বৃদ্ধি পাওয়া মানে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া। আবার ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার দ্বারা প্রকারান্তরে কারো লজ্জাই শক্তিশালী হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "লজ্জা ও সংকোচবোধ (দ্বিধাবোধ, পরিমিত কথা বলা, রাখ ঢাক রেখে কথা বলা) ঈমানের অংশ। আর অশ্লীলতা ও বাচালতা (অতিকথন ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা) নিফাকের লক্ষণ।"[২৮৫] আরেকটি হাদীসে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "লজ্জা ঈমানের অংগ। আর ঈমানের পরিণতি জান্নাত।"[২৮৬] একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "লজ্জা ঈমানের অংগ।"[২৮৭]

লজ্জার পার্থিব উপকারিতা অনেক। বিশেষত যারা পোশাকের মাধ্যমে লজ্জা সংরক্ষণ করেন; তাদের ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগন গবেষণা করে দেখেছেন যে, তারা তুলনামূলক খোলামেলা মহিলাদের চেয়ে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে অনেক বেশি সুখী। যারা লজ্জাকে লালন করেন তারা প্রশান্তির মধ্যে বসবাস করেন। আর যারা লজ্জাকে এড়িয়ে চলেন তাদের মধ্যে একটা অপরাধবোধ সর্বদা কাজ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবশ্যই লজ্জাতে প্রশান্তি রয়েছে।"[২৮৮] বাংলাদেশে তালাকের শিকার, যৌতুকের শিকার, এসিডের শিকার, উত্যক্তের শিকার, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে তুলনামূলক নির্লজ্জ ও খোলামেলা মেয়েরা। লজ্জা সংরক্ষণকারীদের হার

---

২৭৬. ويدنين عليهنّ من جلابيبهنّ আল-কুরআন, ৩৩:৫৯

২৭৭. ان لكلّ دين خلقا ، وخلق الاسلام الحياء ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং- ৯

২৭৮. ان الله حيّ ستّير ، يحبّ الحياء والسّتر ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, কিতাবুল হাম্মাম (الحمّام), বাব নং- ১

২৭৯. ان فيك خصلتين يحبّهما الله: الحلم والحياء ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২০৬

২৮০. كان رسول الله(ص)...حييا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৩১৪

২৮১. كان النبى (ص) شديد الحياء ইমাম বুখারী, সহীহ, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ৩৩

২৮২. كان النبى (ص) اشدّ حياء من العذراء فى خدرها ، فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه فى وجهه ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ৬৭

২৮৩. اربع من سنن المرسلين: الحياء ، والتعطّر والسواك ، والنكاح ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৪২১

২৮৪. انّ موسى كان رجلا حييّا ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ১৫৬

২৮৫. الحياء والعيّ شعبتان من الايمان ، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৬৯

২৮৬. الحياء من الايمان والايمان فى الجنّة ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৫৭-৫৯

২৮৭. الحياء شعبة من الايمان ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৫৭, ৫৮

২৮৮. وانّ من الحياء سكينة ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তুলনামূলক অনেক কম। এ ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে একদল বেহায়া লোক যারা সময় অতিবাহিত করে অশ্লীল সিনেমা, পর্ণোছবি দেখে এবং অশ্লীল বই পড়ে। বিশেষত সাইবার ক্যাফে বসে তারা ইন্টারনেটে অশ্লীল ছবি দেখে সময় নষ্ট করে থাকে।

লজ্জার ব্যাপারে নির্লজ্জ ব্যক্তিরা ভুলের মধ্যে ডুবে আছে। তারা মনে করে নিয়েছে যে, নির্লজ্জতা মানে সৌন্দর্য বেড়ে যাওয়া। তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন নির্লজ্জতার প্রদর্শনেরই নামান্তর। সুন্দরী প্রতিযোগিতার কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। যাতে সাঁতারের পোশাকে মঞ্চে হাটাহাটি করতে হয়। যে যত খোলামেলা হতে পারে সে তত বড় সেরা সুন্দরী বিবেচিত হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামে বলা হয়েছে যে, লজ্জার দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন কিছুতে কখনো লজ্জা প্রবেশ করলে; তা সৌন্দর্যমন্ডিত হয়।"[২৮৯] কোন ব্যক্তি লজ্জার মত সম্পদ হারালে সে সবই হারালো। তার দ্বারা তখন সবই করা সম্ভব। তখন সে ঈমানও হারাতে দ্বিধা করে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পরনিন্দাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ব্যবহারকারী এবং নির্লজ্জ কখনো মু'মিন নয়।"[২৯০] ইসলামের বক্তব্য অতি স্পষ্ট। তাহলো নির্লজ্জতা ও ঈমান একই ব্যক্তির মধ্যে স্থান করে নিতে পারে না। কোন ব্যক্তির মধ্যে হয় লজ্জাহীনতা থাকবে না হয় ঈমান থাকবে।

নির্লজ্জ ব্যক্তি পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হয়। সে এ-কূল ও-কূল দু'কূল হারায়। আশপাশের মানুষও তাকে পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "নিশ্চিতভাবেই অশ্লীল ব্যক্তি ও নির্লজ্জ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন।"[২৯১] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "নির্লজ্জতা বিচ্ছিন্নতা থেকে উৎসারিত। আর বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিণাম জাহান্নাম।"[২৯২] অর্থাৎ লজ্জা-শরমের অভাব দেখা দিলে লোকজন সে ব্যক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। যারা একদা তাকে নির্লজ্জ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে; তারাও এক সময় সটকে পড়ে। পরিশেষে সে নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন হয়ে পড়ে। নির্লজ্জতা ধ্বংসের একটি হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যারা এক সময় নির্লজ্জ পোশাক পড়েছে, নির্লজ্জ আচরণ করেছে, নির্লজ্জতার প্রচারণা চালিয়েছে; তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। রাসূলুল্লা-হ্ (স.)-ও বলেছেন, "আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে ধ্বংস করতে চাইলে; তার থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন।"[২৯৩]

লজ্জার সাথে লজ্জাস্থানগুলোর বিরাট সম্পর্ক। লজ্জাস্থানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের উপর পার্থিব ও পরকালিন পরিণাম নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আল্লাহ্ যাকে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী জায়গার (জিহ্বা / মুখ) ক্ষতি হতে এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের (লজ্জাস্থান) মন্দ হতে রক্ষা করবেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২৯৪] এ হাদীসের প্রথম অংশের শিক্ষার মাধ্যমে অনেকগুলো অমানবিক আচরণ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। যেমন- অতিকথন, অনর্থক কথা বলা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গালি দেয়া, অভিসম্পাত দেয়া, বাচালতা, অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথা বলা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় অংশ দ্বারাও কিছু অমানবিকতা হতে মানুষ নিস্কৃতি পেতে পারে। যেমন- যিনা, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি।

লজ্জার সাথে মুখ ও জিহ্বার ওতপ্রোত সম্পর্ক। অধিকাংশ নির্লজ্জতা মুখের দ্বারাই সংঘটিত হয়। অনেককে আবার মানুষ এ জন্যও ভয় করে বা শ্রদ্ধা করে যে, তার কথানুযায়ী কাজ না করলে সে জিহ্বা দিয়ে পরিবেশ দূষিত করে ফেলতে পারে। যাদের কথার ভয়ে মানুষ দূরে থাকে তারা মারাত্মক খারাপ লোক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট লোক তারা, যাদেরকে মানুষ তাদের মুখের ভয়ে শ্রদ্ধা করে।"[২৯৫]

অল্পতুষ্টি

---

[২৮৯] ولا كان الحياء فى شىء قط الا زانه . ইবন মাজা, সুনান, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ১৭

[২৯০] ليس المؤمن بالطعّان ولا باللعّان والفاحش ولا البذى . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০৫, ৪১৬

[২৯১] انّ الله ليبغض الفاحش البذى . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, পৃ. ১৬২, ১৯৯

[২৯২] والبذاءُ من الجفاء والجفاء فى النار . ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ১৭

[২৯৩] انّ الله اذا اراد ان يهلك عبدًا نزع منه الحياء . ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, বাব নং- ২৭

[২৯৪] من وقاه الله شرّ ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة . ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কালাম (الكلام), হাদীস নং- ১১

[২৯৫] انّ من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء السنتهم . ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৫

Dhaka University Institutional Repository

অল্পতুষ্টি অর্থ সংযমী, মিতাচারি, প্রশান্ত আত্মা, হাহাকারহীন আত্মা ইত্যাদি। আকাঙ্খার সংগে সামর্থের অনোপযোজনই মানসিক অশান্তির কারণ। অনেক সময় মানুষ এমন সব উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করে যে গুলো পূরণ হবার নয়। সাধ্যের অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্খা পোষণ এবং সেগুলো পূরণের ব্যর্থতাই মানুষের মনে দুঃখ-বেদনা ও হতাশা সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ্ তাঁর নিয়ম-কানুনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে যা কিছু মানুষকে দিয়েছেন এবং যা কিছু প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করেছে তা নিয়েই মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইসলাম মানুষকে সর্বদা হাসি-খুশী থাকতে বলেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি অবস্থাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা নিষ্পত্তি করে দাও, পরস্পর পরস্পরের কাছে আস এবং সন্তুষ্ট থাক।" [২৯৬]

মনে রাখতে হবে, সন্তোষই সুখের চাবিকাঠি। সম্পদ, প্রতিপত্তি, স্বাস্থ্য, সফলতা, খ্যাতি, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি মানুষের সুখী হওয়ার জন্য অনেক সময় অবদান রাখতে পারে বটে কিন্তু এগুলো মানুষকে সুখী করতে পারে না। সুখী নিজে নিজেই হতে হয়। মানুষ ইচ্ছে করলেই মহান, ক্ষমতাশালী, ধনী ও বুদ্ধিমান হতে পারে না। কিন্তু মানুষ ইচ্ছে করলে সবাই সুখী ও ভাল হতে পারে। ব্যক্তি-মনের শান্তি কেউ বাইরে থেকে নষ্ট করতে পারে না, যদি সে নিজে তা নষ্ট না করে। মনের সুস্থতা বজায় রাখতে চাইলে সব সময় মানসিক চাপের কারণ এড়িয়ে চলা উচিত, আর চাপ যদি এসেই পড়ে তাহলে সর্বোত্তম চেষ্টার পর কর্মের ফলাফলটা আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। ধনী হতে পারিনি বলে, প্রভাবশালী হতে পারিনি বলে, উচ্চ ডিগ্রী লাভ করতে পারিনি বলে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারিনি বলে- এক কথায় যা কিছু হতে পারিনি তার জন্য আমাদের কারো মনে দুঃখ বা ক্ষোভ থাকা উচিৎ নয়। সমাজের স্ব স্ব অবস্থানে থেকেই যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তার কর্তব্যকে সততা ও ভালবাসার সাথে পুরোপুরি পালন করে যেতে পারলেই যথেষ্ট হবে। বস্তুত সম্পদের প্রাচুর্য কিংবা বাড়ী বা গাড়ীর জন্য আনন্দে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই, দারিদ্রের জন্য শোকে মর্মাহত হওয়ারও কিছু নেই। সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য আনন্দে উচ্ছ্বল হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করা যেমন অর্থহীন, দুঃখ-কষ্টের কষাঘাতে জর্জরিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে জীবনাবসান ঘটানো তেমনি অপরাধ। বস্তুত আর্থিক সচ্ছলতা বা দীনতা জাগতিক যাত্রা পথের দু'টো অবস্থা মাত্র। জীবনের সফলতা বা সার্থকতা সম্পদের প্রাচুর্য বা বিত্তহীনতার মধ্যে নেই- আছে সৎ ও সংযত জীবন যাপনের মধ্যে এবং পরোপকারবৃত্তির বাস্তবায়নের মধ্যে। যে মানব জীবন আমরা লাভ করেছি তা অমূল্য সম্পদ। এই জীবনরূপ সম্পদকে সঠিক পথে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য। বস্তুত মানব জীবন হলো আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত কর্য (ধার) স্বরূপ, সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতে হয়। এ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য এর বিনিময়ে জান্নাত রয়েছে।"[২৯৭] পৃথিবীর সকল প্রাপ্তিকে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত মনে করলে আর নিজের মনে করার কিছু থাকে না। তখন হারানোর বেদনা ও না পাওয়ার হতাশা গ্রাস করতে পারে না।

বস্তুত ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য শান্তি-সুখ ও সৌভাগ্যের নিয়ামক নয়। তা লাভ করার জন্য প্রথম বা প্রধান উপায় নয় তা। বরং অনেক সময় এই ধন-ঐশ্বর্যেরও প্রাচুর্য মানুষের জন্য চরম দুঃখ ও অশান্তির প্রধান কারণ হয়ে দেখা দেয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "সুতরাং ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো এর দ্বারাই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।"[২৯৮] দুনিয়ার ধন-সম্পদশালী মানুষ যে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগে তিল তিল করে ভুগছে, তা কি তাদের বৈষয়িক শাস্তি নয়? এ শাস্তি যে নিতান্তই মানসিক এবং এ শাস্তি স্থায়ী, নিরবচ্ছিন্ন। এ থেকে তাদের নিস্তার নেই। আসলে সুখ ও সৌভাগ্য এবং দুঃখ-কষ্ট নিতান্তই মানসিক ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এই সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্টের মূল উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছেনঃ

> "যে লোক পরকালের জন্য চিন্তাশীল হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার দিলের মধ্যেই স্বচ্ছলতার সম্পদ বানিয়ে দেন, তার যাবতীয় প্রয়োজন সংগ্রহ করে দেন এবং তার বৈষয়িক সুখ-সুবিধাও তাকে পুরোপুরি দিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কেবল এ দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই, আল্লাহ্ তার দারিদ্র্য তার দুচোখের সামনেই রেখে দেন, তার প্রয়োজনাবলী ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। আর দুনিয়ায় সে ততটুকুই লাভ করে, যতটুকু তার জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তার বেশী একটুও নয়।"[২৯৯]

---

২৯৬. فسدّدوا وقاربوا وابشروا ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুনাফিকীন, হাদীস নং- ৭৭

২৯৭. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بانّ لهم الجنّة আল-কুর'আন, ৯:১১১

২৯৮. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم ، انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا আল-কুর'আন, ৯:৫৫

২৯৯. من كانت الاخرة همّه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهى راغمة ، ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدّر له মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৮০, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

না পাওয়ার বেদনা একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য। এমন স্বভাবের লোকজন কিছুতেই স্বস্তিবোধ করে না। মনে হয় যেন সে উদ্দিষ্ট বস্তুটি পেলে সন্তুষ্ট হবে। বাস্তবে দেখা যায়, এরা জীবনে কখনোই পরিতৃপ্ত হয় না। উদ্দিষ্ট বস্তুটি পেলেও প্রশান্তি ফিরে আসে না। এদের প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।"[৩০০] সামান্য প্রত্যাশা থাকলে জীবনে সুখী হওয়া যায়। বেশি কিছু পেলে তখন তা তার জন্য মহা আনন্দ বয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর উম্মতকে অল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "অল্পে তুষ্ট থাকো। তাহলে মানুষের মধ্যে সেরা কৃতজ্ঞ হতে পারবে।"[৩০১]

মু'মিন জীবনের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন সে সর্বাবস্থায় ভাল থাকে। এ জন্য তাকে কেউ 'কেমন আছেন' জানতে চাইলে সে বলে, الحمد لله 'আল-হামদু লিল্লাহ্'। তার এ অভিব্যক্তির দ্বারা তার যা আছে তা নিয়েই সুখে থাকার ইংগিত পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন সর্বাবস্থায় ভাল থাকে।"[৩০২] আসলে মানুষ যদি তার চেয়ে কম আছে বা কম সুখী এমন ব্যক্তিদের দিকে তাকায়; তাহলেই সুখী হতে পারে। আর যদি ওপরের দিকে ও অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলে তাহলে কখনো সুখী হতে পারবে না। হাহাকার মানসিকতায় কোন শান্তি নেই। তা মর্ম-জ্বালাই বৃদ্ধি করে মাত্র। একটি স্থির ও গোছানো আত্মাই কেবল সুখ আস্বাদন করতে পারে। এ জন্য প্রত্যেকের একটি তুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন কৃতজ্ঞ আত্মা ও স্মরণকারী জিহ্বা গ্রহণ করে।"[৩০৩] অর্থাৎ তারা যেন আত্মাকে কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পন্ন আর জিহ্বাকে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত হিসেবে গ্রহন করে।

ইসলামে ধনী-গরীবের সংজ্ঞায় কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। ইসলাম যেহেতু বাহ্যিক ব্যাপারের চেয়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোকে বিবেচ্য বিষয় মনে করে; তাই এখানে অন্তরের প্রশস্ততাকে বিবেচ্য বিষয় মনে করা হয়। মনের দিক থেকে যে ধনী; প্রকৃত ধনী সে ব্যক্তি। আর মনের দিক থেকে যে গরীব আসল গরীব সে ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অন্তরের স্বচ্ছলতা প্রকৃত স্বচ্ছলতা। আর অন্তরের দারিদ্রতা প্রকৃত দারিদ্রতা।"[৩০৪] আরেক হাদীসে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "ধন-সম্পদ বেশী থাকলেই ধনী হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত ধনী হলো আত্মার ধনে ধনী।"[৩০৫] কেননা মানুষের মন যদি সম্পদশালী হয়, তাহলেই লোভ ও লালসা থেকে সে বাঁচতে পারে। তখন হৃদয় মনই হয় মহান ও বিরাট। পক্ষান্তরে যার অন্তর দরিদ্র, সে লোভ-লালসার কারণে পরম অশান্তিতে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়। এ লোভ-লালসা তাকে নীচতা ও হীনতা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত করে। ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যও তাকে একবিন্দু শান্তি দিতে পারে না। বস্তুতঃ হৃদয় মনের ঐশ্বর্য যার থাকে সে হয় অল্পে তুষ্ট। সে কখনও অকারণ অভাববোধের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয় না। বরং সে সদা সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ্র নিকট থেকে পাওয়া পরিমাণ নিয়ে। তার বেশী পাওয়ার লোভে সে হীনতা ও নীচতার কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন,[৩০৬]

"প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত হওয়া, অন্তরের উদ্বেগ-আকুল হওয়া ও দারিদ্র্য চোখের সম্মুখে চিরস্থায়ীভাবে প্রকট হয়ে থাকা এমন এক মর্মান্তিক অবস্থা যে, দুনিয়া-প্রেমিকরা যদি নিতান্তই পাগল হয়ে না যেত, তাহলে তারা এ আযাবের কারণে আর্তচিৎকার করে ফেটে পড়ত। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, অনেক মানুষকে ক্লিষ্ট করে, তা যেমন হয় অন্তরের, তেমনি দৈহিক। মনীষীদের এ কথাটি তাদের জন্য যথার্থঃ 'যে লোক দুনিয়া পাগল, সে তার হৃদয় অন্তরে নানারূপ দুঃখ-পীড়া ভোগ করতে বাধ্য।' দুনিয়া-প্রেমিকরা তিনটি বিপদ থেকে কখনও মুক্তি পায় নাঃ চিরসঙ্গী দুশ্চিন্তা, চিরস্থায়ী শ্রম ও ক্লেশ এবং অশেষ অনুতাপ ও হতাশা। তার কারণ, দুনিয়া-প্রেমিক যত সম্পদই লাভ করুক না কেন, সে চায় তার বহু গুণ বেশী। অল্প পেয়ে কখনও সন্তুষ্ট হতে পারে না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছেঃ "মানব-সন্তান যদি স্বর্ণ ভরা দুটি বিশাল ক্ষেতও লাভ করে, তাহলে তার সঙ্গে তৃতীয় ক্ষেতটিও সে

---

৩০০. الهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر আল-কুর'আন, ১০২ঃ১-২

৩০১. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ২৪

৩০২. ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয (الجنائز), বাব নং- ১৩

৩০৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৭৮, ২৮২

৩০৪. ড. যায়দ বিন মুহাম্মাদ আর-রুম্মানী, *আল-ইসয়াক ওয়াত্ তাবযীর*, ইসলামিক রিসার্চ ম্যাগাজিন, সংখ্যা-৬০, রিয়াদঃ ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড ইফতা, জুন-সেপ্টেম্বর-২০০০, পৃ. ৩৭০

৩০৫. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১২০

৩০৬. *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

পেতে চাবে।"[৩০৭] হযরত ঈসা (আ.) বলেছেনঃ "দুনিয়া পাগল লোক মদ্যপায়ীর মত। মদ্যপায়ী যতই পান করে, আরও অধিক পান করার জন্য সে পাগল হয়ে ওঠে।"[৩০৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে যা আছে তা নিয়ে সুখী হওয়ার মধ্যে সফলতা বিদ্যমান রয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযক দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্ তাকে যা কিছুই প্রদান করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার যোগ্যতাও দান করেছেন।"[৩০৯] মোটামুটি চলে যায় এমন সম্পদই মু'মিন জীবনের জন্য যথেষ্ট। বরং সেটি উত্তম রিযক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যা দিয়ে হয়ে যায় এমন রিযকই সর্বোত্তম।"[৩১০]

অল্পতুষ্টির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) প্রায়ই নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অতৃপ্ত আত্মা থেকে নিস্কৃতি চাই।"[৩১১] রাসূলুল্লাহ্ (স.) অনিষ্টতার ভয়াবহতা বিবেচনা করেই বিভিন্ন স্বভাব থেকে মহান আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতেন। অতৃপ্ত আত্মা তেমন একটি স্বভাব। অতৃপ্ত আত্মা মানুষকে সর্বনাশের শেষ সীমানায় নিয়ে যায়। যেহেতু কোনভাবেই তার পেট ভরে না সেহেতু কোন কিছু পাওয়ার জন্য সে সব কিছু হারায়।

তাওয়াক্কুল

অল্পতুষ্টির সাথে তাওয়াক্কুলের ওতপ্রোত সম্পর্ক। তাওয়াক্কুল অর্থ ভরসা, নির্ভরতা, আল্লাহ্র প্রতি পুরোপুরি তাওয়াক্কুল থাকলে একটি লোক স্বভাবতই অল্পতে সন্তুষ্ট হতে পারে। তাওয়াক্কুলের চরম অভাব বর্তমানে চারিদিকে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। তাওয়াক্কুলের অভাবে দেখা দেয় বেশ কিছু মন্দ বৈশিষ্ট্য। যেমন, আল্লাহ্র স্থানে অন্য শক্তিকে স্থান দেয়ার প্রবণতা, আল্লাহ্কে অপারগ মনে করা, পরনির্ভরতা বৃদ্ধি পাওয়া, ছটফট ভাব, অস্বস্তি, অকৃতজ্ঞতা, হায়-হুতাশ ভাব, চিন্তা-চেতনায় শুধু সঞ্চয়ের ভাবনা, দান না করা, কৃপণতা ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় কিছু লোক অস্থায়ী ও ঠুনকো কোন কিছুর ওপর পুরোপুরি ভরসা করে ফেলে। এক সময় সে ব্যক্তি বা বস্তুটি নিজেই নিঃশেষ হয়ে গেলে সে অপরিনামদর্শী ব্যক্তি নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়ে এমন কি কখনো হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা পর্যন্ত যায়। এ জন্যই চূড়ান্ত নির্ভরতা আল্লাহর ওপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। আর এ তাওয়াক্কুল পুরোপুরি আল্লাহ্র ওপর করতে হবে। তাওয়াক্কুল এমন সত্তার ওপর করা উচিত যিনি তার যোগ্য। মানুষ অপাত্রে তাদের তাওয়াক্কুল করে মূলত ঈমানকেই বিসর্জন দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেন, "তুমি নির্ভর কর তাঁর ওপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরবেন না।"[৩১২] এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এমন সত্তা শুধু একজনই আছেন। আর তিনি হলেন মহাশক্তিমান আল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন, "তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র ওপর।"[৩১৩] অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত কারো ওপর নির্ভর করে মানুষ আসলে নিজকেই ছোট করছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সে তাঁর নির্ভরতা তার সমান বা তার চেয়ে দুর্বল কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারে না। আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে বলেছেন, "তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুন না, ওদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং নির্ভর কর আল্লাহ্র ওপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"[৩১৪]

আল-কুর'আনের অসংখ্য স্থানে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ফুঁটে উঠেছে। যেমন- "তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।"[৩১৫] "আল্লাহ্র প্রতি ভরসা কর; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"[৩১৬] তাওয়াক্কুল যত বেশী হয়; আল্লাহ্র মদদের সম্ভাবনা তত বেশি থাকে। ইসলামের ইতিহাস তা-ই বলে। তাওয়াক্কুলের সর্বোত্তম নিদর্শন হলো হিজরতের রাতে সাওর পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ্ (স.)

---

৩০৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১১৭

৩০৮. *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৩০৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১২৫

৩১০. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১৭২, ১৮০, ১৮৭

৩১১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর, হাদীস নং- ৭৩

৩১২. আল-কুর'আন, ২৫ঃ৫৮

৩১৩. আল-কুর'আন, ২৬ঃ২১৭

৩১৪. আল-কুর'আন, ৩৩ঃ৪৮

৩১৫. আল-কুর'আন, ৩ঃ১৫৯

৩১৬. আল-কুর'আন, ৪ঃ৮১

Dhaka University Institutional Repository

যা বলেছিলেন তার মধ্যে। তিনি তাঁর সংগী আবূ বকর (রা.) কে বলেছিলেন, "বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সংগে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি।"[৩১৭] আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, "আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর।"[৩১৮]

ঈমানের সাথে তাওয়াক্কুলের গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহ্র ওপরই নির্ভর কর।"[৩১৯] আরেকটি আয়াতে তাওয়াক্কুলকে মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে; তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।"[৩২০] আর নির্ভরতা মু'মিনের জন্য কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়। এটি আবশ্যকীয় এবং ঈমান সংশিষ্ট বিষয়। মূসা (আ.)-ও তাঁর জাতিকে একই আহ্বান জানিয়েছিলেন, "মূসা বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্তে ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁরই ওপর নির্ভর কর।"[৩২১] আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতা একার্থে ইবাদতের সামিল। কুর'আনের এক স্থানে বলা হয়েছে, "তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর ওপর নির্ভর কর।"[৩২২]

পার্থিব জীবনে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, কোন বিশেষ ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান, সরকার কাউকে পরিত্রাণ দিবে, চাকুরি দিবে, প্রমোশন দিবে, ভাল ফলাফল দিবে। বাস্তবে এ সব মহা ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যাকে উদ্ধারকারী ও পরিত্রাণদাতা মনে করা হয়; সে ব্যক্তিই এক সময় নিজে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। মানুষের মানবিক মূল্যবোধ এতটাই নিচে নেমে গেছে যে, অনেকে মাটির তৈরী মানুষকে আল্লাহ্র পর্যায়ে নিয়ে গেছে। নির্ভরতা যার ওপরই করা হোক সকলের বুঝা উচিৎ যে, সকলের রিযক নির্ধারিত। যারা আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতাকে কেন্দ্রিভূত করে আল্লাহ্ তাদেরকে অচিন্তনীয় জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযক দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবেনই; আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।"[৩২৩] হাদীসেও এ প্রসংগটি বাদ পড়েনি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহ্র ওপর যথার্থ নির্ভর করতে তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে রিযক দেয়া হতো, যেমনি ভাবে পাখিদের রিযক দেয়া হয়। তারা খুব ভোরে খালি পেটে বেরিয়ে যায় আবার সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[৩২৪] লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, এহেন একটি পরিস্থিতি নিয়ে পশু-পাখিদের মাঝে কোন অস্থিরতা দেখা যায় না। অথচ তার বাসায় ভবিষ্যতের জন্য কিছুই জমা নেই। তাই মানবিক মূল্যবোধ বিশেষত তাওয়াক্কুল শেখার জন্য মানুষকে পশু-পাখিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। মানুষকে এ কথা বুঝতে হবে যে, যার ওপরই নির্ভর করা হোক না কেন, পৃথিবীতে সম্পদ সমানই। রিযক নির্ধারিত। বিধায় ঈমান নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল না করা একার্থে আমানতের খিয়ানত। যারা বেশি বেশি সঞ্চয় করে তারা মূলত আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করতে পারে না। অর্থাৎ এর দ্বারা সে তার চিন্তার জগতে আল্লাহ্কে ছোট করে ফেলছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "লোকদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা খিয়ানত করবে না এবং আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করবে না।"[৩২৫]

---

৩১৭. আল-কুর'আন, ৯:৪০ لا تحزن انّ الله معنا ، فانزل الله سكينته عليه وايّده بجنودٍ لم تروها

৩১৮. আল-কুর'আন, ৮:৬১, ২৭:৭৯, ৩৩:৩ وتوكل على الله

৩১৯. আল-কুর'আন, ৫:২৩ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين

৩২০. আল-কুর'আন, ৮:২ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت اياته زادتهم ايمانا وعلى ربّهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصّلاة ومممّا رزقناهم ينفقون ، اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربّهم ومغفرة ورزق كريم

৩২১. আল-কুর'আন, ১০:৮৪ وقال موسى: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين

৩২২. আল-কুর'আন, ১১:১২৩ فاعبده وتوكل عليه

৩২৩. আল-কুর'আন, ৬৫:৩ ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، انّ الله بالغ امره ، قد جعل الله لكلّ شيءٍ قدرًا

৩২৪. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যুহদ, বাব নং- ১৪ لو انكم توكلتم على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير

৩২৫. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ৫, ২১ وامروا ان لا يَخوّنوا ولا يدّخروا لغدٍ

Dhaka University Institutional Repository

শোকর

شُكْرٌ 'শোকর' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- কৃতজ্ঞতা, শুকরিয়া, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সাধুবাদ জানানো ইত্যাদি। এর ইংরেজী প্রতিশব্দগুলো নিম্নরূপঃ Thanks, gratitude, gratefulness. কারো প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অতি সাধারণ ভদ্রতা ও একটি অতি মানবীয় ব্যাপার। যে ব্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ পশু হতে আলাদা, তার মধ্যে একটি হলো কৃতজ্ঞতাবোধ। মুসলমানদের জীবনে কৃতজ্ঞতা দু'ধরণের। তাদেরকে যেমনি তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হয়। তেমনি অন্য মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়।

কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন- শুধু হালাল কথা শ্রবণ করা হলো কানের কৃতজ্ঞতা, শুধু বৈধ বস্তুর দিকে দেখা হলো চোখের কৃতজ্ঞতা, সত্য উপলব্ধি করা হলো হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, সত্য বলা হলো জিহ্বা ও মুখের কৃতজ্ঞতা, হালাল বস্তু চিবিয়ে খাওয়া হলো দাঁতের কৃতজ্ঞতা, হালালের দিকে এগিয়ে যাওয়া হলো পায়ের কৃতজ্ঞতা, সালাত আদায় করা হলো শরীরের কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[৩২৬] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন কৃতজ্ঞ আত্মা এবং (আল্লাহর) স্মরণকারী জিহ্বা গ্রহণ করে।"[৩২৭] অর্থাৎ মু'মিনের হৃদয়ে সর্বদা একটি কৃতজ্ঞতার আবহ ও চেতনা বিরাজ করবে। কৃতজ্ঞতায় সে ঝুঁকে পড়বে। উপকারীকে উপকারের প্রতিদান দেয়া এবং তার উপকারের কথা ভুলে না যাওয়া হলো বিরাট ধরনের কৃতজ্ঞতা। তবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'আমতের স্মরণ হলো সবচেয়ে বড় শোকর। আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পর কৃতজ্ঞ হতে হয় পিতা-মাতার প্রতি। কারণ আমাদের জন্য তাঁদের কষ্ট স্বীকারের কোন তুলনা হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দু' বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৩২৮] আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। বরং মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ওপর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনেকটা নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে না; সে আল্লাহ্কেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারে না। আর যে মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারে না; সে আল্লাহ্কেও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারে না।"[৩২৯] আরেকটি হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি বেশী কৃতজ্ঞ; মানুষের মধ্যে সে আল্লাহ্র প্রতি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ।"[৩৩০] আসলে একটি কৃতজ্ঞ মন দরকার। তাহলেই সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজীব সবাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সহজ হয়।

মু'মিন যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে থাকতে হবে। কারণ তার বেঁচে থাকা, শ্বাস-নিশ্বাস নেয়া, খেতে পারা, দেখতে পারা এসব আল্লাহ্র বিরাট কৃতজ্ঞতা বৈ আর কিছুই নয়। তাই আল্লাহ্র প্রতি মু'মিন ব্যক্তিকে সর্বদা শোকরগুজার থাকতে হবে। মু'মিনের সে অবস্থার কথা বর্ণনা করে বিশ্বনবী (স.) বলেন, "মুমিন সর্বাবস্থায় ভাল অবস্থায় থাকে।"[৩৩১] অর্থাৎ সে শুকরিয়ার মধ্যেই থাকে। আল্লাহ্কে ভয় করার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"[৩৩২]

কুর'আন ও হাদীসের বিরাট অংশ জুড়ে শোকরের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বার বার এ জন্য ক্ষমা করে দেন যেন মানুষ কৃতজ্ঞ হয়। শোকর করাকে আল্লাহ্ আমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। আর অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো

---

৩২৬. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة ، لعلكم تشكرون . আল-কুর'আন, ১৬:৭৮

৩২৭. ليتخذ احدكم قلبا شاكرا وّ لسانا ذاكرا . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৭৮

৩২৮. ووصينا الانسان بوالديه ، حملته امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين ان اشكر لى ولوالديك . আল-কুর'আন, ৩১:১৪

৩২৯. لا يشكر الله من لم يشكر الناس ، من لم يشكر الناس لم يشكر الله . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১১

৩৩০. اشكر هم للناس ... انّ اشكر الناس لله ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২১২

৩৩১. المؤمن بخير على كل حال ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ১৩

৩৩২. فاتقوا الله لعلكم تشكرون আল-কুর'আন, ৩:১২৩

Dhaka University Institutional Repository

না।"[৩৩৩] এ কথা ঠিক যে স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অভ্যাস গড়ে ওঠলে মানুষ পরবর্তীতে অন্য মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ্ আবার বলেছেন, "আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর।"[৩৩৪] শোকরগুজার হওয়া আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার একটি বড় লক্ষণ। ইবাদতকারী দাবি করলেই হবে না বরং কৃতজ্ঞ মন দ্বারা তার প্রমাণ রাখতে হবে। শোকরের জ্বলন্ত সাক্ষী হলেন নবীকূল শিরোমনি মুহাম্মদ (স.)। তিনি সবচেয়ে কম ভোগ করে সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ ছিলেন; তার এ গুণ আর কারো মধ্যে পাওয়া যাবে না। এত কিছুর পরও তিনি আল্লাহ্র কাছে নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার নি'আমতের শোকরগুজার বানাও।"[৩৩৫]

শোকরের বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- কৃতজ্ঞদের আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কৃত করবেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।"[৩৩৬] যা আছে তার চেয়ে আরো অধিক প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আর যদি কেউ আল্লাহ্ প্রদত্ত অসংখ্য নি'আমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে তাহলে তার জন্য কঠোর শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।"[৩৩৭] ইসলামে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অনেক মর্যাদা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায় কৃতজ্ঞ ভক্ষকের প্রতিদান।"[৩৩৮] মানুষকে তার নিজের স্বার্থেই শোকর করা উচিত। শোকর করলে নিজেরই লাভ। এতে উদারতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ বলেন, "যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।"[৩৩৯] মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলে আল্লাহ্ খুব উপকৃত হন ব্যাপারটি এমন নয়। কারণ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ চান কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে বান্দার মধ্যে ভাল অভ্যাস গড়ে উঠুক। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন।"[৩৪০]

শোকর বা কৃতজ্ঞতা অভ্যাসের ব্যাপার। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে বড় মনের অধিকারী হয়ে ওঠে। ছোট-বড় সবাইকে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে। কম-বেশি সব ব্যাপারেই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। আর যে কৃতজ্ঞ নয় সে কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন চরিত্রের লোকদের ব্যাপারে বলেন, "যে ব্যক্তি অল্প সংখ্যকের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না; সে বেশী সংখ্যকের প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।"[৩৪১]

জিহ্বা ও মুখের ব্যবহারে মূল্যবোধ

মুখ ও জিহ্বা ব্যবহারে কিছু মূল্যবোধ রয়েছে। মুখ হলো ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার একটি সুন্দর মাধ্যম। আবার জিহ্বার দ্বারাই ব্যক্তিত্ব ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে পারে। আল্লাহ্ জিহ্বা দিয়েছেন বলেই সর্বক্ষণ তা নাড়াচাড়া করতে হবে তা ঠিক নয়। বরং যথাযথ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুখের দ্বারা সীমাহীন ভাল কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। যেমন- প্রয়োজনীয় কথা বলা, সত্য বলা, চুপ থাকা, ন্যায়ের কথা বলা, হাসিমুখে থাকা, আশার কথা শুনানো, নম্রভাবে কথা বল, একাধিক লোকের মধ্যে সমঝোতা করে দেয়া এবং ভুল বুঝাবুঝির অপনোদন করা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা মানুষদেরকে সুসংবাদ শুনাও, এমন আশাবাদী কথা শুনাও যা তাদেরকে আনন্দ দেয়।"[৩৪২] এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যে, তারা নেতিবাচক কথা বলেই অভ্যস্থ। যা ঠিক নয়। যারা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা সহজ কর, কঠিন

---

[৩৩৩] . আল-কুর'আন, واشكروا لى ولا تكفرون, ২:১৫২

[৩৩৪] . আল-কুর'আন, واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون, ২:১৭২

[৩৩৫] . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত, বাব নং- ১৭৮, واجعلنا شاكرين لنعمتك

[৩৩৬] আল-কুর'আন, سيجزى الله الشاكرين, ৩:১৪৫

[৩৩৭] . আল-কুর'আন, لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد, ১৪:৭

[৩৩৮] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আত'য়িমা, বাব নং- ৫৬, انّ للطاعم الشاكر من الاجر ما للصائم الصابر

[৩৩৯] . আল-কুর'আন, ومن شكر فانما يشكر لنفسه . ومن كفر فان ربى غنى كريم, ২৭:৪০

[৩৪০] . আল-কুর'আন, ان تكفروا فان الله غنى عنكم ، ولا يرضى لعباده الكفر ، وان تشكروا يرضه لكم, ৩৯:৭

[৩৪১] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৭৮, من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير

[৩৪২] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ৬, فابشروا واملوا ما يسرّهم

Dhaka University Institutional Repository

করো না, শুভ সংবাদ দাও, বৈরিতার সৃষ্টি করো না (নিরাসক্ত করো না / হতাশ ও ঘৃণার সৃষ্টি করো না)।"[৩৪৩] ইসলামে নেতিবাচক চিন্তা, কথা ও কাজ নিষিদ্ধ। ইসলাম হলো ইতিবাচক কর্মকান্ডের আশ্রয়স্থল। শান্তির প্রবক্তা বিশ্বনবী (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা নিষ্পত্তি করে দাও (মিটিয়ে দাও), পরস্পরের নিকটবর্তী হও এবং হাসিখুশী থাক (খুশী হও, সন্তুষ্ট থাক, তুষ্ট থাক, আনন্দিত থাক, ফুরফুরে মেজাজে থাক)।"[৩৪৪]

মুখের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিৎ ভাল কথা বলা এবং সংগত কথা বলা। কুর'আন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে উত্তম ও ভাল কথা বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা মানুষের সাথে সদালাপ কর।"[৩৪৫] উল্লেখ্য এ আয়াতটিতে সালাত ও যাকাতের পূর্বে সদালাপের প্রসংগটি অগ্রগণ্য করা হয়েছে। এতে ইসলামের মহত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ্ আরো বলেছেন, "তোমরা তাদের সাথে সদালাপ করবে।"[৩৪৬] সকলকে যথাযথ, প্রাসংগিক ও সংগত কথা বলা উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসংগে বলেন, "তারা যেন সংগত কথা বলে।"[৩৪৭] আন্তরিকতাপূর্ণ ও দরদমাখা কথা বলা উচিত। লোক দেখানো, সময় অতিবাহিত করা এবং দায়সারা গোছের কথা যেন বলা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা বল।"[৩৪৮] মুখের কথায় নম্রতা থাকা জরুরী। নচেৎ পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "অতএব তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল।"[৩৪৯] এমন কি ইসলামের শত্রুদের সাথেও নম্রভাবে কথা বলার জন্য ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফির'আউন প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ.)-ও তাঁর ভাইকে বলেছেন, "তোমরা উভয়ে ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।"[৩৫০] এ কথা লক্ষণীয় যে, নম্রভাবে ও নরম সুরে কথা বলা সর্বক্ষেত্রে শোভনীয় নয়। বিশেষ করে নারীদের জন্য পরপুরুষের সাথে নম্রভাবে কথা না বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।"[৩৫১]

আজকাল মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মান এতটাই নিচে নেমে গেছে যে, হাসিমুখে সে মানুষের সাথে কথা পর্যন্ত বলে না। অনেকে চেহারা কল্পনা করে ভয়ে এমন চরিত্রের লোকের সাথে দেখাও করে না। অথচ হাসিমুখে থাকা ইসলামী ঐতিহ্যের অংশ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। এ জন্য অধিকাংশ আরব একদা তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে পরাজিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। রাসূলের এ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "তিনি (রাসূল (স.) মুচকি (মৃদু) হাসিমাখা মুখ ব্যতীত কখনো আমার দিকে তাকাননি।"[৩৫২] অর্থাৎ তাঁর মুখে সর্বদা হাসি লেগেই থাকত। আরেক জন বর্ণনা করে বলেন, "আমি কাউকে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর চেয়ে বেশী মুচকি হাসতে দেখিনি।"[৩৫৩] আরেক জন সাহাবী (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) সবচেয়ে বেশী হাস্যোজ্জ্বল (প্রফুল্ল) থাকতেন।"[৩৫৪] হাসিমুখের দ্বারা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাসিমুখে থাকার জন্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের (মুসলিম) উদ্দেশ্যে তোমার স্মিত হাসি তোমার জন্য সাদাকা।"[৩৫৫] রাসূলুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা যখন মানুষের সংগে মিশবে (একত্রিত হবে); তখন হাসিমুখে মিশবে।"[৩৫৬]

.. 425616

---

[৩৪৩] يسّروا ولا تُعسّروا وبَشّروا ولا تُنفّروا . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ৫

[৩৪৪] فسدّدوا وقاربوا وابشروا . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুনাফিকীন, হাদীস নং- ৭৭

[৩৪৫] وقولوا للناس حسنا . আল-কুর'আন, ২:৮৩

[৩৪৬] وقولوا لهم قولا معروفا . আল-কুর'আন, ৪:৫, ৮

[৩৪৭] وليقولوا قولا سديدا . আল-কুর'আন, ৪:৯, ৩৩:৭০

[৩৪৮] وعظهم و قل لهم فى انفسهم قولا بليغا . আল-কুর'আন, ৪:৬৩

[৩৪৯] فقل لهم قولا ميسورا . আল-কুর'আন, ১৭:২৮

[৩৫০] فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى . আল-কুর'আন, ২০:৪৩

[৩৫১] فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا . আল-কুর'আন, ৩৩:৩২

[৩৫২] ولا رانى الا تبسّم فى وجهه . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবু ফাযায়িলিস্ সাহাবা, হাদীস নং- ১৩৫

[৩৫৩] ما رايت احدا اكثر تبسّمًا من رسول الله (ص) . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৯০

[৩৫৪] ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৩৬৭

[৩৫৫] تبسّمك فى وجه اخيك لك صدقة . ইমাম তিরমিযী, সুনান, কিতাবুল বিরর, বাব নং- ৩৬

[৩৫৬] اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مُبشّرة . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৬৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখের ব্যবহারের ব্যাপারে কতিপয় মূল্যবোধ রয়েছে। মুখের সাথে ঈমানের সংযোগ রয়েছে। একই ভাবে মুখের সাথে নিফাকেরও সম্পর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "লজ্জা ও পরিমিত কথা বলা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। আর অশ্লীলতা ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা নিফাকের বহিঃপ্রকাশ।"[৩৫৭] কথার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়ে যায়, কোন ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তা, নিফাকের লক্ষণ এবং অশ্লীলতার সীমা কতটুকু। আসলে মুখ হলো মানব চরিত্রের মুখপাত্র। ব্যক্তির মনে লালিত ব্যাপারগুলোই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কারো ঈমান বা নিফাকের বহিঃপ্রকাশ না থাকলে জগতে লোকজনকে চেনা যেত না। আর মুখই কোন লোককে চিনতে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে থাকে। ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আর তাহলো মুখ দিয়ে দু'টি কাজ করতে হবে। হয় ভাল কথা বলতে হবে নচেৎ চুপ থাকতে হবে। ব্যাপারটি ঈমান-সংশ্লিষ্ট। ঈমান গ্রহন এবং বর্জন দু'টোর ব্যাপারেই মুখের ভূমিকা মূখ্য। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে; সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[৩৫৮] অথচ আমাদের চারিদিকে এখন মুখ দিয়ে এ দু'টি কাজ ব্যতীত আর সব কাজই করা হচ্ছে। যেমনঃ মিথ্যা বলা, অযথা কথা বলা, পরনিন্দা করা, মন্দ কথা বলা, গালি দেয়া, ঝগড়া করা, তিরস্কার করা, অপবাদ দেয়া, লা'নত করা, অশ্লীল কথা, তোষামোদ, চাটুকারিতা, মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্য দান ইত্যাদি। অথচ পূর্ব যুগের পন্ডিতদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মৌনতা। মৌনতা হলো বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি শপথ করবে সে যেন আল্লাহ্র নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।"[৩৫৯]

এমনিভাবে মুখ ও জিহ্বার মাধ্যমে অনেক অন্যায় করা সম্ভব। যেমন- মিথ্যা বলা, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, মন্দ কথার প্রচারণা, অশ্লীল কথা ও সংগীত করা, নিন্দা করা, গীবত করা, হতাশার কথা বলা, মুখ গোমরা করে থাকা, কর্কষ কথা বলা, চিৎকার দিয়ে কথা বলা যার মাধ্যমে শব্দদূষণ সৃষ্টি হতে পারে, অনর্থক প্রশ্ন করা ইত্যাদি। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যার ওপর যুলম করা হয়েছে।"[৩৬০] নিম্নের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, এসব মন্দ অভ্যাসগুলো মানুষের মধ্যে জেঁকে বসেছে।

ইসলামে আলোচ্য ব্যাপারটির গুরুত্ব খুব বেশী। জনৈক সাহাবী (রা.) বলেছেন, "মহানবী (স.) বেশী কথা বলা (অসার কথা / অনর্থক কথা / অনর্থক বিতর্ক) এবং বেশি প্রশ্ন করা হতে বারণ করতেন।"[৩৬১] মুখের অসচেতনতার দরুন অনেককে চরম লজ্জা ও অপ্রীতিকর অবস্থায় নিপতিত হতে হয়। মুখ একটি যন্ত্রবিশেষ এর মাধ্যমে যেমনি কল্যাণকর কাজ সম্পাদিত হতে পারে; তেমনি এর মাধ্যমে খারাপ ও মন্দ কর্মও সম্পাদিত হতে পারে। তাই এর ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। অতিকথন ও বেশি বেশি প্রশ্ন করা আল্লাহ তা'আলার বিরক্তি উৎপাদন করে থাকে। মহানবী (স.) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি জিনিস পছন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। তোমাদের যে তিনটি জিনিস পছন্দ করেন তাহলোঃ তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কিছুর শরীক করবে না, তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর রজ্জুকে আকড়ে ধরবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তোমাদের যে তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন তাহলোঃ অতিকথন, অতিরঞ্জিত প্রশ্ন করা এবং সম্পদ ধ্বংস করা।"[৩৬২]

অতিরঞ্জিত কথা বলার দ্বারা দিল মরে যায়, অন্তর শক্ত হয়ে যায় এবং মানুষ পাষাণ হৃদয়ের হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ জিহ্বা দিয়েছেন তাঁর যিকরের জন্য। যে ব্যক্তি অযথা কথা বলে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হয়ে যায়। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত বেশি কথা বলো না। তাহলে তোমাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে যাবে। নিশ্চয় পাষাণ হৃদয় আল্লাহ্ থেকে বহু দূরে (অবস্থান করে)।"[৩৬৩] আমাদের চতুর্দিকে এতসব হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ এটি। মানুষ আল্লাহ্র স্মরণে সামান্য সময়ই ব্যয় করে। অযথা কথা বলে

---

৩৫৭. الحياء والعى شعبتان من الايمان ، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق । ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৬৯

৩৫৮. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت । ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৭৪/রিয়াদুস্ সালিহীন, খন্ড-১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩১৪, পৃ. ২৩৪-২৩৫

৩৫৯. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت । ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২

৩৬০. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم । আল-কুর'আন, ৪:১৪৮।

৩৬১. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال । ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আকযিয়া, হাদীস নং- ১০

৩৬২. ان الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ، فيرضى لكم: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، ويكره لكم: قيل وقال ، وكثرة السؤال ، واضاعة المال । ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, হাদীস নং- ১৭১৫

৩৬৩. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فتقسو قلوبكم ، فان القلب القاسي بعيد من الله । ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, কিতাবুল কালাম, হাদীস নং- ৮

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ লোক সময় নষ্ট করছে। আল্লাহর স্মরণে সময় ব্যয় করলে মানুষের হৃদয় নরম হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[৩৬৪] আর এর ব্যতিক্রম করলে হৃদয় পাথরের চেয়েও বেশি শক্ত হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে মানুষ মহান আল্লাহর স্মরণ ছাড়া সকল কাজে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জিহ্বাই অনেকের জন্য পরকালে সমস্যা হয়ে দাড়াবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণার পাত্র এবং আমার থেকে সবচেয়ে বেশী বিচ্ছিন্ন (অতি দূরের ব্যক্তি) হবে বাচাল ব্যক্তি।"[৩৬৫] এমনি ধরণের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যকার বাচাল, বিদ্রোপগারকারী এবং দাম্ভিক ব্যক্তিরা হবে (কিয়ামত দিবসে) আমার চেয়ে সবচেয়ে দূরের লোক।"[৩৬৬]

বুদ্ধিমত্তার কিছু কিছু লক্ষণ রয়েছে। যুগে যুগে এ লক্ষণগুলো দেখে মানুষকে বুদ্ধিমান মনে করা হত। চুপ থাকা, নিরবতা, নিস্তব্ধতা ও মৌনতা বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় লক্ষণ। মহানবী (স.) এমন চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। জনৈক সাহাবী বলেন, "তিনি দীর্ঘ মৌনতা অবলম্বনকারী এবং অল্প হাসির লোক ছিলেন।"[৩৬৭] মুখ মানুষকে যেমনি বহু ওপরে তুলতে পারে; তেমনি তাকে অনেক নীচে নামিয়ে দিতে পারে। নিরবতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিত্রাণ বয়ে আনে। মৌনতা কাউকে কখনো বিপদে ফেলে দেয়নি। বরং মুখের অযাচিত ব্যবহারের জন্য মানুষ বিভিন্ন সময়ে সংকটে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মৌনতার সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "যে মৌনতা অবলম্বন করে সে মুক্তি (নিস্কৃতি) পায়।"[৩৬৮]

অনেকে আওয়াজ করার সময় মূল্যবোধের তোয়াক্কা করেন না। তাদের মনে রাখা উচিত যে, মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত আওয়াজ করতে পারে না। মানুষ হিসেবে আওয়াজে একটি সীমিত আকার থাকা উচিত। লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়েছেন। এতে তিনি আওয়াজের ব্যাপারে সন্তানকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তুমি পদক্ষেপ করো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৩৬৯] আবার সব স্থানে একই রকম আওয়াজ করা যায় না। বিশেষত সম্মানিত লোকজনের সামনে নীচু স্বরে কথা বলার কথা মহান আল্লাহ্ মানুষকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা ঘরের বাইর হতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ, তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, তাই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৭০]

এই আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, মা-বাবা, শিক্ষক, মুরব্বীসহ সকল প্রকার বয়োজ্যেষ্ঠের সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বলা যাবে না। অনেকে মৃত ব্যক্তির জন্য খুব উঁচু আওয়াজে আর্তনাদ করে থাকে। যা ইসলাম এবং মূল্যবোধের দৃষ্টিতে শোভনীয় নয়। মহানবী (স.)-এর সামনে এমন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) স্বয়ং বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের সামনে জীবিত এবং মৃতের জন্য চেঁচামেচি করো না।"[৩৭১]

দান করা

---

৩৬৪ . الا بذكر الله تطمئن القلوب আল-কুর'আন, ১৩ঃ২৮

৩৬৫ . وانّ من ابغضكم الىّ وابعدكم منّى يوم القيامة الثرثارون ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৯৩, ১৯৪

৩৬৬ . الثرثارون والمتشدّقون والمتفيهقون ...وابعدكم منى ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩৬

৩৬৭ . كان طويل الصمت قليل الضحك ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৮৬, ৮৮

৩৬৮ . من صمت نجا ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ৫০

৩৬৯ . واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ، ان انكر الاصوات لصوت الحمير আল-কুর'আন, ৩১ঃ১৯

৩৭০ . يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة واجر عظيم ، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرًا لهم والله غفور رحيم আল-কুর'আন, ৪৯ঃ২-৫

৩৭১ . لا تصفروا عند رسول الله (ص) حيًا ولا ميتًا ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৪০

Dhaka University Institutional Repository

দানের সমার্থক শব্দ হলো বদান্যতা, দানশীলতা, উদারতা ইত্যাদি। অন্যকে দান করা ইসলামের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। পূর্ব যুগের মানুষ অকাতরে, অকৃপণ ও উদার হস্তে দান করত। কাউকে 'না' বলা তাদের চরিত্রে ছিল না। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তুমি প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না।"[৩৭২] কিন্তু আজকাল মানুষ এ সব মূল্যবোধ ভুলতে বসেছে। এখন সবাই পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। অথচ সামর্থবান ব্যক্তিদের সম্পদে অভাবী লোকদের অধিকার রয়েছে। এ প্রসংগে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"[৩৭৩] অভাবী, অসহায়, সহায় সম্বলহীন লোকদের দান করার মাধ্যমে মানবতার বড় ধরনের উপকার সাধিত হয়। সামর্থবানরা অসামর্থবানদের সহায়তা করবে এটিই মানবিক মূল্যবোধ। এর ব্যত্যয় ঘটলে তা স্রষ্টা ও সৃষ্টি কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সম্পদ থাকার পরও সমাজের কেউ অভুক্ত থাকার চেয়ে বড় অমানবিক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। কারো সামান্য দান অন্য কারো জন্য বেঁচে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দান ও দানশীলের সমর্থনে ইসলামে প্রচুর কথা বলা হয়েছে। দানশীল ব্যক্তিকে ইসলাম আল্লাহ্র কাছের লোক বলে ঘোষণা করেছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "উদার (বদান্য) ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছের লোক।"[৩৭৪] দানের প্রতি আহবান জানিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, "হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না।"[৩৭৫] দান না করার দ্বারা ব্যক্তি প্রকারান্তরে নিজের ওপর নিজে যুলম করে। যা সে পরকালে টের পাবে।

ইসলাম এমনই এক কল্যাণকামী ও উদার জীবনাদর্শ যে, এখানে অতিরিক্ত সব কিছু দান করে দিতে বলা হয়েছে। আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার অতিরিক্তটুকু খরচ কর, তাহলে তা তোমার জন্য অতি উত্তম। আর যদি তা আটকে রাখ তাহলে তা তোমার জন্য অকল্যাণকর হবে। তবে তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ তোমার কাছে রেখে দিলেও তিরস্কৃত (নিন্দিত) হবে না। আর দান শুরু কর তোমার পরিবার-পরিজন দিয়ে।"[৩৭৬]

কুরবানীসহ বেশ কিছু বিধান দেয়া হয়েছে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। অথচ আজ আর কোন বিধান তার মূল মেজাজের ওপর নেই। অনেকে কুরবানীর পশুর গোশত কড়ায়-গন্ডায় আদায় করে নেয়। তারপর কত দিন রেখে রেখে খেতে পেরেছে তা বর্ণনা করে পুলকিত হয় ও গর্ব অনুভব করে। যা একই সাথে অমানবিক ও অনৈসলামিক। কুরবানীর মত বিধানগুলো আল্লাহ্ দিয়েছেন গরীব-দুঃখীর উপকারের জন্য। কুরবানীর সুন্নাত নিয়ম হলো পশুর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীবকে দেয়া, এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়কে দেয়া এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ নিজেরা খাওয়া। কিন্তু অনেকেই এভাবে না দিয়ে ফ্রিজে জমিয়ে রাখে। এমনও হয় যে, পরবর্তী কুরবানী পর্যন্ত গোশত থেকে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তার কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের অধিক না খায়।"[৩৭৭] হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বণ্টন করলে ও বিলিয়ে দিলে কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের বেশি থাকার কথা নয়। সাহাবীগণ বর্ণনা করে বলেন, "মহানবী (স.) তিন দিনের পর আমাদেরকে কুরবানীর পশুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।"[৩৭৮] এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ ধনীদের গোশত নিয়ে নিতে চান না বরং দান ও ত্যাগের মাধ্যমে কে কতটুকু মুত্তাকী হতে পারল মহান আল্লাহ্ তাই দেখতে চান। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র নিকট পৌঁছায় না ওদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।"[৩৭৯]

ইসলামে শিক্ষা ও শিক্ষিতের অনন্য ফযীলত রয়েছে। তারপরও শিক্ষিত ব্যক্তি যদি কৃপণ হয় তাহলে সে মূর্খ ব্যক্তির চেয়েও অধম হিসেবে পরিগণিত হবে। শিক্ষা মানুষকে আরো অধিক মাত্রায় উদার ও দানবীর বানায়। শিক্ষা মূলত মানুষের জন্য, মানবতার জন্য এবং মনুষ্যত্বের জন্য। যে শিক্ষা মানবতার কল্যাণে আসে না তার চেয়ে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা উত্তম যদি তা মানব কল্যাণে আসে। বিধায় শিক্ষিত হওয়ার পরও কেউ উদার হস্তে দান না

---

[৩৭২] واما السائل فلا تنهر . আল-কুর'আন, ৯৩:১০

[৩৭৩] وفى اموالهم حقٌ للسائل والمحروم . আল-কুর'আন, ৫১:১৯

[৩৭৪] السخى قريب من الله . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র, বাব নং- ৪০

[৩৭৫] يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . আল-কুর'আন, ২:২৫৪

[৩৭৬] عن ابى امامة (رض) قال: قال رسول الله (ص): يا ابن ادم! انك ان تبذل الفضل خير لك ، وان تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وابدا بمن تعول . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯৭

[৩৭৭] لا ياكل احدكم من لحم اضحيته فوق ثلاث ايام . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাহী, হাদীস নং- ২৬

[৩৭৮] نهانا ان ناكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাহী, হাদীস নং- ২৪, ২৫, ৩০

[৩৭৯] لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . আল-কুর'আন, ২২:৩৭

Dhaka University Institutional Repository

করলে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। এমন শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কৃপণ ব্যক্তির চেয়ে মূর্খ দানবীর আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রিয়।"[৩৮০] পাশাপাশি দানশীলতার মাধ্যমে মূর্খ ব্যক্তি ওপর স্তরে উন্নীত হয়। তখন তার জ্ঞানহীনতা কোন বিবেচ্য বিষয় হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন দানের মূর্তপ্রতিক। তাঁর জীবনে এমনও হয়েছে যে, তিনি উপবাস যাপন করেছেন কিন্তু কোন অসহায়কে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি কখনো কোন প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেননি। বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর এ দানের মাত্রা বেড়ে যেত। তিনি সাহাবীগণকেও অধিক দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। সাহাবীগণ বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদেরকে দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৮১] মহানবী (স.) একটি হাদীসে সালাত এবং সাদাকাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "হে মুহাম্মদের উম্মত! তোমরা সালাত আদায় কর এবং দান কর।"[৩৮২] অন্যদিকে মহানবী (স.) নারীদেরকে দানের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে নারী সমাজ! তোমরা দান কর।"[৩৮৩]

ইসলামে দানের সীমা ও উদারতা ব্যাপক। যার নেই তাকে যেমনিভাবে দান করতে হবে; তেমনিভাবে যে বঞ্চিত করেছে, তাকেও দিতে হবে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে, তাকে দান কর।"[৩৮৪] ইসলামের এ বক্তব্যের ওপর আর কোন মানবিকতা, উদারতা ও মূল্যবোধ হতে পারে না। দানশীলের জন্য ফেরেশতাগণও দু'আ করে থাকেন। মহানবী (স.) বলেছেন, বান্দা প্রতিদিন সকালে উপনীত হতেই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেনঃ হে আল্লাহ্! খরচকারীকে তার বিনিময় দান কর এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ্! কৃপণের ধন ধ্বংস কর।"[৩৮৫]

সাধারণত মানুষ কম দামেরটি বা দুর্বল বস্তুটি দিতে চায়। কিন্তু সত্যিকারের কল্যাণ লাভের জন্য সর্বোত্তমটি দান করতে হয়। মূলত এসব দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের দানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে জানা যায়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করতে পারবে না।"[৩৮৬] এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা যে, যে মানের জিনিস দান করা হবে পুরস্কারও সে মানেরই পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রাচুর্য হতে যা দান করা হয় সেটিই সর্বোত্তম দান।"[৩৮৭] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রাচুর্য হতে যা ত্যাগ করা হয় তা সর্বোত্তম দান।"[৩৮৮] ইসলামে দান একটি বিনিয়োগ। এর পরকালিন বিনিময় অতুলনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "কেউ কোন সৎকার্য করলে সে তার দশ গুণ পাবে।"[৩৮৯]

দান-খয়রাতে আত্মীয়স্বজনকে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হয়। এমন কি আত্মীয় দরিদ্র থাকলে অনাত্মীয় দরিদ্রকে দান করা ঠিক হবে না। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মা-বাবার স্থান সবার ওপর। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।"[৩৯০] আত্মীয়কে দান করলে একসাথে দুটি কাজ হয়। একটি দান এবং দ্বিতীয়টি আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে বলেছেন, "তার (দানশীল) জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার; সাদাকার পুরস্কার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার পুরস্কার।"[৩৯১] পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করাও ব্যক্তির জন্য সাদাকা। মহানবী (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তির তার পরিবারের জন্য ব্যয় সাদাকা স্বরূপ।"[৩৯২] দানের মাধ্যমে বস্তুত নিজেরই কল্যাণ

---

[৩৮০] . جاهل سخى احب الى الله من عابد بخيل ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিয়্র, বাব নং- ৪০

[৩৮১] . امرنا رسول الله (ص) ان نتصدق ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব, বাব নং- ১৬

[৩৮২] . صلوا وتصدقوا يا امة محمد ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ১৬৪

[৩৮৩] . يا معشر النساء تصدقن ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১৩২

[৩৮৪] . اعط من حرمك ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৪৮

[৩৮৫] . ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا ، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, হাদীস নং- ২৯৫, পৃ. ২২৪

[৩৮৬] . لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون আল-কুর'আন, ৩:৯২

[৩৮৭] . خير/افضل الصدقة (ما كان) عن ظهر غنى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ৯৫

[৩৮৮] . افضل الصدقة ما ترك غنى ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নাফাকাত(النفقات), বাব নং- ২

[৩৮৯] . من جاء بالحسنة فله عشر امثالها আল-কুর'আন, ৬:১৬০

[৩৯০] . ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل আল-কুর'আন, ২:২১৫

[৩৯১] . لها اجران اجر الصدقة واجر القرابة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৫০২

[৩৯২] . نفقة الرجل على اهله صدقة ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী (المغازى), বাব নং- ১২

সাধিত হয়। দানের মাধ্যমে অনেক উপকার লাভ করা যায়। একটি উপকার এই যে, দানের মাধ্যমে অন্তরের কার্পণ্য দূর হয়। আর অন্তরের কৃপণতা দূর করার মধ্যেই সত্যিকারের সফলতা নিহিত। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফল।"[৩৯৩]

দান বিভিন্নভাবে হতে পারে। যাকাতও একটি দান। অনেক মুসলিম তাদের সম্পদের যাকাত দেন না। তাদের যাকাত দানের মাধ্যমে অনেক অসহায় মানুষ খেয়ে-পড়ে বাঁচতে পারে। যারা তাদের সম্পদের যাকাত দেয় না তাদের জন্য ইসলাম অভিসম্পাত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সঞ্চয় করে অথচ তার যাকাত দেয় না; তার জন্য ধ্বংস।"[৩৯৪]

ইসলামের অন্যতম একটি শিক্ষা এই যে, মানুষ অন্য মানুষ বা সৃষ্টির প্রতি যেরূপ আচরণ করবে, মহান আল্লাহ্‌ও তার প্রতি অনুরূপ আচরণই করবেন। খরচ এবং দানের ব্যাপারে হাদীসে কুদ্‌সীতে বলা হয়েছে, হে আদম সন্তান! খরচ কর, তাহলে তোমার জন্যও খরচ করা হবে।"[৩৯৫]

পরকালে মানুষের বেশী উপকারে আসবে যে সব ব্যাপার সাদাকা বা দান তার অন্যতম। দানশীল ব্যক্তি অচিন্তনীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। এমন কি পরকালে তার পক্ষে দান একটি প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সাদাকা হলো দলীল।"[৩৯৬] কিয়ামত দিবস হবে বিভীষিকাময়। কষ্টের দরুন সবাই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে। বিশেষত গরমের তান্ডবতায় সবাই ব্যাকুল হয়ে যাবে। সেদিনও দান বিপদের বন্ধু হিসেবে আবির্ভূত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে সাদাকা হবে মু'মিনের ছায়া।"[৩৯৭] দানের বহুমুখী উপকারের মধ্যে একটি এই যে, তা পাপ মোচন করে। মহানবী (স.) সে প্রসংগে বলেন, "সাদাকা পাপ নির্বাপিত (মুছে দেয়) করে, যেমনিভাবে পানি আগুন নির্বাপিত করে।"[৩৯৮] দানশীল ব্যক্তিকে তার দান জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জাহান্নামের আগুন মানুষ গ্রহণ করবে নাকি বর্জন করবে তা তার উপরই নির্ভর করছে। সে দানের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুনকে বহু দূরে নিক্ষেপ করতে পারে। আবার জাহান্নামের আগুনকে কাছেও টেনে আনতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আগুন থেকে বাঁচতে চায়; সে যেন দান করে।"[৩৯৯]

শিষ্টাচার

ব্যাপকার্থে শিষ্টাচার অর্থ বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা (Politeness) ও সৌজন্যতা। বিনয় ও নম্রতা মানুষকে মহৎ করে। বিনয় ও নম্রতা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। বিনয় ও নম্রতা মৌলিক মানবীয় গুণের অন্যতম। এর অন্য সমার্থক শব্দ হলো অমায়িকতা, মধুরতা, প্রীতিপূর্ণতা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি মানুষের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।"[৪০০] এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, আল্লাহ্ পৃথিবীর সবচেয়ে নম্র ও বিনয়ী লোকটিকে নম্র কথা বলতে নির্দেশ করে বিনয় ও নম্রতার অনিবার্যতাকেই আরো স্পষ্ট করেছেন। আসলে মানুষের মন জয় করার জন্য বিনয় ও নম্রতার কোন বিকল্প হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বলেন, "তুমি তার অনুসরণ করো না -যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।"[৪০১] আলোচ্য আয়াতে অমানবিক অনেকগুলো

---

[৩৯৩] فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون . আল-কুর'আন, ৬৪:১৬

[৩৯৪] من كنز ها فلم يؤد زكاتها فويل له . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, বাব নং- ৩

[৩৯৫] أنفق يا ابن آدم أنفق عليك . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নাফকাত (نفقات), বাব নং- ১

[৩৯৬] الصدقة برهان . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাহারাত, হাদীস নং- ১

[৩৯৭] انّ ظلّ المؤمن من يوم القيامة صدقته . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৩৩

[৩৯৮] والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, বাব নং- ২৩

[৩৯৯] من استطاع منكم ان يتقى النار فليتصدق . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৫৬

[৪০০] وقل لهم قولا ميسورا . আল-কুর'আন, ১৭:২৮

[৪০১] ولا تطع كلّ حلاف مهين ، هماز مشاء بنميم ، مناع للخير معتد اثيم ، عتل بعد ذالك زنيم . আল-কুর'আন, ৬৮:১০-১৩

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ড হতে সাবধান করা হয়েছে। যার অন্যতম হলো রূঢ় স্বভাব। যে বৈশিষ্ট্যটি বিনয় ও নম্রতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সামাজিক জীবনে কিছু শিষ্টাচার রয়েছে। যা মানুষ হিসেবে মেনে চলতে হয়। এ সবের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এ সব দিয়েই বুঝা যায় তার রুচিবোধ। যেমন-

কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়াঃ অনেকেই না জানিয়ে, কোন ধরণের আওয়াজ বা অনুমতি ছাড়াই অন্যের ঘরে ঢুকে পড়ে। যা একটি শিষ্টাচার বহির্ভূত অমানবিক ও অসামাজিক কাজ। ইসলাম এ ব্যাপারগুলোকে খুব গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য কারো ঘরে ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।"[৪০২] এমন কি সন্তান-সন্ততিও বয়োঃপ্রাপ্ত হলে পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে তাদের ঘরে প্রবেশ করতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি নিয়ে নেয় যেমনিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ।"[৪০৩] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তিন বার অনুমতি নিতে হবে। এভাবে যদি তোমাকে অনুমতি দেয়া হয় (তাহলে ভিতরে চলে যাও) অন্যথায় ফিরে যাও।"[৪০৪] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অনুমতি তিন বার নিতে হয়। যদি তোমাকে অনুমতি দেয়া হয়; তাহলেই প্রবেশ কর।"[৪০৫]

হাই দেয়ার সময় শিষ্টাচার রক্ষা করাঃ

হাই বা হাঁচি আসলো আর ছেড়ে দিল এমনটি পশুদের জন্য মানায়, মানুষের জন্য মানায় না। বরং হাই দেয়ারও কিছু ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ রয়েছে। বিশেষত হাই দেয়ার সময় মুখকে যথা সম্ভব ছোট রাখা, ঢেকে রাখা এবং আওয়াজ নিচু রাখা জরুরী। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন হাই দেয় তখন সে যেন তার হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে।"[৪০৬] আরেকটি হাদীসে মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ হাই দিলে সে যতদূর সম্ভব তা ঠেকাবে।"[৪০৭]

প্রকাশ্যে নাক ঝাড়া এবং থুথু ফেলাঃ ব্যাপারগুলো অতি সাধারণ মনে হলেও এ গুলো মানুষের জন্য বেমানান ও মানবতাবিরোধী। জন্তু-জানোয়ারের সাথে মানুষের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "লোকেরা যেন (প্রকাশ্যে) নাক না ঝাড়ে এবং থুথু না ফেলে।"[৪০৮] বিশেষ করে মসজিদে থুথু ফেলা খুবই খারাপ কাজ। মহানবী (স.) এ প্রসংগে বলেন, "মসজিদে থুথু নিক্ষেপ একটি অপরাধ। আর এর মাসুল হল প্রোথিত (পুঁতে) করে ফেলা।"[৪০৯]

নিষ্ঠা

এর অর্থ হলো হৃদ্যতা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা, বিশুদ্ধচিত্ততা, ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠতা, নিষ্কলুষতা ইত্যাদি। আজকাল মানব সমাজের মধ্য হতে মানবিক মূল্যবোধ এতটাই হারিয়ে গেছে যে, তারা কোন কাজ করে লোক দেখানোর জন্য বা দায়সারাগোছের। অনেকেরই কাজের সাথে মনের কোন সংযোগ নেই। মানুষের জন্য যা করা হবে তাতে নিষ্ঠা না থাকলে প্রতিদানের আশা করা যায় না। ভেতরের সাথে বাইরের মিল না থাকার ব্যাপারটি একটি নিফাকী আচরণ। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো প্রতিটি কাজের পেছনে সৎ নিয়ত, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকতে হবে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়িম করতে ও যাকাত দিতে, এটিই সঠিক দীন।"[৪১০] আল্লাহ্

---

[৪০২] يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على اهلها . আল-কুর'আন, ২৪:২৭

[৪০৩] واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم . আল-কুর'আন, ২৪:৫৯

[৪০৪] الاستئذان ثلاث ، فان اذن لك والا فارجع . ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতি'যান, হাদীস নং- ২, ৩

[৪০৫] الاستئذان ثلاث ، فان أذن لك فادخل . ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতি'যান, হাদীস নং- ২, ৩

[৪০৬] فاذا تثاوب احدكم فليمسك بيده . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ৫৬-৫৯

[৪০৭] فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع . ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবু বাদয়িল খালক, বাব নং- ১১

[৪০৮] ولا يتمخطون ولا يبزقون . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৫৩, খন্ড- ৩, পৃ. ৩১৬

[৪০৯] البزاق فى المسجد خطيئة و كفارتها دفنها . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং- ৫৫-৫৭

[৪১০] وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذالك دين القيمة . আল-কুর'আন, ৯৮:৫

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলা আরো বলেন, "প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে।"[৪১১] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "সুতরাং আল্লাহ্র ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।"[৪১২] এ দীনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর সকল কাজের পেছনে খালিস নিয়্যাত থাকবে। বিশেষত ইবাদত ও মানব সেবায় নিষ্ঠা না থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আন্তরিকতাশূণ্য কাজের কোন মূল্য ইসলামে নেই। বরং হাদীসে আন্তরিকতাকে সত্যিকারের প্রাচুর্যতা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আন্তরিকতাই (ইসলামে) আসল প্রাচুর্যতা।"[৪১৩]

নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা বর্তমান না থাকলে কোন কিছু আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "কোন 'আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তাতে নিষ্ঠা থাকে এবং তার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাওয়া না হয়।"[৪১৪] এমনি ধরণের আরেকটি হাদীসে মহানবী (স.) বলেন, "আল্লাহ্ কোন আমল গ্রহণ করেন না, যদি তাতে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা না থাকে।"[৪১৫] মুসলমানের সকল কাজে লক্ষ্য স্থির করে নিতে হয়। তাহলেই ফল লাভ করা যায়। মুসলমানের ঘোষণা হবে নিম্নরূপ, "বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে।"[৪১৬] আমরা আমাদের কোন কাজের মজা ও ফলাফল পাই না নিষ্ঠার অভাবে। বিশেষত ইবাদতসমূহের যে বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া তা আমাদের মাঝে নেই। এর মূল কারণ সকল কিছু আমরা করি নিষ্ঠা ছাড়া। আমাদের কাজের মধ্যে নিষ্ঠা ছাড়া সব কিছুই বিদ্যমান আছে। তবে পার্থিব লাভের জন্য আমাদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা পুরো মাত্রায় পাওয়া যায়।

ইসলামে নিয়্যাতের খুব গুরুত্ব। কারণ ইসলামে কাজের মধ্যে মনের সংযোগ অত্যন্ত জরুরী। হৃদয়-নিংড়ানো অনুভূতি ব্যতিরেকে কোন কাজ আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। মনোসংযোগ ছাড়া ইসলামে কোন কিছুর গুরুত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে বলেছেন, "সকল কাজ নিয়্যাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।"[৪১৭] হাদীসটি যেহেতু নিয়্যাত তথা নিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত। নিষ্ঠার অনন্য গুরুত্বের কারণে অনেক হাদীস সংকলকের মত ইমাম বুখারীও এ হাদীসটি দিয়ে তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছেন। যে কাজের মধ্যে একাগ্রতা থাকবে না তা গ্রহণযোগ্য হবে না। নিষ্ঠার ও একাগ্রতার বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আর এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- কপটতা, মেকি, প্রদর্শনেচ্ছা, লোক দেখানো, শিথিলতা, উদাসীনতা, দায়সারা ধরণের ইত্যাদি। কোন কাজে উদাসীনতা বিদ্যমান থাকলে তা কখনো শুভকর হয় না। তাদের জন্য পুরস্কারের পরিবর্তে রয়েছে তিরস্কার। আল্লাহ্ বলেন, "সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের সালাতে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।"[৪১৮]

দৃঢ়তা ও অবিচলতা

দৃঢ়তা ও অবিচলতা মানবিক মূল্যবোধের প্রাণ। আজকাল অনেকেই সিদ্ধান্তের ওপর অটুট থাকতে পারেন না। এমনও হয় যে, ব্যক্তি নিজেও জানে না যে, সে কি করতে যাচ্ছে। সে এক সময় এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আবার একটু পরেই তা থেকে সরে আসে। সামান্য লোভ একটি লোকের সকল সিদ্ধান্তকে ওলটপালট করে দেয়। একেক ব্যক্তির কাছে একেক কথা বলে বেড়ায়। এরা হয়ে যায়, 'যখন যেমন তখন তেমন' চরিত্রের লোক। এটি একার্থে মুনাফিকের ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের সমাজে কিছু ভাসমান লোক দেখা যায়। এরা কোন নির্দিষ্ট আদর্শ ও মত ধারন করতে পারে না। যেখানে যে কথা বললে মানুষ খুশি হবে; সেখানে সে কথা বলে বেড়ায়। যে কোন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য স্থিতিশীলতা খুবই জরুরী। নচেৎ অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিশেষত মু'মিন-চরিত্রে স্থিতিশীলতা থাকতেই হবে। নচেৎ ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। বিশ্বাসীর জীবনাচার এরূপ হয় না। বিশ্বাসী যাতে একবার বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাতে সে দৃঢ় অবিচল হয়ে থাকে চিরজীবন। কোনরূপ অমূলক

---

[৪১১] . واقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد وادعوه مخلصين له الدّين আল-কুর'আন, ৭:২৯

[৪১২] . فاعبد الله مخلصًا له الدين আল-কুর'আন, ৩৯:২

[৪১৩] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আযান (الاذان), বাব নং- ১৫৫ الجِدُّ غِنًى

[৪১৪] . ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ২৪ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصًا وابتُغي به وجهه

[৪১৫] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১২৬ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصًا انّ الله

[৪১৬] . আল-কুর'আন, ৬:১৬২ قل انّ صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله ربّ العالمين

[৪১৭] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবু বাদয়ুল ওয়াহ্য, হাদীস নং- ১ انما الاعمال بالنية/بالنيات

[৪১৮] . আল-কুর'আন, ১০৭:৪-৬ فويل للمصلّين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يُراءون

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা, শোবাহ্-সন্দেহ তাতে একবিন্দু স্থান পেতে পারে না। অবস্থা যাই হোক না কেন, তার বিশ্বাস সত্য। তা সত্য যেমন আজ, তেমনি তা সত্য কালও- অতীতেও তা সত্য ছিল। তা অনাগত ভবিষ্যতের অনন্ত কাল ধরেও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য থাকবে। সত্য স্বতঃস্ফূর্ত, চির সমুজ্জ্বল। যুক্তি জালের কাঁটাছেড়ায় তা যেমন ক্ষুণ্ন হয় না কখনো, তেমনি সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে তা ডুবেও যেতে পারে না। এরূপ ঈমানের বলে বলিয়ান হয়েই একজন লোক ঘোষণা করতে পারেঃ "ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য তুলে দেয় এবং বাম হাতে দেয় চন্দ্র, তবু আমি যে বিধান ও মিশন নিয়ে এসেছি তা ত্যাগ করব না।"[৪১৯] আর কেউ নয় এটি ছিল আস্থার প্রতীক বিশ্বনবী (স.)-এর কথা। দৃঢ়তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন আম্বিয়া কিরাম। বিশেষত শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) ছিলেন আস্থার প্রতীক, স্থিতিশীলতার মহান শিক্ষক। তাঁর ওপর যে কোন লোক বিশ্বাস করতে পারত, আস্থা পোষণ করতে পারত। এমন কি এ ব্যাপারে তাঁর শত্রুদের মধ্যেও কোন সংশয় ছিল না। আসলে দৃঢ়তা, অবিচলতা, স্থিতিশীলতা এসবই ঈমান থেকে সৃষ্ট। গভীর ও দৃঢ় ঈমান একজন ব্যক্তিকে ভাল মানুষে রূপান্তরিত করে। তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আস্থা, বিশ্বাস, অবিচলতা, দৃঢ়তা, আপোসহীনতা, সাহসিকতা, সরলতা, ধৈর্য, দায়িত্বানুভূতি, নিষ্ঠা প্রভৃতি মৌলিক মানবীয় গুণ। ঈমান ও বিশ্বাস পারে এ কাজগুলো করতে। কারণ ঈমান ও বিশ্বাস অচলায়তন পর্বতের ন্যায়। তা চির অবিচল, সদা সমুন্নত। ঈমান ইস্পাতের মত কঠিন, দুর্জয়। কোনকিছুই তাকে টলাতে বা দুর্বল করতে পারে না।

সহমর্মিতা

এর অন্য সমার্থক শব্দ হলো সমবেদনা, সম্প্রীতি, অপরের দুঃখে ব্যথিত হওয়া ইত্যাদি। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি দিক হলো এর অনুসারীদের মধ্যকার অনন্য সম্প্রীতির সম্পর্ক। এ গুণের কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে তারা ছোট দল নিয়েও অনেক বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। পরিশেষে তারা সম্প্রীতি দিয়ে বিশ্ব জয় করেছিল। ইসলামের সম্প্রীতি-গুণ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সর্বোপরি ইসলামের হৃদ্যতা হলো সর্বোত্তম।"[৪২০] মানুষের মধ্যে কাছাকাছি আসার কারণে বা অন্য বিভিন্ন কারনে সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়। তবে ইসলামের কারণে বা ইসলামের ভিত্তিতে যে সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়; সেটি তুলনামূলক অন্য যে কোন কারণের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী ও দৃঢ়তর। ইসলামের ইতিহাসে এর অসংখ্য নযীর রয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সম্প্রীতির স্থান খুব ওপরে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "উত্তম পন্থা অবলম্বন এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি-ভালবাসা হলো নবুওয়্যাতের অংশ বিশেষ।"[৪২১] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-ও মুমিনদের মধ্যে একটি সহমর্মিতা ও সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রত্যাশা করেছেন। তিনি বলেন, "তুমি মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া প্রদর্শন, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির মধ্যে দেখতে পাবে। যেন একটি শরীর। যার কোন একটি অংগ নিদ্রাহীনতা এবং জ্বরের কারণে অসুস্থ বোধ করলে পুরো শরীর তাতে সাড়া দেয়।"[৪২২]

দুর্বলের পাশে দাড়ানো

আজকাল সবলের পাশে দাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলছে। দুর্বলদের পাশে অধিকাংশ মানুষ দাড়াচ্ছে না। অথচ দুর্বলের পাশে দাড়ানো মানবিক মূল্যবোধের মূল কথা। দুর্বল, অবহেলিত, নিঃস্ব ও অসহায়দের পাশে দাড়ানো শুধু ইসলামের কথা নয়। এটি যে কোন দৃষ্টিতে কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ হিসেবে এ দায়িত্ব এমনিতেই এসে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) রাসূল হওয়ার পূর্বেই এ কাজ করেছেন। এ জন্য মক্কার যুবকদেরকে সংগঠিত করে 'হিলফুল ফুযূল' গঠন করেছিলেন। এ সংগঠনের প্রধানতম কর্মসূচী ছিল দুর্বলের পাশে দাড়ানো। মহান আল্লাহ্ মানুষের ওপর দুর্বল শ্রেণীর কারণেই সব ধরনের দয়া প্রদর্শন করে থাকেন। দুর্বলদের সাহায্যে এগিয়ে আসলে আল্লাহ্ সহায়তাকারীদের ওপর সহায়তার মাত্রা বাড়িয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে বলেন, "তোমরা আমার সন্তুষ্টি নিঃস্ব-দুর্বলদের মধ্যে অন্বেষণ কর। কেননা তোমরা তাদের উসীলায় সাহায্য ও রিযক প্রাপ্ত হও।"[৪২৩] আরো

---

৪১৯ . لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى شمالى على ان ادع هذا الذى جئت به ما تركته *আল-কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৪২০ . الاسلام افضل (وروى اخوة) ولكن خلة ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারায়িয, বাব নং- ৯

৪২১ . السمت الحسن والتؤدة ...جزء من النبوة ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ্ শি'র, হাদীস নং- ১৭

৪২২ . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররু, হাদীস নং- ৬৬

৪২৩ . ابغونى فى الضعفاء فانما ترزقون و تنصرون بضعفائكم *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭২, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

ছোট করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা কেবল তোমাদের দুর্বলদের উসীলায়ই সাহায্য ও রিযক প্রাপ্ত হও।"[৪২৪] দুর্বলদের সাহায্য করা সাদাকা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দুর্বলকে তোমার ক্ষমতানুযায়ী সহায়তা প্রদান সাদাকা স্বরূপ।"[৪২৫]

দুর্বলের পাশে দাড়ানো মানে তারা নির্যাতিত হলে তাদের পক্ষে জনমত গঠন, তারা আর্থিকভাবে দুর্বল হলে তাদের জন্য আর্থিক সহায়তার হাত সম্প্রসারণ করা, তাদের ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে তার প্রতিবাদ করা ইত্যাদি। মহানবী (স.) এদের জন্য খারাপ সংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ্! দুই দুর্বল অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীদের প্রাপ্য ও অধিকার যে ব্যক্তি নষ্ট করে আমি তার জন্য অন্যায় ও গুনাহ্ নির্দিষ্ট করে দিলাম।"[৪২৬] সাধারণত এ দুই শ্রেণীর অধিকারই সমাজে বেশী হনন করা হয়। এ জন্য হাদীসে নির্দিষ্টভাবে এ দুই শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে।

---

[৪২৪] . هل تُنصرون وترزقون الا بضعفائكم *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭১, পৃ. ২১২

[৪২৫] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৫৪ وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة

[৪২৬] . اللهم انى احرّج حقّ الضعفين اليتيم والمراة *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭০, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ

অনেকগুলো পাপ মিলে সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধগুলোকে ধ্বংস করে চলেছে। অর্থাৎ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য পাপাচারগুলোই দায়ী। পাপের সংগায় হাদীসে বলা হয়েছে, "অন্যায় (পাপ) তো সেটিই যেটি মনের মধ্যে জ্বালার (অস্থিরতার) সৃষ্টি করে। আর বুকের মধ্যে মর্মবেদনা উৎপাদন করে।"[১] এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, অন্যায়-অপকর্মে শান্তি নেই। অন্যায়কারী সর্বদা অস্থিরতার মধ্যে থাকে। বিপরীত পক্ষে ন্যায়-কল্যাণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশান্তি নেমে আসে। আসলে একটি ভাল ও কল্যাণকর কাজের উপকারিতা সবাই পেয়ে থাকে। আবার একটি অন্যায় সবাইর জন্য অশান্তি উৎপাদন করে। অন্যায়টি যে করে এবং যারা অন্যায়ের শিকার হয় কেউ সুখী হতে পারে না। এ জন্য ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সকল প্রকার পাপাচার থেকে প্রত্যেকটি মুসলিমকে দূরে থাকা উচিত। মনুষ্যত্ব, মানবতা, মানবিকতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয় এমন সকল কর্মকাণ্ড ইসলামে নিন্দিত ও ঘৃণিত। মানবতার মহান বন্ধু তাঁর কথা ও জীবন দ্বারা তার প্রমাণ রেখে গেছেন। মানবতা বিধ্বংসী একটি ব্যাপারও ইসলামে বৈধ নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা ঘৃণিত কর্মকান্ড বর্জন কর।"[২] পাপীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন। বিশেষত মিথ্যার মত পাপের জন্য পরকালে দূর্ভোগের সীমা থাকবে না। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর।"[৩] প্রতিটি পাপ মানবতাবিরোধী এ জন্য যে, এর প্রত্যেকটির দ্বারা কেউ না কেউ কষ্টের শিকার হচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।"[৪] তাছাড়া প্রতিটি পাপ কারো না কারো সম্মান, সম্পদ বা জীবনের জন্য হানিকর। এ প্রসংগে মহানবী (স.) বলেছেন, "এক মুসলিমের জীবন, সম্পদ এবং সম্মান অন্য মুসলিমের কাছে পবিত্র।"[৫] মানবিক মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাতকারী কয়েকটি নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

মিথ্যা

মিথ্যার মত এত অমানবিক ও মূল্যবোধবিরোধী কর্ম আর দ্বিতীয়টি নেই। কারণ মিথ্যার দ্বারা অবাস্তব অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। আবার চরম সত্যও চাপা পড়ে যেতে পারে। মিথ্যার দ্বারা সাধু শয়তান আর শয়তান সাধু প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে। মিথ্যা এমন একটি জঘণ্য অপরাধ যে, মিথ্যার ফলে ব্যক্তির ঈমান প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। মু'মিন ব্যক্তির সাথে মিথ্যার সংযোগ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "মু'মিন ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন, না।"[৬] অথচ এমনিভাবে অন্য প্রসংগে তাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করা হলে তিনি অন্য রকম উত্তর দেন। "মু'মিন ব্যক্তি কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।"[৭] আরেক বার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "মু'মিন ব্যক্তি কি কাপুরুষ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।"[৮] উপরোক্ত তিনটি বাক্য হতে প্রমাণিত হয় যে, একজন মু'মিন কৃপণ হতে পারে, কাপুরুষ হতে পারে কিন্তু কোনভাবেই সে মিথ্যাবাদী হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপরোক্ত মন্তব্য হতে মিথ্যার ভয়াবহতা ও জঘন্যতা সম্পর্কে আঁচ করা যায়। মিথ্যার ফলে ঈমান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"[৯] মিথ্যা আর ঈমান পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য। দু'টি

---

১. والاثم ما حاك فى النفس و تردد فى الصدر ইমাম আহ্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল্-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাত্বা'আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩হি, ১৮৯৫খ্রী, খন্ড- ৪, পৃ. ২২৮

২. ايّاك ومحقرات الاعمال ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুর রিকাক, বাব নং- ৩২

৩. ويل لكل افاك اثيم আল-কুর'আন, ৪৫:৭

৪. ولا تعذبوا خلق الله ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৬৮

৫. المسلم (كل المسلم) على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৩২

৬. ايكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০হি. ১৯৫১খ্রী. কিতাবুল কালাম, হাদীস নং- ১৯

৭. ايكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কালাম, হাদীস নং- ১৯

৮. ايكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কালাম, হাদীস নং- ১৯

৯. انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله ، واولئك هم الكاذبون আল-কুর'আন, ১৬:১০৫

Dhaka University Institutional Repository

এক হৃদয়ে স্থান পেতে পারে না। মিথ্যার মত এমন অমানবিক কাজের মাধ্যমে ঈমান টিকে থাকতে পারে না। তাহলে ঈমান ব্যাপারটিই প্রশ্নের মধ্যে পড়ে যাবে।

কখনো কোন কারণে মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করা যাবে না। তাহলে তাদের মিথ্যা প্রবাহ আরো বেড়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সুনির্দিষ্টভাবে বলেন, "সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না।"[১০] মিথ্যা যত আড়ালে এবং গোপনেই বলা হোক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা একদা তা ফাঁস করে দিবেন। অতএব মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।"[১১]

মিথ্যা এতটাই ভয়াবহ যে, কুর'আনে কাফির ও মিথ্যাবাদীকে এক শ্রেনীতে ফেলা হয়েছে। আর এদের কারো জন্যই হিদায়াতের মত সৌভাগ্য নেই। কুর'আনে বলা হয়েছে, "যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১২] অন্যত্র সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে এক স্থানে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৩] কুর'আনের বহুস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের অভিসম্পাত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে, "দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য।"[১৪] "দুর্ভোগ সে দিন সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য, যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।"[১৫] সূরা আল-মুরসালাতের ১০ স্থানে নিম্নোক্ত ভাবে বলা হয়েছে, "সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যাবাদীদের জন্য।"[১৬]

মিথ্যা হলো একটি বিনাশী স্বভাব। তা ভাল মানুষের সব সৎ গুণগুলোকে গ্রাস করে ফেলে। ইবাদাতের মত সম্পদও মিথ্যার কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। মিথ্যা স্বভাবের কারণে সাওমের মত ফযীলতপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী ইবাদাতও গ্রহণযোগ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সংশ্লিষ্ট কর্ম ত্যাগ করতে পারেনি, তার খাবার ও পানীয় দ্রব্য বর্জনে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই।"[১৭] মিথ্যা মুসলিম ব্যক্তির বিশ্বাসের ওপর মারাত্মক আঘাত। মুসলিম ব্যক্তির অস্তিত্বের কোথাও মিথ্যার জায়গা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার সাথে খিয়ানত করতে পারে না এবং মিথ্যা বলতে পারে না।"[১৮] মিথ্যা তার চরিত্রের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

গর্ব–অহংকার

সমস্ত সদগুণের মূলোৎপাটনকারী প্রধানতম ও সবচেয়ে মারাত্মক অসৎ গুণ হচ্ছে গর্ব অহংকার, আত্মাভিমান ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ। এটি একটি শয়তানী প্রেরণা এবং শয়তানী কাজেরই উপযোগী হতে পারে। মানবিক মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাতকারী বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হল গর্ব-অহংকার। অহংকার অর্থ অহমিকা, গর্ব, গরিমা, আত্মপ্রীতি, আত্মপ্রসাদ, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা। ইংরেজী ভাষায় অহংকারের প্রতিশব্দগুলো নিম্নরূপঃ self-conceit, pride, vanity, vainglory ইত্যাদি।[১৯] আরবীতে অহংকারের বেশ কিছু প্রতিশব্দ রয়েছে। যেমনঃ عظمة ، تجبّر ، كبر ، تكبّر ، فخر ، استكبار ইত্যাদি। অহংকারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বহুমুখী। অহংকার সমাজের অনেকের ক্ষতি সাধন করে থাকে। মানুষের অহংকার করার কিছু নেই; বরং বিনয় ভাবই মানুষকে অনেক উর্ধ্বে তুলে। আর অহংকার মানুষের পতনকে ত্বরান্বিত করে। অহংকার এমন একটি ব্যাপার যে, তা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই মানায়। আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা

---

[১০] . فلا تطع المكذبين আল-কুর'আন, ৬৮ঃ৮

[১১] . و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنّ اللهُ الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين আল-কুর'আন, ২৯ঃ৩

[১২] . انّ الله لا يهدى من هو كاذبٌ كفارٌ আল-কুর'আন, ৩৯ঃ৩

[১৩] . انّ الله لا يهدى من هو مسرفٌ كذّابٌ আল-কুর'আন, ৪০ঃ২৮

[১৪] . ويلٌ لكلّ افاكٍ اثيم আল-কুর'আন, ৪৫ঃ৭

[১৫] . فويل يومئذ للمكذبين ، الذين هم فى خوض يلعبون আল-কুর'আন, ৫২ঃ১১, ১২

[১৬] . ويل يومئذ للمكذبين আল-কুর'আন, ৭৭ঃ১৫, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৪৭, ৪৯ এবং ৮৩ঃ১০

[১৭] . من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجةٌ فى ان يدع طعامه وشرابه আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল্-কাযবীনী, *আস্সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল্-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হিঃ, কিতাবুস্ সিয়াম, বাব নং-২১

[১৮] . المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন্ 'ঈসা, *জামি'উত্ তিরমিযী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল বির্‌র, বাব নং- ১৮

[১৯] . বেংগলী-ইংলিশ ডিকশনারী, ঢাকাঃ *বাংলা একাডেমী*, জুন, ১৯৯৪, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

করেছেনঃ "বড় হওয়ার গৌরব আমার চাদর (শুধুই আমার) এবং বিরাটত্ব আমার পরিধেয়। এ দু'টির একটিও আমার নিকট হতে যে লোক কেড়ে নিতে চাইবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"[২০]

অহংকার ও গৌরব এমন একটি ব্যাপার যা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সাথেই মানায়। মানুষের সাথে এটি বেমানান। অহংকার করার মত এমন কিছু মানুষের মধ্যে নেই। বংশ অহমিকা যে অসার ও ভিত্তিহীন সে কথা আলী (রা.) বলেছেন এভাবে,

> "আকার-আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের পিতা আদম এবং মা হাওয়া। মায়েরা ধারণের পাত্রস্বরূপ, আর পিতারা বংশের জন্য। সুতরাং মানুষের গর্ব ও অহংকারের যদি কিছু থেকে থাকে তাহলো কাদা ও পানি।"[২১]

শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্বের গৌরব কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাথেই বিশেষভাবে জড়িত, তিনি ছাড়া এর কোন একটিরও অপর কেউ অধিকারী নয়। তিনি ব্যতীত আর সব নিছক বান্দা, অক্ষম, দুর্বল, অসহায় ও অনুগামী ছাড়া আর কিছুই নয়। সকলই তাঁর মুখাপেক্ষী, তাঁর প্রভূত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্বের অধীন। তাঁর দাসানুদাস হওয়াই সকলের গৌরব, এটিই সকলের ভূষণ। এখন কোন বান্দা যদি এত সব অক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা ও অসহায়তা অনুভব না করে অহংকার ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব করতে শুরু করে তবে সে শুধু অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যেই লিপ্ত হয়। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়ায় চরম অশান্তি ও বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে থাকে। আর পরকালে এর পরিণাম কঠিন শাস্তি ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। আল-কুর'আনে এ প্রসংগে সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ কথা স্মরণীয় যে, অতি মর্যাদা সম্পন্ন একজন বিশেষ ব্যক্তিই তার অহংকারের দরুন ঘৃণিত ইবলীসে রূপান্তরিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।"[২২] এ জন্যই বাংলা প্রবাদে বলা হয়, "অহংকার পতনের মূল।" আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বনিকৃষ্ট লোক হলো অহংকারী। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "নিকৃষ্ট বান্দা সে যে নিজকে বড় মনে করে এবং সীমাতিক্রম করে।"[২৩]

অহংকার যেমনি মানবতাবিরোধী তেমনি এটি আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, শক্তিমত্তা, ব্যক্তিত্ব ও নিজস্বতার উপর চরম আঘাত। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারীদের পছন্দ করেন না। কুর'আনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[২৪] আরো সংক্ষেপে বলা হয়েছে, "তিনি তো অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[২৫] আরো বলা হয়েছে, "দম্ভ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না।"[২৬]

অহংকারের পার্থিব পরিণামও সুখকর নয়। অন্যতম একটি পরিণাম এই যে, অহংকারীদের চেতনা ও বোধশক্তি লোপ পায়। মোহর করা জিনিসের মত তার হৃদয়ের অবস্থা হয়। কুর'আনে বলা হয়েছে, "এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন।"[২৭]

অহংকারের পরিকালিন পরিণাম হলো অনন্ত জাহান্নাম। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারীদের বলবেন, "তোমরা দ্বারগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!"[২৮] কুর'আনে আরো উল্লেখ আছে, "আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক

---

২০. قال الله الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدا منهما قذفته فى النار ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ১৬

২১.
"الناس من جهة التمثال اكفاء – ابو هم ادم والام حواء
وانما امهات اوعية - مستودعات وللاحساب اباء
فان يكن لهم من اصلهم شرف - يفاخرون به فالطين والماء
আলী (রা.), *দিওয়ান*, ঢাকাঃ র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০০, খন্ড- ১, পৃ. ২৯

২২. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ، ابى واستكبر ، وكان من الكافرين আল-কুর'আন, ২:৩৪,

২৩. بئس العبد عبد تجبّر واعتدي ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত (القيامة), বাব নং- ১৭

২৪. انّ الله لا يحب من كان مختالا فخورا আল-কুর'আন, ৪:৩৬, ৫৭ : ২৩

২৫. انه لا يحب المستكبرين আল-কুর'আন, ১৬:২

২৬. لا تفرح انّ الله لا يحب الفارحين আল-কুর'আন, ২৮:৭

২৭. كذالك يطبع الله على كلّ قلب متكبّر جبّار আল-কুর'আন, ৪০:৩৫

২৮. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ، فلبئس مثوى المتكبّرين আল-কুর'আন, ১৬:২৯, ৩৯:৬০, ৭২, ৪০:৭৬

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধত কাফিরকে।"[২৯] জান্নাতে যাদের প্রবেশাধিকারে বিধি-নিষেধ রয়েছে তাদের মধ্যে অহংকারীরা অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এটি আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না।"[৩০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসীদের সংবাদ দেব না? (তারা হলো) প্রতিটি দাম্ভিক (উদ্ধত), কুখ্যাত (অসামাজিক) এবং অহংকারী ব্যক্তি।"[৩১] এ হাদীসের শিক্ষার মাধ্যমে আমরা অনেক অন্যায় হতে বিরত থাকতে পারি। অভিধানে প্রথম শব্দটির (جواظ) অর্থ লেখা হয়েছে- দাম্ভিক, অহংকারী, উদ্ধত, বেপরোয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় শব্দটির (زنيم) অর্থ লেখা হয়েছে- হীন, নীচ, জারজ, অসামাজিক, বদমেজাজী, কুখ্যাত ইত্যাদি। আর শেষ শব্দটির (متكبر) অর্থ লেখা হয়েছে- অহংকারী। আলোচ্য হাদীসের শিক্ষার মাধ্যমে অনেক ধরণের অমানবিক কর্মকান্ড হতে বিরত থাকা সম্ভব। সরিষা পরিমাণ অহংকারও মহান আল্লাহ্ সহ্য করেন না। এমন ব্যক্তিদের জন্য জান্নাত হারাম করে দেয়া হয়েছে। এদের আবাস হবে লেলিহান অগ্নি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সরিষার শষ্য দানা পরিমাণ অহংকার কারো অন্তরে থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৩২] পাশাপাশি আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যার মনে অণু পরিমাণ অহমিকা বিদ্যমান থাকবে আল্লাহ্ তার মুখে দাগ দিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[৩৩] অহংকারের ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে বিশ্বনবী (স.) এ দূষণীয় কর্মটি হতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পানাহ চাইতেন। তিনি দু'আয় বলতেন, "হে প্রভূ! আমি তোমার কাছে অলসতা ও অহংকারের অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাই।[৩৪]

অনেকে অহংকারবশতঃ ইবাদত করে না। তারা মনে করে, আমরা কিসের অভাবে ইবাদত করবো? অর্থাৎ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবার কারণে তাদের মধ্যে এ পরিবর্তন সাধিত হয়। তারা মনে করে পরমুখাপেক্ষীরাই ইবাদত করে থাকে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"[৩৫] অনেকে চলা-ফেরায় অহংকার ভাব প্রদর্শন করে থাকে। অনেকে আবার আওয়াজ সৃষ্টির মধ্যে বেপরোয়া হয়ে যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ সব অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও, নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্ধভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৩৬] আরেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।"[৩৭] অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকালে বলেন, "রাহমান' এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।"[৩৮] লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে, "পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না : নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৩৯] মানুষ বিভিন্ন কিছু নিয়ে অহংকার ও গরিমা করে। পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে অনেকে গরিমা প্রদর্শন করে থাকে। হাদীসে এ প্রসংগে বলা

---

[২৯] . القيا فى جهنم كلّ كفار عنيد আল-কুর'আন, ৫০:২৪

[৩০] . تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا فى الارض ولا فسادًا আল-কুর'আন, ২৮:৮৩

[৩১] . الا اخبركم باهل النار؟ كل جوّاظ زنيم متكبّر ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল্-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল্ মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি, কিতাবুল জান্নাত, হাদীস নং- ৪৭

[৩২] . لا يدخل الجنة من كان احد فى قلبه مثقال ذرة حبة خردل من كبر ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১৪৭-১৪৯

[৩৩] . من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر اكبّه الله على وجهه فى النار ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২১৫

[৩৪] . رب اعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আননাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*, ১৯৫১, লাহোরঃ মাকতাবা সালফিয়া, ১৯৮২, কিতাবুল ইসতী'আযা, বাব নং- ৩৮

[৩৫] . وقال ربّكم ادعونى استجب لكم ، انّ الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنّم داخرين আল-কুর'আন, ৪০:৬

[৩৬] . واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ، انّ انكر الاصوات لصوت الحمير আল-কুর'আন, ৩১:১

[৩৭] . ولا تمش فى الارض مرحًا ، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا আল-কুর'আন, ১৭:৩৭, ৩১:১

[৩৮] وعباد الرحمان الذين يمشون على الارض هونا আল-কুর'আন, ২৫:৬৩

[৩৯] . ولا تمش فى الارض مرحا ، انّ الله لا يحب كلّ مختال فخور ، واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ، انّ انكر الاصوات لصوت الحمير আল-কুর'আন, ৩১:১৮, ১৯

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, "যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ নিজের পোশাক টানে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তির দিকে তাকান না।"[৪০] অনেকে পূর্বপুরুষকে নিয়ে গৌরব-অহংকার করে থাকে। এটি একটি জাহিলী চিন্তাধারা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের মাঝ থেকে জাহিলীয়াতের কলুষতা এবং পূর্বপুরুষদের নাম নিয়ে গৌরব করাকে চিরতরে মুছে দিয়েছেন।"[৪১]

আমাদের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এ সমাজেরই অনেকে খেতে পায় না অথচ অনেকে বিলাস জীবন যাপন করছে। আর এমনটি করছে লোক দেখানো ও অহংকারের জন্য। অনেকে অপ্রচলিত বস্তু ব্যবহার করে অহংকার প্রদর্শনের জন্য। যেমন কেউ কেউ লেটেস্ট মডেলের গাড়ি কেনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কেউ কেউ সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে থাকে। এদের পরিণাম পরকালে ভয়াবহ হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে সে মূলত তার পেটে জাহান্নামের আগুনই প্রবেশ করায়।"[৪২] এটি একার্থে জৌলুস ও অপব্যয়-অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এসব হারাম।

মানুষ বিভিন্ন কিছুর গরিমা করে থাকে। অনেকে আবার ভবিষ্যতে গরিমা করবে এজন্যও কোন কিছু অর্জন করতে চায়। বিশেষতঃ অনেকে জ্ঞানের গরিমা করার জন্য শিক্ষা অর্জন করে থাকে। এটি একটি গর্হিত মানসিকতা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পন্ডিতদের সাথে জ্ঞানের গরিমা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিদ্যার্জন করো না।"[৪৩] অহংকার এক সময় এত ব্যাপকতা লাভ করবে যে, মানুষ মসজিদে অবস্থান কালেও অহংকার করবে। আর এমন যখন হবে তখন বুঝতে হবে যে, কিয়ামত আসন্ন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কিয়ামতের 'আলামত সমূহের অন্যতম একটি এই যে, মানুষ মসজিদে আত্মগরিমা করবে।"[৪৪]

অহংকার হ্রাস করার জন্য ইসলাম অনেক ব্যবস্থা করে রেখেছে। আরো সোজা করে বলা যায়, ইসলামের প্রতিটি বিধানই অহংকার দমিত করতে ভূমিকা পালন করে থাকে। তাওহীদে বিশ্বাসের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) মাঝে মাঝে খালি পায়ে মাটিতে হাঁটতেন। অন্যদেরকেও তিনি অনুরূপ করতে বলতেন যাতে অহমিকা হ্রাস পায়। হাদীসে আছে, "মহানবী (স.) কখনো কখনো আমাদেরকে খালি পায়ে হাঁটতে নির্দেশ দিতেন।"[৪৫] এ কর্মসূচী দ্বারা নিরহংকার হওয়ার চর্চা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত মূলে ফিরে যেতে হবে অর্থাৎ আমরা কোত্থেকে এসেছি? কেন এসেছি? আবার কোথায় যাব? এসব ভাবলে অহংকার অবদমিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মানব সৃষ্টির আদি ইতিহাসের দিকে ইংগিত করে বলেন, "মানুষ হলো আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৪৬] এ ব্যাপারটি মাঝে মাঝে চিন্তা করলেও অহংকার কিছুটা হলেও অবদমিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির জন্য নিম্নোক্ত দু'আ শিখিয়ে মূলত আমাদেরকে মূলের দিকে ইশারা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।"[৪৭]

হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা-বিদ্বেষ অন্যতম একটি অমানবিক অভ্যাস ও মানসিকতা। প্রতিযোগিতার মানসিকতা ইসলামে খুবই ভালো চেতনা। মু'মিন জীবন প্রতিযোগিতার জীবন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।"[৪৮] কিন্তু কারো ক্ষতি কামনা করা, কারো ভালো দেখে অসুস্থ হয়ে যাওয়া আর যাই হোক কোন মানুষের কাজ হতে পারে না। আজকাল অসংখ্য নাশকতামূলক ঘটনা হিংস্বা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ঘটানো হয়। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত

---

৪০ . لا ينظر الله الى مَنْ جرّ ثوبه خيلاءً ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং- ৪২

৪১ . قد اذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৫২৪

৪২ . الذى يشرب فى اناء الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু সিফাতিন্ নাবিয়্যি, হাদীস নং- ১১

৪৩ . لا تعلموا العلمَ لتُباهُوا به العُلماءَ ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ২৩

৪৪ . من اشراط الساعة ان يتباهى الناس فى المساجد ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব নং- ২

৪৫ . كان النبى (ص) يامرنا ان نحتفى احيانا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ২২

৪৬ . الناس بنو ادم وادم خُلق من تراب ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব (المناقب), বাব নং- ৭৪

৪৭ . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى আল-কুর'আন, ২০:৫৫

৪৮ . فليتنافس المتنافسون আল-কুর'আন, ৮৩:২৬

Dhaka University Institutional Repository

(১১ ফেব্রুয়ারী' ২০০৭) n tv ও R tv তথা বি, এস, ই, সি ভবনের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা নাশকতা ছিল বলে তদন্তকারী সংস্থাগুলো বলেছে।

ইসলামে পরিত্যাজ্য ও বর্জণীয় কর্মকান্ডের মধ্যে হিংসা প্রথম কাতারের একটি। আল-কুর'আন ও আল-হাদীসের অসংখ্য স্থানে হিংসা পরিত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা হিংসা বর্জন কর।"[৪৯] আরেক স্থানে মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর হিংসা করো না।"[৫০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবার বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই পারস্পরিক শত্রুতা, বিদ্বেষ (ঘৃণা) ও হিংসা পরিহার করবে।"[৫১] ইসলামের চরিত্রের সাথে হিংসার মত বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এটি একটি ইসলাম বিরোধী জাহিলী আচরণ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ইসলামে শত্রুতা ও হিংসার কোন স্থান নেই।"[৫২] আবার বলা হয়েছে, "(ইসলামে) অনিষ্টতা (ধ্বংস) ও হিংসার কোন স্থান নেই।"[৫৩]

এটি ঈমান পরিপন্থী ও ঈমান বিধ্বংসী কাজ। কোন মু'মিনের পক্ষে হিংসা করা শোভা পায় না। হিংসা ও ঈমান বিপরীতধর্মী অভ্যাস। একই ব্যক্তির মধ্যে দু'টো আশ্রয় পেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে সরাসরি বলেন, "কোন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না।"[৫৪] অর্থাৎ একই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধী এ দু'টো অভ্যাস প্রবেশ করতে পারে না। কোন হৃদয়ে হিংসা থাকলে সেখানে ঈমান থাকতে পারে না। আবার ঈমান থাকলে হিংসা থাকতে পারে না। অন্যের সুখে, সমৃদ্ধিতে যে কাতর হয়ে পড়ে এবং অনিষ্টতা কামনা করে সে অন্য যাই হোক মু'মিন হতে পারে না। এ কথা স্মরণীয় যে, একজন মু'মিনের কাছে তার ঈমান তার জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান। ঈমানের স্বার্থে সে যে কোন কিছু ছাড় দিতে পারে। এ জন্য ইসলামে মানবীয় ব্যাপারগুলোকে ঈমানের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, মুসলমানরা তাদের ঈমানের স্বার্থে সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত ছিল। কুর'আন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে অসংখ্য বার পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ইসলামের চরিত্র এই যে, এর অনুসারীদের মধ্যে হিংসা থাকতে পারে না। মহানবী (স.) বলেছেন, "তাদের (মুসলমানদের) মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসা থাকতে পারে না।"[৫৫] হিংসা এমন একটি অপরাধ যার দ্বারা পরিকালিন পুঞ্জিভূত পুঁজি খতম হয়ে যায়। হিংসা তিলে তিলে সংগৃহীত ভালো, কল্যাণ ও মূল্যবোধগুলোকে গ্রাস করে ফেলে। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "হিংসা পূণ্যগুলোকে খেয়ে ফেলে; যেমনিভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।"[৫৬] আগুন কাঠ বা অন্য যে কোন শুকনো বস্তুকে যেমনি গ্রাস করবেই; তেমনি হিংসা মানুষের ভাল ও নেক আমলগুলোকে ধ্বংস করবেই।

ঘৃণা

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে সব অমানবিক বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করেছে ঘৃণা তাদের অন্যতম। এ ঘৃণ্য কাজটি মানুষ অবলীলায় করে যাচ্ছে। ঘৃণা শুধু একটি অন্যায় নয়। ঘৃণা যার মধ্যে জায়গা করে নেয় বুঝতে হবে তার মধ্যে অহংকারও আছে। অত্রএব এ ঘৃণ্য কাজটি অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। মাটি দ্বারা সৃষ্ট, যার মৃত্যু অবধারিত, যার পেট ভরা মল-মূত্র এমন ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে ঘৃণা করা বেমানান। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই পারস্পরিক দুশমনি, ঘৃণা (বিদ্বেষ) ও হিংসা দূর করবে।"[৫৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবার বলেছেন, "(মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে) ঘৃণা ও হিংসা থাকতে পারে না।"[৫৮] ঘৃণাকে নিষিদ্ধ করে অতি সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহ্ (স.)

---

৪৯. إياكم والحسد আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস্-সাজিস্তানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুরঃ আল-মাত্বা'আ আল-মজীদী, ১৩৭৫ হিঃ, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৪৪

৫০. لا تحاسدوا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ২৪

৫১. ولتذهبنّ الشّحناء والتباغض والتحاسد ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৪৩

৫২. لا غلّ ولا حسد ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ২৪

৫৩. لا هامّة ولا شحّ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২২২

৫৪. لا يجتمعان فى قلب عبدٍ الايمان والحسد ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ৮

৫৫. لا تباغضن بينهم ولا تحاسدُ ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবু বাদয়িল খালক, বাব নং- ৮

৫৬. فانّ الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ২২

৫৭. ولتذهبنّ الشّحناء والتباغض والتحاسد ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৪৩

৫৮. لا تباغضن بينهم ولا تحاسد ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবু বাদয়িল খালক, বাব নং- ৮

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, "তোমরা পরস্পর ঘৃণা করো না।"[৫৯] ঘৃণা এমন একটি বাজে বৈশিষ্ট্য যে, এর দ্বারা ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা ঘৃণা (বিদ্বেষ) থেকে বেঁচে থাক। কারন এটি ধ্বংসকারী ব্যাপার।"[৬০] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোষণা করেন, "ঘৃণা (বিদ্বেষ) নিপাতকারী।"[৬১] প্রদাহ, আগুন, অগ্নিকুন্ডলি শব্দগুলোর মধ্যে অশান্তি বিরাজ করে। ঘৃণার সাথে এ ব্যাপারগুলো মিশে আছে। ঘৃণাকারীর মনের অবস্থা এর চেয়ে ভাল হতে পারে না। তার মনে দাউ দাউ আগুন জ্বলতেই থাকে। মহানবী (স.) বলেছেন, "জেনে রেখো! ঘৃণা আদম সন্তানের হৃদয়ে অগ্নিকুন্ডলি (আগুনের গোলা)।"[৬২] অর্থাৎ মানুষের সাথে যেমনি লেলিহান আগুনের সম্পর্ক হতে পারে না। তেমনি মু'মিন হৃদয়ে কখনো ঘৃণা স্থান করে নিতে পারে না। এ ধরণের আগুন বিপদ ছাড়া আর কিছু নয়।

গালি দেয়া

মানুষকে গালি দেয়া ইসলামে জঘন্য অপরাধ। ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে, গালি দেয়ার ফলে ইবাদাতসমূহ ফলদায়ক হবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেনঃ "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে সে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতসহ আর্বিভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাত করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহকেও সাথে করে নিয়ে আসবে।) এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[৬৩] মুসলিম ব্যক্তি কখনো কাউকে গালি দিতে পারে না। এটি ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। গালি দেয়া একটি ফাসিকী কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মুসলিমের গালি প্রদান ফিসক।"[৬৪]

গালি দেয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্রের খেলাপ একটি কাজ। তিনি তাঁর পুরো জীবনে কখনো কাউকে গালি দেননি। হাদীসে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) গালি প্রদানকারী ও অভিসম্পাতকারী ছিলেন না।"[৬৫] আনাস (রা.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর গৃহে প্রায় দশ বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি বলেন, "তিনি কখনো আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি এবং গালি দেননি (বকা দেননি)।"[৬৬] আনাস (রা.) আরেকবার বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) কাউকে গালাগাল করতেন না এবং কাউকে অশালীন কথাও বলতেন না। তিনি যখন আমাদের কাউকে ভৎর্সনা করতে চাইতেন, তখন বলতেনঃ তার কি হয়েছে? তার হাত ধূলি মলিন হোক।"[৬৭] কবীরা গুনাহ্সমূহের মধ্যে একটি হলো গালি দেয়া। বিশেষত পিতা-মাতাকে গালি দেয়া অনেকগুলো কবীরা গুনাহ্র সমান অপরাধ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার ব্যাপারটি কবীরা গুনাহর অর্ন্তগত।"[৬৮]

ঝগড়া-বিবাদ

ধৈর্যের অভাবে যে সব খারাপ বৈশিষ্ট্য মানব মনে অনুপ্রবেশ করে তার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ অন্যতম। আমাদের সমাজের চতুর্দিকে শুধু ঝগড়া-বিবাদ। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মানুষ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত রয়েছে। এমন সব ব্যাপার

---

[৫৯] . لا تباغضوا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং- ২৩

[৬০] . فانها هى الحالقة ، وايّاكم والبغضة ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং- ৭

[৬১] . والبَغْضاء هى الحالقة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১৬৫, ১৬৭

[৬২] . الا وان الغضب جمرة فى قلب ابن ادم ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, কিতাবুল ফিতান, বাব নং- ২৬)

[৬৩] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং- ৬০

[৬৪] . سباب المسلم فسوق ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১১৬

[৬৫] . لم يكن رسول الله(ص) سبّابا ولا لعّانا ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৩৮, ৪৪

[৬৬] . ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং- ৩৩

[৬৭] . لم يكن رسول الله(ص) سبّابا ولا فحّاشا ، كان يقول لاحدنا فى المعتبة: ماله تربت يمينه হাফিজ আবূ শায়খ আল-ইসফাহানী (র.), *আখলাকুন্নবী স.*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, অক্টোবর' ১৯৯৪, হাদীস নং- ৫১, পৃ. ২১

[৬৮] . ...الكبائر شتم الرجل والديه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে; যা না করলেও চলে। এর মধ্যে গঠনমূলক বিবাদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। দুঃখজনক হলেও সত্য এ বিবাদের মাত্রা ইসলামপন্থিদের মধ্যেও সমান হারে দেখা যায়। ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ গুলোর মধ্যে এটি একটি। কারণ ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং অবনতির সৃষ্টি হয়। ঝগড়ার ফলে সম্পর্কে অবনতি ঘটে, হাতাহাতি, মারামারি এমন কি খুনের মত ঘটনা সংঘটিত হয়, কথা বলা ও দেখা দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এত সব অমানবিকতার জন্যই ইসলাম এ ঝগড়াকে হারাম করে দিয়েছে। তবে কেউ অযৌক্তিকভাবে ঝগড়া করতে এলে কিভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে তা মহান আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহকে শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তুমি কৌশলে ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে তোমার প্রভূর পথে ডাক। আর তাদের সাথে তর্ক কর উত্তম পন্থায়।"[৬৯] ইসলামের তর্ক বা বিতর্ক তখন হবে যখন একান্ত বাধ্য হয়ে পড়বে। তবে এ তর্কের মধ্যেও চরিত্র ও আদর্শ উপস্থাপন করতে হবে। আর এ তর্ক জড়িয়ে পড়ার জন্য হবে না। বরং বেরিয়ে আসার জন্য তর্ক সম্পাদিত হবে। আজকাল যে সব বিবাদ ও বিতর্ক প্রচলিত আছে এগুলোর অধিকাংশই নিষ্ফল বিতর্ক। এতে ঢুকে পড়া যায়। আর বেরিয়ে আসা যায় না। বিশেষত দীনের ব্যাপারে বিবাদ-বিসম্বাদ হতে মহানবী (স.) আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দীনের ব্যাপারে তোমরা কলহ ও ঝগড়া-বিবাদ করো না।"[৭০]

ঝগড়া-বিবাদের অনেক অনিষ্ট দিক রয়েছে। বিশেষত জাতিসমূহের পতনের কারণগুলোর তালিকায় পারস্পরিক বিবাদের স্থান সবার ওপরে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পতণের কারণ খুঁজলে তা বেরিয়ে আসে। বিবাদের পরিণাম সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "হিদায়াতের পর বিতর্কই শুধু কোন জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে।"[৭১] একটি দীর্ঘ হাদীস হতে ঝগড়া-বিবাদের অনেকগুলো অপকারিতার কথা জানা যায়। ওয়াসিলা ইবনুল আশকা', আবূ উমামা, আবূদ্ দারদা, আনাস ইবন মালিক (রা.) প্রমূখ সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন। আমরা কয়েকজন ইসলামের কোন একটি বিষয় নিয়ে তর্ক করছিলাম। এমতাবস্থায় রসূল (স.) বেরিয়ে এলেন। তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, তিনি আর কখনো এত রাগান্বিত হননি। অত:পর আমরা পরস্পরকে তিরস্কার করলাম। রসূলুল্লাহ্ (স) বললেনঃ থামো, ওহে মুহাম্মাদের উম্মাত! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এই কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ কর। কেননা তাতে খুব কমই উপকার হয়। ঝগড়াঝাটি করো না, কেননা ঝগড়া করা মু'মিনের স্বভাব নয়। তর্কবিতর্ক ও কথা কাটাকাটি ত্যাগ কর, কেননা যে তা করে, তার বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। ক্রমাগত তর্ক করতে থাকা খুবই গুনাহর কাজ। তর্ককারীর জন্য আমি কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবো না। যে ব্যক্তি ন্যায়ের পক্ষে থেকেও তর্ক পরিত্যাগ করে, আমি তার জন্য বেহেশতের তিন জায়গায় তিনটি বাড়ির নিশ্চয়তা দিচ্ছি। একটি বেহেশতের বাগানে, আর একটি বেহেশতের মধ্যখানে, আর একটি বেহেশতের ওপরে। তোমরা ঝগড়াঝাটি করো না, কেননা আমার প্রভূ আমাকে মূর্তি পূজার পর সর্বপ্রথম যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তা হচ্ছে ঝগড়াঝাটি ও তর্ক-বিতর্ক।[৭২]

ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর অপছন্দের তালিকায় রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রচন্ড ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত।"[৭৩] এমন কি মহান আল্লাহ্ ঝগড়াটে ব্যক্তি ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলেছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ্ মুশরিক ও ঝগড়াটে ব্যক্তি ব্যতীত সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দিবেন।"[৭৪] উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্যমতে ঝগড়া ও শিরক সমান ধরণের অপরাধ। অতএব এ মহাপাপ থেকে দূরে থাকা দরকার। আরেকটি হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন, "ঝগড়াকারীদের ছাড়া সকলকে আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন।"[৭৫]

ঝগড়া-বিবাদ মুনাফিকের অন্যতম স্বভাব। বিশেষত ঝগড়ায় অশ্লীল বাক্য বিনিময়ে মুনাফিকের কোন জুড়ি নেই। মহানবী (স.) হাদীসে মুনাফিকের যে চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন; ঝগড়ায় মন্দ বলা তার মধ্যে একটি।

---

[৬৯] . ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن আল-কুর'আন, ১৬ঃ১২৫

[৭০] . اِيّاك والخصومة والجدال فى الدين ইমাম দারিমী, *সুনানুদ্ দারিমী*, কানপুরঃ ১২৯৩/বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়া, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ২৯

[৭১] . ما ضلّ قومٌ بعد هدى...الا اوتوا الجَدَلَ ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৭

[৭২] . হাফেয ইমাম আবূ মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন আবদুল আযীয বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযেরী, *আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব* (১ম খন্ড) ঢাকাঃ হাসনা প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৯৮

[৭৩] . ابغض الرجال الى الله الالد الخصم ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং- ৫

[৭৪] . فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইকামত, বাব নং- ১৯১

[৭৫] . فيغفر الله ...الا المتشاحنين ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেছেন, "মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য চারটি। কথা বলার সময় মিথ্যা বলে। প্রতিশ্রুতি ভংগ করে। আমানতের খিয়ানত করে এবং ঝগড়ার সময় মন্দ বলে।"[৭৬] এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ঝগড়ায় মন্দ কথা ও অশ্লীলতার হুড়াহুড়ি পরিলক্ষিত হয়। ঝগড়ায় মানবতার ক্ষতি ছাড়া কোন রকম কল্যাণ নেই।

ঝগড়া থেকে বাঁচার জন্য ঝগড়াকারী ব্যক্তিদের থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা কলহকারীদের সাথে বসো না।"[৭৭] যে সব বদ অভ্যাস মানুষকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ একটি।

কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে তার ইসলামী সমাধান রয়েছে। ঝগড়াই সব সমস্যার সমাধান নয়। মতবিরোধ সৃষ্টি হলে কি করতে হবে তা মহান আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। এটিই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[৭৮] অতএব কোন বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হলে কুর'আন ও হাদীসের ফয়সালা মেনে নিতে হবে; রায় যার পক্ষেই যাক না কেন। জিততেই হবে এমন মানসিকতা থাকলে বিবাদ কোন দিন মিটবে না।

সম্পর্ক ছিন্ন করা

ইসলামে কিছু প্রসংগ অর্বাচীন ও বেমানান। যেমন বর্জন করা, কথা না বলা, এড়িয়ে চলা, সম্পর্ক ছিন্ন করা, দূরে ঠেলে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, অকল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ সব অসামাজিক শব্দ মুসলিম সমাজে এসে স্থান করে নিয়েছে। ইসলামের অভিধানে কাউকে দূরে ঠেলে দেয়া, পরিত্যাগ করা এ প্রত্যয়গুলো অসমীচীন ও বেমানান। বিশেষত: কাউকে পরিত্যাগ করার কোনরূপ অনুমোদন ইসলামে নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কোন বিশ্বাসীকে পরিত্যাগ করা আরেক বিশ্বাসীর জন্য বৈধ হতে পারে না।"[৭৯] তাছাড়া এ পরিত্যাগ তিন দিনের ওপর যাতে না গড়ায় সে ব্যাপারেও মুসলিমদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, "তিন দিনের বেশি কোন ভাইকে পরিত্যাগ করা কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয়।"[৮০] কোনভাবে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে কিভাবে সমঝোতা করতে হবে তা-ও ইসলাম বলে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করবে। এমতাবস্থায় সাক্ষাতে তারা দুজন পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। উভয়ের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে সালাম দিয়ে (কথা) শুরু করে।"[৮১] ইসলামে যে সব অন্যায় ও অপরাধের কোন ক্ষমা নেই, তার মধ্যে বর্জন একটি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পরস্পর বর্জনকারীদের ছাড়া আল্লাহ্ সকল মুসলিম অথবা মু'মিনকে ক্ষমা করে দেন।"[৮২] কুর'আন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এক স্থানে বলেন, "তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পরস্পর হিংসা ঘৃণা করো না এবং পরস্পর পিছনে লেগো না।"[৮৩]

লোভ-লালসা

ইসলামে মোহ, লোভ-লালসা, ঐশ্বর্য, বেশী পাওয়ার নেশা এবং প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার কোন জায়গা নেই। ইসলাম হলো অল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার আদর্শ, জাকজমকহীন জীবন যাপনের নাম, স্বাভাবিক জীবন ধারনের নাম এবং পার্থিব জীবনকে সাময়িক ঠিকানা হিসেবে গ্রহণের নাম। যে বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষকে ধীরে ধীরে অমানবিক করে গড়ে তোলে তার অন্যতম হলো লোভ-লালসা বা সীমাহীন পেতে চাওয়া। এটি মানুষের ধ্বংসের একটি সেরা হাতিয়ার। লোভ-লালসা এমন একটি বাজে অভ্যাস যে তা মানুষকে কোন একটি জায়গায় গিয়ে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। বরং মৃত্যু পর্যন্ত তার মধ্যে হটফট ভাব ও হাহাকার থেকেই যায়। এদের প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা

---

[৭৬] . آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان واذا خاصم فجر ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০৬

[৭৭] . لا تجالس اصحاب الخصومات ইমাম দারিমী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামাহ্, বাব নং- ২৩

[৭৮] . فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ، ذالك خير واحسن تاويلا আল-কুর'আন, ৪:৫৯

[৭৯] . لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৪৭

[৮০] . لا يحل لمسلم انه يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ২৩, ২৫

[৮১] . لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذى يبدء بالسلام ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ২৩

[৮২] . فيغفر الله لكل مسلم او لكل مؤمن الا المتهاجرين ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩২৯

[৮৩] . لاتقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ২৪, ৩১

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটি সংগত নয়, তোমরা শ্রীঘ্রই এটি জানতে পারবে; আবার বলি, এটি সংগত নয়, তোমরা শ্রীঘ্রই তা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।"[৮৪] লোভ-লালসা এমন একটি নেশা যা ব্যক্তিকে কখনোই সন্তুষ্ট করতে পারে না। ধ্বংস এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে তার আকাংখা থেকে থামানো যায় না। কোন জায়গায় গিয়ে সে সুখী বা খুশী হবে তা সে নিজেও বলতে পারে না। এদের এহেন নেশা ও উন্মাদনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যদি আদম সন্তানের সম্পদের দুটি উপত্যকা থাকে তাহলে সে অবশ্যই তৃতীয় আরেকটি পেতে চাবে।"[৮৫] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যদি আদম সন্তানের স্বর্ণের দু'টি উপত্যকা থাকে, তাহলে সে অবশ্যই তৃতীয় আরেকটি স্বর্ণের উপত্যকা কামনা করবে।"[৮৬] সর্বোপরি পার্থিব কিছু পেতে চাওয়া জাহিলী চিন্তা-চেতনার পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "ইসলামে কিছু পেতে চাওয়া হল জাহিলী (রীতি) চিন্তাধারা।"[৮৭] লোভী ব্যক্তিদের ক্ষুধা সীমাহীন। তাদের এ ক্ষুধা কবরের মাটি ছাড়া ভরা যাবে না। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাদের এ হাহাকার থেকেই যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মাটি ব্যতীত আদম সন্তানের শুন্যস্থান (মুখ, চোখ) পূর্ণ হবে না।"[৮৮] যিনা-ব্যভিচার হারাম ও ঘৃণিত ফাজাগুলোর অন্যতম। লোভ-লালসা এমন একটি অভ্যাস যে ইসলাম এ বদ অভ্যাসকে মনের ব্যভিচার বলে উল্লেখ করেছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "অন্তরও ব্যভিচার করে...আর অন্তরের ব্যভিচার হলো (বেশী) পেতে চাওয়া।"[৮৯]

মানুষ যদি তার লোভ ও লালসার নিকট নতি স্বীকার করে, তাহলে তা তার নিজের আত্মার ও মন-মানসিকতার পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়ে পড়ে। তাই মানুষের স্বভাবগত লোভ-লালসাকে উচ্চতর কোন মূল্যমানের দিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা একান্তই জরুরী। যে দিকটিতে কোন শাশ্বত ভাবধারা বিদ্যমান, যেখানে চিরস্থায়ী রিযক নিহিত এবং যা তার দীন ও ধর্মের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এমন দিককেই মানুষের সম্মুখে সমস্ত চেষ্টা ও সাধনার লক্ষ্যস্থল রূপে দাঁড় করে দেয়া একান্তই আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের দৃষ্টিকোণকে এভাবেই নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন- এবং সেই সঙ্গে সমস্ত মানুষের দৃষ্টিকোণকেও- এই বলেঃ "তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"[৯০]

ফাসিক-ফাজির লোকেরা অবৈধ উপায়ে যে সম্পদ-সম্পত্তি করায়ত্ত করে নিজেদের জীবনে যে বাহ্যিক চাকচিক্যের দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে নেয় তা যেন মু'মিনরা ঈর্ষা ও হিংসার চোখে না দেখে। এ ধরনের ধন-সম্পদ ঈমানদার লোকদের ঈর্ষার বস্তু হতে পারে না। ঈমানদার লোকরা যে হালাল ও পাক রিযক লাভ করে তা যত কম পরিমাণেরই হোক, তাই উত্তম ও উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

> 'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর দাগদেয়া অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিগণ এবং আল্লাহ্র নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[৯১]

---

৮৪. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ، كلا سوف تعلمون ، ثمّ كلا سوف تعلمون ، كلا لو تعلمون علم اليقين আল-কুর'আন, ১০২৪১-৫

৮৫. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১১৬ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا

৮৬. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ২৭ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا

৮৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ্ দিয়াত, বাব নং- ৯।

৮৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১১৬ ابن ادم الا التراب ولا يملأ(يسدّ) جوف (فم ،عين)

৮৯. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩২৯ والقلب يزنى ...وزنا القلب التمنى

৯০. আল-কুর'আন, ২০৪১৩১ ولا تمدّنّ عينيك الى ما متّعنا به ازواجًا منهم زهرة الحيلة الدنيا ، لنفتنهم فيه ، ورزق ربّك خير وابقى

৯১. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب ، قل اؤنبئكم بخير من ذالكم للذين اتقوا عند ربّهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد আল-কুর'আন, ৩৪১৪, ১৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে সবকিছু সমপরিমাণ দেন না। কারো কোন একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব থাকলে অবশিষ্টরা তার প্রতি লোভ-লালসা প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যদ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাকেও কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো না।"[৯২]

বস্তুত ঈমানের দাবী হল লোভ ও লালসা সীমাবদ্ধ করা, মানুষের নফস ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা, যেন তা কোন সময় মানুষের ওপর বিজয়ী হতে না পারে ও মানুষের জীবনকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বানাতে না পারে, যেন মানুষের অল্পেতুষ্টতা নিঃশেষ হয়ে না যায়। বেশি বেশি পাওয়ার জন্য মানুষ যেন দিশেহারা হয়ে না পড়ে। লোভের আগুন যেন মানুষের মনে এত তীব্র হয়ে জ্বলে না ওঠে যা কোন দিনই নিভে না, যা মানুষের মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। হালাল রিযক পেয়ে পরিতৃপ্ত না হয়ে মানুষ যেন হারামের জন্য লালায়িত না হয়। কেননা এ ধরনের মানুষ জীবনে কখনো শান্তি পেতে পারে না। এদের জীবন চিরকাল অগ্নিকুন্ডে জ্বলতে থাকে। আরো চাই, আরো দাও- এই হয় তখন তাদের একমাত্র কণ্ঠধ্বনি।

যুগে যুগে মানুষ যে কয়টি জিনিসের কারণে পদচ্যুত, পদস্খলিত, বিভ্রান্ত ও সমস্যায় পড়েছে; তার মধ্যে সম্পদ প্রধানতম। সম্পদ হলো মানুষের জন্য পার্থিব জীবনে বিরাট পরীক্ষা। যারা এর সুচারু ব্যবহার করতে পারে; তারা জীবনে সফল হয়। আর যারা মোহে পড়ে যায়; তাদের করুন পরিনতি বরণ করে নিতে হয়। সম্পদের পরীক্ষা তথা ফিতনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে, আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ।"[৯৩] লোভ এক বিনাশী স্বভাব। লোভের কারণে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে মানুষের জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, "মানুষের মন থেকে কোন স্বভাবটি শিক্ষাকে (জ্ঞানকে) বিলুপ্ত করে দেয়? রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, 'লোভ-লালসা'।"[৯৪]

তাই মানব-মন ও দৃষ্টিকে এ সব ক্ষণস্থায়ী ও ভংগুর দ্রব্যাদি থেকে ফিরিয়ে মহান ও চিরন্তন মূল্যমানের দিকে নিবদ্ধ করতে হবে। দুনিয়া থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে পরকালের দিকে ফেরাতে হবে। চিরঞ্জীব আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। মু'মিনকে বুঝতে ও বোঝাতে হবে যে, অর্থ-সম্পদ ও ঐশ্বর্য-বৈভব-ই কোন লোভনীয় জিনিস নয়। মানুষের মনে তৃপ্তি ও চরিতার্থ বোধই হল মানুষের আসল সম্পদ।

অপবাদ দেয়া

অপবাদ বা Backbiting শব্দটির সাথে আরো কিছু শব্দ মিশে আছে। এতেই অপবাদের ক্ষতির ব্যাপকতা অনুধাবন করা যায়। আর তাহলো- মিথ্যা, হেয় প্রতিপন্ন করা, বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করা, অন্যের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা, কবীরা গুনাহ্তে লিপ্ত হওয়া, সৎকর্ম বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি। হাদীসের বর্ণনা হতে অপবাদের ভয়াবহতা ও বিভীষিকা সম্পর্কে জানা যায়। "রাসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগন বলেন, আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতসহ আর্বিভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাত করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অত:পর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[৯৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) নারীদের অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে বেশি সাবধান করে দিয়েছেন। কারণ অপবাদে নারীর যতটা ক্ষতি হয় পুরুষের ততটা হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা সুদ খেয়ো না এবং সতী নারীকে মিথ্যা অপবাদ দিও না।"[৯৬] অপবাদের ভয়াবহতা সুদূর প্রসারী। অপবাদের দ্বারা একটি মেয়ের বিয়ে ভেংগে যেতে পারে এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটে যেতে পারে, বাবা-মা-ও তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে। পরবর্তীতে মেয়েটি অন্যায় পথে পা বাড়াতে পারে এমনকি আত্মহত্যার মত পথ বেছে নিতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি শতভাগ বাস্তব ও

---

[৯২] . আল-কুর'আন, ৪:৩২

[৯৩] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৬০ ان لكل امة فتنة ، وفتنة امتى المال

[৯৪] . ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৪৮ فما ينفى العلم من صدور الرجال قال: الطمع

[৯৫] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৬০

[৯৬] . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ১৫, ১৭ ولا تاكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة

Dhaka University Institutional Repository

সত্য। অপবাদের মত গুরুতর অপরাধের সাথে নিজেকে জড়ালে কেউ মু'মিন থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অপবাদ প্রদানকারী, অভিশাপ প্রদানকারী এবং অশ্লীল ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না।"[৯৭]

অনুমাননির্ভর চিন্তা, কথা ও সিদ্ধান্ত

মানুষ অনেক সময় যাচাই-বাছাই না করে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কান কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। দেখা যায় পুরো ব্যাপারটাই অমূলক ও মিথ্যা। অথচ যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সে ঠিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যার ক্ষতিপূরণ করা আর সম্ভব নয়। এ ধরণের আচরণ যেমনি অমানবিক তেমনি ইসলামবিরোধী। উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.)-এর ওপর আরোপিত অপবাদের কথা স্মরণ করা যায়। যা হোক তাঁর ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যাদের ব্যাপারে কোন দিনই সত্যটি মানুষ জানতে পারে না। তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।"[৯৮] কারো ব্যাপারে অনুমান করে অন্যদের কাছে বলে বেড়ানো, তার বিরুদ্ধে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেয়ে বড় অন্যায় এবং মানবতাবিরোধী আর কিছু হতে পারে না। এমনও হতে পারে এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি হয় তো তখনো কিছুই জানতে পারেনি। এ ক্ষতি আল্লাহ্ তা'আলা বিচার দিবসে অনিষ্টকারীদের কাছ থেকে পুরোপুরি আদায় করে নিবেন। অনেক হাদীসে এ অমানবিক কর্মটির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলে দিও না। মুসলমানদের ব্যাপারগুলোকে অনুমান করে গ্রহণ করো না।"[৯৯] হাদীসে কোন মুসলমানকে বিপদে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারো ব্যাপারে অনুমান করে ব্যবস্থা নেয়ার চেয়ে বড় মহাবিপদে ফেলে দেয়া আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না।

অনুমান ও আন্দাজ করা কোন যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি বড় গুনাহগুলোর অন্যতম। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ।"[১০০] মিথ্যা হলো সবচেয়ে বড় পাপ এবং পাপের জননী। আর সন্দেহ ও অনুমান হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) অনুমান হতে বারণ করে বলেন, "তোমরা অনুমান বর্জন কর। কেননা অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা।"[১০১] অনুমানের একটি ধরণ হলো সন্দেহ পোষণ। অনেকে বেহুদা সন্দেহ করে ফেরে। তাদের চরিত্রই সন্দেহপ্রবণ। এসব মু'মিন জীবনের খেলাপ। অনেক সময় অত্যাচারী শাসকরা জনগণকে সন্দেহ করে। এর বেশির ভাগই কুচিন্তা ও কুধারণা। তারা মনে করে, না জানি কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কিন্তু নিজেদেরকে শুধরায় না। মহানবী (স.) এ প্রসংগে বলেছেন, "শাসক যখন জনগণের মধ্যে সন্দেহ খুঁজে বেড়ায় তখন মূলত সে তাদের মাঝে নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেয়।"[১০২]

মানব মনের আরেকটি ব্যাধি হলো সন্দেহ-সংশয়। এটি বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাব। এ অভ্যাস মু'মিন আদর্শের বিপরীত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "নিঃসন্দেহে মু'মিন হচ্ছে কেবল সেসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর তারা কোনরূপ সন্দেহের প্রশ্রয় দেয়নি।"[১০৩] ইসলামের অন্যতম একটি মূলনীতি এই যে, সন্দেহজনক ব্যাপারগুলোকে বর্জন করে সন্দেহমুক্ত ব্যাপারের দিকে যেতে হয়। মহানবী (স.) বলেছেন, "যা সন্দেহের সৃষ্টি করে তা ছেড়ে যা সন্দেহ সৃষ্টি করে না সে দিকে যাও।"[১০৪]

---

[৯৭] . ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذى ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০৫

[৯৮] . يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قومًا بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين আল-কুর'আন, ৪৯ঃ৬

[৯৯] . لا تقتلوا الناس لا تاخذوا حزرات المسلمين ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ২৮

[১০০] . يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ، ان بعض الظن اثم আল-কুর'আন, ৪৯ঃ১২

[১০১] . اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ২৮

[১০২] . انّ الامير اذا ابتغى الريبة في الناس افسدهم ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৪

[১০৩] . انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثمّ لم يرتابوا আল-কুর'আন, ৪৯ঃ১৫

[১০৪] . دع ما يريبك الى مالا يريبك ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে খারাপ লোকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।"[১০৫]

কারো ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার অধিকার অন্য কারো নেই। এটি অনধিকার চর্চা, অবৈধ হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নেই। ইসলামে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর কোন সুযোগ কারো নেই। অধিক সন্দেহ পোষণকারীদের জন্য পরকালে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কিয়ামত দিবসে সন্দেহ পোষণকারীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেয়া হবে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে।"[১০৬] সন্দেহকে একটি হাদীসে কুফরির পর সবচেয়ে জটিল পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কুফরির পর সন্দেহের চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু নেই।"[১০৭]

তোষামোদ ও চাটুকারিতা

তোষামোদ ও চাটুকারিতা একটি জঘন্য ইসলাম ও মানবতাবিরোধী কাজ। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। সে সকলের মতের সাথে সায় দেয়। এদেরকে বলা হয় 'Yes Man' ধরনের এবং জ্বী হুজুর ধরনের লোক। নিজের স্বকীয়তা বলতে কিছু থাকে না। কোন আশরাফুল মাখলুকাত এ কাজ করতে পারে না। আমরা জানি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুনাফিকরা এই চরিত্রের অধিকারী ছিল। তারা যখন যাদের সাথে মিলিত হতো; তখন তাদেরকে বলত, 'আমরা তোমাদের সাথে আছি'। এরা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পিছনে নামায পড়ত, আবার ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে রওয়ানা দিয়েও ২৫০ জন ফিরে এসেছিল। সূরা বাকারায় এ চরিত্রের লোকদের সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "যখন তারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।"[১০৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন চরিত্রের হলে ইসলামের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। তাহলে হিজরত হতো না, কোন যুদ্ধ হতো না, তিনি ব্যক্তিত্বহীন লোক হিসেবে পরিচিত হতেন। (না'আউযু বিল্লাহ্) তোষামোদ হতে বেঁচে থাকার জন্য মহানবী (স.) সরাসরি বলেছেন, "তোমরা জ্বী হুজুর ধরনের হয়ো না।"[১০৯] অর্থাৎ মু'মিনের নিজস্ব একটি চিন্তা, চেতনা ও আদর্শ থাকবে। সে সকলের মতের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারে না। সারা জীবন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে এ চিন্তা করেই কারো মু'মিন হওয়া উচিত। তোষামোদের একটি ব্যাখ্যা হলো চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়া ও জ্বী হুজুর করা। এ কাজটিও ব্যক্তি হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে কারো জন্য মানায় না। এমন কাজ করা যায় শুধু মহান আল্লাহ্র ব্যাপারে। কোন সৃষ্টির ব্যাপারে এমন মানসিকতা শিরকের সামিল।

গীবত ও চোগলখুরি

আরেকটি চরম মানবতাবিরোধী ও জঘন্য মানব বৈশিষ্ট্য হলো গীবত। আরবী غيبة 'গীবত' শব্দটির অর্থ পিছনে কথা বলা, আড়ালে কথা বলা, ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে কথা বলা, পরনিন্দা ও কুৎসা রটনা ইত্যাদি। গীবতের সংজ্ঞায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "গীবত হচ্ছে এই যে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে তো অপবাদ আরোপ করলে।"[১১০] ইমাম মালিক (র.) তাঁর মু'আত্তা গ্রন্থে হযরত মুত্তালিব ইবন 'আবদুল্লাহ্ থেকে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যার ভাষা নিম্নরূপঃ "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কাকে বলে? তিনি বললেনঃ কারো সম্পর্কে

---

[১০৫] وما لهم به من علم ، ان يتبعون الا الظن ، وان الظن لا يغنى من الحق شيئا . আল-কুর'আন, ৫৩:২৮

[১০৬] القيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب . আল-কুর'আন, ৫০:২৪, ২৫

[১০৭] ولا اشد من ريبة بعد كفر . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ১, পৃ. ৮

[১০৮] واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزءون . আল-কুর'আন, ২:১৪

[১০৯] لا تكونوا إمَّعَة . ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, বাব নং- ৬২

[১১০] ذكرك اخاك بما يكره ، قيل افرايت ان كان فى اخى ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৭০

Dhaka University Institutional Repository

তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার কথা মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ।"[১১১] একজনের পিছনে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। বিশেষতঃ বাস্তবতাবিরোধী কথার তো কোন জায়গাই ইসলামী জীবনাদর্শে নেই। আড়ালে, আবডালে, পিছনে কথা বলা ইসলামী ঐতিহ্য-বিরোধী। আল্লাহ্ তা'আলা গীবতের ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন, "তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাবে? বস্তুত তোমরা তো এটিকে ঘৃণ্যই মনে কর।"[১১২] আল্লাহ্ তা'আলা গীবত হতে মানবতাকে রক্ষার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক উদাহরণটি এখানে দিয়েছেন। যাতে মানুষ যে কোন মূল্যে এ অন্যায় ও অমানবিকতা হতে দূরে অবস্থান করতে পারে। গীবত করা একার্থে নিজের আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মত। মানবতাবিরোধী ও ভয়াবহ কয়েকটি অন্যায়ের মধ্যে গীবত অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি তার অনুসরণ করো না, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।"[১১৩] হাদীসেও সর্বনিকৃষ্ট লোকদের প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আমি কি তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট লোকদের খবর দিব না? যারা পরনিন্দা করে বেড়ায়।"[১১৪] বাংলাদেশের মানুষ খুব যত্নসহকারে অবলীলায় এই নিকৃষ্ট কাজটি করে যাচ্ছে। মানুষের স্বভাব এমন হয়ে গেছে যে, দু' বা ততোধিক লোক অবসর সময় পেলেই এ কাজটি করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।"[১১৫] পরনিন্দাকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।"[১১৬] গীবতের ভয়াবহতার কারণে হাদীসে এটিকে ব্যভিচারের চেয়েও গুরুতর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোষণা করেছেন, "গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক।"[১১৭] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোষণা করেছেন, "ইসলামে গীবত ত্রিশবার যিনার চেয়েও মারাত্মক।"[১১৮]

ইসলামে সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। গীবত সুদের পাপের চেয়েও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সুদের পাপের চেয়েও মারাত্মক।"[১১৯] পরনিন্দা মানবিক মূল্যবোধ-বিরোধী একটি জঘন্য অপরাধ। এটি ঈমানের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। গীবতের মত গুরুতর অপরাধ করে ঈমানের দাবী করা শোভা পায় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পরনিন্দুক, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল আচরণকারী এবং নির্লজ্জ ব্যক্তি মু'মিন নয়।"[১২০] মানুষের বড় সমস্যা হলো এই যে, সে অন্যের কাজের দিকে যতটা সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকায় নিজের কাজের দিকে সেভাবে তাকায় না। যার ফলে মানবিক মূল্যবোধে তারা উন্নতি সাধন করতে পারে না। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট। নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে। অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার

---

১১১. انْ رجلا سال رسول الله (ص) ما الغيبة؟ فقال: ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع ، فقال يا رسول الله! وان كان ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কালাম, হাদীস নং- ১০ قال: اذا قلت باطلا فذالك البهتان

১১২. ولا يغتب بعضكم بعضًا ، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتًا فكرهتموه আল-কুর'আন, ৪৯ঃ১২

১১৩. ولا تطع كلّ حلاف مهين ، همّاز مشّاء بنميم আল-কুর'আন, ৬৮ঃ১০, ১১

১১৪. الا اخبركم بشراركم المشّاؤون بالنميمة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৪৫৯

১১৫. شرار عباد الله تعالى المشّاؤون بالنميمة المفرّقون بين الاحبة الباغون للبراء العنت ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২২৭, খন্ড- ৬, পৃ. ৪৫৯

১১৬. ويلٌ لكل همزةٍ لمزةٍ আল-কুর'আন, ১০৪ঃ১

১১৭. আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী, *গীবত বা পরনিন্দা*, (ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ মূসা) ঢাকাঃ আল হেরা প্রকাশনী, মে, ১৯৯৪, পৃ. ৩২ الغيبة اشدّ من الزنا

১১৮. আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩ الغيبة اشدّ من ثلاثين زنة فى الاسلام

১১৯. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১৯০/ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৩৫ انّ من اربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق

১২০. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০৫, ৪১৬ ليس المؤمن بالطّعّان ولا باللعّان ولا الفاحش ولا البذى

Dhaka University Institutional Repository

দোষ সম্পর্কে অন্ধ। নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেওয়া, হয়রানি করা।"[১২১] ইবন 'আব্বাসের একটি বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মৃত প্রাণী খাওয়া যেমনি ধরনের হারাম গীবত করাও তেমনি ধরনের হারাম। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ মু'মিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারের গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন।"[১২২]

অনেকে গীবত শুনে গীবতকারীকে তার কাজে সমর্থন দিয়ে থাকে। যা গীবতের মত সমান অপরাধ। এজন্য সকলের উচিত হবে যে, কোথাও কারো গীবত করা হলে তা না শুনা এবং পাত্তা না দেয়া। তাহলে গীবতকারীরা এক সময় নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে ও তা ছেড়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোষণা করেছেন, "গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীর পাপে অংশীদার।"[১২৩]

গীবত ব্যক্তি ও সমাজের জন্য এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা কেবল বিরাগ-বিভাজন আর ধ্বংসই টেনে আনে। এ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লে যে কোনো ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ তার প্রাণ-চাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। সেখানে গড়ার কাজের পরিবর্তে ভাংগনের কাজই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মু'মিনদের মুক্ত থাকা চাই এই ঘৃণিত ব্যাধি থেকে। গীবতের পরিণতি ভয়ংকর। তা মানুষের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা ও শত্রুতার সৃষ্টি করে, সৎ কাজসমূহ ধ্বংস করে, সমাজে অশান্তি ডেকে আনে এবং আখিরাতকে বরবাদ করে দেয়। মানুষ নিজ নিজ দোষ না দেখলেও অপরের দোষ ধরতে পারদর্শী ও পারঙ্গম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তারা অপরের দোষচর্চা দিয়ে কর্মদিবসের সূচনা করে। মানবচরিত্রের এই মারাত্মক ব্যাধির সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। মানুষ যেন অপরের দোষ ধরার পূর্বে নিজেদের চেহারা একবার আয়নায় দেখে নেয়। গীবতের কারণে ব্যক্তি তার সব কিছু হারায়। বিশেষত তার পরকালিন শান্তি অনিশ্চিত হয়ে যায়। জীবনে তিলে তিলে যে পূণ্য ব্যক্তি করে তা গীবতের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে ঘোষণা করেন, "বান্দার নেক 'আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় আগুনও তত দ্রুত শুকনা বস্তু ধ্বংস করতে পারে না।"[১২৪]

প্রদর্শনেচ্ছা

লোক-দেখানো মানসিকতা, প্রদর্শনেচ্ছা, কৃত্রিমতা, বাহ্যাড়ম্বরী ইত্যাদি মুনাফিকী ও অমানবিক আচরণ। প্রদর্শনেচ্ছার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Ostentation প্রদর্শনেচ্ছার আরবী অর্থ হলো 'رياء' এগুলো ইসলাম, মানবতা, মনুষ্যত্ব ও সমাজবিরোধী কাজ। অনেকেরই অনেক কাজের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানব কল্যাণের পরিবর্তে লোক দেখানোই উদ্দেশ্য হয়ে দাড়িয়েছে। আজকাল যেন এ হারটা খুব বেড়ে গেছে। আগের দিনের মানুষ কিছু করে দেখাতো; আর এ যুগে কিছু না করেই দেখাতে চায়। অনেকে কাজ না করে পারিশ্রমিক নিয়ে নিতে চায়, পড়া-শুনা ও পরীক্ষার মত কাজ সম্পন্ন না করে সনদ পেতে চায়, কাজ না করে বিল দাখিল করে অর্থ হাতিয়ে নিতে চায়, অনেকে সামনে এমন ভাব করে যেন তার মত আর কেউ ভালবাসতে জানে না; বাস্তবে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা ঐ ব্যক্তিই করছে। অথচ মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন এর বিপরীত চরিত্রের লোকদেরকে। যারা শুধু মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সব কিছু করবে। সকল কিছু অতি গোপনে করবে মানুষকে জানতেই দিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহভীরু ধনী এবং গোপনীয়তা অবলম্বনকারীদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন।"[১২৫] প্রদর্শনেচ্ছার মত মানসিক ব্যাধি হতে প্রধানত ধনী ব্যক্তিদের বিরত থাকতে হবে। কারণ এ ব্যাধিটি সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেই বেশী পরিলক্ষিত হয়। আসলে গরীবদের দেখানোর তেমন কিছু থাকে না। দ্বিতীয়ত এ ব্যাধিটি মুনাফিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কারণ তারা এমন ব্যাপার দেখাতে পছন্দ করে যাতে তাদের বিশ্বাস নেই। আবার যে সব ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস আছে তাতে গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকে। তৃতীয়ত এটি অহংকারীদের একটি বৈশিষ্ট্য। তারা লোক দেখানোর জন্য অনেক কিছু করে থাকে। অহংকার ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য একটি মানসিকতা ও অপরাধ। এটি ইবলীসি চেতনা।

---

১২১. كفى من الغيّ بالمؤمن ثلاث يعيب على الناس بما يأتى به ويبصر من عيوب الناس بما لا يبصر من نفسه ويؤذى عليه فى ما لا يعنيه আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী, *গীবত বা পরনিন্দা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭, ১৮

১২২. حرم الله يغتاب المؤمن بشىء كما حرم الميتة আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী, *গীবত বা পরনিন্দা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১২৩. المستمع شريك المغتابين আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১২৪. ما النار فى اليبس باسرع من الغيبة فى حسنات العبد আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১২৫. ان الله يحب (العبد) التقى الغنى والخفى ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ১১

Dhaka University Institutional Repository

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার একটি ধরন হলো আত্মপ্রশংসা। আজকাল মানুষ ভাল কাজ ছেড়ে দিয়েছে। যার কারণে অন্যরা প্রশংসা করে না। ব্যক্তি এখন নিজেই নিজের প্রশংসা বা বাহাদুরি বর্ণনা করছে। এ অভ্যাস এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে। মহান আল্লাহ্ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না।"[১২৬] ইসলামে নিজে নিজের প্রশংসা করার কোন সুযোগ বা বৈধতা নেই। ইসলামে প্রশংসা করবে অন্য মানুষ; তাও আড়ালে করবে। সামনে প্রশংসা করা যাবে না।

লোক দেখানো মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিসম্পাত ও ধ্বংস। বিশেষত যারা 'ইবাদত-বন্দেগীতে এ মানসিকতা পোষণ করে তাদের রেহাই নেই। কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে, "সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন এবং যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।"[১২৭] আরেক আয়াতে বলা হয়েছে যে, লোক দেখানো সালাত আদায় মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। কুর'আনে বলা হয়েছে, "মুনাফিকরা আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য।"[১২৮] 'ইবাদতে রিয়া বা লোক দেখানো ভাবকে ছোট শিরক নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ মানুষ তার 'ইবাদতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি কামনা করবে। যেমন সে লোকদেরকে তার 'ইবাদত এবং পরহিযগারি সম্বন্ধে অবহিত করতে ইচ্ছে করে যাতে এর দ্বারা তাদের থেকে কোন পার্থিব উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন, কিছু ধন-সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বা কিছু প্রশংসা বা কিছু ভোট। বাংলাদেশে অনেক নেতা সময় বুঝে ধার্মিকতা অবলম্বন করেন। বিশেষত নির্বাচনের সময়কে মোক্ষম সময় হিসেবে গ্রহণ করেন। নির্বাচনের পর তিনি আর ঐ ভূমিকায় থাকেন না। হাতে তাসবীহ নেয়া, মাথায় নিকাব দেয়া, মসজিদে বেশি বেশি উপস্থিত হওয়া এবং মাজার যিয়ারত করার হিড়িক পড়ে যায়। এসব তিনি করেন আপাতত মানুষের খুশির জন্য। মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তার চিন্তা-চেতনায় থাকে না। অতএব, যে ব্যক্তি এরূপ করে তার 'ইবাদত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে মহান আল্লাহ্র কাছে ঘৃণিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। তার 'আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা খালিস 'ইবাদত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। রিয়া প্রদর্শনকারীদের সকল গোপন উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে জনসম্মুখে ফাঁস করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকের শোনার জন্য 'ইবাদত করেছে আল্লাহ্ তা লোকদেরকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোককে দেখানোর জন্য কোন কাজ করেছে তা তিনি লোকদের দেখিয়ে দিবেন।"[১২৯] অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য খালিস 'ইবাদত না করে লোক দেখানোর জন্য এবং তাদেরকে শোনানোর জন্য 'ইবাদত করে তাকে তাই দেওয়া হবে। তা মহান আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন, তাকে লজ্জিত করবেন যা সে মনে গোপন রেখেছিল তা প্রকাশ করে দিবেন। আর লোককে দেখানোর নিয়্যাতে 'ইবাদত করেছে আজ আল্লাহ্ তা'আলা লোকদের সম্মুখে তা প্রকাশ করে বলবেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য 'ইবাদত না করে লোককে দেখানোর জন্য 'ইবাদত করেছে তখন সে আল্লাহ্র 'আযাবের উপযুক্ত হবে।

পরকালে আল্লাহর শান্তির ছায়ায় যারা স্থান পাবে তাদের মধ্যে অন্যতম একটি দল হলো তারা যারা দান করার সময় গোপনীয়তা অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ দানে কৃত্রিমতা থাকলে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে কোন ছায়া পাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে সাত শ্রেণীর লোকের জন্য কিয়ামত দিবসে ছায়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের অন্যতম হলো "সে সব লোক যারা দানের সময় এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করেন যে, ডান হাত দান করলে বাম হাত তা টের পায় না।"[১৩০] হাদীসে যেমনি শান্তির ছায়ার কথা বলা হয়েছে তেমনি অশান্তির আগুনের কথাও বলা হয়েছে। একটি হাদীসে আছে যে, "বিচার দিবসে তিন ধরণের বিশিষ্ট্য ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা হলো এমন (ক) এমন 'আলিম যিনি পার্থিব লাভের জন্য 'ইলম অর্জন করেছেন। (খ) এমন মুজাহিদ যিনি এ উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছেন যে, তাকে লোকেরা 'বীর' বলবে। এবং (গ) এমন দাতা যিনি এ উদ্দেশ্যে দান করেছেন যে, লোকেরা তাকে দানবীর ভাকবে ও জানবে।"[১৩১] এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, উপরের প্রতিটি দলই লোক

---

[১২৬] . فلا تزكوا انفسكم আল-কুর'আন, ৫৩:৩২

[১২৭] . فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون আল-কুর'আন, ১০৭:৪-৬

[১২৮] . انّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، واذا قاموا الى الصّلاة قاموا كسالى يُراءون الناس আল-কুর'আন, ৪:১৪২

[১২৯] . من سمّع سمّع الله به ، ومن يرائى يرائى الله به ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ৪৭

[১৩০] ... سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظلّ الا ظله ...رجل تصدّق بصدقة فاخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯১, ৯২

[১৩১] ... ويقاتل رياءً... ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ২৫

Dhaka University Institutional Repository

দেখানোর জন্যই কাজগুলো করেছে। অনেকের কাজে নিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা মারহাবা বা জিন্দাবাদ পাওয়ার জন্য মানুষের সামনে কাজ করে বা দান করে থাকে। সাধারণত দানে প্রদর্শনেচ্ছা বেশি হয়ে থাকে। আর দানের ব্যাপারে লোক দেখানো মানসিকতা আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় অপছন্দের কাজ। এটি মহান আল্লাহ্ ও পরকালে অবিশ্বাসের মত অপরাধ। এটি শয়তানি কাজ। কুর'আনে বলা হয়েছে, "যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন না। আর শয়তান কারো সংগী হলে সে সংগী কত নিকৃষ্ট।"[১৩২]

প্রদর্শনেচ্ছাকারীদের জন্য সবচেয়ে খারাপ খবর হলো এই যে, এটি শিরকের ন্যায় অপরাধ। আমরা জানি যে, শিরক হলো প্রধানতম কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রদর্শনেচ্ছা শিরক।"[১৩৩] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আমি আমার উম্মতের শিরক ও লুক্কায়িত কামনায় ভয় করি। লোক তাঁকে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পরে কি আপনার উম্মতগণ শিরক আরম্ভ করবে? তিনি বললেন, হাঁ, কিন্তু তারা চন্দ্র, সূর্য, মূর্তি বা প্রস্তর ইত্যাদির পূজা না করলেও তারা লোক দেখানোর জন্য আমল করবে। আর লুক্কায়িত কামনা হলো তাদের কেউ হয়ত সকালে রোযাদার থাকবে। অতঃপর প্রবৃত্তির তাড়নায় সে রোযা ভঙ্গ করবে।"[১৩৪] রিয়ার মত কাজটি শিরক এ জন্য যে, মানুষ কোন কিছু করে আল্লাহর খুশির জন্য। আর এ ব্যক্তিরা কার খুশির জন্য কাজ করে তা তারা নিজেরাও জানে না।

আরেকটি আয়াতের বর্ণনামতে প্রদর্শনকারী ও প্রদর্শনকামীদের ঈমান অস্তিত্বের ও প্রশ্নের সম্মুখীন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৩৫] প্রদর্শনেচ্ছার দ্বারা মানুষের ঈমান প্রশ্নের মুখোমুখী হয়। ইবরাহীম ইবন আদহাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিখ্যাত হতে চেয়েছে (প্রসিদ্ধি কামনা করেছে) সে মহান আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনেনি।"[১৩৬]

সর্বোপরি রিয়া মানুষের সকল অর্জনকে বিলুপ্ত করে দেয় এবং মহান আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও আযাবের কারণ হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কোন আমলই গ্রহণ করেন না একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য যা করা হয়েছে তা ব্যতীত। রিয়া এমন একটি কাজ যা মানুষের আমলকে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ও আখিরাতে প্রতিদান প্রাপ্তির আশাকে ধুলিস্মাৎ করে দেয়। যখন কোন লোক তার আমল দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে এর প্রতিদানের প্রত্যাশা করে তখন তার কার্যাবলী অত্যন্ত সঠিকভাবে আদায় হয়। অতএব, তার কোন কাজই মন্দ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এমন একদল মু'মিনের প্রশংসা করেছেন যারা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উপযুক্ত হয়েছে, কেননা তারা গরীব লোকদেরকে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মানসে দান করেছে। এ ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান বা শোকর তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা দরিদ্রদের উদ্দেশ্যে বলতঃ "কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না।"[১৩৭] পূর্ব যুগের মু'মিনগণ ব্যাপারটি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের বক্তব্য হতে তা প্রকাশিত হয়েছে। আলী

---

[১৩২] . الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا -আল-কুর'আন, ৪:৩৮

[১৩৩] . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নুযুর (النذور), বাব নং- ৯

[১৩৪] . اتخوّف على امّتى الشرك والشهوة الخفية ، قيل له: يا رسول الله! اتشرك امّتك من بعدك؟ قال: نعم اما انهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وثنًا ولكن يراءون باعمالهم والشهوة الخفية ان يصبح احدهم صائمًا فتعرض له شهوة من شهوة شهوته فيترك صومه ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৪, পৃ. ১২৪, ১২৬

[১৩৫] . يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والاذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدى القوم الكافرين -আল-কুর'আন, ২:২৬৪

[১৩৬] . আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ৮৬

[১৩৭] . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا আল-কুর'আন, ৭৬:৯

Dhaka University Institutional Repository

(রা.) বলেছেন, "বান্দাকে তার নিয়্যাতের জন্য এমন পুরস্কার দেয়া হয় যা তার কর্মের জন্য দেয়া হয় না। কেননা নিয়্যাত এমন ব্যাপার যাতে রিয়া থাকে না।"[১৩৮] সাওমের অত্যধিক ফযীলতের প্রধান কারণের এটি একটি। সাওমের সার্থকতা অনেকটাই নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। এ ইবাদতটিতে প্রদর্শনেচ্ছার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অভিশাপ দেয়া

অভিশাপ শব্দের ইংরেজী হলো Cursing ইসলামে কাউকে অভিশাপ বা লা'নত করা নিষিদ্ধ। কাউকে অভিশাপ দেয়ার দ্বারা মূলত হত্যার মত জঘন্য কাজ করা হয়। মহানবী (স.) বলেন, "মু'মিন ব্যক্তির অভিশাপ তাকে হত্যারই নামান্তর।"[১৩৯] অভিশাপের দ্বারা কোন পক্ষই উপকৃত হয় না। বরং এর দ্বারা পাপের পাল্লাই ভারী হয় মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কাউকে লা'নত করল যে লানতের উপযুক্ত নয়, সে লা'নত তার ওপরই বর্তায়।"[১৪০] লা'নত করা আমাদের রাসূলের আদর্শবিরোধী একটি কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) কখনো কাউকে অভিশাপ দেননি। তিনি স্বয়ং বলেন, "আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি; বরং আমাকে হিসেবে পাঠানো হয়েছে।"[১৪১]

অভিশাপ হলো অনেক ভাল আচরণের সম্পূর্ণ একটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ সত্যবাদীর জন্য এটি খুবই বেমানান। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কোন সত্যবাদীর জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়।"[১৪২] এটি ঈমানবিরোধী একটি কর্মও বটে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পরনিন্দাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল আচরণকারী এবং নির্লজ্জ ব্যক্তি মু'মিন নয়।"[১৪৩] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শবিরোধী একটি জঘন্য কাজ হলো অভিসম্পাত করা। তিনি তাঁর জীবনে কখনো এ কাজ করেননি। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) কখনো গালি প্রদানকারী এবং অভিসম্পাতকারী ছিলেন না।"[১৪৪]

ক্ষতি করা

মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কে কার ক্ষতি করবে তার প্রতিযোগিতা চলছে। অথচ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যাপারটি এর বিপরীত হওয়ার কথা ছিল। মহানবী (স.) এর শিক্ষা হলো, মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত কর। যদি সেটা না পার তাহলে কম পক্ষে কারো ক্ষতি করো না। তিনি বলেছেন, "(নিজে) ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং (অন্যকে) ক্ষতিগ্রস্থ করা উচিত নয় (অবৈধ)।"[১৪৫] মুসলমানগণ যাঁকে (মুহাম্মদ স.) অনুসরণ করে চলার কথা তাঁর জীবনে মানুষের ক্ষতি করার একটি নযীরও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল-কুর'আনে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "আমরা উত্তম জাতি। তোমাদেরকে মানবতার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১৪৬] অর্থাৎ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। ইসলামে অন্যের ক্ষতি করার তো চিন্তাই করা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "(ইসলামে) অনিষ্টতা (ধ্বংস সৃষ্টি) ও হিংসার কোন স্থান নেই।"[১৪৭] ইসলামে এক মুসলমান যেহেতু আরেক মুসলমানের ভাই, তাই সে তার ভাইয়ের ক্ষতি করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলম করতে পারে না এবং তাকে শত্রুর হতে সোপর্দ করতে পারে না।"[১৪৮]

---

১৩৮. *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১৩৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১৭৬

১৪০. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিয়র, বাব নং- ৪৮

১৪১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং- ৮৭

১৪২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং- ৮৪

১৪৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০৫, ৪১৬

১৪৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৩৮, ৪৪

১৪৫. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আকযিয়া (الاقضية), হাদীস নং- ৩১

১৪৬. আল-কুর'আন, ৩:১১০

১৪৭. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২২২

১৪৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিয়র, হাদীস নং- ৩২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানবিক মূল্যবোধে শানিত এমন এক জীবনাদর্শ যে, এখানে ক্ষতি শব্দটির উপস্থিতি বেমানান। ইসলামে কেউ ক্ষতি করুক বা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা কাম্য নয়। কারো ক্ষতি করে আপাতত পার পাওয়া হয়ত সম্ভব হতে পারে কিন্তু এক সময় এ ব্যক্তিকে ক্ষতির শিকার হতে হবে। এটা প্রকৃতির অমোঘ সত্য। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে কেউ কারো ক্ষতি করবে, তাহলে এর দ্বারা আল্লাহ্ তার ক্ষতি সাধন করবেন।"[১৪৯] তাছাড়া কেউ কারো ক্ষতি করলে সে ব্যক্তি ইসলামে অভিশপ্ত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের ক্ষতি সাধন করল অথবা ধোকা দিল সে অভিশপ্ত।"[১৫০] যাদের ক্ষতির ভয়ে অন্যরা ভীত থাকে বা পালিয়ে বেড়ায় তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যার ক্ষতির ভয়ে মানুষ তাকে বর্জন করে সে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ।"[১৫১] অর্থাৎ এ মানুষগুলোর কাছ থেকে কখনোই ভাল কিছু আশা করা যায় না।

নিফাক

মানুষের অন্যতম একটি মানবিক দুর্বলতা হলো 'নিফাক' বা কপটতা। এর আরো কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করলে এর সীমা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। نفاق এর আরো অর্থ হলো- ভন্ডামি, অসাধুতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, হঠকারিতা (Rashness-nesty), খিয়ানত, দু'মুখো ভূমিকা, ভিতরে এক বাইরে আরেক, নির্দিষ্ট অবস্থান না নেয়া এবং ধোঁয়াটে আচরণ। অন্তর ও বাইরের বৈপরীত্ব অথবা কথা ও কাজের অমিলকে নিফাক বলে। এমন চরিত্রের লোকের অবস্থান ইসলামে জঘন্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "দু'মুখো লোক হলো সর্বনিকৃষ্ট।"[১৫২] পরকালে সর্বনিকৃষ্ট স্থানে তাদের আবাস হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "মুনাফিকরা তো অগ্নির নিম্নতর স্তরে অবস্থান করবে।"[১৫৩]

প্রত্যেককে দেখে বুঝা যায়। একমাত্র মুনাফিকদের দেখে বুঝা যায় না। কারণ তাদের মনে এক আর বাইরে আরেক। এ জন্য তাদের শাস্তিটা সর্বোচ্চ মাত্রার। মুনাফিকদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে এর শাস্তি দেন আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্কে তারা অল্পই স্মরণ করে; দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে।"[১৫৪] তাদের দু'মুখো চরিত্রের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা মানুষের মধ্যে দু'মুখো লোককে নিকৃষ্ট লোক হিসেবে পাবে। তারা এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয় এক রূপ ও এক মুখ নিয়ে এবং অন্য সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয় অন্যরূপ ও অন্য মুখ নিয়ে।"[১৫৫] অর্থাৎ মুনাফিকরা বর্ণচোরা ও বহুরূপী।

নিফাক এমন এক সামাজিক ব্যাধি যে, তার দ্বারা লোকের মধ্যে যাবতীয় ব্যাপারে বিশ্বস্ততা লোপ পায়। ফলে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ভাব তিরোহিত হয়। আর যখন পরস্পরের মধ্যকার বিশ্বস্ততা লোপ পায় তখন পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার দ্বার রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তখনই তাদের জীবনে অবনতি দেখা দেয় আর এ অবনতি তাদের উন্নতি ও বিকাশের পথ বন্ধ করে দেয়। তখনই সমাজ জীবনে নেমে আসে হতাশা ও দুর্ভোগ। নিফাকের মধ্যে লোক দেখানো মনোভাব বা রিয়া, ধোঁকা, আত্মম্ভরিতা, মিথ্যা, দাগাবাজি ইত্যাদি নানা প্রকার মন্দ স্বভাব মিশ্রিত থাকায় তা নিতান্ত নিন্দনীয়।

মুনাফিকরা বহু অমানবিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। তাদের পরিচয়ের মধ্যে তা ফুঁটে ওঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে পাওয়া যায় সে খাঁটি মুনাফিক, আর যার মধ্যে এই চারটির কোন একটি পাওয়া যায় তার মধ্যে নিফাকের একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল, যতদিন সে তা পরিত্যাগ না করে। চারটি বৈশিষ্ট্য

---

[১৪৯] . من ضارّ اضرّ الله به ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ১৭

[১৫০] . ملعون من ضارّ مؤمنا او مكر به ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, বাব নং- ২৭

[১৫১] . انّ من شرّ الناس من اتّقاه الناس لشرّه ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং- ৪

[১৫২] . انّ شرّ الناس ذو الوجهين ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৯৮, ৯৯

[১৫৩] . ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار আল-কুর'আন, ৪:১৪৫

[১৫৪] . ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ، يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء আল-কুর'আন, ৪:১৪২, ১৪৩

[১৫৫] . تجدون شرّ الناس ذا الوجهين: الذى ياتى هؤلاء بوجه ، ويأتى هؤلاء بوجه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৯৮, ৯৯/ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৪৫, ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

হলোঃ (ক) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে (খ) কথা বললে মিথ্যা বলে (গ) অঙ্গীকার করলে তা রক্ষা করে না (ঘ) ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অসত্য ও অমূলক কথা বলে।"[১৫৬] মিথ্যা, খিয়ানত, ওয়াদার খিলাফ ও নোংরা কথা তাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্ম। এসব মূল্যবোধকে তারা সামান্যই গুরুত্ব দেয় ও সমীহ করে। তারা অবলীলায় এসব অমানবিক কাজে নিজেদেরকে জড়ায়।

যুলম

আরবী 'ظلم' যুলম শব্দটির অর্থ অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, দখল, আত্মসাত, বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন, সীমাতিক্রম, বলপ্রয়োগ করা, চাপ দেয়া, বাধ্য করা, কোন বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে না রাখা ইত্যাদি। 'যুলম' শব্দের বিপরীত শব্দ عدل 'আদল'। আদল অর্থ ন্যায়বিচার, যথাযথ, সঠিক, বাস্তবসম্মত, একটি জিনিসকে দাবীদারদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা ইত্যাদি। বাংলাদেশে যুলমের ছড়াছড়ি এবং উৎসব চলছে। অনেক স্থানেই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চলছে। আইন-কানুন, নিয়মের কোন তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। যৌতুক দাবী করে স্ত্রী পক্ষের ওপর মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে, বড়কে বঞ্চিত করে ছোটকে প্রমোশন দেয়া হচ্ছে, ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা তোলা হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সকল টিকিট কালোবাজারিদের হাতে চলে যাচ্ছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এমনি ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে। ভুক্তভোগীরা যুলমের মাত্রা ও পরিধি টের পাচ্ছে। বিভিন্ন কাজে সরকারি অফিসে গেলে এবং কোন উৎসবে গ্রামের বাড়ি গেলেও পথের যুলম সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করা যায়। যেন আইন অমান্যের এক প্রতিযোগিতা চলছে। যা মানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্য বিরাট আঘাত। ইসলামে জোর-জবরদস্তির কোন স্থান নেই। তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন। যুলম বা অন্যায়-অত্যাচার অমানবীয় কর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম নিন্দনীয় একটি কর্ম। মানুষের ওপর অত্যাচার করা কোন সভ্য ব্যক্তি বা সমাজ মেনে নিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মু'মিনের পরিচয় দিয়ে বলেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর যুলম করতে পারে না। সে তাকে লজ্জায় ফেলতে পারে না।"[১৫৭] ইসলাম মানুষকে যুলমসহ সকল প্রকার নিষর্তনমূলক আচরণ হতে দূরে রাখার জন্য পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। এক হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন, "মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর যুলম করতে পারে না। সে তাকে (শত্রুর) কাছে সোপর্দ করতে পারে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসে; আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।"[১৫৮]

যুলম থেকে পুরোপুরি দূরে অবস্থানের জন্য ইসলাম উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে আমার বান্দা! তোমরা নিজেদের মধ্যে যুলম করো না।"[১৫৯] যুলমকে মহান আল্লাহ্ নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর বান্দার জন্যও হারাম করে দিয়েছেন। আবূ যার জুনদুব জুনাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স.) মহান আল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের ওপর যুলমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা পরস্পর যুলম করো না।"[১৬০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "সাবধান! তোমরা যুলম করো না। তোমরা যুলম করো না। তোমরা যুলম করো না।"[১৬১] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর নিষ্পেষণ করো না।"[১৬২] যে সব অপরাধের শাস্তি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আপতিত হয় যুলম তার মধ্যে একটি। মহানবী

---

১৫৬. اربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا ، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها: اذا ائتمن خان ، واذا حدث كذب ، واذا وعد اخلف ، واذا خاصم فجر ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০৬/ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ১৮৯, ১৯৮

১৫৭. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৩২

১৫৮. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৫৮/ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম, বাব নং- ৩

১৫৯. يا عبادى فلا تظالموا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৫৫

১৬০. عن ابى ذر جندب جُنادة عن النبى(ص): فيما يروى عن الله انه قال: يا عبادى! انى حرّمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৫৫

১৬১. الا لا تظلموا ، الا لا تظلموا ، الا لا تظلموا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৭২

১৬২. ولا تناجشوا ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাব নং- ২৯

Dhaka University Institutional Repository

(স.) বলেছেন, "যুলম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে মন্দের দ্রুততম পরিণাম নিপতিত হয়ে থাকে।"[১৬৩]

যুলমের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এর একটি ধরন হলো জবরদখল বা আত্মসাৎ। যারা এ কাজটি করে তাদের কাছে ব্যাপারটি খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। এটিকে ইদানিংকালে বলা হয় 'ভূমিদস্যুতা'। বিশেষত সরকারি জমি হলে ভূমিদস্যুরা আর লোভ সামলাতে পারে না। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ভূমিদস্যুরা অভাবের তাড়নায় এ কাজটি করে না। বরং লোভের বশবর্তী হয়েই তারা এ কাজটি করে। ২০০৭ সালের ১১জানুয়ারীর পর থেকে যৌথ বাহিনীর অভিযানের পর গণমাধ্যমের বদৌলতে জনগণ ভূমিদস্যুতায় কিছু নযীর দেখতে পেয়েছে। কোন শ্রেণীর লোক এ কাজের সাথে জড়িত তাও মানুষ জানতে পেরেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বহু পূর্বেই এ অন্যায় ও অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমিও দখল করে নেয় কিয়ামত দিবসে সাত স্তর জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।"[১৬৪] ভূমিদস্যুরা বাংলাদেশের কোন খাল, নদী, পতিত স্থান নিরাপদ রাখেনি। প্রত্যেকটি তারা অল্প-বিস্তর দখল করে নিয়েছে। যার ফলে দেখা দিয়েছে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা। বৃষ্টি বা অন্য কোন পানি গড়ানোর জায়গা না থাকায় রাস্তা-ঘাট, শহর বন্দর জলমগ্ন হচ্ছে। বাড়ি-ঘর প্লাবিত হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে বন্যা। এ সবের দায়ভার ভূমিদস্যুদের নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত এরা পাহাড় কেটে পরিবেশের সর্বনাশ করেছে। যার ফলে প্রতিনিয়ত পাহাড় ধ্বসে মানুষ তাদের জীবন দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অতিমাত্রায় ভূমিকম্পের সৃষ্টি হচ্ছে। মহানবী (স.) আরেক হাদীসে বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন জমি দখল করল, তার গলায় সে জমি ঝুলিয়ে দেয়া হবে।"[১৬৫] কেউ স্বেচ্ছায় কিছু দিয়ে দিলে সেটা আর যুলম হয় না। কিন্তু মালিকের অনুমোদন ছাড়া কিছু নিয়ে নিলে তা যুলমের আওতায় পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "খবরদার! তোমরা কারো ওপর যুলম করো না। কারো সম্পদ জোর করে নিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় তার সম্পদ দিয়ে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।"[১৬৬]

অমানবিক কর্মের মধ্যে যুলম বা অন্যায়-অত্যাচার অন্যতম। কোন সমাজে কারো যুলম করা বা কেউ যুলমের শিকার হওয়া দু'টিই খুব খারাপ। কারণ যুলমের পরিণতিতে যে বিপদাপদ আসে তাতে সবাই কবলিত ও নিপতিত হয়ে পড়ে। বিশেষত মাযলুমের আর্তনাদে সাড়া পড়ে যায়। কেউ অত্যাচারিত হোক এবং যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করুক মহান আল্লাহ্ তা চান না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা অত্যাচারিতের আর্তনাদ (আহাজারি) হতে বেঁচে থাক। নিশ্চিতভাবেই নির্যাতিতের আর্তচিৎকার গৃহিত হয়। "[১৬৭] বেশকিছু অপরাধ রয়েছে যার মাধ্যমে মানবতা লাঞ্চিত হয়; এমন অপরাধে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে সাড়া দিয়ে থাকেন। যুলম এমনি ধরনের একটি অপরাধ। মহানবী (স.) বলেছেন, "নিশ্চিতভাবেই অত্যাচারিতের আহবানে সাড়া দেয়া হয়।"[১৬৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্র কাছে দারিদ্র্য, অভাব, অপমান, যুলম করা এবং মাযলুম হওয়া থেকে আশ্রয় চাও।"[১৬৯] মহানবী (স.) আরেক স্থানে বলেন, "তিন ধরনের লোকের ডাক প্রত্যাখ্যাত হয় না। বরং তাদের ডাকে সাড়া দেয়া হয়। (তাদের অন্যতম) মাযলুমের ডাক।"[১৭০]

যুলম হতে দূরে থাকার জন্য অনেকভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা যুলম বর্জন কর।"[১৭১] সমাজে যুলমের অবস্থান ইসলাম কামনা করে না। সমাজে কেউ যুলম করুক বা কেউ মাযলুম হোক ইসলাম এর কোনটাই চায় না। যুলম থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) মানুষকে দু'আ করতে বলেছেন। তিনি

---

[১৬৩] . اسرع الشر عقوبة البغى وقطيعة الرحم ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ২৩

[১৬৪] . من اخذ شبرًا مّن الارض ظلمًا فانّه يُطوّقه يوم القيامة من سبع ارضين ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ১৩৭

[১৬৫] . من ظلم من الارض شيئا قيد شبر من الارض ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ১৪২

[১৬৬] . الا لا تظلموا ، الا لا يحلّ مال امرئ الا بطيب نفس منه ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৭২

[১৬৭] . اتقوا دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مُجابة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৯

[১৬৮] . فان دعوة المظلوم مستجابة ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু দাও'আতিল মাযলুম, হাদীস নং- ১

[১৬৯] . تعوّذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وان تَظلم وتُظلم ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৫৪০

[১৭০] . ثلاثة لا تُردّ دعوتهم ، تردّ دعاؤهم...ودعوة المظلوم ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩০৫

[১৭১] . اتقوا الظلم ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, "তোমরা যুলম করা এবং যুলমের শিকার হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।"[১৭২] যুলমের ভয়াবহতা বিবেচনা করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.) আল্লাহ্র কাছে নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে মাযলুমের আর্তনাদ থেকে পরিত্রাণ চাই।"[১৭৩] অর্থাৎ 'যুলম' অবস্থা থেকে ইসলামী সমাজ সর্বদা মুক্ত থাকত।

আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দের কাজের মধ্যে যুলম অন্যতম। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।"[১৭৪] যালিম ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রকার সাহায্য করেন না। কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে যে, যালিমদের জন্য অভিসম্পাত রয়েছে।"[১৭৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-ও বলেছেন, "সাবধান! যালিমদের ওপর আল্লাহ্র লা'নত।"[১৭৬] মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"[১৭৭] যালিম লোকেরা কখনো সৎপথের সন্ধান পায় না। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৭৮] যালিমরা মনে করে তাদের সাথে কেউ পারবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, পৃথিবীতে কোন যালিমের শেষ রক্ষা হয়নি। তাদের পতন অনিবার্য। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব।"[১৭৯] "আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।"[১৮০] "আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলোর বাসিন্দা ছিল যালিম। এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।"[১৮১] যুলমের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ আল-কুর'আনে সবচেয়ে শক্ত কথাটি বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে। তিনি বলেছেন, "এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা যুলম করে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন।"[১৮২] আল্লাহ্ যতই দয়ালু হন না কেন যালিমের ব্যাপারে তিনি কঠোরতর হয়ে যান। যালিমদের কোন ছাড় নেই।

যালিমদের জন্য পরকালেও রয়েছে ভয়াবহ পরিণতি। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "জাহান্নাম তাদের আবাস; কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল যালিমদের।"[১৮৩] "যালিমদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"[১৮৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যুলম কিয়ামত দিবসে অন্ধকার হবে।"[১৮৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা যুলম থেকে বেঁচে থাক। তোমরা যুলম বর্জন কর। কেননা যুলম কিয়ামত দিবসে অন্ধকার হবে।"[১৮৬] যুলমের মাধ্যমে সামান্য জিনিস গ্রহণ করা হলেও তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। যুলমের জন্য কোন প্রকার ছাড় দেয়া হবে না। আবূ উমামা ইয়াছ ইবন সা'লাবাহ হারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল, আল্লাহ্ তার জন্য দোযখের আগুন অনিবার্য করে দিবেন এবং বেহেশত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয়? তিনি বললেনঃ তা পিলু গাছের একটা শাখাই হোক না কেন।"[১৮৭]

---

[১৭২] . تعوّذوا بالله من ان تُظلم او تُظلم ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ্ দু'আ, বাব নং- ৩

[১৭৩] . دعوة المظلوم ... اللهم انى اعوذ بك من ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ্ দু'আ, বাব নং- ২০

[১৭৪] . আল-কুর'আন, ৭ঃ৫৫ انه لا يحبّ المعتدين

[১৭৫] . আল-কুর'আন, ৭ঃ৪৪ لعنة الله على الظالمين

[১৭৬] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৭৪ الا لعنة الله على الظالمين

[১৭৭] . আল-কুর'আন, ২ঃ২৭০, ৩ঃ১৯২, ৫ঃ৭২ وما للظالمين من انصار

[১৭৮] . আল-কুর'আন, ৩ঃ৮৬, ৫ঃ৫১ والله لا يهدى القوم الظالمين

[১৭৯] . আল-কুর'আন, ১৪ঃ১৩ لنهلكنّ الظالمين

[১৮০] . আল-কুর'আন, ২১ঃ১১ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما اخرين

[১৮১] . আল-কুর'আন, ২২ঃ৪৫ فكاين من قرية اهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد

[১৮২] . আল-কুর'আন, ১১ঃ১০২ وكذالك اخذ ربّك اذا اخذ القرى وهى ظالمة ، وان اخذه اليم شديد

[১৮৩] . আল-কুর'আন, ৩ঃ১৫১ وبئس مثوى الظالمين ماواهم النار ، وبئس

[১৮৪] . আল-কুর'আন, ১৪ঃ২২ ان الظالمين لهم عذاب اليم

[১৮৫] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম, বাব নং- ৮ الظلم ظلمات يوم القيامة

[১৮৬] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৫৬ اتقوا الظلم ، اياكم والظلم ، فان الظلم ، فانها ظلمات يوم القيامة

[১৮৭] . عن ابى امامة اياس بن ثعلبة الحارثى ان رسول الله(ص) قال: من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া وحرم عليه الجنة ، فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله! فقال: وان كان قضيبا من اراك

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা

বাংলাদেশে মানুষের জীবন বিপন্ন করা তথা হত্যা এখন অতি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এমন কি কিছু লোক আছে শুধু এ কাজই করে। পত্রিকায় প্রায়ই পেশাদার খুনিদের কথা লিখা হয়। হত্যা এখন আর কোন সাধারণ ঘটনা নয়। বরং হত্যা করে লাশকে কত টুকরা করা যায় তার প্রতিযোগিতা চলছে। যেটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এত বেশি মাত্রায় শোনা যায়নি। গত ২৩ জুন তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদটি ছিল নিম্নরূপঃ 'তরুনীর ৮ টুকরা বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার'।[১৮৮] উল্লেখ্য চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে এ বস্তা পাওয়া যায়। মানুষের মানবিক মূল্যবোধের অবস্থা কি পর্যায়ে পৌছলে একটি সমাজে এমন সব ঘটনা ঘটতে পারে তা সহজেই আঁচ করা যায়। এটি বাংলাদেশের একটি খন্ডচিত্র। এখানে জীবনের প্রতিটি বিভাগেই মূল্যবোধের এ ধ্বস নেমেছে। যা প্রতিটি বিবেকবান লোককে ভাবিয়ে তুলছে।

হত্যা হলো একটি চূড়ান্ত অন্যায়। এটি শীর্ষস্থানীয় কবীরাহ গুনাহ। মানুষের জীবন দেন আল্লাহ্ তা'আলা । অতএব মানুষের জীবন নেয়ার মালিকও আল্লাহ্ তা'আলা। অতএব এ কাজে হস্তক্ষেপ করা জঘন্য ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়। কারো রক্ত প্রবাহিত করা চরম অমানবিক কাজ। মানুষের জীবন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও পবিত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে এর চেয়ে পবিত্র আর কিছু হতে পারে না। যে কোন মূল্যে মহান আল্লাহ্ মানুষকে বাঁচাতে চান। এ জন্য পূর্বের অনেক নবী তাদের আহবানে সাড়া না দেয়া উম্মতের ধ্বংস কামনা করলে দয়াময় আল্লাহ্ তাদের কামনায় সায় দেননি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর বিদায় হজ্জের সমাপনী বক্তব্যেও প্রসংগটি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, "অবশ্য তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র (হারাম)।"[১৮৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে।"[১৯০]

এ জঘন্য অপরাধের দরুন মানুষের ইবাদতসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নিম্নোক্ত হাদীস হতে তার প্রমাণ মেলে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ বলেন, আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বলেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতসহ আর্বিভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[১৯১] কারো জীবন শেষ করা বা হত্যার মুখে ঠেলে দেয়ার অপরাধ এতই ভয়াবহ, ঘৃণিত ও জঘন্য যে, বিচার দিবসে সর্বপ্রথম হত্যাসমূহের বিচার করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে আর এক মূহুর্তও বিলম্ব করতে চাইবেন না। মহানবী (স.) সে প্রসংগে বলেছেন, "সর্বপ্রথম মানুষের মাঝে তাদের রক্তসমূহের (জীবনসমূহ) ফয়সালা করা হবে।"[১৯২]

পরোক্ষভাবেও মানুষ মানুষকে হত্যা করে থাকে। হাজারো হত্যার ভিড়ে এ সব পরোক্ষ হত্যাগুলোকে এখন আর হত্যাই মনে করা হচ্ছে না। যেমন- প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করার কথা উল্লেখ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ পাহাড় কাটা, বন নষ্ট করা, পলিথিনের ব্যবহার ইত্যাদির কথা বলা যায়। ২০০৭ সালের জুন মাসের ১১তারিখে চট্টগ্রামে পাহাড় ধ্বসে যে ১২৬ জন মারা গেল; এর জন্য সবাই বলেছে, এটি মানবসৃষ্ট দূর্যোগ। কারণ অবিবেচকের মত পাহাড় কেটে মানুষ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছে।[১৯৩] মূলত দূর্যোগে যে সব মৃত্যু হয় এ সব মৃত্যুর দায়

আন-নববী (র), *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, (সম্পাদনায়ঃ আবদুল মান্নান তালিব ও মুহাম্মদ মূসা) (অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা শামছুল আলম খান) ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৫, হাদীস নং- ২১৪, পৃ. ১৮০

১৮৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জুন, ২০০৭, পৃ. ১

১৮৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং- ১৪৭ فانّ دماءكم واموالكم واعراضكم ... عليكم حرامٌ

১৯০. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, বাব নং- ৯ حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم

১৯১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৬০

১৯২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কাসামাত (القسامة), হাদীস নং- ২৮ اوّل ما يُقضى بين الناس فى الدماء

১৯৩. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ জুন, ২০০৭, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[১৯৪] খাদ্যে জীবন নাশক কেমিক্যাল মিশানো, গর্ভবতী মায়ের গর্ভপাত ঘটানো ইত্যাদির মাধ্যমেও মানুষকে হত্যা করা হয়। অনেকে গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে মূলত অভাবের আশংকায়। সে প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযক দিয়ে থাকি।"[১৯৫] এমনি আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকেও আমিই রিযক দিই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[১৯৬] আমরা জানি, জাহিলী যুগে বাবা-মা তাদের কন্যা সন্তানকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করত। জাহিলী আচরনের এক নব সংস্করণ হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ। এটি হত্যাকান্ডেরই নতুন ও আধুনিক নাম। বিশেষত গর্ভে সন্তান অস্তিত্ব লাভ করার পর নষ্ট করে ফেলা কোন বিবেচনায়ই মেনে নেয়া যায় না। এ হত্যাকান্ড এতই ভয়াবহ যে, এ ঘটনা ও হত্যার কারণ পরকালে আল্লাহ্ নিহত ও প্রোথিত ব্যক্তির কাছ থেকেও শুনবেন। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[১৯৭] আজকাল খাদ্যে জীবনঘাতি কেমিক্যাল মেশানো সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। খাদ্যে জীবনঘাতি কেমিক্যাল মিশ্রিত খাদ্যের মাধ্যমে ব্যক্তি হয়তো দ্রুত মরে যায় না; কিন্তু পরিনামে এ খাদ্য তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। মাছে যে ফরমালিন মেশানো হয় তা অত্যন্ত ভয়াবহ। গবেষণায় দেখা গেছে ফরমালিন মিশ্রিত মাছ খেয়ে মারা গেলে লাশ সহজে পঁচে না। ফরমালিনের ভয়াবহতা এতটাই মারাত্মক।

সাক্ষ্যদানে মূল্যবোধ

মিথ্যা শপথঃ এমনিতেই বেশি বেশি শপথ করা একটি দূষণীয় কাজ। হাদীসে বর্ণিত আছে, "চার শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। (এদের একটি ধরণ হলো) অধিক শপথকারী ব্যবসায়ী।"[১৯৮] মিথ্যা হলো পাপের মূল। তারপর মিথ্যা শপথ করা হলো আরো অমার্জনীয় অপরাধ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কবীরা গুনাহগুলোর একটি হলো মিথ্যা শপথ।"[১৯৯]

মিথ্যা সাক্ষ্যদানঃ মানব জীবনে অন্যায়, অপকর্ম ও জঘন্য কর্মগুলোর মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দা হওয়ার পথে এটি বিরাট বাঁধা। রাহমান এর বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।"[২০০] আরেক স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য বর্জনকারীদের অনেক পুরস্কারের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না ...তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।"[২০১]

সত্য সাক্ষ্য চেপে যাওয়া

অনেকে বিভিন্ন কারণে বা কারণ ছাড়াই সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকে। এতে করে যেমনিভাবে অপরাধী তার সমুচিত শাস্তি পায় না। তেমনি মাযলুম ব্যক্তিও সুবিচার বঞ্চিত হয়। এটি মানবতার দৃষ্টিতে, ইসলামের দৃষ্টিতে এবং আইনের দৃষ্টিতেও ঘৃণ্য অপরাধ। একজনের একটি বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্য একটি জীবনকে বাঁচাতে পারে। কুর'আনের ভাষায় একটি জীবন বাঁচানোর মাধ্যমে পুরো মানবতাকে বাঁচানো যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা

---

১৯৪. ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون আল-কুর'আন, ৩০:৪১

১৯৫. ولا تقتلوا اولادكم من املاق ، نحن نرزقكم واياهم আল-কুর'আন, ৬:১৫১

১৯৬. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ، نحن نرزقهم واياكم ، انّ قتلهم كان خطأ كبيرا আল-কুর'আন, ১৭:৩১

১৯৭. واذا الموءدة سئلت ، بايّ ذنب قتلت؟ আল-কুর'আন, ৮১:৮, ৯

১৯৮. اربعة يبغضهم الله...البيّاع الحلاف ইমাম নাসায়ী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, বাব নং- ৭

১৯৯. الكبائر ...واليمين الغموس ইমাম নাসায়ী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাহরীম (التحريم), বাব নং- ৩

২০০. والذين لا يشهدون الزور ، واذا مرّوا باللغو مرّوا كراما আল-কুর'আন, ২৫:৭২

২০১. والذين لا يشهدون الزور...اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيّة وّسلاما ، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما আল-কুর'আন, ২৫:৭২-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।"[২০২] "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী।"[২০৩]

নিষ্ঠুরতা

বাংলাদেশে মানুষের নিষ্ঠুরতার মাত্রাও খুব বেড়ে গেছে। আজকাল আর শুধু হত্যা করা হয় না। এখন হত্যা করে আবার টুকরো টুকরো করা হয়। লাথি দিয়ে গর্ভের সন্তানসহ মহিলাদের হত্যা করা হয়। এ কথাগুলো জাহিলী যুগেও শুনা যায়নি। নিষ্ঠুরতা মানে মানবিক মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করা। যেখানে মানবতা, মনুষত্ব চরমভাবে পরাজিত ও অবহেলিত। নিষ্ঠুরতার আরো কিছু প্রতিশব্দ হলো নৃশংসতা, অমানবিকতা, নির্দয়তা, জঘন্যতা, পাশবিকতা, হৃদয় বিদারক ইত্যাদি। এর ইংরেজী প্রতিশব্দগুলো নিম্নরূপঃ cruelty, ruthlessness, mercilessness, heartlessness, hard-heartedness, severity,harshness, brutality, coarseness ইত্যাদি।[২০৪] ইসলামে এ ব্যক্তিদের অবস্থান সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "নিশ্চয় নিষ্ঠুর হৃদয় আল্লাহ্ থেকে খুব দুরে (অবস্থান করে)।"[২০৫] আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "মানুষের ভেতর নির্দয় হৃদয়ের লোক আল্লাহ্ থেকে বহু দুরে অবস্থান করে।"[২০৬]

মানুষের বিপদে সাহায্য-সহযোগিতা না করে ও সহানুভূতি না জানিয়ে উল্লসিত হওয়া এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। আরো বাড়িয়ে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এটি নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত পর্যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের মধ্যে এমন মানসিকতার লোকও পাওয়া যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি মারাত্মক নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা। মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তুমি তোমার ভাইয়ের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করো না।"[২০৭] ইসলাম এতই মানবিক জীবনাদর্শ যে, শত্রুর বিপদেও উল্লাস করতে এতে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা শত্রুর বিপদেও উল্লসিত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।"[২০৮] ইসলামের মানবিকতার সীমা এত বিস্তৃত যে, এখানে কাউকে স্থায়ী শত্রু মনে করারও সুযোগ নেই। এ সব স্থানেই ইসলামের কাছে অন্যসব জীবনাদর্শ ও মতাদর্শ পরাজিত হয়েছে। হৃদয়ের এত বিশালতা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সন্ত্রাস

সন্ত্রাস শব্দের কাছাকাছি শব্দগুলো নিম্নরূপঃ অশান্তি, নৈরাজ্য, অরাজকতা, বিপর্যয়, হানাহানি, অস্থিতিশীলতা, দূর্বিপাক, প্রচন্ড ভীতি ইত্যাদি। এর আরবী প্রশিব্দগুলো হলোঃ الفساد ، الفتنة ইত্যাদি। আর ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয় নিম্নোক্ত শব্দগুলোঃ Terror, great fear/alarm, extreme fear, terrorism

সমগ্র বিশ্ব এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ মূহুর্তে বলা যায় যে, চূড়ান্ত একটি মানবতা বিরোধী কাজ হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস হলো একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ সন্ত্রাস অন্য সব মূল্যবোধগুলোকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে চরম নৃশংসতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অথচ সন্ত্রাসের ভয়াবহতার কারণে ইসলামে এটিকে হত্যার চেয়েও জঘন্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মানুষের জীবনকে অস্থিতিশীল ও ভীতিকর করায় সন্ত্রাসের মত জঘন্য কাজ আর একটিও নেই। সন্ত্রাসীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।"[২০৯]

---

২০২. ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون আল-কুর'আন, ২:৪২

২০৩. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه আল-কুর'আন, ২:২৮৩

২০৪. *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

২০৫. فانّ القلب القاسى بعيد من الله ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কালাম, হাদীস নং- ৮

২০৬. وانّ ابعد الناس من الله القلب القاسى ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ৬২

২০৭. لا تظهر الشماتة لاخيك ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ৫৪

২০৮. وشماتة الاعداء ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর, হাদীস নং- ৫৩

২০৯. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون فى الارض ، اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار আল-কুর'আন, ১৩:২৫

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিপূর্ণ একটি অবস্থাকে বিঘ্নিত করতে মহান আল্লাহ্ মানুষকে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"[২১০] শান্তিপূর্ণ পরিবেশ মহান আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নি'আমত। একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য মানুষকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। নবী-রাসূলগণকে মহান আল্লাহ্ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছেন। অতএব বিরাজমান শান্তি ও স্বস্তিকে যে কোন মূল্যে বজায় রাখতে সবাইকে চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয় কর্মসমূহের মধ্যে সন্ত্রাস একটি। কারন সন্ত্রাস মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। প্রত্যেকেই একটি আতংক ও উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ তা'আলা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।"[২১১] সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী দু'টোই আল্লাহ্র অপছন্দের তালিকায় রয়েছে। কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।"[২১২]

যারা অশান্তি, বিশৃংখলা, অরাজকতা ও উদ্বেগের মধ্যে বসবাস করে তারাই মূলত বুঝতে পারে যে, সন্ত্রাস কতটা ভয়াবহ। এ জন্য মহান আল্লাহ্ এ কর্মটিকে হত্যার চেয়েও ভয়াবহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"[২১৩] হঠাৎ মরে গেলে অল্প সময়ের যন্ত্রণার মাধ্যমে সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যখন কোন অরাজকতা এসে হাজির হয় এমন উদ্বেগের মধ্যে থাকার ভয়াবহতা ভুক্তভোগী মাত্রই অনুধাবন করতে পারে। বাংলাদেশে শায়খ 'আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে দেশের ৬৩টি জেলায় এক সাথে এবং বিচারালয়ে বোমা নিক্ষেপের পর মানুষের মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা সকলের জানা। আরেক আয়াতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বলেছেন, "ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।"[২১৪] হরতালে, হরতাল বা অবরোধের পূর্ব রাতে যে সব যাত্রীবাহী বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় সে বাসের যাত্রী ব্যতীত অন্য কেউ এর নৃশংসতা আন্দাজও করতে পারে না। সে বাসে শিশু ও নারী থাকলে তো কোন কথাই নেই। সন্ত্রাস এমন একটি বিভীষিকার নাম যে, সন্ত্রাস কবলিত অঞ্চলের প্রত্যেকেই মৃত্যুর আশংকায় দিনাতিপাত করে থাকে। মৃত্যুতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর সন্ত্রাসে সকলে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করলে সে মূলত সকল মানুষকে হত্যা করল।"[২১৫]

সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও অরাজকতার মত অপরাধের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কি এ বিষফোড়া সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদেরকে ঘরে ফিরতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয়।"[২১৬] এ বাক্যে যেভাবে আহবান জানানো হয়েছে তেমন আর কোন ব্যাপারে আহবান জানানো হয়নি। এ আয়াতে ডেড লাইন দিয়ে দেয়া হয়েছে। এ জন্য দেখা যায় রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময়ে এমন সমস্যা দেখা দিলে তিনি সমাধানের জন্য এ ব্যাপারগুলোকে সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার প্রদান করতেন।

সন্ত্রাসের ভয়াবহতার কারণে ইসলামে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটিই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[২১৭] সন্ত্রাসীরা পরকালিন শান্তি লাভ করতে পারবে না। সন্ত্রাস একই সাথে একটি তাকওয়া-বিরোধী

---

[২১০] ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها . আল-কুর'আন, ৭:৫৬, ৮৫

[২১১] واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ، انّ الله لا يحب المفسدين . আল-কুর'আন, ২৮:৭৭

[২১২] والله لا يحبّ الفساد . আল-কুর'আন, ২:২০৫

[২১৩] والفتنة اشدّ من القتل . আল-কুর'আন, ২:১৯১

[২১৪] والفتنة اكبر من القتل . আল-কুর'আন, ২:২১৭

[২১৫] من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانّما قتل الناس جميعا . আল-কুর'আন, ৫:৩২

[২১৬] وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة . আল-কুর'আন, ২:১৯৩, ৮:৩৯

[২১৭] انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ذالك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم . আল-কুর'আন, ৫:৩৩

Dhaka University Institutional Repository

কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এটি আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"[২১৮]

প্রতারণা

নিফাকের একটি রূপ ও শাখা হলো প্রতারণা। নিফাক অর্থ কপটতা, শঠতা, হঠকারিতা, প্রবঞ্চনা, ধোঁকাবাজি, ভন্ডামি, দ্বিমুখী ভূমিকা, ভিতর ও বাইরের মধ্যে গরমিল ইত্যাদি। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি জঘন্য ও ঈমানবিনাশী অভ্যাস। মওলানা আবদুর রহীম মুনাফিকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "যার ভিতরকার অবস্থা বাহ্যিক প্রকাশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।"[২১৯] মুনাফিকদের প্রসংগে আল-কুর'আনে একটি পূর্ণ সূরা রয়েছে।[২২০] মহানবী (স.) মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন অংগীকার করে তা ভংগ করে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে।"[২২১] অন্য আরেকটি হাদীসে মুনাফিকের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কারো মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকলে সে মুনাফিক বিবেচিত হবে। যদি তার মধ্যে এর একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহলে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত নিফাকের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হবে। তাহলো যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে তার বিপরীত কাজ করে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়; তখন সে খিয়ানত করে। যখন ঝগড়া করে মন্দ ভাষায় কথা বলে।"[২২২] এ দেশে বর্তমানে প্রতারণা জেঁকে বসেছে। অধিকাংশ লোক প্রতারণার সাথে জড়িত। হয় কেউ প্রতারণা করছে অথবা প্রতাড়িত হচ্ছে। প্রতিদিনই পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল খাদ্যে রং দেয়া ও ভেজাল মেশানো, জাল ঠাকা তৈরী করা, ভূয়া র‍্যাব সাজা, ভূয়া সনদ তৈরী করা ইত্যাদি খবরগুলো সম্প্রচার করছে। ওজনে কম দেয়া তো এখন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ লোক গ্রহণ কালে বেশি নিতে চায় আবার অন্যকে দেয়ার সময় কম দিতে চায়। অথচ কুর'আন ও হাদীসে পরিমাপে ন্যায়বোধের ব্যাপারে জোর প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দিবে।"[২২৩] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না।"[২২৪] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অর্ন্তভুক্ত হয়ো না। এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।"[২২৫] উপরোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মাপে কম দেয়া এক ধরণের বিপর্যয় ও সন্ত্রাস। আরো বলা হয়েছে, "মাপে ও ওজনে কম করো না।"[২২৬] আল্লাহ্ তা'আলা আবার বলেন, "তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপবে ও ওজন করবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না।"[২২৭] আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।"[২২৮] কুর'আন মাজীদে আরো বলা হয়েছে, "তিনি মানদন্ড স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা মানদন্ডে সীমালংঘন না কর। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।"[২২৯] পাশাপাশি মহান আল্লাহ্ তাদের জন্য ধ্বংসের কথা বলেছেন যারা মাপে কম দেয়। তিনি বলেন, "দুর্ভোগ তাদের

---

২১৮. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا فى الارض ولا فسادًا ، والعاقبة للمتقين আল-কুর'আন, ২৮ঃ৮৩

২১৯. মওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*- ১ম খন্ড, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ.৭০

২২০. আল-কুর'আন, সূরা মুনাফিকুন, সূরা নং- ৬৩

২২১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০৭

২২২. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাব নং- ২০

২২৩. اوفوا الكيل والميزان بالقسط আল-কুর'আন, ৬ঃ১৫২

২২৪. فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها আল-কুর'আন, ৭ঃ৮৫

২২৫. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخسوا الناسَ اشياءهم ولا تعثوا فى الارض مفسدينَ আল-কুর'আন, ২৬ঃ১৮১-১৮৩।

২২৬. لا تنقصوا المكيال والميزانَ আল-কুর'আন, ১১ঃ৮৪

২২৭. اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسوا الناس اشياءهمْ আল-কুর'আন, ১১ঃ৮৫

২২৮. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذالك خيرٌ واحسن تاويلا আল-কুর'আন, ১৭ঃ৩৫

২২৯. وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ، الاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ، وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ আল-কুর'আন, ৫৫ঃ৭-৯

Dhaka University Institutional Repository

জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।"[২০০]

মানুষের ঈমানকে যে সব কর্মকান্ড ধ্বংস করে থাকে প্রতারনা তার অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের কেউ প্রতারণা করা অবস্থায় মু'মিন থাকতে পারে না।"[২০১] প্রতারণা পরিণামে ব্যক্তির জন্য চরম অপমান বয়ে আনে। কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনই যে ব্যক্তি প্রতারণার সময় এসব নিয়ে ভাবে না। এ প্রসংগে মহানবী (স.) বলেন, "প্রতারণা প্রতারকের জন্য লাঞ্চনা।"[২০২] যে সব কারণে মানুষের রিযক হ্রাস পায় তার মধ্যে অন্যতম হলো ওজনে কম দেয়া। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কোন জাতি যদি পরিমাপ ও ওজনে কম দেয় তাহলে তাদের রিযক হ্রাস করা হয়।"[২০৩]

প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজির একটি ধরন হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা। বিশেষত আজকাল উদ্দেশ্যমূলক ও পরিকল্পিত উপায়ে সংবাদ ছাপানো হয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ছোট করা এবং মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। অথচ কাজটি প্রতারণার শামিল। এ ধরনের অমানবিক কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। তিনি দু'আয় বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে বিভ্রান্ত করা এবং হওয়া বা পদস্খলন হওয়া বা পদস্খলন করা বা অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।"[২০৪] অতএব এ হাদীসের মাধ্যমে কাউকে ভুল পথে চালানো, বিপদগামী করা, হোঁচট খাওয়ানো, বিভ্রান্ত করা, স্খলন ঘটানোসহ সকল প্রকার প্রতারণা অবৈধ প্রমাণিত হলো। হাদীসে উল্লেখিত তিনটি কাজের কোন একটিও যাতে কেউ না করে বা তার সাথে না করা হোক ইসলাম সেটাই কামনা করে।

প্রতারণা বিভিন্নভাবে, বিভিন্নরূপে হতে পারে। আজকাল জমি-জমা নিয়ে মানুষ একে অপরের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অন্যের জমি বিক্রি করে দেওয়া, জাল দলিল দেখিয়ে জমি বিক্রি করা, এক জমিকে একই ব্যক্তি একাধিকবার বিক্রি করা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রতারণা হলো জমির আইল বা নিশানা মুছে অন্যের জমিতে অনুপ্রবেশ করা। যা ইসলামে জঘন্য ও গর্হিত কর্ম হিসেবে বিবেচ্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জমির নিশানা পরিবর্তন করে, আল্লাহ্ তাকে অভিসম্পাত করেন।"[২০৫] বাংলাদেশে অসংখ্য মারামারি, মামলা, খুন-খারাবি জমির সীমানা নিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। আরেক হাদীসে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জমির নিশানা ওলোটপালট করে দেয় আল্লাহ্ তাকে অভিসম্পাত করেছেন।"[২০৬] প্রতারণা যেহেতু গুরুতর অপরাধগুলোর অন্যতম তাই এর পরিণাম ভয়াবহ। মহানবী (স.) এমন চরিত্রের লোকদের অভিশপ্ত বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের ক্ষতি করল বা তাকে প্রতারিত করল সে অভিশপ্ত।"[২০৭]

প্রতারণার কৌশল সাধারণত গোপনে করা হয়। কিন্তু কিয়ামত দিবসে সব ফাঁস করে দেয়া হবে এবং প্রতারণার সামগ্রীসহ তাকে উপস্থিত করা হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে।"[২০৮] রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিয়ে শাসকবর্গ কোন ধরনের গোপনীয়তার আশ্রয় নিলে তাদেরকেও কোন প্রকার ছাড় দেয়া হবে না। 'আদী ইবন 'উমায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছিঃ "আমরা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। অত:পর সে একটা সূঁচ পরিমাণ

---

[২০০]. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون . আল-কুর'আন, ৮৩:১-৩
[২০১]. لا يغلّ احدكم حتى يغلّ وهو مؤمن ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০৩
[২০২]. فانّ الغُلولَ خزْى على صاحبه ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩৩০
[২০৩]. ولا نقص قومُ المكيالَ والميزانَ الاّ قطع عنهم الرزق ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ২৬
[২০৪]. اعوذ بك ان اضلّ و اضلّ او ازلّ او أزلّ او اظلم او أظلم ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দা'ওআত, বাব নং- ২৮
[২০৫]. لعن الله من غيّر تُخوم الارض ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১০৮
[২০৬]. لعن الله من غيّر منار الارض ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাহী (اضاحى), হাদীস নং- ৪৩, ৪৫
[২০৭]. ملعون من ضارّ مؤمنا او مكر به ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, বাব নং- ২৭
[২০৮]. ومن يغلل يات بما غلّ يوم القيامة ، ثم توفى كل نفس ما كسبت আল-কুর'আন, ৩:১৬১

Dhaka University Institutional Repository

অথবা তার চেয়ে বেশী আমাদের থেকে গোপন করল। সে খিয়ানতকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাযির হবে।"[২৩৯]

স্বজনপ্রীতি

মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের আরেকটি জায়গা হলো স্বজনপ্রীতি। স্বজনপ্রীতি মানে সবাইকে সমান সুযোগ না দেয়া, আদল প্রতিষ্ঠা না করা, যুলম করা, যোগ্য ব্যক্তিকে ঠকানো, এলাকাপ্রীতি, বর্ণপ্রীতি, দলপ্রীতি, বিভাগপ্রীতি, ধর্মপ্রীতি, পরিবারপ্রীতি, ক্ষুদ্র ও নীচু মানসিকতা, স্বচ্ছতার অভাব, ইসলামের সাম্য নীতিতে বিশ্বাস না করা ইত্যাদি। স্বজনপ্রীতিরই একটি অংশ হলো রাজতন্ত্র। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, যেখানেই উত্তরসূরী হিসেবে পরিবারের কাউকে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; সেখানেই ঝামেলা হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। যার প্রেক্ষাপটে অনেক বিয়োগান্ত ঘটনার জন্ম হয়েছে এবং ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেছে। উপরোক্তগুলো সব সমান অপরাধ। আসলে একটি অন্যায় যে, আরো কত অন্যায় করতে বাধ্য ও প্রলুব্ধ করে তার কোন ইয়ত্তা নেই। বাংলাদেশে এটি এখন একটি বিরাট সমস্যা। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারাই ছিল প্রত্যেকের ব্যাপারেই এ অভিযোগটি উত্থাপিত হয়েছিল। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর এটি আরো বেশি প্রমাণিত হয়েছে। শুধু যে দেশ পরিচালনায়ই এ দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা নয় বরং এর খারাপ প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামের ইতিহাস স্বজনপ্রীতি না করার ইতিহাস। আত্মীয়-স্বজনকে বিশেষ সুবিধা দেয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। বরং আমরা ইসলামের ইতিহাসে এর বিপরীতটি দেখি। যেমনঃ

মহানবী (স.) দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছিলেন, "আল্লাহ্‌র রাসূলের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তাহলে মুহাম্মদ তার হাত কেটে দিত।" [২৪০] মুহাম্মাদ (স.) বলেছিলেন, "বনী ইসরাঈলের পতনের অন্যতম একটি কারণ এই ছিল যে, তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করলে ছেড়ে দেয়া হতো আর নীচু বংশের কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা হতো।"[২৪১] অন্যদিকে আমরা জানি যে, এক যুদ্ধে বেশ কিছু দাসী মুসলমানদের করায়ত্ত হয়েছিল। সেখান থেকে ফাতিমা (রা.) একটি চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছে প্রত্যাখ্যাত হন। ঘরের কাজ করে তার হাতে ফোস্কা পড়ার দাগও পিতাকে তিনি দেখালেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বজনদেরকে অন্যদের চেয়ে কম সুবিধা দিয়েছেন। স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে তার অবস্থানের কারণে শুধু তাঁর জীবন থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলঃ

প্রথমতঃ তিনি খলীফা হওয়ার পূর্বেই খন্দকের যুদ্ধে তাঁর আপন মামা আ'সী ইবন হিশামকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এ হত্যার মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সত্যের পথে আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে পারে না।[২৪২]

দ্বিতীয়তঃ তাঁর পুত্র আবূ শামাহ্ অপরাধ করার পর তিনি তাকে ক্ষমা করে দেননি। বরং তিনি নিজ হাতে শাস্তি কার্যকর করেছেন। যেটি তিনি নিজ হাতে না করলেও পারতেন। আসলে তিনি দীনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন বলে স্বজনপ্রীতিসহ অন্য কিছু তার কাছে পাত্তা পেত না। 'উমার (রা.)-এর ব্যাপারে বলা হয়, "আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে 'উমার (রা.) বজ্রকঠোর ছিলেন।"[২৪৩]

তৃতীয়তঃ নাফি' থেকে বর্ণিত ঘটনা। "তিনি বলেন, 'উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) প্রথম দিকে হিজরতকারীদের জন্য (বাৎসরিক) চার হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার নিজ পুত্রের জন্য নির্ধারণ করলেন তিন হাজার পাঁচ শত। তাকে বলা হল, আপনার পুত্রও তো মুহাজিরদেরই অন্তর্গত। তাহলে তার জন্য কম ভাতা

---

২৩৯. عن عدى بن عُميرة قال: سمعت رسول الله(ص) يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১৫, পৃ. ১৮১

২৪০. لو انّ فاطمة بنت رسول الله (ص) نزلت بالذى نزلت به ، سرقت لقطع محمّد يدها ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, বাব নং- ১২/ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, বাব নং- ৬

২৪১. انما هلك بنو اسرائيل حين كانوا اذا اصاب الشريف ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সারিক, বাব নং- ৬

২৪২. ড.আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, খন্ড- ১, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯, পৃ.৩৪

২৪৩. واشدّهم فى دين الله عمر ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব নং- ১১

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণ করলেন কেন? তিনি বললেনঃ তার সাথে তো তার পিতাও হিজরত করেছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন তার অবস্থাতো তাদের মত নয় যারা একাকী হিজরত করেছে।"[২৪৪]

চতুর্থতঃ তিনি মৃত্যুর পূর্বে ঝামেলা এড়ানোর জন্য ৬ সদস্যের খলীফা গঠন করে যান। তারা হলেন, 'উসমান (রা.), 'আলী (রা.), 'আবদুর রহমান (রা.), সা'দ (রা.), তালহা (রা.), জুবাইর ইবনুল 'আউয়াম (রা.)। যাতে যোগ্যতা সত্ত্বেও নিজ পুত্র ও বিশিষ্ট সাহাবী ও মুহাদ্দিস 'আবদুল্লাহর নাম বাদ দিয়ে যান। এ নামটি লোকদের পক্ষ থেকেই প্রস্তাব করা হয়েছিল। তখন তিনি বলে উঠলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অমঙ্গল করুন। কসম আল্লাহ্ তা'আলার, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এমনটি চাই না। ....খিলাফতের এ দায়িত্বের মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকে, আমার বংশের থেকে আমি তো লাভ করেছি। আর যদি তা মন্দ হয় তাও আমরা পেয়েছি। 'উমারের বংশের এক ব্যক্তির হিসাব নিকাশই এজন্য যথেষ্ট। আমি আমার নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, আমার পরিবারবর্গকে মাহরূম করেছি। কোন পুরস্কারও নয় এবং কোন তিরস্কারও নয় এমনভাবে যদি আমি কোন মতে রেহাই পাই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।"[২৪৫]

পঞ্চমতঃ নিজ পুত্র বা স্বজন বলে বেশি সুবিধা নিয়ে নিবে তখনকার যুগে তা চিন্তাও করা যেত না। কেউ তখন এসব নিয়ে চিন্তা করার সময়ও পেত না। "হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে খলীফা জুম'আর খুতবা দিতে মিম্বরে দাঁড়ানোর সাথে সাথে এক মুসল্লী জানতে চাইলেন খলীফার জামা অত লম্বা হলো কীভাবে? কারন বায়তুল মাল থেকে সকলকে যে কাপড় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দিয়ে অত লম্বা জামা বানানো যায় না। প্রশ্নকর্তা যখন জানলেন, খলীফার ছেলের ভাগে যে কাপড় পাওয়া গেছে সেটা খলীফাকে দেয়ার ফলেই তাঁর পক্ষে লম্বা জামা বানানো সম্ভব হয়েছে তখন প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হাঁ এখন খুতবা শুরু করুন। আমরা শুনবো। খলীফা বললেন, যদি সন্তোষজনক জবাব না পেতে তাহলে কী করতে? তখন প্রশ্নকর্তা বললেন: তখন আমার এই তলোয়ার এর সমাধান দিতো। একথা শুনে খুশী হয়ে খলীফা বললেন: ইয়া আল্লাহ্ তা'আলা! যতদিন পর্যন্ত এরূপ সাচ্চা ঈমানদার বান্দা জীবিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।"[২৪৬] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন ঘটনার কোন নযীর নেই। এখানে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তির সামনে এমন জবাব দিলে তার রেহাই নেই।

ষষ্ঠতঃ নিম্নের ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামে কোন ধর্মের অনুসারী তা বিবেচ্য বিষয় নয়। মিসরের অমুসলিম অধিবাসীদের ১ ব্যক্তি মদীনায় এসে 'উমার (রা.) এর কাছে মিসরের গর্ভণর 'আমর ইবনুল 'আস এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং 'উমার তার সন্তোষজনক প্রতিকার করেন। ফরিয়াদী অভিযোগ করল যে, আপনার গর্ভণরের ছেলে আমার ছেলেকে অন্যায় ভাবে লাঠিপেটা করেছে। 'উমার (রা.) এ অভিযোগ শোনামাত্র গর্ভণর ও তার ছেলেকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন এবং ফরিয়াদীর ছেলেকে দিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করালেন। এবং ঐতিহাসিক সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যে, "তুমি কবে থেকে মানুষকে গোলাম বানাতে শুরু করলে? অথচ তারা তাদের মায়ের পেট থেকে স্বাধীনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছিল।"[২৪৭] ওপরের ঘটনাবলী স্বজনপ্রীতির ব্যাপারে লেশ মাত্র সন্দেহকেও মুছে দেবে। এ কথা স্মরণীয় যে, তখনকার প্রতিটি মুসলিমই এ ধরনের মানসিকতা লালন করতেন। কারণ এক পক্ষ স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে থাকলেই হয় না। স্বজনপ্রীতিসহ সকল অন্যায়ের পেছনেই দুটি পক্ষ থাকে। একা একা পাপ করা যায় না। কারন স্বজনপ্রীতিতে এক পক্ষ অবৈধ সুবিধা দেয়, অন্য পক্ষ অবৈধ সুবিধা নেয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই স্বজনপ্রীতিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দুর্নীতি

---

২৪৪. فرض للمهاجرين الاولين اربعة الاف وفرض لابنه ثلاثة الاف وخمس مائة ، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصه؟ فقال: انما هاجر به ابوه ، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه *রিয়াদুস সালেহীন*, খন্ড-২, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৯৫, পৃ. ১১৮

২৪৫. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, খন্ড- ১ পৃ. ৪৩, ৪৪

২৪৬. অধ্যাপক মতিউর রহমান, ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন' ২০০৩, পৃ. ৩৬

২৪৭. ড: মোস্তফা আস-সিবায়ী, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান*, ঢাকাঃ হাসনা প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি একটি মারাত্মক বৈশ্বিক সমস্যা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি প্রথম এবং প্রধান সমস্যা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের হিসেবে বাংলাদেশ পর পর পাঁচ বার (২০০০- ২০০৫) দুর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম হয়েছে। যা একটি মুসলিম দেশের জন্য খুবই দুঃখজনক ও পীড়াদায়ক। ইসলামের সাথে দুর্নীতির কোন সম্পর্ক হতে পারে না। যা ইসলাম এবং মুসলিমের জীবনে খাপ খায় না। ইসলাম তো পৃথিবীতে এসেছে সকল প্রকার দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার জন্য। এবং সকল প্রকার সুনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য। মানুষের মানবিক মূল্যবোধের স্তর এতো নীচে নেমে গেছে যে, বাংলাদেশের মানুষ এ কলংক বহন করে চলেছে। 'দুর্নীতি' শব্দটি নেতিবাচক। এটি ইতিবাচক শব্দ 'নীতি' থেকে এসেছে। দুর্নীতি শব্দের আভিধানিক অর্থঃ নীতিবিরুদ্ধ আচরণ, কু-নীতি, অসদাচরণ, নীতিহীনতা ইত্যাদি। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Corruption, আর আরবী প্রতিশব্দ 'আল-ফাসাদ' বা 'আল-ইফসাদ'।[২৪৮] সাধারণভাবে যা নীতিসিদ্ধ নয়, তা-ই দুর্নীতি। আর নীতিসিদ্ধ বলতে বোঝানো হয়- যা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত।

Social Work Dictionary- তে দূর্নীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে- "Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain, usually through bribery, extortion, influence pedding and special treatment given to some citizens and not to others." "রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বা ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অপব্যবহার করাকে বুঝায়।"[২৪৯] ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী রামনাথ শর্মা বলেন, "In corruption a person willfuly neglected his specified duty in order to have an undue advantage." অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলা-ই দুর্নীতি।"[২৫০] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতে, "Corruption is the abuse of public office for private gain." 'ব্যক্তিগত লাভের জন্য গণপ্রশাসনের অপব্যবহারই দুর্নীতি।'

দূর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য ইসলাম পূর্বেই প্রোগ্রাম দিয়ে রেখেছে। যেমনঃ

১. চুরির আধুনিক সংস্করন ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। চুরি ইসলামে হারাম এবং এটি অন্যতম কবীরা গুনাহ।
২. আল্লাহ্-ভীতি বা তাকওয়া অর্জন।
৩. তাযকীয়াতুন্ নফস কর্মসূচী।
৪. হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন। দূর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ পুরোটুকুই হারাম।
৫. অল্পে তুষ্টি। অতি লোভের কারণে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে।
৬. উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান।
৭. যোগ্য, অভিজ্ঞ ও সৎ কর্মচারী নিয়োগ।
৮. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান।
৯. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা।
১০. সম্পদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। অর্থের প্রতি মোহ কমানো। পরকালকেই স্থায়ী ঠিকানা মনে করা।
১১. পরকালিন চেতনায় উজ্জীবিতকরণ ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি।
১২. দুর্নীতির অপর নাম সুদ ও ঘুষ। এগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ।

---

২৪৮. ড. রুহী আল-বা'আবাক্কী, *আল-মাওরিদ*, (আরবী-ইংরেজী অভিধান) বৈরূতঃ দারুল 'ইলম লিল মালাইন, ২০০১, পৃ. ২২০

২৪৯. মোঃ আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি*, ঢাকাঃ আল কুরআন পাবলিকেশন, ২০০০, পৃ. ৩৩৫

২৫০. Ramnath Sharma, *Indian Social Problems*, Media Promoters and Publishers Pvt. Ltd. 1982, P. 101

Dhaka University Institutional Repository

অশ্লীলতা

বর্তমানে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় দেশ সয়লাব হয়ে গেছে। এখন ভাল জিনিসগুলোকেও অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হয়। অশ্লীলতার প্রতিশব্দগুলো উল্লেখ করলে শব্দটির সীমানা ও ভয়াবহতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন- বেহায়াপনা, নোংরামি, নির্লজ্জতা, লজ্জাহীনতা (Shamelessness), গোপনীয় স্থান প্রদর্শন করা ইত্যাদি। অশ্লীলতা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। যেমন- কথার মাধ্যমে, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে, কৌতুকের মাধমে, ঘটনার মাধ্যমে ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে। অশ্লীল ব্যক্তি হতে পারে, খবর হতে পারে, পত্রিকা হতে পারে, ছায়াছবি হতে পারে, নাটক হতে পারে।

ইসলামের ইবাদতসমূহ একার্থে অশ্লীলতার মত ব্যাপারগুলোকে দুর করার জন্যই দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ সালাতের ভূমিকার ব্যাপারে বলেন, "সালাত অবশ্য বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে।"[২৫১] এমনিভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধান অশ্লীলতাকে অবদমিত করতে অল্প-বিস্তর ভূমিকা পালন করে। সাওম তো অশ্লীলতাসহ সকল প্রকার মন্দ হতে প্রতিরোধের জন্য ঢালস্বরূপ।

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শের ওপর এক বড় ধরনের ধাক্কা। তিনি তাঁর পুরো জীবনে কখনো অশ্লীল কথা বলেননি ও আচরণ করেননি। তাঁর শত্রুরাও এমন কথা বলতে পারেনি। আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, "নবী (স.) না স্বয়ং অশ্লীল ভাষী ছিলেন, না কৃত্রিমভাবে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন। বরং তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম।"[২৫২] আনাস (রা.)-ও বলেন, "রাসূল (স.) কাউকে গালাগালও করতেন না এবং কাউকে অশালীন কথাও বলতেন না। তিনি যখন আমাদের কাউকে ভৎর্সনা করতে চাইতেন, তখন বলতেনঃ তার কি হয়েছে? তার হাত ধূলি মলিন হোক।"[২৫৩]

শয়তান মানবতার সবচেয়ে বড় দুশমন। অশ্লীলতা করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে শয়তানের দাসত্ব করা হয়। কারণ সে যে সব জিনিসের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো অশ্লীলতা। কারণ অশ্লীলতার মাধ্যমে যত দ্রুত সমাজ কলুষিত হয়, তা আর কোনটির মাধ্যমে হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।"[২৫৪] আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়।"[২৫৫] অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়।"[২৫৬] বিপরীত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কল্যাণের নির্দেশ দেন। কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন হতে।"[২৫৭]

অশ্লীলতার পরিণাম অতি ভয়াবহ। হাদীসের ভাষায় অশ্লীল ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট যার অশ্লীল আচরণের ভয়ে মানুষ তাকে ত্যাগ করে।"[২৫৮] সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি থাকে যাদের মুখ থেকে অসংখ্য অশ্লীল কথা বেরিয়ে যায় যা নিয়ে অনেকে আশংকিত ও আতংকিত থাকে। তারা বিশ্রি ভাষা ব্যবহার করে থাকে। আমাদের আশেপাশেও এমন লোকের সংখ্যা প্রচুর। এদের ভয়ে অনেকে তাদের সন্তানদের নিয়ে চলা-ফেরা করে না। অশ্লীলতা এতই জঘন্য যে তা মানুষের ঈমানের মত মহা মূল্যবান সম্পদকে

---

২৫১. আল-কুর'আন, ২৯ঃ৪৫ انّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

২৫২. *আখলাকুন্ নবী স.*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫১, পৃ. ২১ عن ابن عمر (رض) كان النبى (ص) لم يكن فاحشًا ولا مُتفحّشًا ، وانه كان يقول: خياركم احسنكم خلقًا

২৫৩. *আখলাকুন্ নবী স.*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১, পৃ. ২১

২৫৪. আল-কুর'আন, ২ঃ১৬৮-১৬৯ تعلمون ولا تتّبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدوّ مبينٌ ، انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله مالا

২৫৫. আল-কুর'আন, ২৪ঃ২১ يايّها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر

২৫৬. আল-কুর'আন, ২ঃ২৬৮ الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء

২৫৭. আল-কুর'আন, ১৬ঃ৯০ انّ الله يامر بالعدل والاحسان وايتاىٔ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى

২৫৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৭৩ انّ من شرّ الناس من تركه الناس اتقاء فُحشه

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পরনিন্দুক, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল আচরণকারী এবং নির্লজ্জ ব্যক্তি কখনো মু'মিন হতে পারে না।"[২৫৯] অশ্লীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ঘৃণার পাত্র হয়ে যায়। মহানবী (স.) বলেন, "নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণকারী ও নির্লজ্জ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।"[২৬০] আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ অশ্লীল ও অশ্লীলতা প্রদর্শনকারীকে পছন্দ করেন না।"[২৬১] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। আর অশ্লীল ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।"[২৬২] অশ্লীলতা হলো মুনাফিকের একটি লক্ষণ। বিশ্বনবী (স.) বলেন, "লজ্জা এবং সংকোচ (দ্বিধাবোধ) ঈমানের অংগ। আর অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) এবং বেশী কথা বলা নিফাকের অংগ।"[২৬৩] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "নিশ্চিতভাবেই অশ্লীলতা, বিচ্ছিন্নতা ও কৃপণতা নিফাক থেকে উৎসারিত।"[২৬৪] অশ্লীলতার পৃষ্ঠপোষকদের শেষ পরিণাম হলো জ্বলন্ত অগ্নি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "নির্লজ্জতা বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে উৎসারিত। আর বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিণাম জাহান্নাম।"[২৬৫] অর্থাৎ অশ্লীলতার ধারকরা তাদের অশ্লীলতার মাধ্যমে একদা একাকী, বিচ্ছিন্ন ও একঘরে হয়ে পড়ে। মানুষ ধীরে ধীরে সরে পড়তে থাকে।

মহান আল্লাহ্ ক্ষমার ব্যাপারে খুবই উদার। কারণ তাঁর গুণবাচক নামের মধ্যে রয়েছে- غفار (গাফ্ফার) ক্ষমাশীল, غفور (গাফূর) ক্ষমাশীল। এত কিছু পরও তিনি অশ্লীল আচরণকারীদের ক্ষমা করেন না। এর অন্যতম একটি কারণ এই যে, অশ্লীলতার প্রদর্শনী যারা করে বেড়ায় তারা অনেককে বিভ্রান্ত, পাপিষ্ঠ ও অশ্লীল করতে সহায়তা করে। অশ্লীলতার বিষবাষ্প বহুদিন ধরে বহুলোকের মধ্যে সংক্রমিত হয়। একজনের অশ্লীল কথা, পোষাক, আচরণ ও অঙ্গভঙ্গির খারাপ প্রতিক্রিয়া বহু দিন অব্যাহত থাকে। এর দ্বারা অনেকে বিভ্রান্ত হয়। ব্যাপারটি তখন আর মহান আল্লাহ্র এখতিয়ারে থাকে না। অতএব অশ্লীলতার মন্দ প্রভাব যাদের মধ্যে পড়েছে তারা ক্ষমা না করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না। অশ্লীলতা বড় গুনাহর মধ্যে একটি। কোন ব্যক্তি, কাজ বা বস্তুতে অশ্লীলতা অনুপ্রবেশ করলে তা বিষাক্ত ও দূষিত হয়ে পড়ে। মহানবী (স.) বলেন, "কোন কিছুতে অশ্লীলতা বিদ্যমান থাকলে তা কলুষিত হয়।"[২৬৬]

অশ্লীলতার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। একটি আয়াতে প্রকাশ্য ও গোপনীয় এ দু'ধরনের অশ্লীলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূল কথা ইসলামে সকল প্রকার অশ্লীলতা নিষিদ্ধ। এমনকি কুর'আনের একস্থানে মানুষ-হত্যার পূর্বে এর ভয়াবহতার কারণে এ কর্মটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না। আর আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করো না।"[২৬৭] অন্য একটি আয়াতে শিরকসহ অনেক কবীরা গুনাহর পূর্বে অশ্লীলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, "বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।"[২৬৮] অশ্লীলতার একটি ধরন হলো অসংযত দৃষ্টিপাত ও চাহনি। ইসলাম অশ্লীলতার সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারটিও বাদ থাকেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে

---

২৫৯. ليس المؤمن بالطعّان ولا باللعّان والفاحش ولا البذى ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০৫, ৪১৬/ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররু, বাব নং- ৪৮

২৬০. انّ الله ليُبْغِضُ الفاحِشَ البَذِيَّ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ১৬২, ১৯৯

২৬১. ان الله لا يحبّ كلّ فاحش متفحّش ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২০২

২৬২. ان الله لا يحبّ الفحش ويبغض الفاحش ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ১৬২

২৬৩. الحياء والعى شعبتان من الايمان ، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৬৯

২৬৪. ان البذاء والجفاء والشحّ من النفاق ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৪৩

২৬৫. والبَذاءُ من الجفاء والجفاء فى النار ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৫০১

২৬৬. ما كان الفحش فى شئ الا شانه ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররু, বাব নং- ৪৭

২৬৭. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفسَ التى حرم الله الا بالحق আল-কুর'আন, ৬:১৫১

২৬৮. قل انما حرّم ربّى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحقّ وان تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون আল-কুর'আন, ৭:৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।"[২৬৯] অর্থাৎ যা বৈধ নয় এমন জিনিসের দিকে তাকানো যাবে না। আবার কেউ যাতে তাকায় এমন সুযোগও করে দেয়া যাবে না।

প্রদর্শনী করে বেড়ানো এক ধরনের অশ্লীলতা। এ প্রসংগেও সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"[২৭০] প্রাক-ইসলামী যুগকে জাহিলী যুগ বলার অন্যতম একটি কারণ ছিল এই যে, তখন অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হয়েছিল। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "পূর্ব দিনের জাহিলী সৌন্দর্য প্রদর্শনের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।"[২৭১] অনেকে উগ্র সাজ করে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের উদ্দেশ্য এই থাকে যে, মানুষ আমাকে দেখুক। এসব জাহিলী চিন্তাধারা। যা কোন বিবেকবান, রুচিশীল, শালীন, সংস্কৃতবান, সভ্য ও মার্জিত ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়।

পোশাক-পরিচ্ছদ মানবিক মূল্যবোধের অপরিহার্য অংশ। মানুষকে জন্তু-জানোয়ার থেকে যে ব্যাপারগুলো আলাদা করেছে তার মধ্যে পোশাক একটি। অশ্লীলতা প্রদর্শনের একটি মাধ্যম হলো পোশাক-পরিচ্ছদ। ইসলাম পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে মূল্যবোধ নির্ধারন করে দিয়েছে। ইসলামের বিধানানুযায়ী পোশাক পরিধান করলে জীবন সুন্দর ও শালীন হয়ে ওঠে। পোশাকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি, এটিই সর্বোৎকৃষ্ট। এটি আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[২৭২] আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি মৌলিক কথা বলা হয়েছে। আর তাহলো লজ্জা ঢাকার জন্যই মূলত পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব যে পোশাকে লজ্জা পুরোপুরি ঢাকে না, তা পোশাক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, পোশাক-পরিচ্ছদ তথা শালীনতা হলো তাকওয়ার অংশ। তৃতীয়ত, শালীনতাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইসলামে নারী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য পোশাক রয়েছে। যেটা নারীর জন্য শালীন, সেটাই পুরুষের জন্য অশালীন। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। কিছু পোশাক রয়েছে যা শুধু নারীর জন্যই নির্ধারিত। এমন পোশাক পুরুষের জন্য হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন লোকদের অভিশাপ দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন পুরুষকে লা'নত করেছেন, যে নারীর পোশাক পড়ে।"[২৭৩] ইসলামিং কালে নোংরামি, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, পোশাক দেখে আর নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর বেশ পুরুষ ধরেছে। আবার পুরুষের বেশ নারী ধরেছে। যেমন দীর্ঘ চুল রাখা নারীর সৌন্দর্যের অংশ। আজকাল একাজটি পুরুষ করছে। পুরুষের আকার ধারনকারী নারীদের জন্যও ইসলাম সাবধান বাণী শুনিয়েছে। হাদীসে আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঐসব নারীদের অভিসম্পাত করেছেন, যারা পুরুষদের আকার ধারন করে।"[২৭৪] পোশাক সমাজে অশ্লীলতা প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য ইসলামে ব্যাপারটির এত গুরুত্ব। এমন ধরনের অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "নারী ধরনের

---

২৬৯. قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذالك ازكى لهم ، انّ الله خبيرٌ بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ الا لبعولتهنّ او ابائهنّ او اباء بعولتهنّ او ابنائهنّ او ابناء بعولتهنّ او اخوانهنّ او بنى اخوانهنّ او بنى اخواتهنّ او نسائهنّ او ما ملكت ايمانهنّ او التابعين غير اولى الاربة من الرّجال اوالطّفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ আল-কুর'আন, ২৪:৩০, ৩১

২৭০. وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى আল-কুর'আন, ৩৩:৩৩

২৭১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ১৯৬

২৭২. يا بنى ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوائكم وريشا ، ولباس التقوى ، ذالك خير ، ذالك من ايات الله لعلهم يذكرون আল-কুর'আন, ৭:২৬

২৭৩. ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল্ লিবাস, বাব নং- ২৮

২৭৪. ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল্ লিবাস, বাব নং- ২৭

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ এবং পুরুষ ধরনের নারীর জন্য অভিসম্পাত।"[২৭৫] আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "যেসব নারী পুরুষের বেশ ধরে রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাদের লা'নত করেছেন।"[২৭৬] অশ্লীলতার প্রসার, প্রচার, ইন্ধন, উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতাসহ সকল ধরণের সংশ্লিষ্টতা গুরুতর অপরাধের শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি।"[২৭৭]

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে সব লোক বিশেষতঃ নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীলতার প্রদর্শনী করে বেড়ায়; তাদেরকেই বেশি উত্যক্ত করা হয়। তারাই বেশি ধর্ষিতা হয় এবং তাদের ওপরই এসিড নিক্ষেপের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসংগে বলেন, "হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৭৮] অন্যদিকে গোপন অংগসমূহ হিফাযত করার প্রতি ইসলাম জোর প্রদান করেছে। পরকালে যাদের জন্য মহা ক্ষমা ও প্রতিদান অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে শালীন ব্যক্তিরাও রয়েছে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"[২৭৯] পরকালীন সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্যই যারা অশ্লীলতা হতে বেঁচে থাকে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর অপরাধ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয়।"[২৮০]

ব্যভিচার

ব্যভিচারের আরবী শব্দ زنا যিনা। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে 'যিনা' বলা হয়। যে সব কাজ মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয় তার অন্যতম হলো যিনা-ব্যভিচার। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যিনাকারী যিনা করাবস্থায় মু'মিন থাকতে পারে না।"[২৮১] যিনা হলো জঘন্য অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল ও সুস্থ থাকে যতক্ষণ তারা যিনা থেকে দূরে অবস্থান করে। বিশেষত কোন জাতির মধ্যে জারজ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেখানকার মানুষ আর ভাল থাকতে পারে না। মহানবী (স.) বলেছেন, "আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে ব্যভিচারী সন্তান বেড়ে না যাবে।"[২৮২] কোন সমাজে অবৈধ ও জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেখানে বিভিন্ন রকম অকল্যাণ দেখা দেয়।

যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের যৌন রোগের বিস্তার ঘটে। এক সময় জীবননাশি এইডসও হয়ে যেতে পারে। পরিশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে ব্যভিচারী ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে ভবিষ্যতবাণী করেছেন। তিনি বলেছেন, "কখনো কোন জাতির ভেতর ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে তখন তাদের মধ্যে মৃত্যু বৃদ্ধি পায়।"[২৮৩]

---

২৭৫. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিতান, বাব নং- ১৯ ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال .

২৭৬. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, বাব নং- ২৮ لعن رسول الله (ص) الرجلة من النساء .

২৭৭. আল-কুর'আন, ২৪ঃ১৯ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والاخرة .

২৭৮. আল-কুর'আন, ৩৩ঃ৫৯ يا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذالك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما .

২৭৯. আল-কুর'আন, ৩৩ঃ৩৫ ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ، اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما

২৮০. আল-কুর'আন, ৪২ঃ৩৬, ৩৭ فما اوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون

২৮১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০০, ১০৪ لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن .

২৮২. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২২২ لا تزال امتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا .

২৮৩. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ২৬ ولا فشا الزنا فى قوم قط الا كثر فيهم الموت .

Dhaka University Institutional Repository

যিনা-ব্যভিচারের যেমনি মন্দ ও কলুষ দিক রয়েছে তেমনি যিনা-ব্যভিচার হতে দূরে থাকার মধ্যে অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। একটি হাদীসের বর্ণনা মতে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মহান আল্লাহ্‌র ছায়ায় সে ব্যক্তিরা জায়গা পাবে যারা এ ধরনের দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকে। মহানবী (স.) বলেছেন, "সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে ছায়া দিবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। ...এমন পুরুষ যাকে কোন পদস্থ ও সুন্দরী নারী আহবান করলে সে বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় পাই।..."[২৮৪] বিভিন্নভাবে ব্যভিচার হতে পারে। হাতের, মুখের, চোখের, কানের ও মনের ব্যভিচার হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "জিহ্বাহর যিনা হলো কথা বলা আর অন্তরের যিনা হলো পেতে চাওয়া।"[২৮৫] কলুষতা, নোংরামি ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকারের মানুষ হতে পারে এবং সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি

বর্তমান বিশ্বে বিশেষত বাংলাদেশে যে ক'টি মারাত্মক সমস্যা বিরাজমান, ধূমপান ও মাদকাসক্তি তার অন্যতম। ধূমপান ও মাদকের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সমাজে হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। আজ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এ নেশা সমাজের বিশেষ করে যুব সমাজের বিরাট অংশকে বিপথগামী করছে; মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হচ্ছে, বাড়ছে নানাবিধ অপরাধ ও সামাজিক অস্থিরতা।

মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' সৃষ্টির সেরা জীব। পরম করুনাময় আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে তার সুন্দর জীবন যাপনের যাবতীয় উপায় বা পন্থা বাতলে দিয়েছেন। মানুষের জন্য যা পবিত্র, উত্তম, উপাদেয় ও স্বাস্থ্য সম্মত তিনি তা হালাল করে দিয়েছেন। আর যা অপবিত্র, ক্ষতিকর, অনুপাদেয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর তা তিনি হারাম করে দিয়েছেন। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, মানুষের জন্য অপকারের চেয়ে বেশি উপকারী কোন একটি জিনিসও আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করে দেননি। আবার উপকারের চেয়ে অপকারিতার মাত্রা বেশি এমন একটি জিনিসও আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য হালাল করেননি।

মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, তা করণীয় এবং যা অকল্যাণকর তা বর্জনীয়। মহান আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট বিধি বিধান থাকা সত্ত্বেও কতিপয় মানুষ বর্জনীয় জিনিসের ফাঁদে পড়ে সর্বনাশ ডেকে আনে। মানুষ কোন কোন মারাত্মক বদঅভ্যাসের দাসে পরিণত হয়। ধূমপান ও মাদকাসক্তি এই ধরণের জঘন্য ও মারাত্মক বদঅভ্যাস।

ধূমপানের কুফল

অতীতের হুক্কা, বিড়ি, চুরুট ইত্যাদির আধুনিক সংস্করণ হলো সিগারেট। ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপান জঘন্য অপরাধ। ধূমপান অপব্যয় ও অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামে অপব্যয় ও অপচয় বর্জনীয়। কুর'আন মাজীদে মহান আল্লাহ্ অপব্যয়ীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন- "যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।"[২৮৬]

ধূমপানের অপব্যয় শুধু অনর্থকই নয়, মারাত্মক ক্ষতিকরও। সুতরাং ধূমপান জনিত অপব্যয় অবশ্যই বর্জনীয়। সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুক্কা ইত্যাদির পোড়া তামাকের উগ্র গন্ধ যে কত বিরক্তিকর, তা অধূমপায়ী মাত্রই অনুভব করতে পারেন। দুর্গন্ধ নিয়ে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করা বাঞ্চনীয় নয়। সুতরাং ধূমপান আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কবুল হওয়ার অন্তরায়। ধূমপায়ীর মুখের দুর্গন্ধে অন্য মুসল্লীদের কষ্ট হয়, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

ধূমপায়ীরা ধূমপান জনিত অপব্যয় পুষিয়ে নেয়ার জন্য অনেক সময় অসদুপায়ে উপার্জন করতে বাধ্য হয় এবং এভাবে ধূমপান মানুষকে পাপ কর্মে লিপ্ত করে। ধূমপানের আসক্তি নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

একখন্ড পরিচ্ছন্ন কাগজে মোড়া সিগারেট আকর্ষণীয় মনে হলেও আসলে তা উগ্র নিকোটিনের বিষে ভারাক্রান্ত। নিকোটিন অত্যন্ত ক্ষতিকর। যদি এক প্যাকেট সিগারেটের সমপরিমাণ নিকোটিন কোন সুস্থ মানুষের দেহে

---

[২৮৪] سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ الا ظله ...رجل دعته امراة ذات منصب وجمال فقال: انى اخاف الله . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯১

[২৮৫] واللسان زينته النطق والقلب التمنى . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩১৭

[২৮৬] ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين . আল-কুর'আন, ১৭:২৭

Dhaka University Institutional Repository

ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করানো যায় তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত ও অনিবার্য। তাছাড়া ধূমপানে যক্ষা, ব্রংকাইটিস, দন্তক্ষয়, ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, বিষবাত প্রভৃতি মারাত্মক রোগ হয়। চিকিৎসকরা কোন ঔষধ দেয়ার পূর্বেই বলে নেয় যে, ধূমপান করা যাবে না। কারণ ধূমপানের ফলে ঔষধ ঠিকমত কাজ করে না।

সিগারেট শুধু নিজে জ্বলে না, অন্যকেও জ্বালায়। ধূমপান শুধু ধূমপায়ীর জন্যই বিপজ্জনক নয়, তার আশেপাশের অধূমপায়ীদের জন্যও বিপজ্জনক। পুড়ে যাওয়া তামাকের বিরক্তিকর ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে, পানি দূষিত করে এবং গোটা পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। যে ঘরে স্বামী ধূমপান করেন, সে ঘরে স্ত্রী ধূমপান না করলেও তার মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারের প্রবণতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ধূমপায়ীর ঘরে অধূমপায়ী নারী, শিশু ও বৃদ্ধ থাকলে তারাও সমানভাবে নিঃশ্বাসের সাথে ধূম্র-বিষ পান করে। আজকাল সচেতন লোকদের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান হলো 'ধূমপানে বিষপান'। ধূমপানকে বিষপানের সমতুল্য বললেই যথার্থ বলা হয় না। বরং ধূমপান বিষপানের চেয়েও মারাত্মক। কারণ বিষপানে শুধু বিষপানকারীরই ক্ষতি হয়। আর ধূমপানের ফলে, তার পরিবেশের, এমনকি ভবিষ্যত বংশধরেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। অধিকাংশ আগুন লাগার জন্য দায়ী সিগারেটের পরিত্যক্ত জ্বলন্ত অংশ। আমাদের দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সিগারেটের আগুন থেকে আগুনের সূত্রপাত।

সমাজে অমানবিক অনেক ঘটনার জন্ম দেয় ধূমপান ও মাদকাসক্তি। সমাজের অমানবিকতার এত ছড়াছড়ির জন্য অনেকটা দায়ী ধূমপান ও মাদকাসক্তি। আরো এগিয়ে বলা যায়, গর্হিত কাজ সংঘটিত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ইন্ধন যোগায় ধূমপান ও মাদকাসক্তি। মানুষের বহু মাত্রায় অমানবিক আচরণের পেছনে অবশ্যই দায়ী তার খাদ্য ও পানীয়। সে তার পেটে কি প্রবেশ করায় তার ওপর তার আচরণের একটি সম্পর্ক অবশ্যই থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তুমি মাদক সেবন করো না। নিশ্চিতভাবেই তা সকল মন্দের চাবিকাঠি।"[২৮৭] আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে ও সালাতে বাঁধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?"[২৮৮] মাদকাসক্তি ও ধূমপান শুধু এই দু'টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এ দু'টি অপরাধ ও বাজে অভ্যাসের সাথে আরো কিছু অপরাধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন- নির্লজ্জতা, সময়ের অপচয়, নেশা করা, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার, মারামারি, কাজে ফাঁকি, পরিবেশের ক্ষতি, কারণ ধূমপানের ধুয়া শুধু ধূমপায়ীর পেটেই ঢুকছে না; তা বাতাসেও ছড়িয়ে পড়ছে। মদ ও ধূমপানের অর্থ সংগ্রহের জন্য চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, সর্বোপরি দুর্নীতি সমানভাবে চলছে। ইদানিংকালে পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, যৌথ বাহিনীর হাতে ধৃত বড় বড় দুর্নীতিবাজদের অধিকাংশের বাসায় মদের স্তূপ রয়েছে। অর্থাৎ মাসকাসক্তির সাথে দুর্নীতির একটি নিবিড় সম্পর্ক ও যোগসাজশ রয়েছে। মিডিয়ার মাধ্যমে এ ব্যাপারগুলো স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া কিশোর-কিশোরীদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পেছনে অধিকাংশ সময় মাদকাসক্তি একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে।

এদের মানবিক দিকটি আরো ভয়াবহ। যেহেতু মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশাগ্রস্থ হয় এবং দিকবিদিক জ্ঞান শুন্য হয়ে যায়। বিধায় সে কি করছে বা কেমন ব্যবহার করছে তা সে নিজেও জানে না। এরা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এমনকি গুরুজনের সাথে পর্যন্ত এমনটি করে থাকে। আজকাল মানবিক মূল্যবোধের এ হেন পরিস্থিতির জন্য অন্যতম দায়ী হল মাদকাসক্তি ও ধূমপান। নেশাখোর ব্যক্তিরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অনেক অঘটন ঘটিয়ে থাকে। অনেক সময় নেশার সামগ্রী সংগ্রহের জন্যও অমানবিক অনেক ঘটনার জন্ম দিয়ে থাকে। এমনকি মায়ের সখের ও স্মৃতির গহনাটি বিক্রি করে দিতেও সে দ্বিধা করে না। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অপরাধীদের একটা বিরাট অংশ ধূমপায়ী ও মাদকসেবী। আবার গবেষণায় এটাও বেরিয়ে এসেছে যে, ধূমপায়ীরা এক সময় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। যা হোক ইসলাম যেহেতু সকল প্রকার ক্ষতিকর কর্ম ও চিন্তামুক্ত জীবনাদর্শ। তাই এতে ধূমপান ও মাদকাসক্তির মত স্বাস্থ্য হানিকর নেশার কোন প্রকার সুযোগ নেই। এর ভয়াবহতা লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। তারা হলঃ (১) পানকারী

---

[২৮৭] . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ২৩

[২৮৮] . انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل انتم منتهون؟ আল-কুর'আন, ৫ঃ৯১

Dhaka University Institutional Repository

(২) যে পান করায় (পরিবেশনকারী) (৩) যে ব্যক্তি নির্যাস বের করে (৪) প্রস্তুতকারক (৫) আমদানিকারক (৬) যার জন্য আমদানি করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী (১০) তার লভ্যাংশ ভোগকারী।"[২৮৯]

মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তির ধারণা

সাধারণ কথায় বলা যায়, যে দ্রব্য গ্রহণে মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে, তার আচরণে পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষকে ঐ দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে তাই হ'ল মাদকদ্রব্য।[২৯০] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে, যে দ্রব্য সেবনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা দেখা দেয় এবং ব্যথা উপশম হয় তাই মাদকদ্রব্য।[২৯১]

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অবিরাম প্রক্রিয়া বা পর্যায়ক্রমিক নেশাগ্রস্ত অবস্থা যাতে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ মাদক সেবন করা দরকার হয় ও ক্রমাগত মাদকের মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, নিজের প্রয়োজনের তাড়নায় বৈধ বা অবৈধ যে কোন উপায়ে মাদক সংগ্রহ করতে হয়। শারীরিক, মানসিক বা উভয়ভাবে এই মাদকের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমবর্ধমান হারে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে।[২৯২] সার্বিকভাবে বলা যায়, মাদকাসক্তি এক ধরনের অসুস্থতা যার ফলে ব্যক্তি ড্রাগের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একবার ড্রাগ ব্যবহারে ভালো লাগার আমেজের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় পুনরায় ব্যবহারের ইচ্ছা। এভাবে পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে ড্রাগের প্রতি সহনশীলতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে; আর ব্যবহারকারীকে মাত্রা বাড়াতে হয়। এভাবে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ড্রাগ ব্যবহার না করলে শরীরে প্রত্যাখ্যানজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, এই প্রতিক্রিয়ার ভয় তাকে আবার টেনে নিয়ে যায় ঐ দিকে। ফলে আসক্ত ব্যক্তি একমাত্র ড্রাগ ব্যবহারের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের বাকী সব চাহিদা দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদির বোধ হারিয়ে ফেলে। ড্রাগ ব্যবহারের প্রাথমিক অবস্থায় সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও ড্রাগ ব্যবহার। পরিণতি হিসেবে নেমে আসে ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হাতছানি দেয় মৃত্যু। মাদকাদ্রব্য ও এর আসক্তির সংজ্ঞার মাধ্যমেই এতটুকু বুঝা যায় যে, ব্যাপারটি মন্দ ও অমানবিক। এমন একটি জিনিস ইসলামে হারাম না হয়ে পারে না। বাস্তবে হয়েছেও তাই। কারণ ইসলামে অমানবিকতার কোন জায়গা নেই।

মাদকাসক্তির কুফল

মাদকাসক্তি একটি জঘন্যতম বদঅভ্যাস এবং অমার্জনীয় অপরাধ। এটি অসংখ্য পাপকার্য, অপরাধ ও অসামাজিক কর্মের মূল। সাধারণত নেশা জাতীয় পানীয় বস্তুকে মদ বলে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মদ বা মাদকদ্রব্য তাই, যা জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত করে।"[২৯৩] যে কোন প্রকার মাদকদ্রব্য যা নেশা সৃষ্টি করে, সুস্থ মস্তিস্কে বিকৃতি ঘটায় এবং জ্ঞান ও স্মৃতি লোপ করে দেয় তা হারাম বা নিষিদ্ধ। চাই তা প্রাকৃতিক হোক, যেমন- মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি, অথবা রাসায়নিক হোক, যেমন- হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন ইত্যাদি। পরিমাণে অল্প হোক কিংবা বেশি হোক নেশা ও চিত্তভ্রমকারী হলেই তা হারাম। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "যার বেশি অংশ নেশাগ্রস্ত করে তার অল্প অংশও হারাম।"[২৯৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "নেশা জাতীয় যে কোন দ্রব্যই মাদক, আর যাবতীয় মাদক দ্রব্য হারাম।"[২৯৫] অন্য শব্দমালা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবার বলেছেন,

---

[২৮৯] . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ (الأشربة), বাব নং- ৪

[২৯০] . মোঃ রবিউল ইসলাম ও কলমে খোদা, *"বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা"* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা : ৮৩-৮৪ অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারী ২০০৬ কার্তিক-ফাল্গুন ১৪১২ পৃ. ৯৯

[২৯১] . এম ইমদাদুল হক, *মাদকাসক্তি: জাতীয় ও বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকাঃ ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ২৪

[২৯২] . আবদুল হাকিম সরকার ও মোঃ ফারুক হোসাইন, *"বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা : সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি"* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৬, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ. ২০৫-২০৬

[২৯৩] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাফসীর, হাদীস নং- ৩২ الخمر ما خامر العقل

[২৯৪] . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ (الأشربة), বাব নং- ৫ ما اسكر كثيره فقليله حرام

[২৯৫] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস নং- ৬৭-৬৯ كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Dhaka University Institutional Repository

"প্রতিটি নেশার বস্তুই মাদক। আর প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।"[২৯৬] আরেকটি হাদীসে পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মস্তিষ্ক বিকৃত করে এমন প্রতিটি পানীয় হারাম।"[২৯৭]

খাঁটি ঈমানের অধিকারী সাহাবা কিরাম মদ্যপান বর্জনের আদেশ পাওয়া মাত্র নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত সব মদ তৎক্ষনাৎ ফেলে দিলেন। তাঁরা মদের পাত্র ও উপকরণাদিও ধ্বংস করে ফেলেন। এমনকি এ ঘোষণার সময় যার হাতে মদের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করেছিল ঐ অবস্থায়ই তা দুরে নিক্ষেপ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নির্দেশ করলেন, "তোমরা মদ প্রবাহিত করে দাও (ঢেলে দাও) আর পাত্রগুলো চুর্ণ-বিচর্ণ করে ফেল।"[২৯৮] যে মদ তাঁদের কাছে এত প্রিয় ও লোভনীয় ছিল, নিষিদ্ধ ঘোষণার পর তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হলো। সাহাবা কিরামের মহান আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ নিষেধ নির্দ্বিধায় পালনের এ অনুপম আদর্শ মুসলিম সমাজে অনুসরণ করা হলেই মাদক দ্রব্যের খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে। মহানবী (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা মদ পান করো না।"[২৯৯] "তোমরা উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বস্তু পান করো না।"[৩০০] আল্লাহর রাসূল (স.) একবার বলেছেন, "যে সব জিনিস নেশা সৃষ্টি করে তোমরা তা বর্জন কর।"[৩০১] আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা উন্মাদনা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তু হতে বিরত থাক। প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী ব্যাপার হতে বেঁচে থাক। প্রতিটি মস্তিষ্ক বিকৃতিকারী বস্তু বর্জন কর আর নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু পান করো না।"[৩০২]

দৈহিক ক্ষতিঃ মাদক দ্রব্য ব্যবহারে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও এর ক্ষতির পরিমাণ খুবই ব্যাপক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।"[৩০৩] এটি মানুষের দেহে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে হজম শক্তি বিনষ্ট হয়, খাবারে অরুচি সৃষ্টি হয়, শরীরে ক্রমাগত অপুষ্টি বাসা বাঁধতে থাকে, লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়, পেট বড় হয়ে যায় এবং শরীর শুকিয়ে যায়, এতে ফুসফুস ও মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে, হৃদস্পন্দন ও নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়, চোখ রক্তবর্ণ হয় এবং মুখ ও গলা শুকিয়ে আসে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে আসে। পরিণামে মদ্যপায়ী পঙ্গু হয়ে যায়।

মানসিক ক্ষতিঃ মাদক দ্রব্য ব্যবহারে বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এতে মানুষের বোধশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় পরিণামে মানুষ পাগলও হয়ে যায়।

নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাঃ মাদকাসক্তি সবচেয়ে বড় যে সর্বনাশটি করে তাহলো নৈতিক ও মানবিক অবক্ষয়। মাদকাসক্তি মানুষকে মানবতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করে, যাবতীয় ঘৃণ্য কাজের দিকে ধাবিত করে। এটি মানুষকে অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যভিচার, নরহত্যা ও যানবাহনের দুর্ঘটনার ন্যায় জঘন্য অপরাধের অধিকাংশই মাদকাসক্তির পরিণাম ফল। যানবাহন দুর্ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত চালকদের কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। আসলে মাদকাসক্তি বা এ ধরণের পাপের সাথে কোন ধরনের ভাল কাজের সংযোগ স্থাপিত হয় না। এমন কখনো শোনা যায়নি যে, 'লোকটি মাদকাসক্ত হলেও ভাল নামাযী'। অর্থাৎ এ ব্যক্তিদের চিন্তা ও কর্মসহ সকল কিছুর মধ্যে নোংরামি লুকিয়ে আছে।

আর্থিক ক্ষতিঃ মাদকাসক্তি মারাত্মক রকমের অপচয়ের কারণ। একজন মাদকাসক্তের জন্য দৈনিক প্রচুর টাকার প্রয়োজন। তা মেটাতে গিয়ে সে নিজের, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য অপরিসীম দুর্ভোগের কারণ হয়।

---

[২৯৬] . كل مخمّر خمر ، وكل مسكر حرام ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নং- ৫

[২৯৭] . كل شراب اسكر فهو حرام ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুল আশরিবাহ্, হাদীস নং- ৬৭-৬৯

[২৯৮] . اهرق الخمر واكسر الدنان ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাযালিম (المظالم), বাব নং- ৩২

[২৯৯] . لا تشربوا الخمر ইমাম বুখারী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু ফাযায়িলিল কুর'আন (فضائل القران), বাব নং- ৬

[৩০০] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাহী (الاضاحي), হাদীস নং- ৩৭

[৩০১] . اجتنبوا ما اسكر ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নং- ৭

[৩০২] . واجتنبوا كل مسكر ، واتقوا كل مسكر ، ولا تشربوا كل مسكر ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নং- ১৪

[৩০৩] . يسئلونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما اثم كبير و منافع للناس ، واثمهما اكبر من نفعهما আল-কুর'আন, ২:২১৯

Dhaka University Institutional Repository

মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার ব্যয় সংকুলানের জন্য নানা রকম দুর্নীতি, অমানবিক, অসামাজিক ও অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। এতে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে অবক্ষয় ঘটে দারুনভাবে।

আঁতকে ওঠার মত ও উদ্বেগজনক খবর হলো এই যে, মাদকাসক্তির প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছে দেশের তরুন সমাজ। যারা যে কোন দেশের প্রধান সম্পদ ও ভবিষ্যত। এর মাধ্যমে একাধারে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, মানবিক, আর্থিক ও জাতীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

ঈমানবিনাশী কাজগুলোর মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কেউ মু'মিন থাকাবস্থায় মাদকদ্রব্য সেবন করতে পারে না।"[৩০৪] মদ্যপায়ী যত ইবাদতই করুক তার ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মাদক সেবন করে, আল্লাহ্ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ফজরের নামায কবুল করেন না।"[৩০৫] শুধু চল্লিশ দিনের ফজর নামাযই নয়; এমন ব্যক্তিদের পুরো নামাযই নষ্ট হয়ে যায় মাদকতার মাধ্যমে। এমনি ধরনের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি নেশাকারী বস্তু পান করে, তার সালাত ধ্বংস হয়ে গেল আর যে ব্যক্তি মদ্য পান করল তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না।"[৩০৬]

মদ হলো শয়তানের আনুগত্যমূলক একটি কাজ। মানুষের যে সব কাজে শয়তান মুগ্ধ হয়; মাদকদ্রব্য সেবন তার মধ্যে একটি। মদ হলো মানুষের সফলতার পথে পাহাড়সম বিরাট বাঁধা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৩০৭] মাদকতার ভয়াবহতার কারণেই হাদীসে মদ্যপানকে কুফরী বলা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করল, সে কাফির হয়ে গেল।"[৩০৮] আরেকটি হাদীসে মদ্য পানকে এর জঘন্যতার কারণে মূর্তি পূজার সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। জাহিলী যুগের মানুষের প্রধান দু'টো কাজ ছিল মূর্তিপূজা ও মদ্যপান। তখন তারা পূজালয় আর মদিরালয়েই যাতায়াত করত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মাদকাসক্ত ব্যক্তি মূর্তিপূজকের ন্যায়।"[৩০৯]

হাদীস থেকে জানা যায়, সালামের মত ফযীলতপূর্ণ ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী ব্যাপারটি মদ্যপায়ীর সাথে ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ শুধু মাদকাসক্তদেরকেই সালাম দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা মদ পানকারীকে সালাম করো না।"[৩১০] মদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে ইসলামের দৃষ্টিতে কত জঘন্য তা উপরোক্ত হাদীস হতে অনুধাবন করা যায়।

মাদকাসক্তির পরকালিন ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত (মাদকাসক্ত) হিসেবে মারা গেল; তার মুখ গরম পানি দ্বারা সিক্ত করা হবে।"[৩১১] ২০০৭ সালের মে মাসের মধ্যভাগে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, একদল উঠতি বয়সের তরুন-তরুনী সদরঘাট নৌ বন্দর হতে প্রমোদ ভ্রমনের উদ্দেশ্যে একটি লঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে যায়। তারা সেখানে মাদক দ্রব্য সেবন করে অশালীন কাজে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে লঞ্চের আনসাররা তাতে বাঁধা দিলে উভয়ের মধ্যে তুমুল মারামারি লেগে যায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন মারা যায়। এ মৃত্যুকে বিবেকবান মানুষ কিভাবে বিচার করবে? আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করল, এমতাবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৩১২] হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী মদ্যপান করে মারা যাওয়া ব্যক্তিরা সবচেয়ে বড় হতভাগা। তারা এ-কূল ও-কূল দু'কূল হারায়।

---

[৩০৪] . ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০০

[৩০৫] . من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحا ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নং- ১

[৩০৬] . من شرب الخمر لم تُقبل له صلاة ، ومن شرب الخمر سكرا نجست صلاته ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নং- ১

[৩০৭] . يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تفلحون আল-কুর'আন, ৫:৯০

[৩০৮] . من شرب الخمر فقد كفر ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নং- ৪৩

[৩০৯] . مدمن الخمر كعابد وثن ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নং- ৩

[৩১০] . لا تسلموا على شُرَبَة الخمر ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতী'যান, বাব নং- ২১

[৩১১] . من مات مدمنا للخمر نضح فى وجهه بالصنيم ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, বাব নং- ৪৬

[৩১২] . من شرب الخمر...ان مات دخل النار ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ, বাব নং- ৪

Dhaka University Institutional Repository

মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোষণা করেছেন, "মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৩১৩]

ইসলাম অতি সচেতনতার জন্য মানবিকতা বিনাশী প্রতিটি কর্ম ও প্রাক-কর্মকে হারাম করে দিয়েছে। যেমন মদের ব্যবসাও ইসলামে হারাম। জীবিকা নির্বাহের জন্য হালাল যে কোন পেশা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ইসলামে হারাম বস্তুর ব্যবসাও হারাম। মহানবী (স.) বলেছেন, "মদের ব্যবসাকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।"[৩১৪] শুধু মদের ব্যবসা নয়, মদের ব্যবসাকে হাদীসে মৃত বস্তু, শুকর ও প্রতিমা ব্যবসার সাথে সংযুক্ত করে দিয়ে বলা হয়েছে, "মাদকদ্রব্য, মৃত বস্তু, শুকর ও প্রতিমার ব্যবসাকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।"[৩১৫]

সীমালংঘন

বাংলাদেশে বর্তমানে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিপালনে কোনই তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। অমানবিকতায় সীমালংঘন করা হচ্ছে। সীমালংঘন কয়েকভাবে হচ্ছে। যেমন-

(ক) একজন অনেকগুলো অন্যায় করছে।

(খ) প্রতিটি অন্যায়ে সীমালংঘন করছে।

(গ) এমন কোন পাপ নেই যা সংঘটিত হচ্ছে না। দু'একটি খবর মাঝে মাঝে বিবেকবান মানুষকে হতভম্ভ করে দেয়। যেমন- হত্যা করে লাশ কয়েক'শ টুকরো করা, ঘুষের কোটি কোটি টাকা বালিশের তুলার মধ্যে, তোষকে, চালের সাথে ড্রামে রাখা ইত্যাদি।[৩১৬] বর্তমানে বাংলাদেশে এমন কিছু ঘটছে; যা জাহিলী যুগেও ঘটেনি। দুধের শিশু জাহিলী যুগে ধর্ষিত হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে এসব অহরহ হচ্ছে।

আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে সীমালংঘনের কয়েকটি আরবী শব্দ লেখা হয়েছে। যেমন-' بَغْيٌ ' (বাগয়ুন) 'اِعْتِدَاءٌ' (ই'তিদা) 'تَنَطُّعٌ' (তানাত্তু') 'تَبَقُّرٌ' (তাবাক্কুর) ইত্যাদি। বাংলায় এ শব্দগুলোর নিম্নোক্ত অনুবাদ লেখা হয়েছে- যুলম, অন্যায়, অত্যাচার, অবাধ্যতা, বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন, বেশী করা, বিদ্বেষ, ঔদ্ধত্য, জিদ, বিরোধীতা, বিপর্যয়, ব্যভিচার ইত্যাদি। ইসলামে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ। এমন কি বৈধ কাজেও সীমালংঘন নিষেধ। যেমন- সব সময় নামায পড়া, সারা বছর রোযা রাখা ইত্যাদি। সাহাবীগণ (রা.) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদেরকে 'তাবাক্কুর' হতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাবাক্কুর' কি? তিনি বললেন, অতিরঞ্জিত করা।"[৩১৭] আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনের অনেক স্থানে বলেছেন, "তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।"[৩১৮] আরেক স্থানে বলা হয়েছে, "তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।"[৩১৯]

বড় কয়েকটি নিষিদ্ধ কার্যের তালিকায় বাড়াবাড়ি প্রথম দিকে অবস্থান করছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বাড়াবাড়ি এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।"[৩২০] আলোচ্য আয়াতে শিরকের পূর্বে বাড়াবাড়িকে উল্লেখ করে এর ভয়াবহতাই তুলে ধরা হয়েছে। শিরক শুধু আল্লাহ্ তা'আলা সংক্রান্ত ব্যাপার। কিন্তু বাড়াবাড়ির দ্বারা অনেককে খেপিয়ে তোলা হয়। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টজীব সবাই সীমালংঘনকারীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। কুর'আনের আরেক স্থানে বলা হয়েছে,

---

৩১৩. لا يدخل الجنة مُدْمِن خَمْر ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ, বাব নং- ৩

৩১৪. حُرِّمَت التجارة فى الخمر ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত (المساقات), হাদীস নং- ৬৯

৩১৫. حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ৭১

৩১৬. খবরঃ *"দেড় কোটি টাকাসহ প্রধান বন সংরক্ষক গ্রেফতার" দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ মে' ২০০৭, পৃ. ১

৩১৭. نهانا رسول الله (ص)...عن التبقر...ما التبقر؟ فقال: الكثرة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪৩৯

৩১৮. ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين আল-কুর'আন, ২:১৯০, ৫:৮৭

৩১৯. ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدّوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا আল-কুর'আন, ৫:২

৩২০. قل انما حرّم ربّى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطانا و ان تقولوا على الله مالا تعلمون আল-কুর'আন, ৭:৩৩

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৩২১]

যেসব অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত তাৎক্ষণিক করতে হয় বাড়াবাড়ি তার মধ্যে একটি। মহানবী (স.) বলেছেন, "সীমালংঘন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের শাস্তি দ্রুততম সময়ের মধ্যে হয়।"[৩২২] সীমালংঘন হলো পাপের সেরা। কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। মহানবী (স.) বলেছেন, "সীমালংঘনের চেয়ে সেরা (খাঁটি) পাপ আর নেই।"[৩২৩] হিদায়াতের মত সৌভাগ্য সীমালংঘনকারীদের জন্য নয়। আর সীমালংঘন মিথ্যার মত জঘন্য কবীরা গুনাহ্। কুর'আনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৩২৪]সীমালংঘনকারীরা সর্বদা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে। তারা কি করছে তা নিজেরা বুঝতে পারে না। কুর'আনে বলা হয়েছে, "এভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদের।"[৩২৫]

কিছু লোক এমন রয়েছে যারা অত্যাচারের মধ্যে নৃশংসতা প্রদর্শন করে, আস্ফালন করে এবং নিষ্ঠুরতা দেখায়। এদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘৃণা। আল্লাহ্র রাসূল (স.) বলেছেন, "যারা যুলমের মধ্যে আস্ফালন দেখায় আল্লাহ্ তাদেরকে ঘৃণা করেন।"[৩২৬] নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে সীমালংঘনকারীদের স্থান শীর্ষে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং সীমালংঘন করে সে নিকৃষ্টতর লোক।"[৩২৭] সীমালংঘনকারীদের পরিণাম ভয়াবহ। তারা পরকালে জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।"[৩২৮]

কানাকানি-ফিসফিসানি

আরেকটি মানবীয় ব্যধি হলো পরস্পর কানাকানি ও ফিসফিস করা। বিশেষত তিন জনের দলে এক জনকে রেখে অবশিষ্ট দু'জনের মধ্যে চুপিচুপি আলাপ খুবই জঘন্য কর্ম। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর দৃষ্টি হতে এ জিনিসটিও বাদ রয়ে যায়নি। তিনি এ প্রসংগে বলেন, "তোমরা যখন তিন জন থাক তখন তৃতীয় জনকে রেখে যেন অপর দু'জন গোপনে আলাপ না করে যতক্ষণ না তোমরা অন্য মানুষের সাথে মিশে যাও। কেননা এটি তাকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দেয়।"[৩২৯] আরো সংক্ষেপ করে আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) তৃতীয় ব্যক্তিকে রেখে দু'জনের ফিসফিস করা হতে বারণ করেছেন।"[৩৩০] কানাকানি-ফিসফিসানির মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি ঘটে।

তিরস্কার

মানুষকে ছোট মনে করা, হেয় প্রতিপন্ন করা, তিরস্কার করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, অবজ্ঞা করা, উপহাস করা, তুচ্ছজ্ঞান করা এবং খেলাচ্ছলে নেয়া এখন অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। অথচ ব্যাপারটি ইসলামে অতি তুচ্ছ ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। হাদীসে কোন রাখ-ঢাক না রেখে সোজা বলা হয়েছে, একটি লোকের খারাপ হওয়ার জন্য এ মন্দ অভ্যাসটিই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কোন লোকের মন্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তিরস্কার করে।"[৩৩১] আল্লাহ্ তা'আলা

---

৩২১ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاى ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون . আল-কুর'আন, ১৬:৯০

৩২২ اسرع الشر عقوبة البغى وقطيعة الرحم . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ (الزهد), হাদীস নং- ২৩

৩২৩ ما من ذنب احرى...من بغي . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫, পৃ. ৩৬, ৩৮

৩২৪ ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب . আল-কুর'আন, ৪০:২৮

৩২৫ كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب . আল-কুর'আন, ৪০:৩৪

৩২৬ واما التى يبغض الله فاختياله فى البغى . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ১০৪

৩২৭ بئس العبد عبد عتا وطغى . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ১৭

৩২৮ ان المسرفين هم اصحاب النار . আল-কুর'আন, ৪০:৪৩

৩২৯ اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي رجلان (اثنان) دون الاخر حتى تختلطوا بالناس فان ذالك يحزنه . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাম, হাদীস নং- ৩৭, ৩৮

৩৩০ نهى رسول الله (ص) ان يتناجى اثنان دون الثالث . ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কালাম, হাদীস নং- ১৩

৩৩১ بحسب امرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৩২

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।"[৩৩২]

শত্রুতা

শত্রুতা অর্থ বৈরিতা, দুশমনি ইত্যাদি। মুসলমানদের পারস্পরিক জীবনে বন্ধুভাবের পরিবর্তে জায়গা করে নিয়েছে শত্রুতা। যা খুবই দুঃখজনক। ভাল কাজ করতে না পারলেও অনেক মানুষ অন্যের শত্রুতা করে সময় অতিবাহিত করে। শয়তান এ ব্যাপারে মানুষকে তার হাতের পুতুল বানিয়ে নিয়েছে। মুসলমানদের পারস্পরিক জীবনে শত্রুতার মত মন্দ অভ্যাস ঢুকিয়ে দেয়াটা শয়তানের কৃতিত্বের অংশ। ইসলামের আগমন যেসব কারণে হয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো মানুষের মধ্যকার শত্রুভাব কমিয়ে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। ইসলামে শত্রুতা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই পারস্পরিক শত্রুতা, ঘৃণা ও হিংসা বর্জন করবে।"[৩৩৩] তিনি আবার বলেছেন, "(ইসলামে) শত্রুতা ও হিংসার কোন জায়গা নেই।"[৩৩৪]

ব্যঙ্গাত্মক নামে ডাকা

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে ব্যাঘাত ও অবনতি ঘটায় যে খারাপ অভ্যাসগুলো কাউকে ব্যঙ্গাত্মক নামে ডাকা তার অন্যতম। মহান আল্লাহ্ এ দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকতে মানুষকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ।"[৩৩৫]

ছিনতাই-অপহরণ

ছিনতাইয়ের ভয়াবহতার দরুন ইসলামে এ কর্মটিকে ঈমানবিনাশী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মুহাম্মাদ (স.) বলেন, "কেউ মু'মিন থাকাবস্থায় ছিনতাই করতে পারে না।"[৩৩৬]

---

৩৩২ . يا ايّها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكنّ خيرًا منهنّ আল-কুর'আন, ৪৯:১১

৩৩৩ . ولتذهبنّ الشّحناء والتباغض والتحاسد ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৪৩

৩৩৪ . لا غلّ ولا حسد ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ২৪

৩৩৫ . ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان আল-কুর'আন, ৪৯:১১

৩৩৬ . ولا ينتهب نهبة...وهو مؤمن ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০০, ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

পারিবারিক জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, ভাইবোন প্রভৃতি একান্নভূক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংক্ষিপ্ত মানব পরিমন্ডলকে পরিবার বলে। সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তি ও বুনিয়াদ হলো পরিবার। মানব জীবনের যাত্রা থেকেই এই পরিবার সূত্রের শুভ সূচনা। আদি পিতা আদম (আ.) ও আদি মাতা হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমেই এর প্রথম বিকাশ। পবিত্র আল-কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ইচ্ছে আহার কর; কিন্তু এই গাছের কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে।"[১]

এতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মানব জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল পারিবারিক সূত্রের পথ ধরেই। যে পরিবারের প্রথম বিন্যাস ছিল স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে। তারপর তা ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক আদম (আ.)-এর পরিবার থেকে উৎসারিত হয়েছে অগণিত বনূ আদমের বিন্যস্ত সংসার। তাই প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়, পরিবারই সমাজ জীবনের ভিত্তি প্রস্তর। পারিবারিক পবিত্রতা ও সুস্থতার উপরই নির্ভর করে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বময় মানব জাতির পবিত্রতা ও সুস্থতা। মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

মানব বংশের সম্প্রসারণ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ

পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টি এক আদম (আ.) থেকে। আল-কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[২]

এই আয়াতটিতে মানব বংশের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আয়াতটিতে তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে--১.পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সৃষ্টি এক আদম (আ.) থেকে। ২.হাওয়া (আ.)-কেও আদম (আ.) থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে (তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে)। ৩.তারপর এই আদম ও হাওয়া থেকেই পৃথিবীর সকল নর-নারীর সৃষ্টি।[৩] অন্যত্র বলা হয়েছে, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[৪]

সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, আজকের বিশ্বময় সম্প্রসারিত অগণন মানব প্রজন্ম, অভিনব আবিষ্কার, রহস্যময় শত শিল্পে সজ্জিত, বলিষ্ঠ সমাজ বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত এই সৃষ্টিসৌন্দর্য দয়াময় প্রভুর এক অপার অনুগ্রহ। তিনি দয়া পরবশ হয়ে আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশাল মানব সংসার। এ তাঁর অসীম কুদরতের বিন্দুবিকাশ। তারপর এক পিতা ও এক মাতার রেহেন সূত্রে গেঁথে দিয়ে সকল মানুষকে করেছেন পরস্পরে অনুগ্রহশীল। পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেঁধে দিয়েছেন দয়া ও মায়ার বাঁধনে। বলা হয়েছে,

---

১. وياادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين আল-কুর'আন, ৭:১৯

২. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا আল-কুর'আন, ৪:১

৩. মাওলানা ইদ্‌রীস কান্ধলবী (র.), *মা'আরিফুল কুরআন*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩-৪

৪. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

"আর মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যেই তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও দয়া।"[৫]

বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ও মাহাত্ম্য

সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, বিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। ইসলাম মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে সর্বদা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ণ করে। কারণ ইসলাম হল প্রাকৃত ও স্বভাবজাত জীবনাদর্শ। মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক ভারসাম্য ও চারিত্রিক পবিত্রতার অন্যতম উপায় বিয়ে। এ কারণেই অনিন্দ্য সুখের বাসর জান্নাতে বসেও যখন আদম (আ.) অতৃপ্তিতে ভুগছিলেন তখনই আল্লাহ্‌ তা'আলা মা হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন তাঁর জীবন সঙ্গিনীরূপে। নর ও নারীর যুগল বন্ধনে শুরু হলো মানব জীবন। রক্তমাংসে সৃষ্ট এই মানুষের মধ্যে যে প্রভূত যৌনক্ষুধা জমে ওঠে বয়সের পরতে পরতে তা একান্তই বাস্তব। সুতরাং ক্ষুধা যিনি দিয়েছেন সে ক্ষুধা নিবারণের পথও দেখাবেন তিনিই। আর তা হল বিয়ে। রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেছেন, "হে যুবক সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টি আনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অক্ষম সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনক্ষুধাকে অবদমিত (প্রতিবন্ধক স্বরূপ) করে।"[৬]

মানুষ যে খাবার গ্রহণ করে তা থেকে উৎপাদিত শক্তির নির্যাস হলো যৌনক্ষমতা। বিয়ের মাধ্যমে যা যথার্থ প্রবাহিত হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বিয়ে করার এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা না রাখে রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) তাকে রোযা রেখে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করার আদেশ দিয়েছেন। কুর'আন কারীমে অনুরূপ আদেশ করে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যে সব পুরুষের স্ত্রী নেই এবং যে সব মেয়ের স্বামী নেই তাদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও।"[৭] যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তাদেরকে দিয়েছেন ধৈর্য ধারণের বিকল্প উপদেশ। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, "যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।"[৮]

সারকথা, খানাপিনা যেভাবে মানব জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন, আহার নিবাসের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে, একজন যৌবনদীপ্ত মানুষের সুস্থ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনীয়তাও তেমনই। আর এ কারণেই কুর'আন মাজীদ ও হাদীসে নির্দেশসূচক শব্দে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বিয়ের আহবানকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে-শাদীর মাহাত্ম্যও অসামান্য। আবূ আইউব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেছেন, "নবী-রাসূলগণের সুন্নাত চারটিঃ লজ্জাবোধ, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক করা এবং বিয়ে করা।"[৯] অপর দিকে বলা হয়েছে, "আমাদের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম হল বিয়ে।"[১০]

বিয়ে-ব্যবস্থা ও পারিবারিক কাঠামো একটি মানবীয় ব্যাপার। এ জন্য ইসলামে বিয়ে ও পরিবার কাঠামোবিরোধী কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামী মতাদর্শে সংসারবিমূখ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বিচ্ছিন্ন বৈরাগ্য জীবন ইসলামে স্বীকৃত নয়। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, "আর সন্ন্যাসবাদ এটাতো ওরা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমি ওদের বিধান দিইনি।"[১১] রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এ প্রসংগে বেশ কয়েকটি কথা বলেছেন, "আমাদের উপর বৈরাগ্যবাদ লিখে (অপরিহার্য করে) দেয়া হয়নি।"[১২] "আমাকে বৈরাগ্যবাদের অনুমতি

---

[৫] . ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجًا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمة আল-কুর'আন, ৩০ঃ২১

[৬] . ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবন য়াযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আস্‌সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুন্‌ নিকাহ, বাব নং- ১

[৭] . وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ، ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ، والله واسعٌ عليمٌ আল-কুর'আন, ২৪ঃ৩২

[৮] . وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله আল-কুর'আন, ২৪ঃ৩৩

[৯] . ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাত্‌বা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. ১৮৯৫ খ্রী. খন্ড- ৫, পৃ. ৪২১ اربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح

[১০] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৫৫, ৫৬

[১১] . ورهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم আল-কুর'আন, ৫৭ঃ২৭

[১২] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয়নি।"[১৩] "জিহাদ করা তোমার উপর আবশ্যকীয় ব্যাপার। কারণ ওটাই ইসলামের বৈরাগ্যবাদ।"[১৪] যারা সোজা পথে উৎরে যেতে চায় এবং সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায় তারাই কেবল বৈরাগ্যবাদ ধারণ করে। এ প্রসংগে ইসলামী চিন্তাবীদ মুহাম্মাদ কুতুব বলেছেন, "এ উদ্দেশ্যেই ইসলাম যেমন সন্যাসব্রত পছন্দ করে না, তেমনি এ জীবনে যা কিছু ভাল তার কিছুটা গ্রহণ করতে অনুসারীদের বিরত রাখে না।"[১৫]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সাহাবী আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জীবন সঙ্গিনীগণের খেদমতে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তা শোনে তাঁরা যেন একটু কম কম মনে করল, সাথে সাথেই তাঁরা বলে উঠলো, তিনি কোথায় আর আমরা কোথায়? তাঁর তো আগ-পর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি কোন নারীকে বিয়ে করবো না। অন্যজন বললেন, আমি কখনো গোশত খাবো না। আরেকজন বললেন, আমি আর শয্যা গ্রহণ করে ঘুমাবো না। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, লোকদের কি হলো! তারা এই এই বলে। অথচ আমি নামায আদায় করি, ঘুমাই, রোযা রাখি আবার ইফতারও করি এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার দলভুক্ত নয়।[১৬]

সারকথা হল ঃ

১. বিয়ের মাধ্যমে একজন মু'মিন বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে পবিত্র হয়ে ওঠার পথ পায়।
২. বিয়ে করা সকল রাসূলের সুন্নাত।
৩. বিয়ে করা মহানবী (স.)-এর আদর্শ।

এক কথায়, বিয়ের পবিত্র ছোঁয়ায় পরিচ্ছন্ন জীবন লাভ করে বিবাহিত মর্দে মু'মিন। নবীজীর আদর্শের রৌশনীতে আলোকিত হয়ে ওঠে তার কর্মময় জীবন। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করা যায়। সাহাবী আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন তো সে দীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে।"[১৭]

মানবিক প্রাকৃতিক চাহিদার কারণেই মানুষ বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অথচ শরী'আত এটাকে পুরো দীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও মানবীয় উৎকর্ষ ও পবিত্রতা নির্ভর করে এর ওপর। বাস্তব জীবনেও দেখা যায় যে, বিবাহিত ও সংসারী ব্যক্তি এবং অবিবাহিত ও বৈরাগ্য ব্যক্তির মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিরাট পার্থক্য। একজন বিয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব সচেতন হয়, ছোটদের আদর করতে শিখে, সংযমী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং তুলনামূলক সামাজিক হয়ে ওঠে। এমনি আরো অনেক মানবীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের কল্যাণকর দিকগুলো ধীরে ধীরে এদের মধ্যে পরিগ্রহ করে। অন্যদিকে বিবাহযোগ্য অবিবাহিত ও বৈরাগ্য ব্যক্তিরা হয়ে থাকে অসহিষ্ণু, অস্থির, বদমেজাজী, নিয়ন্ত্রণহীন, দায়িত্বহীন ও অসামাজিক। এ জন্যই ইসলামে বিয়ের এত গুরুত্ব। অন্য অর্থে বলা যায় মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামে বিয়ের এত বেশী গুরুত্ব।

কনে বা পাত্রী নির্বাচনে মূল্যবোধ

আজকাল কোথাও শান্তি নেই। সর্বত্র হাহাকার, অশান্তি আর সন্দেহ বিরাজ করছে। এর অন্যতম কারণ হলো এই যে, মানুষ বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করে বা বিয়ে করে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। অথবা বিয়েতে এমন সব বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয় যা পরিশেষে জীবনকে বিষময় করে তোলে। কনে নির্বাচনে ইসলামের কিছু সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ রয়েছে। আজকাল পাত্রী পছন্দ করা হয় উচ্চ বংশ, সৌন্দর্য, ডিগ্রী, চাকুরী ও সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে। কোন জায়গায় বিয়ে করলে বেশি যৌতুক পাওয়া যাবে বা আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হবে সেটিকেই মূল্যায়ণ করা হয়।

---

১৩. ইমাম দারিমী, *সুনান*, বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ/কানপুরঃ ১২৯৩ হি., কিতাবুন্ নিকাহ, বাব নং- ৩
১৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৮২, ২৬৬
১৫. মুহাম্মাদ কুতুব, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম*, সম্পাদক: ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃ.১৭
১৬. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ, বাব নং- ১
১৭. শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ আল-খতীব আত্তিবরিযি, *মিশকাত আল-মাসাবীহ*, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬ খ্রী. প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তাই এত অশান্তি। ইসলামে বিয়ের যে পবিত্র উদ্দেশ্য তা অনেকের বিয়েতেই বর্তমান থাকে না। বিয়েতে দীনদারিকে একেবারেই বিবেচনা করা হয় না। অথচ মহানবী (স.) দীনদারিকে বেশী গুরুত্ব দিতে বলেছেন। একজন দীনদার ও সতী স্ত্রী যে কতটা কল্যাণকর তা সাময়িক চিন্তায় বুঝা না গেলেও ভবিষ্যতের জন্য তার বিকল্প নেই। তার স্বভাব-চরিত্রের ওপর ভিত্তি করেই সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ আসে, সন্তান-সন্ততি সৎ ও শিক্ষিত হয়ে থাকে। সংসার সুখের নীড়ে রূপান্তরিত হয়। সংসারের সুখ টাকায় মাপা যায় না। সতী স্ত্রীর গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ভীতির পর মু'মিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় সৎ স্ত্রীর মাধ্যমে।"[১৮] যার স্ত্রী অসৎ, অসচ্চরিত্র, বহুগামী সে বুঝতে পারে, অশান্তি কাকে বলে আর জাহান্নাম কি জিনিস?

বিয়ের প্রস্তাব প্রদানে মূল্যবোধ

ইসলামের মূল্যবোধের সীমানা এত প্রসারিত যে, সে বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারেও নীতিমালা ঘোষণা করেছে। বিয়েতে পাত্রী কোন পণ্য নয়। তার অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই। কোন মেয়ের বিয়ে নিয়ে কোন ছেলে পক্ষ আলাপ-আলোচনা করাবস্থায় অন্যদের তাতে ঢুকে পড়া শোভনীয় নয়। হাঁ যদি তারা সরে পড়ে তাহলেই অগ্রসর হওয়া যাবে। মহানবী (স.) মূলনীতি ঘোষণা করে বলেন, "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না করে, যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা ছেড়ে যায়।"[১৯]

যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভংগি

জীবন ও যৌনতার অকাট্য বাস্তবতাকে ইসলাম অকপটে স্বীকার করে। তবে পাশবিক বিশৃংখলাকে প্রশ্রয় দেয় না। বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে তুলে আনার মহান লক্ষ্যেই হয়েছিল আমাদের প্রিয় নবী (স.)-এর আবির্ভাব। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র সকল ক্ষেত্রেই তিনি অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন। যে যৌনক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব বংশের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ সে ক্ষমতা যেন যথার্থ স্থানে প্রবাহিত হয় অধিকন্তু সে তাড়নায় যেন মানুষ উন্মাদনার শিকার না হয়; সে জন্যই বিয়ে প্রথার প্রতি এতটা জোর দিয়েছে ইসলাম। শুধু তাই নয়, যে সব কারণে যৌনস্খলনের সৃষ্টি হয় সে সবেরও প্রতিবিধান করেছে অত্যন্ত কঠোরভাবে। এক কথায় ইসলাম যৌন চাহিদা পূরণের বৈধ আয়োজনকে করেছে একান্ত সহজ। যুবক সম্প্রদায়কে সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করার আহবান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'এতে করে দৃষ্টি আনত থাকবে আর গুপ্তাঙ্গ থাকবে পবিত্র।' যে যৌন ক্ষমতার যথার্থ প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল মানব অস্তিত্ব ও তার পবিত্রতা সে যৌনতার ব্যাপারে স্খলনের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইসলাম। লোভাতুর দৃষ্টি ও অবাধ মেলামেশা যেহেতু যৌনাপরাধের মূল উৎস তাই এগুলো ইসলাম পরিস্কারভাবে নিষেধ করে দিয়েছে।

সারকথা, ইসলাম মানুষের যৌনক্ষমতা ও তার কামনাকে স্বীকার করে। তবে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে পোষণ করে স্বচ্ছ, পবিত্র ও সুশৃংখল ধারণা। ইসলাম বিশ্বাস করে, মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা। তাই তার যৌন ক্ষুধা নিবারণপদ্ধতি ও যৌনসম্পর্ক সকল কিছুই হবে অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা। যে পথে যৌন কামনাও পূরণ হবে আবার সভ্যতা ভুলুণ্ঠিত হবে না। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও ঘটবে না।

বিবাহ অনুষ্ঠানে মানবিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধের অধোগতি যখন শুরু হয় তখন তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিয়ে-সাদীর অনুষ্ঠানে এখন আর মানবিক ব্যাপারটি নেই। বিশেষত বিয়ের অনুষ্ঠানে এখন শুধু এমন লোকদেরকেই ডাকা হয় যাদের কাছ থেকে ভাল উপহার-উপঢৌকন পাওয়া যায়। গরীব-দুঃখীদের আর ডাকা হয় না। এমন কি গরীব আত্মীয়-স্বজনকেও ডাকা হয় না। মহানবী (স.) সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছেন, "এমন ওলীমা (বিবাহভোজ) হচ্ছে নিকৃষ্ট, তাতে যারা আসে তাদেরকে বাধা দেয়া হয় এবং যারা আসতে রাজী নয় তাদেরকে দাওআত দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওআত (কবুল করা) পরিত্যাগ করল, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।"[২০] যদি কোন অনুষ্ঠানে গরীবদেরকে

---

[১৮] ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ্, বাব নং- ৫ . ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة

[১৯] ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুন্ নিকাহ্, বাব নং- ৪৫ . لا يخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك

[২০] ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র), *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, (সম্পাদনায়ঃ আবদুল মান্নান তালিব ও মুহাম্মাদ মূসা) . شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يابأها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله

Dhaka University Institutional Repository

উপেক্ষা করা হয় তা যেমনি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি ইসলামেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমন ধরনের বিবাহ-অনুষ্ঠানকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) সর্বনিকৃষ্ট অনুষ্ঠান বলেছেন। তিনি বলেছেন, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওলীমা হচ্ছে সেটি যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়।"[২১]

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে মানবিক মূল্যবোধ

আজকাল প্রায়শই পত্রিকার পাতায় দেখা যায় যে, স্বামী-সংসার রেখে অন্য পুরুষের সাথে স্ত্রী উধাও। আবার এমন খবরও দেখা যায় যে, স্বামী তার প্রথম স্ত্রীকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে, যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে প্রহার করেছে বা তালাক দিয়েছে। পরকীয়ার সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ইসলামের যথাযথ শিক্ষা ও আদর্শের অভাবে এসব সংঘটিত হচ্ছে। একটি সুন্দর ও সুখী পরিবারের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেকে তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করলে সংসারে নেমে আসে জান্নাতি পরিবেশ। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের।"[২২] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[২৩] ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পরিপুরক। কেউ অন্যজনকে বাদ দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কোন অস্থায়ী ও ঠুনকো সম্পর্ক নয়। এটি স্থায়ী ও মধুর সম্পর্ক। অতএব কখনো এমন পরিস্থিতির দিকে যাওয়া যাবে না যাতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এক সময় তালাকের মত মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম হয়। হালাল কাজের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো তালাক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে (নিকৃষ্ট) ঘৃণিত হালাল কাজ হলো তালাক।"[২৪]

স্বামীর কর্তব্য – স্ত্রীর অধিকার

স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের সহযোগী। উভয়ের সমঝোতা, সহযোগিতা এবং যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর সংসার গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে পরিবার একটি সুখের নীড়ে পরিণত হয়। আবার কর্তব্য অবহেলার কারণে পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। পারিবারিক সুখ-শান্তি, কল্যাণ এবং পারলৌকিক মুক্তির জন্য স্বামীর যে সব কর্তব্য পালন করা আবশ্যক, তা নিম্নরূপঃ

স্ত্রী স্বামীর পরিচারিকা নন, জীবন সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনী। পারস্পরিক সম্মান, মর্যাদা ও ভালবাসার ভিত্তিতেই দাম্পত্য জীবন গড়া। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া, পরিপূরক, পরিপোষক ও অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করা। স্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক ও মধুর ব্যবহার করা স্বামীর কর্তব্য। এতেই কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের সাথে জীবন যাপন কর।"[২৫] স্ত্রীর অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। মহানবী (স.) বলেন, "তোমরা যখন খাবে তাদেরও খাওয়াবে, আর তোমরা যখন পোশাক পরবে তাদেরও পরাবে।"[২৬] স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে যে স্থানে বাস কর, তাদেরও সে স্থানে বাস করতে দাও, আর তাদের সঙ্কটে ফেলার জন্য উত্যক্ত করবে না।"[২৭]

মোহরানার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার বিধান মত স্ত্রীকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং চুক্তিমত পুরোপুরি মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। এ প্রাপ্য প্রসন্নচিত্তে আদায় করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের স্ত্রীদের তাদের মোহর প্রসন্ন মনে

(অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা ও মাওলানা শামসুল আলম খান) ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৫, হাদীস নং- ২৬৬, পৃ. ২১০, ২১১

[২১] . ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ*, দিল্লীঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুন্ নিকাহ, হাদীস নং- ১০৭-১১০

[২২] . আল-কুর'আন, ২ঃ২২৮

[২৩] . আল-কুর'আন, ২ঃ১৮৭

[২৪] . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তালাক, বাব নং- ১

[২৫] . আল-কুর'আন, ৪ঃ১৯

[২৬] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৪৪৬, ৪৪৭

[২৭] . আল-কুর'আন, ৬৫ঃ৬

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে দাও।"[২৮] আজকাল বেশি মোহর ধার্যের প্রতিযোগিতা করা হয়। কিন্তু অনেকেই জানে না যে, স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশার পূর্বে এটি আদায় করে দেওয়া ফরয। নচেৎ পরীবর্তী সকল কিছু অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

স্ত্রীর প্রতি ভাল ব্যবহার করতে হবে, নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তুমি স্ত্রীর মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, গালমন্দ করবে না এবং ঘর থেকে বের করে দেবে না।"[২৯] সাম্প্রতিক সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষের ঘটনা পত্রিকার প্রতিদিনের খবরের অংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বিয়ের প্রথম জীবনের আচরণ থেকে সরে আসেন এবং অন্যমূর্তি ধারণ করেন। তখন সংসার ভালোবাসার নীড়ের পরিবর্তে কুরুক্ষেত্রে রূপ নেয়। মানুষের মন মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না। আবার অনেক সময় মানুষ ভুল করতেও পারে। স্ত্রীও একজন মানুষ হিসেবে মানবীয় দোষগুণ থেকে সেও মুক্ত নয়। এমতাবস্থায় কোন চরম ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে সদুপদেশ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাদের অবাধ্যতার ভয় কর, তাদের সদুপদেশ দাও।"[৩০] অনেকেই সংসারকে তথা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ঠুনকো সম্পর্ক মনে করে। তাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে কোন সময় লাগে না। এমন চেতনার লোকদের বিয়ের মত পবিত্র কাজে জড়ানো উচিত নয়।

স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদে হস্তক্ষেপ না করা স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। ইসলামে ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। নারীদেরও আয় উপার্জন ও সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার আছে। যেমন অধিকার আছে পুরুষের। ইসলাম যেমন নারীকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, " পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য, আর নারীগণ যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য।"[৩১]

পরিবারের সুখ শান্তি রক্ষা এবং স্ত্রীর কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য স্বামীর চরিত্রবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোষণা করেন, "তোমাদের কাছে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"[৩২] অনেক পুরুষ নিজে সৎ না থাকলেও তিনি কামনা করেন যে, তার স্ত্রী সততায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। এসব মানসিকতা ঠিক নয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। একের কাছে অন্যের কিছুই গোপন থাকে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের গোপন ব্যাপার অন্যের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই সর্বনিকৃষ্ট যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং সেও (স্ত্রী) তার (স্বামীর) নিকট গমন করে। তারপর সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) গোপন বিষয়াদি (অন্যের কাছে) প্রকাশ করে।[৩৩]

কারও একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না করে ইনসাফ করা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যদি ভয় কর যে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তা হলে একটি মাত্র বিয়ে করবে।"[৩৪]

দোষে গুণে মানুষ। স্ত্রীও মানুষ। তার কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, তা ক্ষমা করে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তার কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হলে, অন্য গুণের কথা স্মরণ করে সন্তুষ্ট হবে।[৩৫]

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই একটি স্বপ্নের নীড় গড়ে ওঠতে পারে। স্ত্রীর কাছে ভাল ব্যক্তিই ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে ভাল সে আসলেই ভাল। আমিও আমার স্ত্রীর কাছে ভাল।"[৩৬] তাছাড়া স্বামীকে শান্তি ও সুখের স্বার্থে আরো কিছু কাজ করতে হয়। যেমন- হাসি-

---

[২৮] . وانوا النساء صدقاتهنّ نحلة আল-কুর'আন, ৪:৪

[২৯] . ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৪৪৭

[৩০] . والتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ আল-কুর'আন, ৪:৩৪

[৩১] . للرجال نصيب ممّا اكتسبوا وللنساء نصيب ممّا اكتسبن আল-কুর'আন, ৪:৩২

[৩২] . خياركم خياركم لنسائهم ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৪৭২

[৩৩] . انّ من اشرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امراته وتفضى اليه ثمّ ينشر سرّها ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন ফিতান, বাব নং- ১১

[৩৪] . فان خفتم الا تعدلوا فواحدة আল-কুর'আন, ৪:৩

[৩৫] . ان كره منها خلقا رضى منها اخر ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩২৯

[৩৬] . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ্ (النكاح), বাব নং- ৫০

Dhaka University Institutional Repository

খুশি থাকা, উপহার-উপঢৌকন দেওয়া, বেশি দিন প্রবাসে না থাকা, কঠোরতা প্রদর্শন না করা, স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা ইত্যাদি।

স্ত্রীর কর্তব্য – স্বামীর অধিকার

পারিবারিক জীবনের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বামীকে যেমন কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। তেমনি স্ত্রীকেও কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। স্ত্রীর কতকগুলো বিশেষ কর্তব্য নিম্নরূপঃ

পরিবারটি স্বামী-স্ত্রীর একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে উভয়েরই অবদান মূল্যবান। তবে পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে একজনের নেতৃত্ব মেনে চলা প্রয়োজন। নারীদের তুলনায় দৈহিক ও প্রকৃতিগতভাবে পুরুষ অধিক শক্ত-সমর্থ। সুতরাং পুরুষকেই যুক্তিসম্মতভাবে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী।"[৩৭]

আল্লাহ তায়ালা নারীদের ওপর পুরুষের মর্যাদা দিয়েছেন, তাই স্ত্রীর উচিত স্বামীকে সম্মান দেওয়া। আল্লাহ পাক বলেন, "নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।"[৩৮] মহানবী (স.) এ সম্বন্ধে বলেছেন, "আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদাহ করার নির্দেশ দিলে, স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম।"[৩৯]

স্বামীকে সন্তুষ্ট করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজনে নফল ইবাদত সংক্ষিপ্ত করা যায়। স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে নফল ইবাদত করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। স্বামীকে সন্তুষ্ট করা অন্যতম ইবাদত। স্বামীর অধিকার সম্বন্ধে মহানবী (স.) বলেন, "যার হাতে মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন, সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে স্বামীর হক আদায় করে না সে তার প্রতিপালকের হক আদায় করে না।"[৪০]

স্ত্রীকে স্বামী, সন্তান সবার জন্য কাজ করতে হয়। স্বামীর সেবা করতে হয়, সন্তানদের পরিচর্যা করতে হয়। সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্বই থাকে স্ত্রীর ওপর। নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। জাঁতায় গম পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যেত। স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "স্ত্রী স্বামীর পরিজনবর্গ ও সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিণী। তাকে এই দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।"[৪১]

নিজের সতীত্ব রক্ষা করা স্ত্রীর পবিত্র দায়িত্ব। সতী সাধ্বী ও উত্তম চরিত্রের রমণীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সৎকর্মশীল রমণীরা (স্বামীদের) অনুগত হয়, (স্বামীদের অনুপস্থিতিতে) আল্লাহ যা হিফাযত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা হিফাযত করে।"[৪২] এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-ও বলেন, "যদি সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) থেকে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে আন্তরিকতার সাথে তার আত্মাকে হিফাযত করবে।"[৪৩] যে কোন অবস্থায় স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। হাদীসে আছে, "যখন স্বামী নিজ স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে আহবান করে, তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যদিও সে তন্দুরে পাকানোর কাজে ব্যস্ত থাকে।"[৪৪] সবসময় স্বামীর অনুগত ও বাধ্য থাকা স্ত্রীর কর্তব্য। বিশেষ করে নিজের ব্যাপারে স্বামীর নিরুদ্ধাচারন করবে না। স্ত্রী স্বামীর বাধ্য ও অনুগত না থাকলে সংসারের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

---

[৩৭] . الرجال قوّامون على النساء আল-কুর'আন, ৪:৩৪

[৩৮] . للرجال عليهن درجة আল-কুর'আন, ২:২২৮

[৩৯] . لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد زوجها ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৭৬

[৪০] . والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ, বাব নং- ৪

[৪১] . المرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা তিরমিযী, সুনান, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ৬

[৪২] . فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله আল-কুর'আন, ৪:৩৪

[৪৩] . وان غاب عنها نصحته فى نفسها ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ, বাব নং- ৫, ৪৫

[৪৪] . اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৩/ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুর্ রিদা', বাব নং- ১০

Dhaka University Institutional Repository

পর্দা গ্রহণ করা এবং শালীনতা রক্ষা করে চলা সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাদের নিদর্শন। বিশেষ করে বাইরে যেতে হলে আবরু ইজ্জত রক্ষা করে চলা উচিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদের বলে দিন তারা যেন (বাইরে চলা কালে) শরীরে অতিরিক্ত কাপড় টেনে নেয়।"[৪৫] মহিলাদের অশালীন পোশাক পরে বাইরে ঘোরা-ফেরা করা উচিত নয়। এতে পুরুষের পশুবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং নানা ধরনের অঘটন ঘটে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং আগের অজ্ঞতার যুগের (রমণীদের) ন্যায় সাজ-গোজ করে বাইরে যেও না।"[৪৬]

অনেক সময় নারীদের মিষ্টি কথা-বার্তায় চরিত্রহীন পুরুষেরা প্রলুব্ধ হয় এবং আকৃষ্ট হয়। তারা কুমতলব হাসিলের বাহানা খুঁজে। বিশেষ করে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে এমনটি বেশি হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সাবধান করে দিয়ে বলেন, "তোমরা যদি ধর্মপরায়ণা হও তবে (পরপুরুষের সাথে) মোলায়েম স্বরে কথা বলবে না, কারণ এতে যার মধ্যে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হতে পারে। বরং স্বাভাবিক সৌজন্যের সাথে কথা বলবে।"[৪৭]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক। দু'জনের মধ্যে কোন কিছু গোপন থাকে না। কিন্তু স্ত্রীর গোপন বিষয় যেমন স্বামীর জন্য অন্য কারও কাছে প্রকাশ করা কোন মতেই বৈধ নয়, ঠিক তেমনি স্ত্রীও স্বামীর কোন গোপন কথা বা গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না। একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করা পবিত্র আমানত। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামী সন্তুষ্ট থাকলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকলে জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে স্ত্রীলোক এ অবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাত লাভ করবে।"[৪৮]

মুসলিম পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম সঙ্গী। দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নিলে বহন করা সহজ হয়। কোন রকম দৈব দুর্বিপাকে স্বামীর দৈহিক বা আর্থিক সামর্থ্যের হানি ঘটলে, স্ত্রী ধৈর্য ধারণ করবে। পূর্বের অবদান ও ভালবাসার কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ থাকবে। অক্ষম স্বামীকে মোহরের ঋণভার থেকে মুক্তি দেওয়া স্ত্রীর নৈতিক ও মানবিক কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "স্ত্রীগণ সানন্দে স্বেচ্ছায় মোহরের কিছু অংশ দান করে দিলে, তোমরা তা সন্তুষ্ট চিত্তে খেতে পার।"[৪৯]

স্বামী হল পরিবারের কর্তা বা নেতা। নেতার অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বামীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া স্ত্রী স্বামীর অর্থ যথেচ্ছভাবে ব্যয় করবে না। হ্যাঁ, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তবে স্বামীরও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করা উচিত নয়। যথেচ্ছ ব্যয় নিষেধ করে মহানবী (স.) বলেন, "স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার গৃহ থেকে কিছু ব্যয় করবে না।"[৫০]

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতের অমিল হতে পারে; রাগ-বিরাগ হতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্বামী যেমন স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে না, স্ত্রীও তেমনি স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না। কারণ ঘর থেকে বের হয়ে গেলে, স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষও জড়িত হয়ে পড়ে। এতে নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আরও খারাপ হতে পারে। এ ধরনের স্ত্রী লোকের ওপর মহান আল্লাহর রহমত থাকে না।

উপরোক্ত কর্তব্য ছাড়াও সংসারে একটি মানবিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য স্ত্রীকে আরো কিছু কাজ করতে হয়। যেমন- স্বামীর আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার, স্বামীর উপহারে সন্তুষ্ট হওয়া, মৃত স্বামীর কর্য পরিশোধ করা, ইদ্দত পালন, অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা, দু'আ করা, ইয়াতীমদের লালন-পালন ইত্যাদি।

ইসলামী মূল্যবোধে পিতা-মাতার কর্তব্য

---

৪৫. يا ايها النبىّ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ . আল-কুর'আন, ৩৩:৫৯

৪৬. وقرن فى بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الاولى . আল-কুর'আন, ৩৩:৩৩

৪৭. ان اتقيتنّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا . আল-কুর'আন, ৩৩:৩২

৪৮. ايما امراة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ, বাব নং- ৪

৪৯. فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . আল-কুর'আন, ৪:৪

৫০. لا تنفق امراة من بيت زوجها الا باذن زوجها . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, বাব নং- ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের যেমনি পিতা-মাতার প্রতি কিছু কর্তব্য রয়েছে তেমনি পিতা-মাতারও সন্তানের প্রতি কিছু দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে এ দায়িত্ব পালন করলেই সমাজের ভারসাম্য স্থিতিশীল থাকে। নচেৎ সব ওলট-পালট হয়ে যায়। তখন অন্যান্য জায়গায়ও এর ধাক্কা লাগে। সন্তানের সাথে আচরণেও সম্মান বজায় রাখতে হবে। তারা ছোট বলে তাদেরকে অসম্মানজনক কোন কথা বা আচরণ করা যাবে না।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্যের অন্যতম হলো তাদের সুন্দর নাম রাখা। আজকাল যে সব নাম রাখা হয় তাতে অনেক সময় বুঝা যায় না যে, এটি মানুষের নাম না কি অন্য কোন প্রজাতির নাম। অথচ ইসলাম সুন্দর নাম রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহর কাছে 'আবদুল্লাহ্ ও 'আবদুর রহমান নামকে আমি বেশী পছন্দ করবো।"[৫১] বিশ্বনবী (স.) একবার বলেছেন, "তোমাদেরকে (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের নাম ধরে এবং তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর করে রাখ।"[৫২]

সমাজে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হঠাৎ করে আসে না। প্রতিটি শিশুকে তার শৈশব কাল থেকে মূল্যবোধসমূহ শেখাতে হয়। আর এ কাজ প্রধানত মা-বাবাকেই করতে হয়। তাহলেই পরিণত বয়সে মানবিক মূলবোধে উজ্জীবিত মানুষ পাওয়া যাবে। সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানো মা-বাবার প্রধানতম দায়িত্ব। আজকাল সন্তানরা বিপথগামী হওয়ার আরেকটি কারণ হলো এই যে, তাদের মনমানসিকতা বুঝার চেষ্টা করা হয় না। এজন্য তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক করতে হবে। পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মান কর এবং তাদের শিষ্টাচারকে সুন্দর কর।"[৫৩] দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশের মা-বাবারা সন্তানকে কোন কিছু শেখান বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাদের চিন্তার পুরোটা জুড়ে থাকে বৈষয়িক লাভ-ক্ষতি। যার কারণে যে মানের মানুষ তৈরী হওয়ার কথা সে মানের লোকই তৈরী হচ্ছে। মানুষের বৈষয়িক উন্নতি অবশ্যই পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। কিন্তু কোথাও সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া মানবিক মূল্যবোধে বলিষ্ঠ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানুষ সাধারণত পরিণত বয়সে তা-ই করে যা সে ছোট বেলায় পরিবারে শিখে। এ জন্য পরিবারে বড়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশেষ করে বাচ্চাদের আদব-আখলাক গঠনে উদ্যোগী হতে হয়। বস্তুত পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যা-ই করুক না কেন সুন্দর চরিত্র, শিষ্টাচার ও আদবের ওপর আর কোনটির স্থান হতে পারে না। সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানো হলো পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন বাবা-মা তার সন্তানকে মার্জিত শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কিছু দিতে পারে না।"[৫৪] অন্য একটি হাদীসে সন্তানকে আদব-কায়দা শেখানোকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ দান করার সমান সম্মান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মানুষ যেন তার সন্তানকে শিষ্টাচার শেখায় কেননা তা এক সা'আ পরিমাণ সাদাকা করার চেয়ে উত্তম।"[৫৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে যুগে এ কথা বলেছেন তখন এক সা'আ অনেক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় সম্পদ ছিল। তাছাড়া তখন মানুষের আর্থিক অনটন জীবনের সংগী ছিল। অতএব তখনকার যুগে এ কথার গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। এ যুগেও হাদীসের গুরুত্ব সামান্যতম হ্রাস পায়নি। বরং শিষ্টাচার শেখানোর প্রয়োজনীয়তা যে কোন সময়ের চেয়ে এখন আরো অনেক বেশি। হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, সন্তানকে সভ্যতা-ভদ্রতা শিখানো পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব। আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ভীতির পর সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো সংসারের লোকদের আদব শিক্ষা দেয়া। মহানবী (স.) সে প্রসংগে বলেছেন, "তোমরা নিজকে এবং পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্ভীতির সামনে দাড় করাও এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও।"[৫৬]

কন্যা সন্তানদের শিষ্টাচার শেখানোকে ইসলাম আরো বেশী মর্যাদাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেছে। এমনকি এমন বাবা-মাদের জন্য জান্নাতের অনিবার্যতার কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে

---

[৫১] . احب اسماءكم الى الله عبد الله و عبد الرحمان ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং- ২

[৫২] . انكم تدعون باسمائكم و اسماء ابائكم فحسنوا اسمائكم ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৯৪

[৫৩] . اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৩

[৫৪] . ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৪১২

[৫৫] . لان يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق بصاع ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৯৬

[৫৬] . اوقفوا انفسكم واهليكم بتقوى الله وادبوهم ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরিস সূয়া, বাব নং- ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

লালন-পালন করল তারপর তাদেরকে শিষ্টাচার শেখালো এবং বিয়ে দিল ও তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করল তার জন্য জান্নাত।"[৫৭]

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

আল্লাহ্‌র ইবাদতের পর যাদের প্রতি মানুষের বেশী কর্তব্য পালন করতে হয়; তারা হলেন মাতা-পিতা। কুর'আন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ইবাদতের পর মানুষের সর্বপ্রথম কাজ হলো মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ। যেমন- কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে।"[৫৮] আরেক স্থানে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-পতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[৫৯] আল-কুর'আনে আরো বলা হয়েছে, "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[৬০] মা-বাবার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা শিরক এর নির্দেশ দেয়। কোন অবস্থায়ই শিরক করা যাবে না কিন্তু ভাল ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের আনুগত্য করো না।"[৬১] আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা শোন না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্‌ভাবে।"[৬২]

আল্লাহ্‌র পছন্দের কাজগুলোর মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সদাচরণ অন্যতম। আবূ 'আবদির রাহমান 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি মহানবী (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? তিনি বললেন: যথা সময়ে সালাত আদায়। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।"[৬৩] আমরা জানি মহানবী (স.) এমন কোন সাহাবীকে জিহাদে যেতে দিতেন না; যার মা অসুস্থ। বরং তিনি বলতেন: বাড়ি ফিরে যাও, মায়ের সেবা কর, সেটাই তোমার জিহাদ। হাদীসে বর্ণিত আছে 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন আল'আস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী (স.)-এর সামনে এসে বলল, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরত করার বাই'আত করতে চাই এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদানের আশা রাখি। তিনি বললেন: তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে? সে বলল, হাঁ, বরং উভয়ই (জীবিত আছে)। তিনি বললেন: এরপরও তুমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান আশা কর? সে বলল, হাঁ, তিনি বলেন: পিতা-মাতার কাছে

---

[৫৭] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৬৭

[৫৮] . لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة আল-কুর'আন, ২:৮৩

[৫৯] . واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم আল-কুর'আন, ৪:৩৬

[৬০] . وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربيانى صغيرا আল-কুর'আন, ১৭:২৩, ২৪

[৬১] . ووصينا الانسان بوالديه حسنا ، وان جاهدك لتشرك بى ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما আল-কুর'আন, ২৯:৮

[৬২] . وان جاهدك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا আল-কুর'আন, ৩১:১৫

[৬৩] . عن ابي عبد الرحمان عبد الله بن مسترد(رض) قال: سالت النبى (ص): ايّ العمل احبّ الى الله؟ قال: الصلاة على وقتها ، قلت: ثمّ اىّ؟ قال: برّ الوالدين ، قلت: ثمّ اىّ؟ قال: الجهاد فى سبيل الله *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩১২, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।"[৬৪] ইসলাম কতটা মানবিক জীবনাদর্শ তা এ ঘটনা থেকে আবার উপলব্ধি করা যায়। ইসলামের অভ্যুত্থান মূলত মানবতার জন্য। আর সে মানুষটি গর্ভধারিনী মা হলে তো কথাই নেই।

মা-বাবার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ অন্য কোন ইবাদতের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিচের হাদীস তার প্রমাণ। মহানবী (স.) বলেছেন, "মা-বাবার প্রতি সদাচরণকারী সাওম পালনকারী ও নামাযীর মত।"[৬৫] সিংহভাগ ব্যয় করতে হবে মাতা-পিতার জন্যে। ব্যয় শুরু করতে হবে মাতা-পিতাকে দিয়ে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।"[৬৬]

ইসলামে সন্তানের কাছে মাতা-পিতার গুরুত্ব এত অধিক যে, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "পিতার সন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। আর পিতার অসন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নির্ভর করে।"[৬৭] অর্থাৎ সন্তানের ওপর তার মা-বাবা খুশি থাকলে ঐ সন্তানের ওপর আল্লাহও খুশী থাকেন। আর সন্তানের ওপর মা-বাবা অসন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহও সে সন্তানের ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন। অতএব মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে ইহকাল-পরকাল কিছুই পাওয়া যাবে না।

মা-বাবা হলো সন্তানের জন্য এক পরীক্ষাস্বরূপ। তাদের সাথে ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে সন্তান জান্নাত পাবে না কি জাহান্নাম? মহানবী (স.) একদা বললেন, "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) বেহেশতে যেতে পারল না।"[৬৮] আরবী ভাষায় নাক ধুলি-মলিন হওয়া চরম অপমানজনক কথা। কেউ পিতা-মাতার মত নিআমত পেয়েও তাদের সেবার মাধ্যমে জান্নাত নিশ্চিত করতে না পারা তার জন্য চরম হতাশা আর বদ-নসীব ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার এককভাবে মায়ের প্রতি কর্তব্য অনেক বেশি। হাদীসে আছে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে প্রশ্ন করেছিল। "কাকে আমি বেশি সৌজন্যতা দেখাবো? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা.) বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।"[৬৯] সত্যিই সন্তানের জন্য মা যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেন তার কোন তুলনা হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৭০]

আল্লাহ্ তা'আলা যে ঘৃণ্য কাজগুলোকে হারাম করেছেন তার মধ্যে প্রথম সারির একটি হলো মায়ের অবাধ্যতা। অন্য কথায় কবীরাহ্ গুনাহর মধ্যে পিতা-মাতার অবাধ্যতা অন্যতম। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ মায়েদের অবাধ্যতা অবৈধ করে দিয়েছেন।"[৭১] যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পিতা-মাতা আল্লাহর সাথে শিরক করতে না বলবে ততক্ষণ তাদের বাধ্য থাকা ফরয। যদি শিরক করতে বলে তাহলে তা করা যাবে না। তবে ভাল ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। মা-বাবাকে কখনো গালি দেয়া যাবে না। ইসলামী আদর্শে কাজটি মারাত্মক ও জঘন্য। বিশেষত

---

[৬৪] . عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اقبل رجل الى نبى الله(ص) فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد ابتغى الاجر من الله تعالى قال: فهل لك من والديك احد حى؟ قال: نعم بل كلاهما ، قال: فتبتغى الاجر من الله تعالى؟ قال: نعم ، قال: فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৬

[৬৫] . كان برًّا بالوالدين صوّامًا قوّامًا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৩৫১

[৬৬] . يسئلونك ما ذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل আল-কুর'আন, ২:২১৫

[৬৭] . رضا الرب فى رضا الوالد و سخط الرب فى سخط الوالد ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, বাব নং- ৩

[৬৮] . رغم انف ثمّ رغم انف ثمّ رغم انف ، ومن ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما فلم يدخل الجنّة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৮

[৬৯] . من ابرُّ؟ قال: امك ، قلتُ: ثم من؟ قال: امك ، قلتُ: ثم من؟ قال: امك ، قلتُ: ثم من؟ قال: ابوك ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১, ২

[৭০] . ووصّينا الانسان بوالديه ، حملته امّه وهنًا على وهن وفصاله فى عامين ان اشكرلى ولوالديك আল-কুর'আন, ৩১:১৪

[৭১] . ان الله حرّم عليكم عقوق الامّهات ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আকযিয়া (الاقضية), হাদীস নং- ১১

Dhaka University Institutional Repository

এমন সন্তানদের মহান আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে মা-বাবাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেছেন।"[৭২]

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব এত বেশী যে, তাদের বন্ধু-বান্ধবের সাথেও ভাল ব্যবহার ও সম্পর্ক ধরে রাখার গুরুত্ব অন্য অনেক কাজের চেয়ে বেশি। মহানবী (স.) বলেছেন, "সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর কাজ হলো পিতার বন্ধুদের সাথে সন্তানের সম্পর্ক রক্ষা করা।"[৭৩] পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবগণ পিতা-মাতার মতই শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, ভাল ব্যবহার করতে হবে, খোঁজ-খবর নিতে হবে। তাহলে প্রকারান্তরে পিতা-মাতার সাথেই ভাল আচরণ করা হবে।

উত্তরাধিকার বন্টনে মূল্যবোধ

ওসিয়ত করার মধ্যে বৈধ-অবৈধের ব্যাপার রয়েছে। ইচ্ছে করলেই কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে পুরোটুকু দিয়ে দিতে পারে না। এতে করে সারা জীবন কোন ব্যক্তি যে সব ভাল কাজ করেছিল তা সব বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন পুরুষ বা নারী জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্যে অতিবাহিত করেও যদি মৃত্যুকালে ওসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি সাধন করে যায়। তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।" অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা.) পাঠ করলেন, "এটি যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটি আল্লাহ্র নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। এ সব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটি মহাসাফল্য।"[৭৪] একটি লোক যত সাওয়াবের কাজই করুক না কেন মানুষকে ঠকালে আল্লাহর কাছে তার কোন ক্ষমা নেই।

বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন

তালাকপ্রাপ্তা এবং পরিত্যাক্তা নারীরা বড় অসহায় হয়ে পড়ে। অনেক সময় তারা পিতা বা ভাই-বোনের সংসারে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তখন তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করা একান্ত জরুরী। তাদেরকে আপন করে নিতে হবে, সংগ দিতে হবে এবং আশ্বস্ত করতে হবে। যারা বিধবাদের জন্য কিছু করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিধবা ও মিসকীনের জন্য প্রচেষ্টাকারীর মর্যাদা মুজাহিদের ন্যায়।"[৭৫] বিধবাদের মতামত নিয়ে তাদের আবার বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে জোর করে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ ইসলামে নেই।

---

৭২. لعن الله من سبّ والدين আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১০৮, ২১৭, ৩০৯, ৩১৭

৭৩. ان ابرّ البر صلة الولد اهل ودّ ابيه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১১-১৩

৭৪. انّ الرجل ليعمل والمراة بطاعة الله ستّين سنة ثمّ يحضرهما الموت فيضارّا فى الوصية فتجب لهما النار ، ثمّ قرا ابو هريرة (من بعد وصيّة يوصى بها او دين غير مضارّ وصيّة من الله ، والله عليم حليم ، تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنّات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ، وذالك الفوز العظيم) আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে আমল*, খন্ড- ১, (অনুবাদঃ এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার) ঢাকাঃ মুরাদ পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ১১০ এবং আল-কুর'আন, ৪:১২

৭৫. الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ (الزهد), হাদীস নং- ৪১

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সমাজ হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্র। মানুষের মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ভিত্তিক 'আকীদার পর সামাজিক আচরণের প্রশ্ন এসে যায়। তাই, কুর'আন ও হাদীসের এক বিরাট অংশে ইসলামের সামাজিক ইবাদতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে সকল উপাদান নিয়ে সমাজ গঠিত, সে সকল উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও সমাজকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার জন্য রয়েছে বহুবিধ সামাজিক আচরণ। সামাজিক আচরণ দু'প্রকার। ইতিবাচক ও নেতিবাচক। নেতিবাচক আচরণ দূর করে ইতিবাচক আচরণের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে সুস্থ মানবিক সমাজ।

কুর'আন ও হাদীসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, 'আকীদা-বিশ্বাসের পর সরাসরি বহু আয়াত ও হাদীসে এবং ইসলামী আইনের ইতিহাসে, সামাজিক বিষয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে বলেন, "তুমি কি দেখেছো তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে।"[১] এ সূরার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অনাথ-ইয়াতীমকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করে এবং অভাবের তাড়নায় আগত সাহায্যপ্রার্থীকে উপেক্ষা করে সেই ব্যক্তি কাফির এবং আল্লাহ্ তা'আলার হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যদি সে আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ঈমান রাখত এবং তার পুরস্কার ও কিতাবকে বিশ্বাস করত তাহলে তার মন দয়ার সাগরে পরিণত হত এবং আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি ও ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য আগ্রহী হত। ফলে সে অনাথ ইয়াতীমের সম্মান করত এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত নি'আমত থেকে অভাবী লোককে দান করত। সূরার পরবর্তী আয়াতগুলোতে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ভালকাজ করলে চিরস্থায়ী ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে।

তাদের নামায ছিল লোক প্রদর্শনের জন্য। তারা অন্যদেরকে বুঝাতে চায় যে, তারা দীনের প্রধান নিদর্শন নামায আদায় করে। কেউ না দেখলে নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। এরপর আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাদের আত্মিক মন্দ ও আভ্যন্তরীণ অন্ধকার প্রকাশ করে বলেছেন, তুমি তাদের সামাজিক জীবনে নামাযের কোন প্রভাব দেখতে পাবে না বরং তাদের মধ্যে মন্দ আত্মার নিদর্শনই দেখতে পাবে। কেননা, তারা অভাবী লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে এবং ইসলামী আদর্শের দাবী অনুযায়ী তারা নিজেদের ভাইদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও সমবেদনার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে না। বিশুদ্ধ দীনি 'আকীদা-বিশ্বাস এবং বৈধ সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী সম্পর্ক আর কি হতে পারে? পৃথিবীতে মানুষের তৈরি কোন মতবাদে সামাজিক দয়া, মানবিক সহযোগিতা এবং পরোপকারকে মানুষের মূল্যায়ন ও প্রতিদানের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে?

তা একমাত্র ইসলাম। ইসলাম ছাড়া আর কোন জীবনাদর্শ মানুষের প্রতি সম্মান ও ইনসাফ প্রদর্শন করেনি এবং মানুষের সমাজে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের দিন বাম হাতে 'আমলনামা লাভকারীদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে বলেন, "ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, 'ধর তাকে, তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে', সে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না, এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না।"[২] যাকে বিরাট ও ভারী শিকলে বেঁধে দোযখে নেয়া হয়েছে, তার ওপর লজ্জা ও অপমানের সকল উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করা হয়েছে। তার অপমানের ২টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

১. সে আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ঈমান-বিশ্বাস রাখেনি।

---

[১] . ارءيت الذى يُكذّب بالدّين ، فذالك الذى يدعّ اليتيم ، ولايحضّ على طعام المسكين ، فويلٌ للمصلّين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون ، ويمنعون الماعون আল-কুর'আন, ১০৭:১-৭

[২] . خذوه فغلّوه ، ثمّ الجحيم صلّوه ، ثمّ فى سلسلةٍ ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه ، انه كان لايؤمن بالله العظيم ، ولا يحضّ على طعام المسكين আল-কুর'আন, ৬৯:৩০-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

২. মিসকীন ও অভাবী লোকের খাবারের ব্যাপারে উৎসাহিত করেনি।

আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ঈমান না আনা সবচাইতে বড় গুনাহ। যদি এর সাথে অন্য গুনাহ এসে যোগ হয়, তাহলে এর অবস্থাও কুফরী এবং ঈমান না আনার পর্যায়ে পড়ে। এখানে কুফরীর সাথে যে গুনাহটি যোগ হয়েছে সেটি হচ্ছে অভাবী-মিসকীনের খাবারের ব্যাপারে উৎসাহ না দেয়া। আল্লাহ্ তা'আলার শপথ, এটি বিরাট গুনাহ। কেননা, একদিকে উম্মাহর ধনী অংশ পেটপুরে খাচ্ছে এবং রকমারি সুস্বাদু জিনিসের মজা লুঠছে, অপরদিকে মাত্র কয়েক কদম দূরেই অভাবী-মিসকীনের পেট অভাবের জ্বালায় জ্বলছে, তদারককারীর অভাবে ইয়াতীম-অনাথ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, ফকির ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নিজের সতর ঢাকার কসরত করছে। বিধবা নারী স্বামী হারিয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং নিজ মানবতার হিফাযতের জন্য আড় চোখে কোন সুহৃদ ব্যক্তির অপেক্ষায় আছে। আর ঠিক তখনই কোন নেকড়ে তাকে ধ্বংস করার জন্য হিংস্র থাবা বিস্তার করছে।

'আলোচ্য আয়াতে 'আমলের বিনিময়ে কি প্রতিদানের কথা বলা হয়নি? যারা প্রাচুর্যের কারণে ভুড়িভোজ ও অপচয় করে নিজেদের পাশবিক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করল, তাদেরই পাশাপাশি আরেক দল লোক ভূখা-নাঙ্গা ও দুঃখ-মুসীবতের মধ্যে ডুবে রইল, তারা কি তাদের ভাই নয়? তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই ন্যায্য বিচার ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়? তারা মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলম করেননি, তারাই নিজেদের ওপর যুলম করেছে। যে যে রকম চাষ করবে সে সে রকম ফসল পাবে।

উপরোক্ত আয়াতের বাচনভঙ্গী ও বর্ণনাশৈলী দেখে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে কুর'আনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়। কুর'আন সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যকে ঈমানের মর্যাদার স্তরে উন্নীত করেছে। অনুরূপভাবে ঈমান না আনাকে মানব সমাজের দুর্ভাগ্য হিসেবে চিত্রিত করেছে। এই বিষয়টি সচেতন মু'মিনের নিন্দায় গোমরাহ ও মিথ্যাবাদীদের সকল দাবী নস্যাত করে দিয়েছে, যারা দীনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, সমাজে নিজেদেরকে দয়া ও করুণার দূত এবং সংস্কারবাদী বলে দাবী করছে, তাদের ব্যর্থতার কারণ বুঝতে সাহায্য করেছে। মূলতঃ তাদের সকল শ্লোগান ঝড়ে পড়েছে এবং তারা নিজ জাতির দুর্ভাগ্যের জন্য শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত। বাস্তব অবস্থাই এর উত্তম সাক্ষী। গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে ব্যাংকসমূহে শোষক, সুবিধাভোগী ও ব্যবসায়ীরা জাতির দুঃখ কষ্টের ওপর নিজেদের পুঁজির স্তূপ গড়ে তুলেছে। এই সব কিছুই সামাজিক দুর্ভাগ্য। কেননা, ঈমান তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে এবং তাদেরকে সংস্কারের রাস্তা থেকে ঠেলে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি। তুমি কী জান- বন্ধুর গিরিপথ কী? এটি হচ্ছেঃ দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান ইয়াতীম আত্মীয়কে, অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে, তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মু'মিনদের এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের; এরাই সৌভাগ্যশালী।"[৩]

ইসলামে সামাজিক জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় তা কখনো আদর্শ ও সুখময় সমাজ হতে পারে না। সমাজ জীবনে মানুষকে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। তাহলেই সুখি-সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, পরোপকার, সাহায্য-সহযোগিতা, ঐক্য-সংঘবদ্ধতা, কর্তব্যবোধ, ন্যায়বোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃংখলাবোধ খুবই জরুরী। ইসলামের নবী (স.) মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত সমাজের স্বপ্ন দেখতেন এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মানবীয় সম্পর্ক কামনা করতেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "তুমি মু'মিনদেরকে পারস্পরিক দয়া প্রদর্শন, সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সম্প্রীতি প্রদর্শন করতে দেখতে পাবে একটি শরীরের ন্যায়। যখন নিদ্রাহানি এবং জ্বরের কারণে এর কোন একটি অংগ অসুস্থ হয়ে পড়ে পুরো শরীর তাতে সাড়া দেয়।"[৪] সুখী সমাজের জন্য সবার আগে সবাইকে মিলে-মিশে থাকতে হয়। ইসলাম এ ব্যাপারটিকে খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। মু'মিনের পরিচয়ের মধ্যেই মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা প্রকাশিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মু'মিন সে ব্যক্তি যে

---

৩. فلا اقتحم العقبة ، وما ادراك ما العقبة ؟ فكُ رقبةٍ ، او اطعامٌ فى يوم ذى مسغبةٍ ، يتيمًا ذا مقربةٍ ، او مسكينًا ذا متربةٍ ، ثُمّ كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ، اولئك اصحاب الميمنةِ আল-কুর'আন, ৯০ঃ১১- ১৮

৪. ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ, দিল্লীঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে।"[৫] সমাজ, সামাজিকতা, সমাজবদ্ধতা, সামাজিকীকরণ শব্দগুলোর সাথে মু'মিনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। সে কখনো একঘরে হয়ে থাকে না আবার কাউকে একঘরে করে রাখেও না। তার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সে মানুষের মাঝে মিশে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মু'মিন ব্যক্তি খুব মিশুক।"[৬] মু'মিন ব্যক্তি অন্য মু'মিনকে কল্যাণের পথে ডাকবে, সংশোধন করে দিবে, শুধরিয়ে দিবে এবং ভুল ধরিয়ে দিবে। আবার যার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হবে তাকেও এ ব্যাপারগুলোকে ভালভাবে গ্রহন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন ধরণের মু'মিনই প্রত্যাশা করেছেন। তিনি বলেন, "এক মু'মিন আরেক মু'মিনের আয়না।"[৭] আয়না যেমন সামনের মানুষটির দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়; ঠিক মু'মিনের ভূমিকা অন্য মু'মিনের জন্য তা-ই হবে। মানবিক কাজে দুর্বলতার প্রকাশ স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেখানে দুর্বলতার প্রতি নজর রাখার কেউ থাকে না অর্থাৎ তা খুঁজে বের করা দোষ রূপে বিবেচিত হয় না, সেখানে গাফলতি বা অক্ষমতা পূর্ণ নীরবতার কারণে সব রকমের দুর্বলতা, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ততার আশ্রয়স্থলে পরিণত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজের সুস্থ-সবল অবয়ব ও রোগমুক্ত দেহের জন্যে সমালোচনার অভাবের চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। আর সমালোচনামূলক চিন্তাকে দাবিয়ে দেয়ার চেয়ে সমাজের বড় অকল্যাণাকাঙ্খা আর কিছুই হতে পারে না। এ সমালোচনার মাধ্যমেই দোষ-ত্রুটি যথা সময়ে প্রকাশিত হয় এবং তার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো যায়। কিন্তু সমালোচনার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে এই যে, তা দোষ দেখাবার উদ্দেশ্যে হতে পারবে না বরং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সংশোধনের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ও নিয়ম-নীতি রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের দাবী। কোন মুছলমান ও ভাল চরিত্রের অধিকারী মুসলমান অন্য কোন দীনি ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না, যদিও সে অপরাধী কিংবা পাপী হোক না কেন। এ কথাই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতে বলেছেন, "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"[৮]

মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত একটি সমাজের মধ্যে যে গুণটি থাকতে হবে তা হচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রাসাদের প্রত্যেকটি ইট মজবুতভাবে একটির সাথে আরেকটি মিশে থাকলে তবে প্রাসাদটি মজবুত হয়। সিমেন্ট এ ইটগুলোকে পরস্পরের সাথে মিশিয়ে রাখে। তেমনিভাবে কোন সমাজের সদস্যদের দিল পরস্পরের সাথে একসূত্রে গ্রথিত থাকলে তবেই তা ইস্পাত প্রাচীরে পরিণত হয়। আর এ দিলগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে আন্তরিক ভালোবাসা, পারস্পরিক কল্যাণাকাঙ্খা, সহানুভূতি ও পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার। ঘৃণাকারী দিল কখনো পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারে না। মোনাফেকী ধরনের মেলামেশা কখনো ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে না। স্বার্থবাদী ঐক্য মোনাফেকীর পথ প্রশস্ত করে। আর নিছক একটি শুষ্ক নিরস ব্যবসায়িক সম্পর্ক কোনো সৌহার্দ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে না। কোনো পার্থিব স্বার্থ এ ধরনের সম্পর্কহীন লোকদেরকে একত্রিত করলেও তারা নিছক বিক্ষিপ্ত হবার জন্যেই একত্রিত হয় এবং কোন মহৎ কাজ সম্পাদন করার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেই শেষ হয়ে যায়। যখন একদল নিঃস্বার্থ চিন্তার অধিকারী ও জীবনোদ্দেশ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী লোক একত্রিত হয় অতঃপর চিন্তা এ নিঃস্বার্থতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি এ অনুরাগ তাদের নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে কেবলমাত্র তখনই একটি মজবুত ও শক্তিশালী সমাজের সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের সমাজ আসলে ইস্পাত প্রাচীরের ন্যায় অটুট হয়। শয়তান এর মধ্যে ফাটল ধরাবার কোন পথই পায় না। আর বাইর থেকে বিরোধিতার তুফান এনে এর বিরুদ্ধে দাঁড় করালেও একে স্থানচ্যুত করতে পারে না। আর এ পরিকল্পিত সমাজ ইসলামেই আশা করা যায়।

ইসলামের সামাজিক দিকটি নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, কুর'আন পাঠ, যিকর এবং তাহাজ্জুদের নামাযের মতই অন্যতম ইবাদত। বরং এর কোন কোনটা স্বাভাবিক ইবাদতের চেয়েও বেশি সাওয়াবের যোগ্য। সালাম দেওয়া

---

[৫]. المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على اذاهم ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাত্বা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. ১৮৯৫ খ্রী. খন্ড- ২, পৃ. ৪৩

[৬]. المُؤْمِنُ مَأْلَفَةٌ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩৩৫, খন্ড- ২, পৃ. ৪০০

[৭]. المؤمن مراة المؤمن ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল বির্‌র (البر), বাব নং- ১৮

[৮]. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون আল-কুর'আন, ৪৯ঃ১০

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদত, রোগীর সেবা ইবাদত, মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া ইবাদত, মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাঁসিমুখ প্রদর্শন সাদাকা, ভাল কথা সাদাকা, ভাইয়ের সাথে হাত মেলানো সাদাকা, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো ইবাদত, আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করা ইবাদত, মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার ইবাদত, অভাবী লোককে সাহায্য করা ইবাদত, কিংবা কারো পক্ষে যা বহন করা কষ্টকর তার অংশ বিশেষ বহন করাও এর অন্তর্ভুক্ত। সারকথা হল, শরী'আতের সমর্থিত যে কোন কাজ যা মানুষ ও প্রাণীর জন্য উপকারী, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা করার নামই ইবাদত।[৯]

নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলী

একটি আদর্শ ও মানবীয় সমাজের সদস্যদের মধ্যে কিছু অপরিহার্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি। নচেৎ কখনো তা আদর্শ সমাজ হতে পারে না। কখনো সেখানে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নিম্নে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো; যার প্রত্যেকটির ব্যাপারে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। যেমনঃ

ভ্রাতৃত্ব

ইসলাম মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য, এবং এ উদ্দেশ্যেই তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। মানুষের প্রগতির ধারণায় নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় রকমের অগ্রগতি এবং আধুনিক মানুষের আশা আকাঙ্খার সংগে তা পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। শুরু থেকেই ইসলাম এ লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সমকালীন অবস্থার উপযোগী প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর যুগে মানবিক মূল্যবোধ ফুলে-ফলে বিকশিত ছিল। এর একটি বড় কারণ এই ছিল যে, তিনি মানুষগুলোকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে বেঁধে ও গেথে দিয়েছিলেন্। তখন মুসলমানরা একজন অন্যজন থেকে নিজেকে আলাদা মনে করতেন না। 'সবাই মিলে যেন এক ভাই' এমন একটি অবস্থা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) সেদিকে ইংগিত করে বলছেন, "এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্য প্রাসাদের ন্যায়। যার একটি অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।"[১০] "এক মু'মিনের জন্য আরেক মু'মিন ইমারত সাদৃশ্য।"[১১] আবার উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, "মু'মিনের উদাহরণ একটি শরীরের ন্যায়। যখন এর এক অংশ অসুস্থ হয় তখন পুরো শরীর তাতে জর্জরিত হয়।"[১২] আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে, "মু'মিনগণ একজন ব্যক্তির ন্যায়।"[১৩] ইসলামে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা অত্যন্ত বেশী। ইসলামে ভাষার ভিত্তিতে, রংয়ের ভিত্তিতে, অঞ্চল ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়ন করা হয় না। ইসলামে দেখা হয় মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং ভাই হিসেবে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[১৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই।"[১৫] "মু'মিন মু'মিনের ভাই।"[১৬] "তোমরা আল্লাহ্র বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও।"[১৭] এ হাদীসে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো যে, সকল মানুষকে এক কাতারে নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু মুসলমানগণ নন বরং সকল বান্দার মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক। ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা ও চেতনায় উজ্জীবিত হতে পারলে মানব সমাজে পারস্পরিক অমানবিকতা থাকতে পারে না। থাকতে পারে না হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, কাম-ক্রোধ, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-হানাহানি, দূর্নীতি, সুদ, ঘুষ। "নিশ্চয়ই বান্দারা প্রত্যেকে ভাই ভাই।"[১৮] আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্

---

[৯] . হাসান আইউব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, ঢাকাঃ বিশ্ব প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৩২

[১০] . المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল মাযালিম (المظالم), বাব নং- ৫

[১১] . المؤمن للمؤمن كالبنيان ان ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র (البر), হাদীস নং- ৬৫

[১২] . مثل المؤمن كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং- ৬৬/ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খন্ড- ৪, পৃ. ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭৪, ২৭৬

[১৩] . المؤمنون كرجل واحد ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং- ৬৭, ৬৮

[১৪] . انما المؤمنون اخوة আল-কুর'আন, ৪৯ঃ১০

[১৫] . المسلم اخو المسلم ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং- ৩২

[১৬] . المؤمن اخو المؤمن ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস-সাজিসতানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুরঃ আল-মাত্বা'আ আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুল আদাব (الادب), বাব নং- ৪৯

[১৭] . وكونوا عباد الله اخوانا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং- ২৩, ২৪, ২৮, ৩২

[১৮] . انّ العباد كلهم اخوة ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিতর (الوتر), বাব নং- ২৫

Dhaka University Institutional Repository

(স.) বলেছেন, "তোমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আল্লাহর বান্দায় রূপান্তরিত হয়ে যাও।"[১৯] পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। যা অন্য কোনটি দিয়ে সম্ভব নয়।

ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা

মানবিক মূল্যবোধের একটি স্তম্ভ হলো সংঘবদ্ধতা। ইসলামের প্রতিটি বিধানে সংঘবদ্ধতার ইংগিত পাওয়া যায়। সংঘবদ্ধতার বিপরীত কোন কিছুর জায়গা ইসলামী আদর্শে নেই। মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে তা বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা থেকেই সংঘবদ্ধতার পরিধি জানা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্য ইমারত স্বরূপ, যার একাংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে।"[২০] মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারে ধারণা প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) বেশ কয়েকটি হাদীস বলেছেন। যেগুলোতে ঐক্য বুঝানোর জন্য দুনিয়ার সকল মুসলিমকে হয় একটি শরীর বা একটি ইমারতের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সকল মুসলিম এক ব্যক্তির ন্যায়। তার শরীরের কোন অংগে ব্যথা অনুভূত হলে পুরো শরীর তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।"[২১] আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "শরীরের কোন একটি অংশ পীড়িত হয়ে পড়লে পুরো শরীর ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।"[২২]

ইসলামে নিজের বলে কিছু নেই। সব কিছু সবাইর। সবাই মিলেই ভাল-মন্দ সকল কিছুর ভাগিদার। এখানে আলাদা হয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কোন একটি অজুহাতে কোন ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে দলবদ্ধ না থাকার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করে সে আমাদের কেউ নয়।"[২৩]

মুসলিমদের জোরালো ঐক্যের জন্যই ইসলাম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে তাদেরকে বেঁধে দিয়েছে। যেটি অত্যন্ত মজবুত সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাকওয়ার ভিত্তি ব্যতীত একের ওপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"[২৪] এক হৃদয়কে আরেক হৃদয়ের সাথে বেঁধে দেয়ার জন্য ইসলামের আগমন ঘটেছে। আরো আগমন ঘটেছে এক দলকে আরেক দলের সাথে হৃদয়ের বন্ধন করে দিতে। ইসলাম এসেছে ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা শিক্ষা দেয়ার জন্য। এজন্যই হাদীসে একে অন্যের কাছকাছি আসতে বলা হয়েছে। এতেই ইসলামের সামাজিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা নিষ্পত্তি করে দাও, পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হও এবং প্রফুল্ল থাক।"[২৫] আর অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি, বিভেদ হতে রক্ষা করার জন্য ইসলামের আগমন। অনৈক্য হলো দুর্বলতা ও পরাজয়ের পেছনের কারণ। মহান রিসালত এসেছে আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব, তাঁর বাণীকে সমুন্নত রাখা, হক ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কল্যাণ করা এবং মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং জিহাদ করার জন্য। আর এর প্রত্যেকটি ঐক্য ও সমঝোতার মাধ্যমে সফল হতে পারে। ওপরের কাজগুলো করতে গিয়ে যে ঐক্য হবে তা রক্তের ঐক্য, রঙের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, মাতৃভূমির ঐক্য হতে অনেক বেশি শক্তিশালী। সবচেয়ে শক্তিশালী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ঈমানের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[২৬] অর্থাৎ কিসের ভিত্তিতে, কোন আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্য হয়েছে, সেটিই বিবেচ্য বিষয়। ইসলামের ভিত্তিতে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে তা পার্থিব যে কোন ঐক্যের চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিশালী হবে। যার অঢেল প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে,

---

[১৯] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩১২

[২০] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর (البر), হাদীস নং- ৬৫

[২১] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৬৭

[২২] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৬৬

[২৩] . আহমদ আল-কুরদী, *তাফসীরুল কুর'আনিল কারীম*, আরবী বিভাগ, মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৯ হিজরী, পৃ. ২৮

[২৪] . আহমদ আল-কুরদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[২৫] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুনাফিকীন, হাদীস নং- ৭৭

[২৬] . আল-কুর'আন, ৪৯:১০

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করবেন।"[২৭] ঈমানের স্বভাব ও প্রকৃতি হলো এই যে, তা ঐক্য, একতা এবং একত্ববাদ সৃষ্টি করে। তা কখনো বিভেদ, বিচ্ছেদ, অনৈক্যসহ সকল ধরনের ঐক্যবিরোধী চেতনা ও কর্ম হতে বিরত রাখে। মু'মিন ব্যক্তি তার অন্য ভাইয়ের শক্তি ও বল। হাদীসে বলা হয়েছে, "মু'মিন মু'মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়। যার একটি অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।"[২৮]

সংঘবদ্ধ থাকার জন্য মহান আল্লাহ্ উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[২৯] আয়াতের ভাষ্যানুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ থাকা ফরয। মহান আল্লাহর পছন্দের তালিকায় জামা'আতবদ্ধ লোকদের ভাল অবস্থান রয়েছে। কুর'আন হাকীমে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।"[৩০] মহানবী (স.) সারা জীবন তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন যে, যে কোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কারণ ঐক্য মুসলিম জাতির শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেছেন, "বহুদলে বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত থাক। ঐক্যবদ্ধ থাকা তোমাদের জন্য কর্তব্য।"[৩১] আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এ পথই আমার পথ সরল পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর। বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"[৩২] এ আয়াতের শেষাংশ প্রমাণ করে যে, ঐক্যবদ্ধ থাকা তাকওয়ার দাবী। অনৈক্যের মাধ্যম খাঁটি মুত্তাকী হওয়া সম্ভব নয়।

ইসলাম ঐক্য ও সংঘবদ্ধতাকে খুব গুরুত্ব প্রদান করেছে। ঐক্যের ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসে প্রচুর কথা বলা হয়েছে। ঐক্য মানুষের সহজাত একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য। জন্তু-জানোয়ার বিচ্ছিন্ন থাকে বলেই অন্যান্য বড় পশুরা তাদেরকে শিকার করে জীবন বিপন্ন করে তোলে। ঐক্যের গুরুত্ব প্রদান করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ঐক্য রহমত আর বিচ্ছিন্নতা শাস্তি।"[৩৩] এ হাদীস যে কতটা বাস্তব তা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলোই বুঝতে পারে। ঐক্যের মধ্যে অন্য রকম ইতিবাচক দিক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "জামা'আতের সাথে আল্লাহর রহমত রয়েছে।"[৩৪] মহানবী (স.) বলেছেন, "জামা'আতে বরকত (প্রাচুর্য) রয়েছে।"[৩৫] ইসলামের যুদ্ধগুলোতে যে সব কারণে মুসলমানগণ অল্প সংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল তার মধ্যে একটি হলো এই যে, তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। একটি যুদ্ধেও মুসলমানদের সংখ্যা শত্রুদের চেয়ে বেশি ছিল না। কিন্তু ২/১টি যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করেছিল। আর বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা তাদের অনৈক্যের কারণে সর্বত্র পরাজিত হচ্ছে ও মার খাচ্ছে। চোখের পানি ফেলা ছাড়া মুসলমানদের এখন আর যেন করার কিছু নেই।

মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) অনেক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। একস্থানে একত্রিত হওয়াকে সাদাকা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আদম সন্তানের (শুভ উদ্দেশ্যে) দলবদ্ধ হওয়া সাদাকা স্বরূপ।"[৩৬] ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকা বিশ্বনবী (স.)-এর সুন্নাত। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে এ সত্য প্রমাণ

---

[২৭] . والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله . اولئك سيرحمهم الله আল-কুর'আন, ৯:৭১

[২৮] .. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا আস্ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস্ সুন্নাহ্*, খন্ড-৩, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৩, পৃ. ৮

[২৯] . واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا আল-কুর'আন, ৩:১০৩

[৩০] . ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص আল-কুর'আন, ৬১:৪

[৩১] . فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৩৩, ২৪৩

[৩২] . وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السُّبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون আল-কুর'আন, ৬:১৫৩

[৩৩] . والجماعة رحمة والفرقة عذاب ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৭৮, ৩৭৫

[৩৪] . يد الله مع الجماعة ইমাম আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্-নাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*, লাহোরঃ মাকতাবা সালফিয়া, ১৯৮২, কিতাবুত্ তাহরীম (التحريم), বাব নং- ৬

[৩৫] . فان البركة مع الجماعة ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আস্সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল আত'য়িমাহ্ (الاطعمة), বাব নং- ১৭

[৩৬] . كل سُلامى من ابن ادم صدقة আবূ দাউদ, *সুনান*, কিতাবুত্ তাত্বাওয়্যু (التطوّع), বাব নং- ১২

Dhaka University Institutional Repository

করে গেছেন। তিনি তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমরা সুন্নাত ও জামা'আতকে আকড়ে ধর।"[৩৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি চায় যে সে জান্নাতের উঁচু স্থানে বসবাস করবে; সে যেন জামা'আতকে আকড়ে ধরে।"[৩৮] ইসলামে কোন অবস্থায় জামা'আত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। মহানবী (স.) আরেকবার বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি ব্যাপার পছন্দ করেন আর তিনটি ব্যাপার অপছন্দ করেন। তোমাদের যে তিনটি ব্যাপার পছন্দ করেন তাহলো; তোমরা তারই ইবাদত করবে, তার সাথে কোন কিছুর শরীক করবেনা, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তোমাদের জন্য যে তিনটি ব্যাপার অপছন্দ করেন তাহলো; অতিকথন, বেশী প্রশ্ন করা এবং এবং সম্পদ নষ্ট করা।"[৩৯] দু' বা দুয়ের অধিক ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ছাড়া বিরোধ সৃষ্টি করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দু'ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ছাড়া বিচ্ছেদের সৃষ্টি করা কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।"[৪০]

ইসলামের প্রতিটি বিশ্বাস ও কর্ম মানুষকে ঐক্যের দিকে আহবান জানায়। ইসলামের গোপন ইবাদত ছাড়া অধিকাংশ ইবাদত ঐক্যবদ্ধভাবেই করতে হয়। যেমন- সালাত, সাওম, হাজ্জ ইত্যাদি। কিছু ইবাদত এমন আছে যা জামা'আতে পালন না করলে শুদ্ধই হবে না। ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি ঘটায় এমন সব কর্মকান্ড ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- লোভ-লালসা, পিছনে কথা বলা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, ক্ষমতার লোভ, কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটি ইসলামে মারাত্মক ঘৃণিত কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হে মানব জাতি! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে ভাব নেয়ার চেতনা দূরীভূত করেছেন।"[৪১] কৌলিন্য প্রথা তথা পূর্বপুরুষের নামে অহমিকা প্রদর্শনের ফলে মানুষের মধ্যে আরো বেশি বিভক্তির সৃষ্টি হয়। জাহিলী যুগের মানুষের মধ্যে এ ঘৃণ্য মানসিকতা প্রচুর পরিমাণ প্রবাহমান ছিল। মানুষ এ পরিচয়েই পরিচিত ছিল। বর্তমানে মানব সমাজেও এ ব্যধি অনুপ্রবেশ করেছে। মানুষ পরিচিত হতে চায় তার চেয়ে বড় কারো সাথে সম্পর্কের কথা প্রচারের মাধ্যমে। এটি হলো জাহিলী রীতির আধুনিক সংস্করণ।

ইসলামে যেমনিভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে; তেমনিভাবে বিষাদ, বিভেদ, অনৈক্য, মতবিরোধ, ঝগড়া, বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এখানে বিভেদ, অনৈক্য, মতবিরোধ সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। কোন একটি ব্যাপারেও এ জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। বরং অনৈক্য ও বিভেদের ব্যাপারে পুরো জাতি একমত হয়েছে। এখানে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির মিল নেই। দলের সাথে দলের তো দেখা-সাক্ষাতই নেই। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর কোথাও প্রধান দু'দলের প্রধান দু'নেতা বা নেত্রীর মধ্যে এত দীর্ঘ সময় ধরে কথা না বলা বা দেখা না দেয়ার নযীর নেই। এক মহল্লার সাথে আরেক মহল্লার ঝামেলা লেগেই আছে। এমন কি যারা ইসলাম পালন করে বলে মানুষ জানে তাদের মধ্যেও প্রবল মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে ইসলামী দলের অধিক সংখ্যাই এর বড় প্রমাণ।

যাহোক ইসলামে অনৈক্যের ব্যাপারে খুব সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কারণ অনৈক্য হলো বিনাশী একটি রোগ বা অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এ-দিক ও-দিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির উপরই ব্যাঘ্র পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সংগে থাকা-পৃথক না থাকা।"[৪২] বিচ্ছিন্নতার পরিণাম জানার জন্য বিচ্ছিন্ন পশু-পাখিদের দিকে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ঐক্যবদ্ধ থাকা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা

---

[৩৭]. فالزموا السنة والجماعة আবুল লাইস সমরকন্দী, তানবীহুল গাফিলীন, পৃ. ২৮৮/*Islamic Research Magazine*, KSA, Sep-Dec' 2002, p. 217

[৩৮]. من سره ان يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة কানযুল উম্মাল, হাদীস নং- ১০৩৩/*Islamic Research Magazine*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

[৩৯]. ان الله تعالى يرضى لكم ثلاثا و يكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم ان تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئا ، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، ويكره لكم: قيل وقال ، وكثرة السؤال ، واضاعة المال ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭১৫

[৪০]. তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব (الادب), বাব নং-১১

[৪১]. يا ايها الناس ان الله اذهب عنكم عُبِّيَّة (الفخر الكبر) الجاهلية ، وتعظُّمَها بابائها আহমদ আল-কুরদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৪২]. মুফতী মোঃ শফী, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন*, মদীনাঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ পৃ. ১২১২

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্নটিকে নেকড়ে গ্রাস করে ফেলে।"[৪৩] বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দিকে তাকালে বুঝা যায় হাদীসটি কতটা বাস্তব। মুসলিম জাতির অনৈক্যের কারণে ইসলামবিরোধী শক্তি তাদেরকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ একার্থে শয়তানের আনুগত্য ছাড়া আর কিছু নয়। আরেক হাদীসে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "শয়তান তো সে ব্যক্তির সংগী হয় যে জামা'আত হতে পৃথক হয়ে (বিপরীত দিকে) ধাবিত হয়।"[৪৪] শয়তান মুসলিমদের মধ্যে যে কয়েকটি জিনিস পছন্দ করে অনৈক্যের অবস্থান তার শীর্ষে। মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ দেখলে সে পুলক অনুভব করে। একটি জাতির মধ্যে অন্য যত ভাল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকুক না কেন সেখানে পারস্পরিক বিরোধ থাকলে সে জাতিকে কেউ বাঁচাতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত কয়েকটি দেশের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন- ইরাক, কাশ্মির, এ্যাংগোলা, সোমালিয়া, সুদান, কংগো, আফগানিস্তান, আইভরিকোস্ট প্রভৃতি দেশ। আল্লাহর রাসূল (স.) ইতিহাসের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের মতানৈক্যের (কিতাব নিয়ে) কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের প্রশ্নের অনৈক্যের কারণেও এটা হয়েছে।"[৪৫] এ কথাও ঠিক যে, সবাই প্রশ্ন করলে সমস্যার সমাধান হয় না। বরং অধিকাংশ লোককেই সমাধান প্রদানকারীর ভূমিকায় নামতে হয়; তাহলে বিভেদ হ্রাস পায়। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর এটি আরেকটি সমস্যা ছিল। বেশি বেশি প্রশ্ন করলে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়; তখন কেউই আর সে জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অতিরঞ্জিত প্রশ্নের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের প্রশ্ন ও অনৈক্যের কারণে।"[৪৬] এ প্রসঙ্গে নিম্নে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো- "কিতাব নিয়ে মতবিরোধের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৪৭] "তোমাদের পূর্ববর্তীরা যাতেই বিভেদ করেছে; তাতেই ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৪৮] "নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।"[৪৯] "যখনই তোমাদের পূর্ববর্তীরা পারস্পরিক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে; তখনই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।"[৫০] পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাদের মধ্যকার অনৈক্য ও বিভেদ। এ বৈশিষ্ট্য কোন জাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করলে তাদের আর উদ্ধার করা যায় না। মুসলিম বাহিনী তাদের জীবনে খুব কম যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। যে সামান্য কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে তার কারণ খোঁজ করলে দেখা যাবে যে, তাদের মতানৈক্য তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রসিদ্ধ লেখক اندو موروا (আন্দুমুরু) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর فرنسا سباب انهيار (ফরাসীদের পতনের কারণ) নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ "ফরাসী জাতির পতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে ওদের অনৈক্য, বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা, এ ছিল ফরাসী জনগণের মধ্যে পাপের বিস্তার ও প্রসারের অনিবার্য পরিণতি।"[৫১] অনৈক্য আর বিভেদ সৃষ্টি হয় বেশ কিছু পাপের ফলশ্রুতিতে যার অন্যতম হলো পাপের প্রসার ও বিস্তার।

বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য, বিরোধ ও বিভেদ মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোকে দুর্বল করে দেয় এবং মনোবল ভেংগে যায়। পরিশেষে নেমে আসে বিপর্যয় আর হতাশা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৫২] মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা বিভেদ করো না। তাহলে তোমাদের অন্তরে ফাটল ধরবে।"[৫৩]

---

[৪৩] . فعليكم بالجماعة فانما ياكل الذئب القاصية ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমামত, বাব নং- ৪৮

[৪৪] . فان الشيطان مع من فارق الجماعة يركض নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাহরীম (التحريم), বাব নং- ৬

[৪৫] . انما هلك من كان قبلكم باختلافهم (في الكتاب) الاختلاف بسؤالهم মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং- ২

[৪৬] . فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم بسؤالهم باختلافهم ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং- ৪১২

[৪৭] . انما هلكت الامم قبلكم باختلافهم فى الكتاب ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ২, পৃ. ১৯২

[৪৮] . فان من قبلكم اختلفوا فيه فهلكوا ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল খুসূমাত (الخصومة), বাব নং- ১

[৪৯] . انما اهلك من كان قبلكم الفرقة ، الاختلاف ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ১, পৃ. ১৭৮

[৫০] . انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কাদর (القدر), বাব নং- ১

[৫১] . আফীফ 'আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৬, পৃ. ৩৬

[৫২] . واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين আল-কুর'আন, ৮:৪৬

[৫৩] . لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত (الصلاة), হাদীস নং- ১২২

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যের বাইরে যারা অবস্থান করে মহানবী (স.) তাদের জন্য দুঃসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কোন মুসলিমের জীবন নেয়া যাবে না যতক্ষণ সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল।' তবে হাঁ তিন শ্রেণীর লোকের ব্যাপার ভিন্ন। তারা হলো- বিবাহিত ব্যভিচারী, কারো জীবন হরণকারী এবং দল থেকে আলাদা হয়ে যে দীন ত্যাগ করেছে।"[৫৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণেও ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সাবধান! আমার পর তোমরা কুফরীতে ফিরে যেও না। তখন তোমাদের কেউ কেউ কারো কারো ঘাড় মটকাবে (পরস্পর হত্যায় লিপ্ত হবে)।"[৫৫] জামা'আত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বড় ধরনের অপরাধ। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মৃত্যুকে ইসলামে জাহিলী মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন কি ঐক্য হতে সামান্য পরিমাণ বিচ্যুতিও জঘন্য অপরাধ। মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণও দূরে চলে যায়; তার পর মৃত্যু হলে তার মৃত্যু হবে জাহিলী মৃত্যু।"[৫৬]

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই ইসলামের আর্বিভাব ঘটেছে। কারণ জাহিলী যুগের বড় একটি সমস্যা ছিল এই যে, তারা শতধা ও বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইসলাম চায় মানুষ একাকার হয়ে বসবাস করুক। ঐক্য বিমুখতা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কাজ। দলছুট ব্যক্তিদের মুসলিম থাকার ব্যাপারটিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সে মূলত তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলল।"[৫৭] ইসলামের বড় মাপের চিন্তাবিদগণও মুসলমানদের ঐক্যের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এ প্রসংগে اويس القرني উপদেশ দিয়েছেন حيان هرم بن কে। তিনি তাতে বলেছেন, "ঐক্যে ফাটল ধরানো থেকে দূরে থাক। তাহলে তোমার দিলে ফাটল ধরবে, যা তুমি বুঝতেও পারবে না, পরিশেষে কিয়ামত দিবসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৫৮] কলহ, অনৈক্য, বিভেদ এবং বিরোধের যেমনি পার্থিব জীবনে খারাপ পরিণাম রয়েছে; তেমনি পরকালিন জীবনও সুখকর নয়। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ্ সাবধান করে বলেন, "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৫৯] ছোট্ট বাক্যে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হলো, তাকে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৬০]

মানবীয় প্রাণী হিসেবে, মুসলিম হিসেবে, নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। নচেৎ পৃথিবীতেও পরাজিত হতে হবে। লাঞ্ছনা, অপমান ও বিপর্যয় মানুষের পিছু ছাড়বে না। পরকালেও কুল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐক্যে মানসিক শান্তি রয়েছে। অনৈক্যে কোন ধরনের শান্তি নেই।

সংশোধন করা

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে সংস্কারের দাবি ওঠেছে। কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছে। আরও সংস্কারের জন্য চেষ্টা চলছে। সংস্কারের কর্মসূচী ইসলামের স্থায়ী কর্মসূচী। সংস্কার অর্থ সংশোধন করা, মেরামত করা, সময়োপযোগী করে তোলা, সমঝোতা করে দেওয়া, সন্ধি করা, মিল করে দেওয়া ইত্যাদি। বাংলাদেশে সর্বত্র দেখা যায় যে, শুধু কলহ, ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, সংঘাত, সংঘর্ষ, যুদ্ধ, জিঘাংসা। যারা এর সাথে জড়িত নয়; তারাও সংশোধন ও সন্ধি স্থাপনে তৎপর নয়। এটি ইসলামের শিক্ষা নয়, বিশ্বনবী (স.)-এর শিক্ষা নয়। এসব জাহিলী চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সমাজের সদস্য হিসেবে এবং মুসলিম হিসেবে একজন ব্যক্তির দায়িত্বের পরিধি অনেক ব্যাপক। সে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবলে হবে না। একজন মুসলিম হবে একাধারে একজন ভাল মানুষ, ভাল বন্ধু, কল্যাণকামী, সংশোধনকামী, পরিশুদ্ধকারী, সন্ধি স্থাপনকারী এবং শান্তিকামী। সে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ও সংশোধনে নিজেকে নিয়োজিত করবে। ইসলাম অধিকতর গুরুত্বের কারণে দু' বা দু'য়ের অধিক ব্যক্তি

---

[৫৪] . لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث ، الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة আহমদ আল-কুরদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

[৫৫] . لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض আহমদ আল-কুরদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৫৬] . من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ৫৩

[৫৭] من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সুন্নাত, বাব নং- ২৭

[৫৮] . اياك ان تفارق الجماعة فتفارق دينك وانت لا تشعر فتدخل النار يوم القيامة فى اول من يدخل ইবন আসাকির, *তারীখু ইবনি আসাকির*, খন্ড- ৫, পৃ. ৮৫/আবূল লাইস আস-সামারকান্দী, *তানবীহুল গাফিলীন*, পৃ. ২৮৯

[৫৯] . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم আল-কুর'আন, ৩:১০৫

[৬০] . ومن شذ شذ فى النار ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ৭

Dhaka University Institutional Repository

বা গোষ্ঠির মধ্যে শান্তি, সন্ধি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার মত অপরাধের আশ্রয় নেয়ার সুযোগ প্রদান করেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, শান্তি স্থাপনের জন্য যতটুকু মিথ্যা বলা দরকার ততটুকুই বলতে হবে; এর বেশি নয়। এ মিথ্যা বলার সুযোগ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, এতে মিথ্যার অপকারিতার চেয়ে সমঝোতার সুফল অনেক বেশি সাধিত হয়। এখানে মিথ্যার জন্য মিথ্যা বলা হয় না। বা যিনি বলছেন তিনি তার নিজের স্বার্থের জন্য বলছেন না। ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের জন্য সকল ধরনের বিসর্জনকে মেনে নেয়া হয়েছে। যে পদ্ধতিতে মানুষ বেশী উপকৃত হয়; ইসলাম সেটিকেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং গ্রহণ করেছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি ছোট মিথ্যার মাধ্যমে একটি সংসার ও পরিবারকে ধ্বংস হতে বাঁচিয়ে দেয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সংশোধন করে দেয়; সে মিথ্যাবাদী নয়।"[৬১] অন্য ধরনের আরেকটি বাক্যের মাধ্যেমে বলা হয়েছে, "সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী/অতি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে দেয়।"[৬২] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, হাদীসের সাথে বর্তমান সময়ের মুসলিমদের চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এরা মানুষের মাঝে সমঝোতার চেষ্টাতো করেই না; বরং তারা ব্যস্ত বিভক্তি, অনৈক্য, বিশৃংখলা এবং অশান্তি সৃষ্টিতে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন সার্বক্ষণিক সংশোধনকারী, পরিশুদ্ধকারী, সন্ধি স্থাপনকারী সর্বোপরি শান্তির প্রবক্তা। তিনি কলহ, সংঘাত, সংঘর্ষ ও যুদ্ধে বিশ্বাস করতেন না। সর্বদা সন্ধিতে বিশ্বাস করতেন। এ জন্য দেখা যায়, সারা জীবন তিনি সমঝোতা ও সন্ধি করেছেন। যেমন হাদীসে আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) নাজরানবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন।"[৬৩] "মহানবী (স.) মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন।"[৬৪] "হুদাইবিয়ার দিনে নবী (স.) মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছিলেন।"[৬৫] "রাসূলুল্লাহ্ (স.) বাহরাইন বাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন।"[৬৬] আসলে একার্থে ইসলাম মানে শান্তি, সমঝোতা, নিষ্পত্তি, সংশোধন, সন্তোষ ও নীতিনিষ্ঠ। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "এটি হলো সমঝোতা সৃষ্টিকারী দীন।"[৬৭] অভিধানে 'صالح' (সালিহ) শব্দের অনেকগুলো অর্থ লেখা হয়েছে। যেমন- সন্তোষজনক, যথার্থ, নীতিনিষ্ঠ, সুনীতিমনস্ক, ভাল, সৎ, সত্য ও আইনানুগ। এ অর্থগুলো দ্বারা ইসলামের মানবিক মূল্যবোধের পরিধি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়।

মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, ভুল বুঝাবুঝির অপনোদন করা, সমঝোতা করে দেয়া, সংশোধন করে দেয়ার চেয়ে ভাল কাজ আর হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়।"[৬৮] ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) প্রানান্তকর চেষ্টা করতেন যাতে সংঘর্ষ বাদ দিয়ে শান্তি স্থাপন করা যায়। এ জন্য দেখা যায়, তিনি বা তাঁর অনুসারীগণ কখনো প্রথম হামলা করেননি। বরং আক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধ করেছেন মাত্র। আসলে সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও কল্যাণ যাদের সামনে থাকে তাদের চরিত্র এমনই হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, "আল্লাহ্কে ভয় কর আর নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর।"[৬৯] আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।"[৭০]

ইসলাম মু'মিনদেরকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গেঁথে দিয়েছে। অতএব ভাইদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির উদ্রেক হওয়া উচিত নয়। যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনো কোন প্রকার অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েই যায়; তাহলে

---

[৬১] . ليس بالكاذب من اصلح بين الناس ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব (الادب), বাব নং- ৫০

[৬২] . الكذّاب الذى يصلح بين الناس ، ليس الكاذب ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১০১

[৬৩] . صالح رسول الله (ص) اهل نجران ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), বাব নং- ৩০

[৬৪] . صالح النبى (ص) اهل مكة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৯১

[৬৫] . صالح النبى (ص) المشركين يوم الحديبية ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ৯১-৯৩

[৬৬] . هو صالح اهل البحرين وكان رسول الله (ص) ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সুলহ, হাদীস নং- ৬

[৬৭] . هذا دين صالح ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরি সূরা (كتاب تفسير سورة), বাব নং- ২২

[৬৮] . আল-কুর'আন, ৪ঃ১২৮ والصلح خيرٌ

[৬৯] . আল-কুর'আন, ৮ঃ১ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم

[৭০] . وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر الله ، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ، انّ الله يحبّ المقسطين আল-কুর'আন, ৪৯ঃ৯

Dhaka University Institutional Repository

মিটমাট ও সমঝোতা করে দেয়া অন্যদের মহান দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।"[৭১]

শৃংখলা

মানবিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণ একটি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও একটি টিমের ন্যায় কাজ করা। ইসলামে এমন একটি সমাজের সকল উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। কারণ ইসলামের অপর নাম শৃংখলা। ইসলামে কোন রকম বিশৃংখলার কোন সুযোগ নেই। একটি সমাজ তার সব রকমের গুণাবলী সত্ত্বেও কেবলমাত্র শৃংখলার অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। ধ্বংসাত্মক ও মূল্যবোধবিরোধী কাজ নিছক হৈ-হাঙ্গামার মাধ্যমেও সম্পাদিত হতে পারে। কিন্তু কোন গঠনমূলক কাজ সংঘবদ্ধ ও শৃংখলাপূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। সমাজের মধ্যে যে ব্যক্তিকে কোনো পর্যায়ে কর্তৃত্বশীল করা হয়; তার নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং তার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যথাসময়ে নিষ্ঠার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করতে হবে। সমাজের ব্যক্তিদের ওপর যখন যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে তাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকতে হবে। যখন যে ব্যবস্থা চালু থাকে তাতেই পূর্ণ সমর্থন দিতে হবে এবং নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। তাহলে সমাজ হবে সুখময়, স্থিতিশীল ও বসবাসযোগ্য। শৃংখলা পূর্ণমাত্রায় থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা যায়। তখন সংখ্যা কোন ব্যাপার হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শিক্ষাগুলোর মধ্যে শৃংখলা অন্যতম। তিনি বহুধা বিভক্ত, উচ্ছৃংখল ও বিশৃংখল একটি জাতিকে সর্বকালের সেরা সুশৃংখল জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। মহান আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যেও অপূর্ব শৃংখলা পরিলক্ষিত হয়। কেউ কারো বাঁধার সৃষ্টি করছে না, সবাই নিয়ম মেনে চলছে, কেউ কাউকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে না। প্রকৃতিতে বিরাজ করছে সুন্দর শৃংখলা। ব্যতিক্রম শুধু মানুষ। সে কোন নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করছে না।

পরামর্শ

মানবীয় সমাজের আরেকটি প্রয়োজনীয় গুণ হচ্ছে, এ সমাজের সদস্যদেরকে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে হয় এবং পরামর্শের নীতি-নিয়ম পুরোপুরি মেনে চলতে হয় । যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেমত চলে এহেন স্বেচ্ছাচারী সমাজ আসলে কোনো সমাজ হয় না বরং নিছক একটি জনমন্ডলী। এহেন জনমন্ডলী কোনো কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। ইসলামে এমনতর সমাজের চিন্তাও করা যায় না। অনুরুপভাবে যে সমাজের এক ব্যক্তি বা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির একটি গ্রুপ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে এবং বাদ বাকি সবাই তার ইংগিতে পরিচালিত হয় এহেন সমাজও বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। একমাত্র পরামর্শের মাধ্যমে যথার্থ কাজ হতে পারে। কারণ এভাবে বহুলোক বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের ভালো-মন্দ দিকগুলো পর্যালোচনা করে একটি ভাল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। তাছাড়া এর মাধ্যমে আরো দু'টি উপকারও সাধিত হতে পারে।

এক. যে কাজের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র সমাজের পরামর্শ কার্যকরী থাকে, সমগ্র সমাজ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করে সে ক্ষেত্রে এ কথা কেউ চিন্তাও করে না যে, ওপর থেকে তার ওপর কোনো বস্তু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

দুই. এভাবে সমগ্র সমাজ সমস্যা ও ঘটনাবলী অনুধাবন করার শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজ তার কাজের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে এবং তার পক্ষ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে নিজের সিদ্ধান্ত মনে করে। কিন্তু এ জন্যে শর্ত হচ্ছে পরামর্শের নীতি-নিয়ম পালন করে চলতে হবে। আর পরামর্শের নিয়মনীতি হচ্ছেঃ প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমানদারির সাথে নিজের মত পেশ করবে এবং মনের মধ্যে কোন কথা লুকিয়ে রাখবে না। আলোচনায় কোন প্রকার জিদ, হঠকারিতা ও বিদ্বেষের আশ্রয় নেবে না। এবং সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর ভিন্ন মতের অধিকারীরা নিজেদের মত পরিবর্তন না করলেও সমাজের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্যে সানন্দে অগ্রসর হবে। এ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখলে পরামর্শের সমস্ত ভাল দিকই নষ্ট হয়ে যায়। বরং এ

---

[৭১] . انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم আল-কুর'আন, ৪৯:১০

Dhaka University Institutional Repository

ভাল বৈশিষ্ট্যই পরিশেষে সমাজের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। এ জন্যই ইসলামে পারস্পরিক পরামর্শের এত বেশি গুরুত্ব।

স্নেহ-শ্রদ্ধা

স্নেহ ও শ্রদ্ধা একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে সমাজে বড়রা ছোটদের স্নেহ-মমতা করে না আর ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না সেটা কখনো আদর্শ সমাজ হতে পারে না। ইসলামে এমন অমানবীয় সমাজের কোন স্থান নেই। বরং ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "যে আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ আর বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, সে আমাদের কেউ না।"[৭২] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তাঁর বার্ধক্যকালে সম্মান করে তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই তার জন্য এমন ব্যবস্থা করবেন যে, কেউ তার (উক্ত যুবকের) বার্ধক্যকালে সম্মান করবে।"[৭৩] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুর'আনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে, তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহ্কে সম্মান করার অর্ন্তভূক্ত।"[৭৪] হাদীসটির দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, বৃদ্ধদের সম্মান করা মহান আল্লাহ্কে সম্মান করার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে আল্লাহ্র ইবাদতের পরই মানুষকে সম্মান করার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর আর তোমাদের ভাইদেরকে সম্মান কর।"[৭৫]

গোপনীয়তা রক্ষা করা

ইসলামের মূল্যবোধ ব্যবস্থার আরেকটি স্তম্ভ হলো একে অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এক জনের ইজ্জত-সম্মান আরেক জনের কাছে আমানত। নিজের সম্মানের গুরুত্ব যতটুকু অন্যের সম্মানও এর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা মানুষের গোপনীয়তার পিছনে লেগো না, যে কেউ কারো গোপনীয়তা ফাঁস করে আল্লাহ্ তার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিবেন।"[৭৬] এমনি ধরনের আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা মুসলিমদের গোপন বিষয় খোঁজ না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয়তা খুঁজে বেড়ায়; তাহলে আল্লাহ্ও তার গোপনীয়তা খুঁজে বের করবেন।"[৭৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।"[৭৮] নিজে নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর ব্যত্যয় ঘটলে লজ্জা-শরম কমে যায়। তখন ব্যক্তি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তুমি তোমার লজ্জাস্থানের হিফাযত কর; তবে তোমার স্ত্রী ও অধীনস্থ ব্যতীত।"[৭৯] আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা মুসলমানদের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়াবে না।"[৮০]

এ কথা ঠিক যে, নিজের গোপনীয়তা ও লজ্জা সবার আগে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। গোপনীয়তা রক্ষা করা আল্লাহর গুণসমূহের অন্যতম। মহানবী (স.) বলেছেন, "নিশ্চয় সম্মানিত ও মহামহিম আল্লাহ্ লাজুক এবং (দোষ) গোপনকারী। তিনি লজ্জাকে এবং গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন।"[৮১]

অন্যকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার প্রদান

---

[৭২] . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, বাব নং- ১৫ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا

[৭৩] . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, বাব নং- ৭৫ ما اكرم شابٌ شيخا لسنه الا قيّض الله له من يكرمه عند سنه

[৭৪] . ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র), *রিয়াদুস সালিহীন*, খন্ড- ১, (সম্পাদনাঃ আবদুল মান্নান তালিব ও মুহাম্মদ মূসা) (অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা ও মাওলানা শামছুল আলম খান) ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৫, হাদীস নং- ৩৫৫, পৃ. ২৫৮ انّ من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القران غير الغالى فيه والجافى عنه واكرام ذى السلطان المقسط

[৭৫] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৭৬ اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم

[৭৬] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ.৪২১, ৪২৪ لا تتّبعوا عوراتهم فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته

[৭৭] . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৩৫, ৩৭

[৭৮] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৩২ ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة

[৭৯] . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাম্মাম, বাব নং- ২ احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك

[৮০] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৭৯ لا تطلبوا عوراتهم

[৮১] . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাম্মাম, বাব নং- ১ ان الله عز وجل حيىّ ستير يحب الحياء والستر

Dhaka University Institutional Repository

এর অন্য অর্থ হলো আত্মত্যাগ, উৎসর্গীসম্পন্ন হওয়া, মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়া এবং অন্যের জন্য বেঁচে থাকা ইত্যাদি। বর্তমানে মানুষের মূল্যবোধের এতটাই অবক্ষয় ঘটেছে যে, তারা একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, নিজেরটা ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। অথচ ইসলামে আত্মকেন্দ্রিকতার কোন স্থান নেই। বরং ইসলামের নবী নিজের ঘরে খাদ্যের সংস্থান করতে না পারলেও মানুষের মুখে খাদ্য দেয়ার জন্য পেরেশান থাকতেন। মানুষকে আল্লাহ্ অন্যের কল্যাণ করার জন্যই মূলত সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির কারণ বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদেরকে মানব কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৮২] আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটিই। উক্ত আয়াতেই বলা হয়েছে, "তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি।"[৮৩] ইয়ারমূকের যুদ্ধে মুসলমানরা পিপাসার্ত অন্য ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে পানির পিপাসায় প্রত্যেকেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এটিই হলো ইসলামের শিক্ষা। যে শিক্ষা মানবতা অবলীলায় ভুলে গেছে। মদীনার আনসারদের (সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা) পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর তারা (আনসার) অন্যদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।"[৮৪] আলোচ্য আয়াতে 'ইসার' শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুফতী শফী (রহঃ) বলেন, "এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের ওপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-পীড়িত ছিলেন।"[৮৫] কুর'আনের এক স্থানে আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকালে বলেন, "আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা (সৎকর্মশীলরা) অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না।"[৮৬]

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে সাহাবীদের সম্পাদিত অংগীকারের মধ্যে একটি ছিল অন্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান। আবূল ওয়ালীদ 'উবাদা ইবনুস সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার এবং নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের শপথ গ্রহণ করেছি।"[৮৭]

সময়ানুবর্তিতা

সময়ের সঠিক ব্যবহার না করাও একটি অন্যায়। কথা দিয়ে কথা না রাখাও এই শ্রেণীর দোষের মধ্যে পড়ে যায়। সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব ইসলামে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশে যে সব কারণে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় ওপরের দিকে আছে; তার মধ্যে একটি কারণ হলো নির্দিষ্ট সময়ের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন না করা। এ জন্য অনেক বিদেশী সাহায্যের কাজ সময় মত সম্পাদন না করার কারণে অর্থ ফেরত যায়।

সময়ানুবর্তিতা অর্থ সময়ের কাজ সময়ে করা, যথা সময়ে কাজ সম্পাদন ইত্যাদি। অনেকেই তার নিজ কাজটি যথাসময়ে করেন না। সময়-জ্ঞানের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেকের অবস্থান বুঝা যায়। অনেকেই সময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেন না। ব্যাপারটিকে যত সহজভাবে গ্রহণ করা হয় আসলে ব্যাপারটি অত সহজ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৪ সালের মাস্টার্স পরীক্ষার ফল ২০০৭ সালেও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যা বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত এর ওপর নির্ভর করছে। এর দায়-দায়িত্ব দায়িত্বশীলদেরকে বিচার দিবসে নিতে হবে। সামান্য কিছু লোকের সময়ের গুরুত্ব না দেয়ার ফলে বিরাট জনগোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নয় বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে সবাই নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। ঘটনার গভীরে গিয়ে দেখতে হবে এ সময় নষ্ট করার পেছনে কারা দায়ী? তাদেরকে এর দায় নিতে হবে। ওপরে সামান্য চিত্র তুলে ধরা হলো, বাস্তবতা

---

[৮২]. اخرجت للناس আল-কুর'আন, ৩ঃ১১০

[৮৩]. كنتم خير امة আল-কুর'আন, ৩ঃ১১০

[৮৪]. ويؤثرون على انفسهم ولو كان خصاصة আল-কুর'আন, ৫৯ঃ৯

[৮৫]. মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), *তফসীর মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫৩

[৮৬]. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما واسيرا ، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا আল-কুর'আন, ৭৬ঃ৮-৯।

[৮৭]. بايعنا رسول الله (ص) على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره علينا *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৬, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

আরো ভয়াবহ ও তিক্ত। নির্দিষ্ট সময়ে যানবাহন না ছাড়াই যেন রেওয়াজ হয়ে গেছে। সঠিক সময়ে অধিকাংশ সভা অনুষ্ঠিত হয় না। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে অধিবেশনগুলোর অবস্থা একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক। সেখানে প্রায় দিনই ২/৩ ঘন্টা পরও কোরাম গঠনের জন্য ৬০ জন সদস্য পাওয়া যায় না। এ হলো মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশের সময়ানুবর্তিতার চিত্র।

সময়ানুবর্তিতার অন্যান্য অর্থ হলো সময়নিষ্ঠা, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন, সময়জ্ঞান, কোন সময় কোন কাজ উপযুক্ত তা বুঝতে পারা ইত্যাদি। সকল কিছুর একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। অন্য সময় কাজটি করলে যথাযথ হয় না। সালাতের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, "নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[৮৮] ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম যে ফরযটি কারো ওপরে বর্তায় তাহলো সালাত। সালাত এমন ইবাদত যা ধনী-গরীব, দেশী-বিদেশী সকলের ওপর ফরয। সালাত যথা সময়ে আদায় করা হলেই কেবল তা মহান আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। নিম্নোক্ত হাদীস হতে তা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা.)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি মহানবী (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ্‌র কাছে কোন কাজটি সবচেয়ে বেশী প্রিয়? তিনি বললেন: যথাসময়ে (নির্দিষ্ট সময়ে) সালাত আদায়। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।[৮৯] মূলত নামাযসহ অন্যান্য ইবাদত মানুষকে সময়ানুবর্তিতা, শৃংখলা, আনুগত্য, নেতৃত্ব ইত্যাদি শিখিয়ে থাকে। যা ইবাদতের বাইরের জীবনে অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করতে হয়।

ফরয রোযা রামাযান মাস ছাড়া হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসংগে বলেন, "সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।"[৯০] তেমনিভাবে জিলহাজ্জ মাস ছাড়া হজ্জ সম্পাদিত হয় না। অতএব অন্যান্য কাজগুলোও নির্দিষ্ট সময় ছাড়া হতে পারে না। যে কোন কাজই দেরিতে করলে যথাযথ ও হক সহকারে সম্পন্ন হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে খুব বেশি বিষয় নিয়ে শপথ করেননি। সামান্য যে ক'টি বিষয়ের শপথ করেছেন তার একটি হলো সময়। সময়ের অনন্য গুরুত্বের কারণেই মহান স্রষ্টা এ কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সময়ের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[৯১]

প্রত্যেকটি কাজেরই আলাদা ধরন রয়েছে। কোনভাবে বা যেনতেনভাবে শেষ করা একটি ধরন। আবার হক আদায় করে যথাসময়ে আদায় করা একটি ধরন। দু'টির মর্যাদা, গুরুত্ব, গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্য সমান নয়। যথাসময়ে কাজ সম্পাদনের মধ্যে বিভিন্ন ভাল দিকের মধ্যে একটি হলো মানসিক প্রশান্তি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রথম সময়ের সালাত হলো আল্লাহ্‌র সন্তোষ। আর শেষ সময়ের সালাত হলো আল্লাহ্‌র ক্ষমা।"[৯২] খুব খুশী হওয়া আর মাফ করে দেয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজন প্রথম সুযোগে উত্তীর্ণ হলো আর একজন বহুবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হয় আর যে সর্বশেষ হয় উভয়েই সনদ লাভ করে থাকে। তবে দু'জনের মধ্যে যোজন যোজন ফারাক। সালাত তথা মহান আল্লাহ্‌র অধিকারে সময়ানুবর্তী হলে স্বাভাবিকভাবেই মানবাধিকারেও তা ভূমিকা পালন করে।

সময়ের কাজ সময় মত না করা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শবিরোধী কাজ। তিনি কোনদিন কোন কাজ অসময়ে করেননি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া সালাত আদায় করতে

---

[৮৮] . ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا আল-কুর'আন, ৪:১০৩।

[৮৯] . عن عبد الله بن مسعود (رض) قال: سالت النبيّ (ص): ايّ العمل احبّ الى الله؟ قال: الصلاة على وقتها ، قلت: ثمّ ايّ؟ قال: برّ الوالدين ،قلت: ثمّ ايّ؟ قال: الجهاد فى سبيل الله ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪৫১/ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ১

[৯০] . فمن شهد منكم الشهر فليصمه আল-কুর'আন, ২:১৮৫

[৯১] . والعصر ، ان الانسان لفى خسر ، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر আল-কুর'আন, ১০৩:১-৩।

[৯২] . الوقت الاول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الاخر عفو الله ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাওয়াকীত, বাব নং- ১৩

Dhaka University Institutional Repository

দেখিনি।"[৯৩] শুধু রাসূলুল্লাহ্ (স.) নন। তার সংগী-সাথীরাও একই চেতনার ধারক ছিলেন। তারাও তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব যথাসময়ে পালন করতেন। বিলাল (রা.) কোন দিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে আযান দিতেন না। হাদীসে বর্ণিত আছে, "বিলাল (রা.) সময়ের চেয়ে দেরি করে আযান দিতেন না।"[৯৪]

কিয়ামতের পূর্বে মানব সমাজে যেসব মন্দ রেওয়াজ-রসম চালু হবে তার একটি হলো অসময়ে কাজ করা। বিশেষত সময় চলে গেলে সালাত আদায়। শাসকবর্গের পক্ষ হতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, "তোমাদের সামনে এমন শাসকবর্গ আসবে যারা নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করবে না।"[৯৫] হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাপারটি শুভকর ও সুখকর নয়।

মিলেমিশে বাস করা

একজন মু'মিন হবে অতি সামাজিক। সে মানুষের সাথে বেশি করে মিশবে। মানুষের মাঝে হারিয়ে যাবে। মানুষের সাথে মিশেই প্রশান্তি লাভ করবে। একা কোন কিছু ভোগ করে মজা পাবে না। তার ব্যবসা হবে মানুষকে নিয়েই। সে হবে সবার। সবাই হবে তার। তার অনুপস্থিতি সবাই অনুভব করবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন তো সে ব্যক্তি যে মানুষের সাথে মিশে যায় আর তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে।"[৯৬] সে কখনো হবে না অসামাজিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, একাকী ও একঘরে। তার মধ্যে থাকবে না হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, তিরস্কার, কুচিন্তা ও ঘৃণার মত মানুষ হতে দূরে ঠেলে দেয়ার মত মন্দ অভ্যাস। মু'মিনের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মহানবী (স.) বলেন, "মু'মিন ব্যক্তি হলো মিশুক।"[৯৭] সম্পর্কের অবনতি ঘটে এমন সব কাজ হতে দূরে থাকতে হবে। ইসলাম এমন প্রতিটি ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, "তোমরা পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর পিছনে লেগো না।"[৯৮]

'আদল

মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় عدل বা ন্যায়বিচার, সাম্য ও ইনসাফ। মানবিক মূল্যবোধের অভাবের ফলশ্রুতিতে এখন সর্বত্র অবিচার আর যুলম চলছে। কিন্তু ইসলামে ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যেসব মূলনীতির ওপর ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান একটি হলো এ 'আদল। প্রাক-ইসলামী যুগে 'আদলের অভাবে মানুষ পশুবৎ হয়ে পড়েছিল।

বাংলাদেশের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবিচার অনুপ্রবেশ করেছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র একই চিত্র। কোথাও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত নেই। যে যেভাবে পারছে লুটে-পুটে নিচ্ছে। অন্য দিকে অনেকেই অবিচার ও অত্যাচারের শিকার হয়ে আর্তচিৎকার করছে। ন্যায়-বিচারের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সর্বত্র। ব্যক্তি জীবনে, পরিবারে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোথাও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত নেই।

আরবী عدل 'আদল' শব্দটির অর্থ সমান করা, ন্যায় বিচার, সুবিচার, ইনসাফ, কোন কিছুকে দাবীদারদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া। যাতে কেউ কম বেশী না পায়। 'আদল মানে মানুষকে সমানভাবে দেখা, সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া। যে যেখানে যতটুকু পাবে তাকে ততটুকু দেওয়াই 'আদল। ইসলামের আদল শুধু কাঠগড়ায়ই সীমিত নয়। বরং জীবনের সর্বত্র আদল প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জীবন-যাত্রায়ও আদল প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু নামায পড়লে যেমনি 'আদল হবে না। আবার নামায বাদ দিয়ে অন্যসব কিছু করলেও জীবনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যে 'আদল ও সমন্বয় সাধন করতে হবে। কুর'আন-সুন্নাহর দেওয়া আইন সকলের জন্য সমান। সামান্যতম ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলের ওপর তা সমভাবে প্রয়োগ করা উচিৎ। আল-কুর'আনে মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে নিম্নোক্ত ঘোষণা

---

[৯৩]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং- ২৯২ صلى صلاة الا لميقاتها ما رايت رسول الله (ص)

[৯৪]. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আযান, বাব নং- ৩ كان بلال لا يوخر الاذان عن الوقت

[৯৫]. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত, বাব নং- ১০ اذا انت عليكم امراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها

[৯৬]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৪৩

[৯৭]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৪০০, খন্ড- ৫, পৃ. ৩৩৫ المؤمن مألفة

[৯৮]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ২৪, ৩১ لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে।"[৯৯] অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার-নীতি অবলম্বন করার জন্য আমি আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া আমার কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক- আর তা হচ্ছে 'আদল ও সুবিচারের সম্পর্ক। সত্য যার পক্ষে, আমি তার সাথী; সত্য যার বিরুদ্ধে, আমি তার বিরোধী। আমার দীনে কারও জন্য কোন পার্থক্যমূলক ব্যবহারের অবকাশ নেই। আপন-পর, ছোট-বড়, শরীফ-কমীনের জন্য পৃথক পৃথক অধিকার সংরক্ষিত নেই। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য; যা গুনাহ, তা সকলের জন্যই গুনাহ; যা হারাম তা সবার জন্যই হারাম, যা হালাল তা সবার জন্যই হালাল; যা ফরয, তা সকলের জন্যই ফরয। ইসলামের এ মানবিক মূল্যবোধের এ সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আমার নিজের সত্ত্বাও মুক্ত নয়, নয় ব্যতিক্রম। মহানবী (স.) নিজে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন এভাবে, "তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, নিম্ন পর্যায়ের অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দান করতো, আর উচ্চ পর্যায়ের অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিতো। সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ নিহিত, (মুহাম্মদের আপন কন্যা) ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।"[১০০]

আল্লাহর নির্দেশমালার মধ্যে 'আদলের স্থান সবার ওপরে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন।"[১০১] সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ঐচ্ছিক ধরনের কর্মসূচি নয়। এটি অপরিহার্য একটি বিধান।

বিভিন্ন কারণে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তার মধ্যে একটি হলো স্বজনপ্রীতি। এমতাবস্থায় অনেকেই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার কর, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর।"[১০২]

কুর'আনের বহুস্থানে 'আদল' প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। আর ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীগণ আল্লাহ্র পছন্দের লোক। কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমরা সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।"[১০৩] মানবিক মূল্যবোধের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, সকল মানুষের প্রতি সুবিচার। অর্থাৎ ইসলামে আইন সকলের জন্য সমান। রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলের ওপর তা সমভাবে প্রয়োগ করা অপরিহার্য। এতে কারো প্রতি কোন পক্ষপাতমূলক আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচারনীতি অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া উচিত নয়। সকল মানুষের সাথে সমান সম্পর্ক রাখতে হবে। অর্থাৎ 'আদল ও সুবিচারের সম্পর্ক। আল্লাহ্ তা'আলার আইনের এ সর্বব্যাপী নির্দেশ সকলের জন্য প্রযোজ্য। এ প্রসংগে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈক মহিলা চুরির অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তা কুরায়শ বংশের লোকদেরকে খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। সাহাবীগণ বললেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে কে কথা বলতে পারবে? রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রিয় পাত্র উসামা (রা.) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা ইবন যায়দ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তিনি বললেনঃ তুমি কি আল্লাহ্র দন্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে খুত্বা প্রদান করলেন এবং বললেনঃ "হে মানব মন্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। কেননা যখন তাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিতো। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তারা তার ওপর শরী'আতের শাস্তি প্রয়োগ করতো। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (স.) এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে অবশ্যই মুহাম্মদ (স.) তার হাত কেটে দিতেন।"[১০৪] বনী

---

৯৯. وامرتُ لاعدل بينكم আল-কুর'আন, ৪২:১৫

১০০. انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف ، والذى نفس محمد بيده لو ان فاطمة [بنت محمد (ص)] فعلت ذالك لقطعت يدها ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ, বাব নং- ১১, ১২

১০১. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاى ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى. আল-কুর'আন, ১৬:৯০

১০২. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا ، اعدلوا هو اقرب للتقوى . واتقوا الله আল-কুর'আন, ৫:৮

১০৩. واقسطوا ، ان الله يحب المقسطين . আল-কুর'আন, ৪৯:৯

১০৪. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদূদ (الحدود), হাদীস নং- ৮, ৯

Dhaka University Institutional Repository

ঈসরাইলের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "বনী ঈসরাইলের ধ্বংসের কারণ এই ছিল যে, যখন তাদের উঁচু শ্রেনীর লোকেরা অপরাধ করত তখন ছাড় পেয়ে যেত আর নীচু শ্রেনীর লোকেরা যখন অপরাধ করত তখন শাস্তি কার্যকর করা হতো।"[১০৫] বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এখানেও অনেক ক্ষেত্রে ওপর মহলের লোকেরা অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে আবার যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই তাদের ওপরই আইন কার্যকর করা হচ্ছে। ন্যায়বিচারের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[১০৬]

ন্যায়পরায়ণ খলীফা আল্লাহ্ তা'আলার খুবই প্রিয়। পক্ষান্তরে যালিম রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই ঘৃণিত। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেনঃ "ন্যায়পরায়ণ খলীফা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হবেন। আর যালিম রাষ্ট্রপ্রধান কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ও সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। অধিকন্তু সে আল্লাহ্র দরবার থেকেও বহুদূরে অবস্থান করবে।"[১০৭] আরেক হাদীস হতে জানা যায়, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দিবসেও সে সব লোক মহান আল্লাহ্র ছায়া পাবে যারা ন্যায়পরায়ণ শাসক। যে দিন মহান আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। মহানবী (স.) নিম্নোক্ত হাদীসে সৌভাগ্যবান সাত শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের প্রথম শ্রেণী হলো ন্যায়বিচারক শাসক। তিনি বলেছেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সে দিন ছায়া দিবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হলো) ন্যায়পরায়ণ শাসক।..."[১০৮] অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, ন্যায়পরায়ণ লোকদের আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পাশে স্থান দিবেন। মহানবী (স.) বলেছেন, "ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহ্র ডান পার্শ্বে নূরের তৈরী একটি মিম্বরের ওপর অবস্থান করবে। তারা যখন দায়িত্বে ছিল তাদের শাসনে এবং পরিবারে ইনসাফ কায়েম করেছিল।"[১০৯]

মানুষ যাতে বিচার-ফয়সালায় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (স.) অনেক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় কথা-বার্তা বলেছেন। এক হাদীসে শ্রেষ্ঠ বিচারককে সেরা মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিচারে ভাল, সে-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[১১০] আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, দু' পক্ষের মধ্যে সুবিচার করে দেয়ার মাধ্যমে সাদাকার সমান পূণ্য লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তুমি সুবিচার কর। দু' পক্ষের মধ্যে সুবিচার করে দেয়া সাদাকা (স্বরূপ)।"[১১১]

বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধের অবনতি ও অবক্ষয়ের আরেকটি দিক হল ইনসাফের অভাব। এ অবস্থা সর্বত্র বিরাজ করছে। কোথাও ন্যায় বিচারের চর্চা করা হচ্ছে না। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র এমন কি আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত কোথাও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত নেই। অথচ ইসলামে এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ(স.) এদিকে সর্তক করে বলেছেন, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ এটা ছিল যে, তারা ইনসাফ করতো না। 'আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিনটি কাজ এক সংগে সম্পন্ন করল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করে নিল। (তা হচ্ছে) নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা।"[১১২] 'নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা' অর্থ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচারনীতি ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা এবং এ ব্যাপারে এতদূর চরমবাদী হওয়া যে, মানুষ নিজে নিজেকেও ক্ষমা করবে না।

ইনসাফ ও সুবিচারপরায়ণতার ফলে সৎকর্মশীল সকল লোকের পক্ষে সুষ্ঠ জীবন যাপন অত্যন্ত সহজ হয় এবং ফিসক-ফুজুরী-নাফরমানী ও আল্লাহ্র আইন লংঘন, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত কাজ ইত্যাদি পরিহার করার পথে কোন বাঁধা প্রতিবন্ধকতা থাকে না, বস্তুত মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সাথে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না

---

১০৫. ইমাম নাসাঈ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সারিক (السارق), বাব নং- ৬

১০৬. وَاذَا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. আল-কুর'আন, ৪ঃ৫৮

১০৭. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ২২

১০৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯১ . سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظلّ الا ظله امام عادل...

১০৯. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারত, হাদীস নং- ১৮ . انّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمان ، الذين يعدلون فى حكمهم واهليهم وما ولوا

১১০. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ১১৮-১২২

১১১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৫৬ . تعدل ، ان يعدل بين الاثنين صدقة

১১২. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাব নং- ২০

Dhaka University Institutional Repository

করে, ততক্ষণ অপর লোকের প্রতি কোন সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। নিজের যাচাই-পরীক্ষা নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়না। এমতাবস্থায় সে অপরের সঠিক ও নির্ভুল যাচাই কি করে করতে পারে? সুতরাং সর্বপ্রথম নিজেকে দেখা, যাচাই-পরীক্ষা করা ও নিজের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এটি করলে অতঃপর অপরের অন্যায়ের যাচাই ও পরীক্ষা করা তার পক্ষে সহজ হতে পারে।[১১৩] উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী লিখেছেনঃ "হযরত 'আম্মার বর্ণিত এই হাদীসে সমস্ত কল্যাণ একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা তুমি যখন তোমার নিজের প্রতি ইনসাফ করিবে, তখন তুমি তোমার স্রষ্টার এবং তোমার ও অন্যান্য মানুষের প্রতি পারস্পরিক চূড়ান্ত কল্যাণই লাভ করিতে পারিবে। সমস্ত মানুষকে যখন তুমি সালাম দিবে, তখন তোমার চরিত্রও উন্নত হইবে, মানুষের মন জয় করিতে পারিবে।"[১১৪]

ন্যায়বিচারের জায়গা শুধু আদালত বা কোর্ট নয়। ইসলামে عدل 'আদল' বা ন্যায়বিচার একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর দ্বারা সর্বত্র ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা বুঝায়। ন্যায়বিচারের অর্ন্তভূক্ত হলোঃ সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো, অংগ-প্রত্যঙ্গকে সঠিকভাবে ব্যবহার, একাধিক স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি সমান আচরণ করা, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমান চোখে দেখা ইত্যাদি। এমন একটি ব্যাপার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছেড়ে দিয়েছে বা অবহেলা করছে; যেটি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।"[১১৫]

ন্যায়বিচারের অভাবে অবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিশেষত বনী-ইসরাঈলের পতনের অন্যতম একটি কারণ ছিল এটি। তারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য এক ধরনের বিচার করত। আবার অসহায় ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য আরেক রকম বিচার করত। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "বনী ইসরাঈলের ধ্বংসের কারণ এই ছিল যে, তাদের সম্ভ্রান্ত লোকের চুরি করলে মাফ পেয়ে যেত...।"[১১৬] কোন সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের অরাজকতা দেখা দেয়। বাংলাদেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ন্যায়-বিচারের অভাবে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে যায়। অপরাধীরা তাদের অন্যায়-অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরতে থাকে। মহানবী (স.) সেদিকে ইংগিত করে বলেছেন, "যদি কোন জাতির মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকে তখন তাদের মধ্যে রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে।"[১১৭] সর্বোপরি যে কোন বিবেচনায় সর্বত্র 'আদল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তাহলে অনেকাংশে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সবাই তার অধিকার পাবে।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ

বাংলাদেশের ভিতরকার চিত্র বিবেকবান যে কোন ব্যক্তিকে শুধু হতাশ করছে। এ সমাজের লোকজন নিজেকে নিয়ে মহাব্যস্ত। সমাজের সর্বত্র যখন অন্যায় ও অপরাধের সয়লাব; তখন সবাই নিরবতা পালন করছে। অথচ প্রয়োজন ছিল ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো। ঈমানের সাথে এমন নিরব-চরিত্র খাপ খায় না। যার মধ্যে ন্যূনতম মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা আছে সে তার সামনে সংঘটিত অন্যায় ও অপরাধের প্রতিবাদ না করে পারে না। সামাজিক জীব হিসেবে এতটুকু কর্তব্য তার ওপর এসে বর্তায়। ইসলামে অন্যায়ের প্রতিবাদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার সাথে ঈমানের সম্পর্ক মিশে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্যায় দেখতে পায় সে যেন হাতের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন মুখের দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। যদি এতেও সক্ষম না হয় সে যেন অন্তরের দ্বারা তার পরিবর্তনের চেষ্টা করে। জেনে রেখো, এটি দুর্বলতর ঈমানের পরিচায়ক।"[১১৮] সৎ কাজে আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজে বাঁধা দেওয়া মু'মিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে, সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর

---

১১৩. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*- প্রথম খন্ড, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ৬২

১১৪. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*- প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১১৫. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاى ذى القربى আল-কুর'আন, ১৬:৯০।

১১৬. انما هلك بنو اسرائيل حين كانوا اذا اصاب الشريف... নাসায়ী, *সুনান*, কিতাবুস (السارق) সারিক, বাব নং- ৬

১১৭. ولا حكم قوم بغير الحق فشا فيهم الدم ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মু'আত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. ১৯৫১ খ্রী. কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ২৬

১১৮. من راى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলের আনুগত্য করে।"[১১৯] এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সাথে সাথে মানুষকে ন্যায়ের পক্ষ নিতে হবে। দু'টোই সমান পর্যায়ের দায়িত্ব। কুর'আন ও হাদীসে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের ব্যাপারে মানুষকে বিশেষত মুসলিম সমাজকে আহবান জানানো হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের মানুষ অন্যকে অন্যায় থেকে কিভাবে রুখবে; যেখানে নিজেকেই অন্যায় থেকে রুখতে পারে না?

মানব জাতির সৃষ্টির এবং আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য এটিই ছিল। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আর্বিভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।"[১২০] আলোচ্য আয়াতে বেশ কিছু ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। যেমন-

(ক) মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তার সৎকাজে আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ করা। এ কাজ না করলে তার শ্রেষ্ঠত্বের আর কিছু নেই। হাদীসের ভাষ্যমতেও এ কাজের লোকজন মানুষের মধ্যে সেরা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে মানুষকে ন্যায়ের নির্দেশ করে।"[১২১]

(খ) মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

(গ) সৎ কাজে আদেশ করার সাথে সাথে অসৎ কাজে বাঁধার সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে অনেকেই ছেড়ে দিচ্ছেন।

(ঘ) আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পূর্বেই এ কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়েছে এ কাজের গুরুত্বের কারণে।

সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করা কোন ঐচ্ছিক বিধান নয়। বরং ইসলামে এটি একটি ফরয কাজ। সকল নবী-রাসূল পৃথিবীতে প্রধানত এ কাজটিই করেছেন। মানব জীবনের সফলতা এর মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশসূচক বাক্যে বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।"[১২২] আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেন, "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল।"[১২৩] ইসলামে সৎ কাজের আদেশের এত বেশি গুরুত্ব যে, এটিকে সাদাকার সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সৎ কাজে আদেশ তোমার জন্য সাদাকা। (কোন ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়াও তোমার জন্য সাদাকা)।"[১২৪] আরো কম কথায় বলা হয়েছে, "সৎ কাজের নির্দেশ সাদাকা।"[১২৫]

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ এমন একটি কাজ যা থেকে কোন মুসলিমের দূরে থাকা সম্ভব নয়। এটি মুসলমানদের জীবনে এমন কাজ যা না করলেই নয়। মহানবী (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের ওপর দান-খয়রাত করা ওয়াজিব। এক সাহাবী বলেন, তবে যদি সে (সাদাকা দানের) কোন কিছু না পায়? তিনি বলেনঃ তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদাকা দিবে। সাহাবী বলেন, সে যদি তা না পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে দুস্থ ও অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করবে। সাহাবী বলেন, সে যদি তাও না পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে সৎ কাজের হুকুম করবে। সাহাবী বলেন, যদি সে এটাও না করতে পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে (অন্তত) নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেননা এটা তার জন্য সাদাকা।"[১২৬]

---

১১৯. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله و رسوله ، اولئك سيرحمهم الله আল-কুর'আন, ৯:৭১

১২০. كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله আল-কুর'আন, ৩:১১০

১২১. خير الناس...امرهم بالمعروف ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৪৩২

১২২. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، واولئك هم المفلحون আল-কুর'আন, ৩:১০৪

১২৩. خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين আল-কুর'আন, ৭:১৯৯

১২৪. وامرك بالمعروف (لك) صدقة (وارشادك الرجل لك صدقة) ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাফিরীন, হাদীস নং- ৮৪

১২৫. وامر بمعروف صدقة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৫৩, ৫৪

১২৬. علي كل مسلم صدقة ، قال: ارايت ان لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ، قال: ارايت ان لم يستطع؟ قال: يُعين ذاالحاجة الملهوف ، قال: ارايت ان لم يستطع؟ قال: يامر بالمعروف او الخير ، قال: ارايت ان لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فانها صدقة *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪১, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীগণ যে সব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে বাই'আত করেছিলেন; তার মধ্যে একটি ছিল সর্বাবস্থায় হকের কথা বলা। "আবূল ওয়ালীদ 'উবাদা ইবনুস সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার এবং নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের শপথ গ্রহণ করেছি। আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছিঃ আমরা যোগ্য ও উপযুক্ত শাসকের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হব না। হাঁ, যদি তোমরা তাকে স্পষ্টভাবে ইসলামবিরোধী কাজে লিপ্ত দেখ, সে সম্পর্কে তোমাদের কাছে আল্লাহর দেয়া কোন দলীল-প্রমাণ রয়েছে (তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পার)। আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছিঃ আমরা যেখানেই থাকি, সর্বাবস্থায় হকের (সত্য-ন্যায়ের) কথা বলব এবং আল্লাহর (বিধানমত জীবন যাপনের) ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা ও তিরস্কারের পরোয়া করব না।"[১২৭]

আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমতার মত নি'আমতও এমন ব্যক্তিদেরই দেন যারা এ মহতী কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। কারণ পূর্ব থেকেই বুঝা যায়, পূর্বের কর্মই বলে দেয় কারা ক্ষমতায় গেলে কি করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এদের প্রসংগে বলেন, "আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে।"[১২৮] হযরত লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে এটি একটি। তিনি বলেন, "হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎ কর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।"[১২৯]

মানবিক মূল্যবোধের প্রধান ও মূল কথা হলো এই যে, প্রতিটি মানুষ সকল ধরনের মানবিক কাজের সাথে থাকবে ও যথাসম্ভব সকল প্রকার সহযোগিতা দিবে। আর প্রতিটি অমানবিক কাজের বিপক্ষে অবস্থান নিবে ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। ইসলামের মূল কথাও এটিই। আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশের সুরে বলেছেন, "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"[১৩০] আয়াতের বক্তব্য হতে আরো স্পষ্ট হলো যে, এটি তাকওয়ার কাজ। এ কাজ না করলে মুত্তাকী হওয়া যাবে না। আর এ কাজ না করলে মহান আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি দিবেন।

সৎ কাজ করা এবং সে কাজের আদেশ করার ব্যাপারটি আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে বিপদাপদ গ্রাস করে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে; অতঃপর তার প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।"[১৩১] হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বাংলাদেশে কিছুদিন পর পর যে সব প্রাকৃতিক দূর্যোগ হানা দেয় তার জন্য মানুষের নিরবতা দায়ী। খাদ্য-অখাদ্য সবকিছু হজম করা আদর্শ পাকস্থলির লক্ষণ নয়। অতএব মানবিক মূল্যবোধের দাবি হলো এই যে, সকল কিছু দেখে দর্শকের ভূমিকা পালন করা শোভনীয় নয়।

অধিকারসমূহ আদায় করে দেয়া

বেশ কিছু অধিকারের ওপর ইসলামের মূল্যবোধগুলো দাড়িয়ে আছে। একজন ব্যক্তিকে সমাজের সদস্য হিসেবে তাকে অনেকের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হয়। অধিকার আদায় করে দেয়া কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়; ইসলাম এর প্রত্যেকটিকে ফরয করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তুমি প্রত্যেকের হক তাকে দিয়ে দাও।"[১৩২] সমাজের একজন মানবিক সদস্য ও মুসলিম সদস্য হিসেবে অনেকের অধিকারের প্রতি নযর দিতে হয়। যেমন- আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক, অসহায়-দরিদ্র, শিশু, নারী, বিধবা, ইয়াতীম, বঞ্চিত, অধীনস্থ, অমুসলিম,

---

[১২৭] . عن ابى الوليد عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله (ص) على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى اثره علينا ، وعلى ان لا ننازع الامراهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ، وعلى ان نقول بالحق اينما *রিয়াদুস সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৬, পৃ. ১৫৭ كنا لا نخاف فى الله لومة لائم

[১২৮] . আল-কুর'আন, ২২:৪১ الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

[১২৯] . আল-কুর'আন, ৩১:১৭ يا بنىّ اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ، انّ ذالك من عزم الامور

[১৩০] . আল-কুর'আন, ৫:২ تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

[১৩১] . আল-কুর'আন, ১৭:১৬ واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

[১৩২] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সাওম, বাব নং- ৫১ فاعط كل ذى حقّ حقّه

Dhaka University Institutional Repository

মুসাফির, পশু-পাখি প্রভৃতি। নিম্নোক্ত আয়াত হতে কিছু ইংগিত পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[১৫৩] সমাজের প্রতিটি সদস্যের এদের প্রতি দায়-দায়িত্ব রয়েছে। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা অধিকার আদায়ের একটি প্রকার বা শাখা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের চোখগুলোকে সংযত কর আর তোমাদের হাতগুলোকে নিয়ন্ত্রণ কর।"[১৫৪]

আতিথেয়তা

সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে আতিথেয়তা অন্যতম। এর অর্থ অতিথিপরায়ণতা (Hospitality), অতিথি আপ্যায়ন করা, মেহমানদারি করা, অতিথির সাথে যথাযথ ব্যবহার করা, অতিথিকে ঠিকমত গ্রহণ করা ও বিদায় দেয়া ইত্যাদি। জাহিলী যুগে সর্বক্ষেত্রে অমানিশা নেমে এলেও মানুষের মধ্যে যে ২/১টি ব্যাপারে মূল্যবোধ জাগরুক ছিল; তার মধ্যে একটি হলো আতিথেয়তা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে সভ্যতার এ যুগে মানুষ জাহিলী যুগের সে মূল্যবোধটিকেও পরিচর্যা করতে পারছে না। মহানবী (স.) নবী হওয়ার পূর্ব হতেই মূল্যবোধগুলোকে লালন ও পরিচর্যা করতেন। তিনি তাঁর পূরোজীবনে একবারও কোনরূপ অমানবিক ও মূল্যবোধবিরোধী কাজ করেননি। মেহমানদারীর ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হিরা গুহায় অহী প্রাপ্তির পর তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চলে যান তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে। তিনি স্ত্রীকে জীবনের আশংকার কথা শুনান। এতে খাদীজা (রা.) যে ভাষায় তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং অভয় দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ। খাদীজা (রা.) বলেন, "তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, মানুষের ভার বহন কর, নিঃস্বদের জন্য কাজ কর এবং মেহমানের মেহমানদারি কর। (অতএব তোমার কোন ক্ষতি হতে পারে না।)"[১৫৫] ইসলামে ব্যাপারটির অনেক গুরুত্ব। একস্থানে মহানবী (স.) আল্লাহ্-ভীতির পরই এ কাজটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষেরা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং মেহমানকে সম্মান করে।"[১৫৬] অতএব ইসলামে অতিথিপরায়ণতা কোন হালকা ব্যাপার নয়। ইসলামী জীবনাদর্শে অতিথিপরায়ণতা কোন ঐচ্ছিক প্রসংগ নয়। এটি অপরিহার্য ও ঈমানসংশ্লিষ্ট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতে বিশ্বাস করে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে।"[১৫৭]

অতিথির প্রতি দায়িত্ব পালন তার প্রতি কোন দয়া করার কাজ নয়। বরং অতিথির আতিথেয়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমার প্রতি তোমার মেহমানের অধিকার রয়েছে।"[১৫৮] অতএব আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী মেহমানকে গ্রহণ করতে হবে, থাকতে দিতে হবে, খেতে দিতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে, সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে, সংগ দিতে হবে পরিশেষে ভালভাবে হাসিমুখে বিদায় জানাতে হবে। মানুষ হিসেবে অবশ্যই এতটুকু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় মানবিক মূল্যবোধ

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার মানে তাদের হক পূরণ করা, সম্পর্ক অটুট রাখা, খোঁজ-খবর নেয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা। এদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধাক্কা এসে আত্মীয়তার সম্পর্কেও লেগেছে। আজকাল মানুষ কোন আত্মীয়ের সাথে ততটুকু সম্পর্কই বজায় রাখে যতটুকুতে তার লাভ আছে। বা সেসব আত্মীয়ের সাথেই সম্পর্ক রাখে যাদের থেকে কিছু পাওয়া যায়। যাদেরকে দেওয়ার আশংকা আছে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না।

---

[১৫৩] واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت ايمانكم ، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا . আল-কুরআন, ৪:৩৬

[১৫৪] وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩২৩

[১৫৫] قالت خديجة (رض): لتصل الرحم وتحمل الكلّ وتكسب المعدوم وتقرى الضيف . ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বাদয়ুল অহী, বাব নং-৩/ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৫২

[১৫৬] فليتّق الله وليكرم ضيفه . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৪

[১৫৭] من كان يؤمن بالله ...فليكرم ضيفه . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৭৪, ৭৫, ৭৭

[১৫৮] ولضيفك عليك حقا . ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যুহদ, বাব নং- ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার ফলে মানুষ আজকাল বড় একঘরে হয়ে পড়েছে। সে তার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, অসুস্থ ও অসহায়দের সাথে সম্পর্ক রাখছে না। এটি মানবিক মূল্যবোধের ওপর বিরাট ধরনের হুমকি। সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকার জন্যই ইসলাম মানুষকে বার বার বলেছে ও অনুপ্রাণিত করেছে।

যে সব কাজের মাধ্যমে মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয় তার অন্যতম হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। অন্যভাবে বলা যায়, ঈমানের কিছু অপরিহার্য দাবী রয়েছে। এমনি ধরনের একটি দাবী হলো আত্মীয়তার বন্ধন ধরে রাখা। মানবতার মহান বন্ধু মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।"[১৩৯] পারলৌকিক জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকটা আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। এ প্রসংগে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[১৪০]

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ইসলামে বেশ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারটিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফলাফল লাভের অন্যতম মাধ্যম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "কল্যাণকর কাজ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফলে অতি দ্রুততম সময়ে প্রতিদান পাওয়া যায়।"[১৪১] বিপরীতধর্মী আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "বাড়াবাড়ি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের শাস্তি স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে দেয়া হয়।"[১৪২] বাস্তবে দেখা যায় যে, এ ধরনের লোকদের শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই হয়ে থাকে। চরম অপমানের সাথে এদেরকে জীবন যাপন করতে হয়। পরিশেষে অপমানের মৃত্যু হয় এদের। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "তুমি অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং সত্য কথা বলবে।"[১৪৩] একটি হাদীসে মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তুমি আল্লাহর আনুগত্যের এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দাও।"[১৪৪] আরো ছোট করে বলা হয়েছে, "তুমি তোমার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ।"[১৪৫] মহানবী (স.) আরো বলেছেন, "তুমি মানুষকে খেতে দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ।"[১৪৬]

ইসলামের সৌন্দর্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি দিক হলো এর অনুসারীদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। এক সময়ের ইসলামের শত্রু আবূ সুফিয়ানও ইসলামের এই বিশেষ গুণটির কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, তিনি (নবী স.) তোমাদের কি হুকুম করেন? আবূ সুফিয়ান বলেন, "তিনি আমাদের নামায, সত্যবাদিতা, পবিত্র জীবন যাপন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দেন।"[১৪৭] উল্লেখ্য আবূ সুফিয়ান যখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিল তখনো সে ঈমান আনেনি। একজন ইসলামবিরোধী হয়েও সে ইসলামের ও মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যাপারে এমন উক্তি করেছিল।

ইসলামে মূর্তি ভাংগা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা সম পর্যায়ের বিধান। অর্থাৎ মূর্তিকে না ভাংগা মানে শিরক জিইয়ে রাখা। আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা হলে শিরকের ন্যায় অপরাধের মত হয়ে যাবে। তাছাড়া মহানবী (স.)-কে মহান আল্লাহ্ যে ক'টি কাজ করতে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে ওপরের দু'টি অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে এবং মূর্তি ভাংতে পাঠানো হয়েছে।"[১৪৮]

---

১৩৯ . ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড-১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩১৪, পৃ. ২৩৪

১৪০ . لا يدخل الجنة قاطع(يعنى قاطع رحم) ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১৮, ১৯

১৪১ . اسرع الخير ثوابا البرّ وصلة الرحم ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ২৩

১৪২ . اسرع الشر عقوبة البغى وقطيعة الرّحم ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং- ২৩

১৪৩ . انك لتصل الرحم وتصدق الحديث ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৫২

১৪৪ . تامر بطاعة الله وبصلة الرحم ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুনাফিকীন, হাদীস নং- ৩৯

১৪৫ . وتصل ذا رحمك ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১৪

১৪৬ . واطعم الطعام وصل الارحام ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৯৫

১৪৭ . يامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة *রিয়াদুস্ সালিহীন*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩২৭, পৃ. ২৪২

১৪৮ . ارسلنى بصلة الارحام وكسر الاوثان ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাফিরীন, হাদীস নং- ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। তাদেরকে তাদের প্রাপ্য ঠিক মত না দিলে পরকালে কাঠগড়ায় সমস্যায় পড়তে হবে। আজকাল আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য না দেয়ার কারণে বেশীরভাগ সম্পর্কচ্ছেদ হচ্ছে। বিশেষত সম্পদ বণ্টনের সময় এবং বণ্টন পরবর্তী সময়ের অবস্থা সুখকর নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও।"[১৪৯] আত্মীয়-স্বজনকে বেশি দান করতে বলা হয়েছে। গরীব আত্মীয়-স্বজন হলে তো কোন কথাই নেই। সে পাওয়ার সবচেয়ে বড় উপযুক্ত ব্যক্তি। অভাবী আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাকে বাদ দিয়ে অন্য অনাত্মীয় অভাবীকে দান করা ঠিক নয়। আত্মীয়কে দান করলে একাধারে দু'টি কাজ হয়। তাহলো সাদাকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। মহানবী (স.) এ প্রসংগটিও বাদ রাখেননি। তিনি বলেছেন, "আত্মীয়কে দান করলে দু'টি কাজ হয়। তাহলো (১) সাদাকা এবং (২) (আত্মীয়তার) সম্পর্ক রক্ষা।"[১৫০]

ইসলামে মানবিক মূল্যবোধ এতটা জোরালো যে, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে আরো বেশি মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। আর যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি দান কর।"[১৫১] এদেরকেই ইসলাম সত্যিকারের সম্পর্ক রক্ষাকারী বলেছে। মহানবী (স.) এ প্রসংগে বলেন, "সত্যিকারের সম্পর্ক রক্ষাকারী সে ব্যক্তি; যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও সে তা বজায় রাখে।"[১৫২] সম্পর্ক যারা বহাল রাখতে চায় না এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকতে চায়; তাদের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। হাদীসে বর্ণিত আছে, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমার এরূপ আত্মীয় রয়েছে, আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করি, কিন্তু তারা সর্বদাই মূর্খতার পরিচয় দেয়। তিনি (নবী (স.)) বলেন, তুমি যেমন বলেছ সত্যিই যদি তেমনটি হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছ। তুমি যতক্ষণ তোমার উল্লেখিত কর্মনীতির উপর কায়েম থাকবে, আল্লাহর সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে।"[১৫৩]

সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারটি এমন যে, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে যতটুকু সম্পর্ক রাখবে তার ওপর নির্ভর করে মহান আল্লাহ্ তার সাথে কতটুকু সম্পর্ক রাখবেন। মহানবী (স.) আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করে বলেন, "যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে আমিও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি। আর যে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।"[১৫৪] অতএব মানুষের সাথে কারো সম্পর্ক উন্নত হওয়া মানে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নত হওয়া। আর মানুষের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়া মানে আল্লাহর সাথেও সম্পর্ক খারাপ হওয়া। মানুষ ও মানবতাকে উপেক্ষা করে ইসলামে কখনোই আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়া যায় না।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বহুমুখী উপকারিতা। এর বিশেষ দু'টি উপকার হলো এই'যে, এর দ্বারা রিযক বৃদ্ধি পায় এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযক প্রসারিত হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক; সে যেন অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"[১৫৫] আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কাজটি জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত। হাদীসে বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। নবী

---

১৪৯ وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . আল-কুর'আন, ১৭:২৬, ৩০:৩৮

১৫০ وعلى ذى الرحم اثنتان صدقة وصلة . ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, বাব নং- ২৬

১৫১ صلْ من قطعك واعْطِ من حرمك . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৪, পৃ. ১৪৮

১৫২ الواصل الذى اذا قُطعت رحمه وصله . ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৫

১৫৩ عن ابى هريرة (رض) ان رجلا قال: يا رسول الله! انّ لى قرابة اصلهم ويقطعون واحسن اليهم ويسيئون الىّ واحلم عنهم ويجهلون علىّ ، فقال: لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم الملّ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذالك . *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খণ্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩১৮, পৃ. ২৩৬

১৫৪ الرحم...من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته . ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৩

১৫৫ من سره ان يبسط له رزقه او ينسأ له فى اثره فليصل رحمه . ইমাম মুসলিম, সহীহ, কিতাবুল বিররু, হাদীস নং- ২০

Dhaka University Institutional Repository

(স.) বলেন, "আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ।"[১৫৬]

ইসলামে যেমনি সম্পর্ক বজায় রাখতে বলা হয়েছে তেমনি বিপরীত পক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্ষুণ্নকারীর বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়েছে। কুর'আন হাকীমে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।"[১৫৭]

প্রতিবেশীর প্রতি মানবিক আচরণ

মূল্যবোধের বিপর্যয় সর্বত্র পড়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি যে দায়িত্বটুকু মানুষ এতদিন পালন করে আসছিল তাতেও ভাটা পড়েছে। মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, পার্শ্ববর্তী বাড়িতেই হয়ত কেউ বিপদে পড়ে চিৎকার করছে; অথচ অনেকে তাতে সাড়া দিচ্ছে না। দিন যত গড়াচ্ছে মানুষের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা যেন ততই বেড়ে চলেছে। একটি লোকের পক্ষে তার সকল আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বসবাস করা সম্ভব নয়। অতএব বিপদ-আপদে প্রতিবেশীকেই সবার আগে কাছে পাওয়া যায়। তাকে যেমনি প্রতিবেশীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়। তেমনি প্রতিবেশীকেও তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়। পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ভাল সম্পর্কের মাধ্যমে যে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়; তা অল্প কথায় বুঝানো সম্ভব নয়।

মন্দ ও বাজে প্রতিবেশীর পাল্লায় পড়লে বুঝা যায় যে, ভাল প্রতিবেশী কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কল্যাণকামী ও ভাল প্রতিবেশী পাওয়া বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার। মানসিক, শারীরিক, আর্থিকসহ সকল প্রকার ভাল থাকা প্রতিবেশীর আচরণের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। মহানবী (স.) বলেছেন, "সৎ প্রতিবেশী পাওয়া কোন ব্যক্তির সৌভাগ্যের অংশ।"[১৫৮]

ইসলামে পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে খুব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুর'আন ও হাদীসে বিরাট স্থান জুড়ে প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[১৫৯] আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন না করলে কোন ব্যক্তির অহংকার প্রকাশিত হয়। যা আল্লাহ্র অপছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

একটি লোক কেমন প্রকৃতির তা তার প্রতিবেশীই ভাল মূল্যায়ন করতে পারে। এমন কি ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল সংগী এবং প্রতিবেশী আল্লাহ্ তা'আলার কাছেও ভাল এবং উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার সংগীর কাছে ভাল; সে আল্লাহ্র কাছেও ভাল।"[১৬০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "তুমি ইয়াতীমকে সম্মান কর এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি ভাল আচরণ কর।"[১৬১] আরেক হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি উত্তম প্রতিবেশী যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।"[১৬২] কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিবেশী ভাল বললেই

---

[১৫৬]. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খণ্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৩১, পৃ. ২৪৪

[১৫৭]. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون فى الارض ، اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار আল-কুর'আন, ১৩:২৫

[১৫৮]. من سعادة المرء الجار الصالح ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৩, পৃ. ৪০৭

[১৫৯]. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا আল-কুর'আন, ৪:৩৬

[১৬০]. خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ইমাম দারিমী, *সুনান*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিল নাবাবিয়্যাহ/কানপুরঃ ১২৯৩ হি. কিতাবুস্ সিয়ার, বাব নং- ৩

[১৬১]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৩, পৃ. ২৫

[১৬২]. خير الجيران عند الله خيرهم لجاره ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ২, পৃ. ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে সে ভাল। মহানবী (স.) বলেছেন, "যখন তোমার প্রতিবেশী বলবে যে, তুমি ভাল করেছো; তাহলেই কেবল তুমি ভাল করেছো (বলে বিবেচিত হবে।)"[১৬৩]

ইসলামে ঈমানের কিছু প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমানের পরিধি ও পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রতিবেশীর প্রতি মানবীয় ব্যবহার তেমনি একটি প্রতিক্রিয়া। এটি ঈমানের লক্ষণ ও দাবী। বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "তুমি তোমার পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার কর, তাহলেই মু'মিন হতে পারবে।"[১৬৪] আর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[১৬৫] প্রতিবেশীকে সকল প্রকার বিপদাপদ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা অন্য প্রতিবেশীদের ঈমানী কর্তব্য ও দাবী। প্রতিবেশীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অবলোকন করলে নিশ্চিতভাবেই ব্যক্তির ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়বে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করে।"[১৬৬] প্রতিবেশীর সাথে কোন রকম অনিষ্টকর আচরণ করা বৈধ নয়। বিশেষত তাদেরকে তিরস্কার করতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে মুসলিম নারীরা! তোমাদের কোন প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে নিয়ে তিরস্কার না করে।"[১৬৭] লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তিরস্কার কর্মটির ব্যাপারে নারীদের বিশেষভাবে সাবধান করা হয়েছে। কারণ তিরস্কারের মত ব্যাপারটি নারীদের মধ্যেই বেশী পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামে প্রতিবেশীর গুরুত্ব এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, জিবরাঈল (আ.) প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "প্রতিবেশী সম্বন্ধে জিবরাইল আমাকে বারংবার অসিয়ত করতে লাগলেন, এমনকি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করা হবে বলে আমার ধারণা হলো।"[১৬৮] প্রতিবেশীকে দান না করলে তা বৈধ হবে না এবং পূর্ণতা পাবে না। আবার নিকট প্রতিবেশী গরীব থাকলে দূর প্রবিবেশীকে দান করা সমীচীন নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) বলেছেন, "দরিদ্র প্রতিবেশীকে দান না করলে ধনী ব্যক্তির দান বৈধ হবে না।"[১৬৯]

আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের আরেকটি বিশেষ দিক এই যে, মানুষ বড় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। সকলে মিলে-মিশেই যে মানুষ, তা লোকজন অবলীলায় ভুলে গেছে। বিশেষতঃ প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বের কথা এবং তাদের অধিকারের কথা ভুলে গেছে। এটি একটি বড় ধরনের অমানবিক আচরণ। ইসলামে প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রতি সবিশেষ জোর প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে এ ব্যাপারটিকে ঈমানসংশিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সাহাবী আবূ শুরাইহ আল খুযা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র শপথ সে ব্যক্তি ঈমানদার হবে না। আলাহর শপথ সে ব্যক্তি ঈমানদার হবে না। আলাহর শপথ সে ব্যক্তি ঈমানদার হবে না।" রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে প্রশ্ন করা হল, সে ব্যক্তি কে হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)? মহানবী (স.) বললেন, "যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"[১৭০] অতএব প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে এবং তার ক্ষতি সাধন করে আর যাই হোক কোন ব্যক্তি মু'মিন দাবী করতে পারবে না।

মুসলমানকে যে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস ও যাবতীয় কাজকর্ম করতে হয়, সে সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করার ফলে অবশ্য কেউ কারো প্রতিবেশী হবে। এ প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করার ব্যাপারে মুসলমানদের অসীম কর্তব্য ও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। মুসলমানকে এমনভাবে বসবাস ও জীবন যাপন করতে হবে যে, কোন একটি লোকও যেন অন্য লোকের দ্বারা কোন একটি দিক দিয়েও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শুধু তাই নয়, সামান্য ভীত ও শংকিত যেন না হয়। বস্তুত এটি ঈমানের অনিবার্য শর্ত বিশেষ। এ শর্ত পূরণ না করলে তার ঈমান না থাকারই শামিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবার বলেছেন, "তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ কর

---

১৬৩ . اذا قال جيرانك قد احسنتَ فقد احسنتَ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০২

১৬৪ . احسن الى جارك تكن مؤمنا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩১০

১৬৫ . من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৭৫

১৬৬ . من كان يؤمن بالله...فليحفظ جاره ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ১৭৪

১৬৭ . يا نساء المسلمات! لا تحقرنّ جارة لجارتها ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯১

১৬৮ . ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৩, পৃ. ২২৯

১৬৯ . لا تحلّ الصدقة لغنىّ الا ان يكون له جار فقير ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৪০

১৭০ . والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذى لا يامن جاره بوائقه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলেই মু'মিন হতে পারবে।"[১৭১] মনে রাখতে হবে, এখানে কেবল স্থায়ী প্রতিবেশী সম্পর্কে এ কথা বলা হয় নি, অস্থায়ী প্রতিবেশী সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। অতি অল্প সময়ের জন্যও দু'জন লোক একত্রিত হলে বা পাশাপাশি বসলে তারা পরস্পরের প্রতিবেশী এবং পরস্পরের প্রতি ভাল ব্যবহার করা, পরস্পরের অধিকার রক্ষা করা একান্ত ই কর্তব্য। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুলাহ (স.) বলেছেন, "সে ব্যক্তি মু'মিন নয় যে তৃপ্তিসহ খায় আর তার প্রতিবেশী তার পাশেই ক্ষুধার্ত।"[১৭২] প্রতিবেশীর অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের কোন খবরদারী না করে এবং সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা ও বিবেক জাগ্রত না করে কেবল নিজের পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হলে বুঝতে হবে যে, প্রকৃত ঈমানদার হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরূপ অমানুষিক নির্মমতা, কঠোরতা ও স্বার্থপরতা ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ জন্য ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি লোক তার প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে সব সময় ওয়াকিবহাল থাকবে ও কারো অভাব-অনটন দেখা দিলে, কেউ না খেয়ে থাকতে বাধ্য হলে-তা দূর করতে প্রত্যেকেই সাহায্য করবে। বস্তুত ইসলামী সমাজের লোকদের অভাব-অনটন প্রাথমিক পর্যায়ে এ রূপ ব্যক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারাই দূরীভূত হবে। এরপরও অভাব থাকলে তা দূর করা গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইসলামী সমাজে এটিই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। ইসলামী সমাজ বস্তুত মানবীয় সমাজ।

ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের সীমা এত বিস্তৃত যে, এখানে পার্শ্ববর্তী লোকদের গুরুত্ব খুবই বেশি। ইসলাম একাকীত্বের জীবনাদর্শ নয়। একাকীত্ব দূর করার জন্যই ইসলামের অভ্যুত্থান। এখানে একাকীত্বে কেউ সফলতা লাভ করতে পারে না। একা বসবাস করে কেউ শান্তি পেতে পারে না। সবাইকে নিয়েই মুসলিম ব্যক্তি পরিপূর্ণতা অর্জন করে থাকে। প্রতিবেশীকে অশান্তিতে রেখে কেউ শান্তি পেতে পারে না। মহানবী (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারে না।"[১৭৩] মু'মিন ব্যক্তি প্রতিবেশীর সুখে সুখী হন আবার প্রতিবেশীর দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। এসব কারণেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রতিবেশীকে দেখতে হবে প্রতিবেশী হিসেবেই। সে কোন ধর্মের, কোন রংয়ের, কোন গোত্রের তা বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। মহানবী (স.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস হতে দায়িত্বের পরিধি সম্বন্ধে আঁচ করা যায়। তিনি বলেছেন, "হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারি পাকাও তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌছাও।"[১৭৪]

ইসলামের মানবিকতার সীমা এতটাই দিগন্ত জোড়া যে, এতে ইবাদতই বিবেচ্য বিষয় নয়। তবে হাঁ ইবাদতের সাথে প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বের মত কর্মকান্ডের সংযোগ ঘটলে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। শুধু নামায, রোযা, দান-খয়রাতের মাধ্যমে শেষ রক্ষা হবে না। নিম্নোক্ত হাদীস তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে রাসূল (স.)! অমুক স্ত্রী লোকটি অধিক নামায, অধিক রোযা এবং অধিক দান-খয়রাতের জন্য বিখ্যাত (আলোচিত) কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে মুখের মাধ্যম কষ্ট দেয় (গালি, ঝগড়া, মন্দ, অশ্লীল ও কর্কষ ইত্যাদি কথার দ্বারা)। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। সে ব্যক্তি আবার বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (স.)! অমুক স্ত্রী লোকটি স্বল্প নামায, স্বল্প রোযা এবং স্বল্প দান-খয়রাতের জন্য পরিচিত। কিন্তু সে তার মুখের দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, সে জান্নাতবাসিনী হবে।"[১৭৫] মানবিকতা উপস্থাপন করার এবং প্রকাশের উত্তম ক্ষেত্র ও মাধ্যম হলো প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর প্রতি যথাযথ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানুষের মনুষত্ব ও মানবিকতা পরিপূর্ণতা লাভ করে থাকে।

অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া ও পরিচর্যা করা

---

[১৭১] . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ২

[১৭২] . আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে আমল*, খন্ড- ১, (অনুবাদঃ এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার) ঢাকাঃ মুয়াদ পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ১৫৪

[১৭৩] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড-১, পৃ. ৫৫ لا يشبع الرجلُ دون جاره

[১৭৪] . *রিয়াদুস সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৪, পৃ. ২৩০ يا ابا ذر! اذا طبختَ مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك

[১৭৫] . عن ابى هريرة (رض) قال رجل: يا رسول الله (ص)! انّ فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير انه تؤذى جيرانها بلسانها ، قال: هى فى النار ، قال: يا رسول الله (ص)! فانّ فلانة تذكر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالاثوار من الاقط ولا تؤذى بلسانها جيرانها ، قال: هى فى الجنة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৪৪০

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বের দিনে মানুষ অসুস্থ লোকদের খোঁজ-খবর নেয়ার ব্যাপারটিকে মূল্যবোধের অংশ বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের মধ্য হতে এ মূল্যবোধটি হারিয়ে গেছে বা হারাতে বসেছে। আজকাল কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রচলন উঠেই গেছে বলা যায়। ইসলামে মানবীয় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ব্যাপারটিরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি প্রকারান্তরে বড় অসহায় হয়ে পড়েন। অসুস্থ ব্যক্তির পাশে দাড়ানো, তার পরিচর্যা করা, সাহস জোগানো এবং খোঁজ-খবর নেয়া ইসলামী সভ্যতার অংশ। এ প্রসংগে মহানবী (স.) নযীর স্থাপন করে গেছেন। পরম শত্রুর অসুস্থতার কথা শুনলেও তিনি তার বাড়ি চলে যেতেন। তাছাড়া তিনি মুসলিম উম্মাহকে এ কাজের জন্য অসংখ্য বাণীর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে রোগী দেখতে যায় সে মূলত: জান্নাতের শিশুদের মাঝে চলতে থাকে।"[১৭৬] আরেক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করল সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের শিশুদের সাথে অবস্থান করল।"[১৭৭] হাদীসে রোগীর শুশ্রূষার ধরনও উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "রোগীর শুশ্রূষা পূর্ণতা পায় তখনই যখন তোমাদের কেউ তার হাত রোগীর কপালে রাখে।"[১৭৮]

অধীনস্থদের প্রতি মানবীয় আচরণ

আজকাল যারা বেশী অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা ও পাষবিকতার শিকার তাদের অন্যতম অধীনস্থ লোকজন। বিশেষত বাসা-বাড়ির কাজের লোকের সাথে যে সব লোমহর্ষক ব্যবহার করা হয় তা জাহিলী যুগের বর্বরতাকেও হার মানায়। পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে যা প্রায়ই শোনা ও দেখা যায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে মানবতা কতখানি ভুলুণ্ঠিত তা আন্দাজ করা যায়। অথচ ইসলাম অধীনস্থদের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার উচ্চারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণেও প্রসংগটি বাদ পড়েনি।

অধীনস্থদের প্রতি বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালানো হয়। যেমন ঠিক মত খেতে না দেওয়া, ভাল মত শয়ন করতে না দেওয়া, যথাযথ পারিশ্রমিক না দেওয়া, প্রহার করা ইত্যাদি। ইসলাম অধীনস্থদের খাদ্য দানের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করেছে। এমন কি অধীনস্থ বা কাজের লোক বা খাদেমের পিছনে যে খরচ করা হয় ইসলাম সেটিকে সাদাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমার খাদেমকে তুমি যা খাওয়াও সেটি তোমার জন্য সাদাকা।"[১৭৯]

অধীনস্থদের ওপর যে সব নির্যাতন পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে একটি হলো প্রহার করা তথা শারীরিক নির্যাতন করা। হাদীসে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রসংগে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) কখনো কোন খাদেমকে মারেননি।"[১৮০] আজকাল অধীনস্থদের প্রতি নির্যাতনের নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক বাসায় ঠিক মত খেতে দেওয়া হয় না, প্রয়োজনীয় পোশাক দেওয়া হয় না, ঠিক মত ঘুমাতে দেওয়া হয় না। এমনও খবর খবরের কাগজে দেখা যায় যে, লোহার খুন্তি গরম করে কাজের লোকদের ছ্যাকা দেওয়া হয়। অথচ তাদের কাছ থেকে কাজ পুরোপুরি আদায় করে নেয়া হয়। এসব মানবতার ওপর বড় ধরনের আঘাত। এসব ঘটনা মানব জাতির জন্য অবমাননাকর। ইসলামের মত মানবতাবাদী জীবনাদর্শ এসব মেনে নিতে পারে না।

ইয়াতীমদের প্রতি মানবিক আচরণ

ইয়াতীমদের প্রতি আচরণেও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। আসলে একটি সমাজে যখন অবক্ষয় ও পচন আরম্ভ হয় তখন সর্বত্রই এর ঢেউ লাগে। পিতৃহীনদের প্রতি আজকাল প্রায়ই অবিচার করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অবক্ষয়ের মাত্রা এতটাই নিচে নেমেছে যে, অনেকে শিশুদের অভিভাবক-শূন্যতাকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে নেয়। বিশেষ করে তাদেরকে তাদের উত্তরাধিকার নেয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা চরম গাফিলতি প্রদর্শন করে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো এই যে, ইয়াতীমরা উপযুক্ত হলে তাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করো না।

---

[১৭৬] . من عاد مريضا مشى فى خراف الجنة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১৩৮

[১৭৭] . من عاد مريضا لم يَزَل فى خُرْفَة الجنة حتى يرجع ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৪০-৪২

[১৭৮] . تمام عيادة المريض ان يضع احدكم يده على جبينه ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৬০

[১৭৯] . وما اطعمتَ خادمك فهو لك صدقة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৩১, ১৩২

[১৮০] . خادمًا قطّ ...ما ضرب رسول الله (ص) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৩২, ২০৬

তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয়ই এটি মহাপাপ।"[১৮১] ইয়াতীমের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ইসলাম পিছপা হয়নি। বরং বলেছে, "তুমি ইয়াতীমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ কর এবং তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ কর।"[১৮২]

ইয়াতীমদেরকে বিভিন্নভাবে ঠকানো হয়। বিশেষত তারা যখন অবুঝ ও ছোট থাকে তখন খারাপ ও মতলববাজ লোকেরা এ কান্ড ঘটায়। তাদেরকে সম্পদ ও খাদ্য দানে অবহেলা করে থাকে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তুমি মানুষকে ইয়াতীমের সম্পদ ও খাদ্য থেকে দূরে রাখ।"[১৮৩] ইয়াতীমের সম্পদ ও খাদ্য লোভী ও কুচক্রিদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সুযোগ পেলেই তারা তা লুপে নেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে ইয়াতীম হলো সৌভাগ্যের প্রতীক। কোন ঘরে ইয়াতীম থাকার মাধ্যমে ব্যক্তি উচ্চতর ফযীলত অর্জন করতে পারে। ইয়াতীম হলো কল্যাণের প্রতীক। তার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি উচ্চমার্গে পৌঁছতে পারে। আবার কোন ঘরে ইয়াতীম থাকাবস্থায় তার সাথে খারাপ আচরণের মাধ্যমে ঘরের লোকেরা তাদের ভাগ্যকে বিড়ম্বিতও করতে পারে। মহানবী (স.) বলেছেন, "সর্বোত্তম ঘর সেটি, যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে এবং তার প্রতি ভাল আচরণ করা হয়। আবার সর্বনিকৃষ্ট ঘর সেটি, যে ঘরে ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে মন্দ ব্যবহার করা হয়।"[১৮৪] অতএব কোন ব্যক্তি তার ঘরকে সেরা ঘরও বানাতে পারে আবার মন্দ ঘরও বানাতে পারে। সে এখতেয়ার তার রয়েছে।

মৃত্যুর পর ইয়াতীমদের লালন-পালনকারীদের সাথে ভাল আচরণ করা হবে। এমন কি তারা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে একত্রে জান্নাতে বসবাস করবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আমি ও ইয়াতীমদের লালন-পালনকারী বেহেশতে এভাবে থাকব।" (এই বলে) তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং দু'টোর মাঝখানে ফাঁক করলেন।[১৮৫] মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস কারীদের জন্য করুণ পরিণতি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"[১৮৬] ইয়াতীমদেরকে ধমক দেয়া যাবে না। কারণ তারা বড় অসহায়। খুব অল্প বয়সে তারা তাদের বাবা-মা অথবা যে কোন একজনকে হারিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "অতএব তুমি ইয়াতীমকে ধমক দিও না।"[১৮৭]

নারীর প্রতি আচরণে মানবিক মূল্যবোধ

বাংলাদেশে যে সব ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধে ধ্বস নেমেছে, তার মধ্যে অন্যতম ক্ষেত্র হলো নারী সমাজ। তারা মানুষ হিসেবে এবং নারী হিসেবে বঞ্চিত। বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধের এ বিপর্যয়কর অবস্থার শিকার সকলে। নারীরা আবার আরো এগিয়ে নারী হিসেবে নির্যাতিত হচ্ছে।

অথচ ইসলামই নারীকে সর্বপ্রথম মানুষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। প্রাক-ইসলামী যুগে নারীদেরকে মানুষই মনে করা হতো না। অন্যান্য পণ্যের মত নারীকেও হাট-বাজারে বিক্রি করা হতো। ইসলাম নারীর মর্যাদার ব্যাপারে যত কথা বলেছে, তা আর কোন প্রসংগে বলেনি। অন্যান্য মতাদর্শও নারীকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আজকাল যারা বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছে তাদের অন্যতম হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারাও আজ অবধি কোন নারীকে তাদের দেশের সর্বোচ্চ পদে তথা প্রেসিডেন্ট পদে আসীন করেনি।

ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যাদের ব্যাপারে বেশি জোর দেয়া হয়েছে নারীরা তাদের অন্যতম। পুরুষের চেয়ে মানবিক ব্যাপারগুলোতে নারীর অধিকার কোন অংশে কম নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে নারীকে বেশি সম্মান

---

[১৮১]. واتوا اليتامى اموالهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ، انه كان حوبا كبيرا آল-কুর'আন, ৪:২

[১৮২]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ২৫

[১৮৩]. اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ওয়াসায়া (وصايا), বাব নং- ১১

[১৮৪]. خير بيت... بيت فيه يتيم يحسن اليه ، وشر بيت... بيت فيه يتيم يساء اليه ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৬

[১৮৫]. انا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬২, পৃ. ২০৯

[১৮৬]. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا আল-কুর'আন, ৪:১০

[১৮৭]. فاما اليتيم فلا تقهر আল-কুর'আন, ৯৩:৯

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয়েছে। ইসলাম নারীকে দেখেছে মানুষ হিসেবে। তাই তাদের অধিকারে এখানে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষের।"[১৮৮] আরেকটি আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, পুরুষের কাছে নারীর যেমনি গুরুত্ব তেমনি নারীর কাছে পুরুষের গুরুত্ব। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[১৮৯] নারীর প্রতি মানবীয় আচরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর।"[১৯০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) নারীদের অপবাদ দিয়ে তাদের জীবনকে ধ্বংস করতে মানুষকে নিবৃত্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা সুদ খেয়ো না এবং সতী নারীকে অপবাদ দিও না।"[১৯১]

ইসলাম নারীর প্রতি আচরণকে খুব গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল-কুর'আন ও আল-হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে তার জোরালো প্রমাণ মেলে। অথচ বাংলাদেশে নারীদেরকে ইসলাম প্রদত্ত সে মূল্য ও মর্যাদা আজ অবধি দেয়া যায়নি। এখানে নারীদেরকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় দেখা যায় যে, কাজের মেয়ের সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে, যৌতুকের কারণে নারীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এমনকি পরিশেষে তালাক পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে, সর্বোপরি তারা সর্বত্র বঞ্চিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। বিদেশে চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে অনেক সহজ-সরল নারীকে বিক্রি করে দিচ্ছে। অনেক নারীকে দেখা যায় পুরুষের জন্য উপার্জন করে যাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম এ দায়িত্ব দিয়েছে পুরুষের ওপর। ইসলাম সব চেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রেই। যে জাতির জনসংখ্যার অধিকাংশ নারী রাসূলুল্লাহ্ (স.) সে জাতিকে সৌভাগ্যবান জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো এই যে, তাদের অধিকাংশই নারী।"[১৯২] ইসলাম নারীকে এত বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে যে, তার মতামতের ওপর নির্ভর করে কোন স্বামীর ভাল বা খারাপ হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আমিও আমার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"[১৯৩] নারীদের সাথে অসদাচরণ করতে ইসলামে কঠোর সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। নারীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা ভয় কর। নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর।"[১৯৪]

শিশুদের প্রতি মানবিক আচরণ

বাংলাদেশে মূল সমস্যা হল এই যে, মানুষের মধ্য হতে মানবিক গুণটি হারিয়ে গেছে। এমনকি ছোট শিশুদের সাথেও নরম ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত আসল চিত্রটি এমনই। এ দেশের প্রচারমাধ্যমের দিকে একটু নজর দিলেই এর প্রমাণ মিলবে। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় শিশু নির্যাতনের দায়ে গৃহকর্তী আটক, শিশু ধর্ষিতা, শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, সকল কাজে শিশুশ্রম বেড়ে গেছে ইত্যাদি। ছোট্ট শিশুরা পর্যন্ত আজ এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। অসৎ ও অর্থলিপ্সু ব্যক্তিরা শিশু পাচার করছে। জীবিকার ভয়ে জন্মের পর পরই শিশু হত্যা বা শিশু বিক্রির ঘটনা বাংলাদেশে নতুন কোন ঘটনা নয়। এছাড়া দুস্কৃতিকারীরা নানা উপায়ে শিশু অপহরণ করছে, মুক্তিপণ দাবী করছে এবং অপহরণ পরবর্তী হত্যা সংঘটিত করছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরকে জীবিকা উপার্জনের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও অনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। ফলে তাদের সঠিক বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিশুদের প্রতি এহেন অনাচার-অবিচার যেন প্রাক-ইসলামী অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবের বর্বরতাকেও হার মানাতে বসেছে। শিশুদের প্রতি এহেন বর্বরতা রোধকল্পে সমগ্র দেশবাসীর উচিত ইসলাম প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঠিক ও পরিপূর্ণ অনুসরণ। তাহলেই কেবল শিশু জীবনের নিরাপত্তা, অধিকার, মর্যাদা ও তার পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত হবে।

ইসলামে শিশুর অবস্থান খুবই নিরাপদ। মুসলিম সমাজে শিশুকে মহান আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহের দান মনে করা হয়। ইসলামে শিশুর জন্মকে পরিবারে অত্যন্ত শুভ ঘটনা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইসলামের নবী ছিলেন

---

[১৮৮] . ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف আল-কুর'আন, ২:২২৮

[১৮৯] . هن لباس لكم وانتم لباس لهن আল-কুর'আন, ২:১৮৭

[১৯০] . عاشروهن بالمعروف আল-কুর'আন, ৪:১৯

[১৯১] . ولا تاكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ২

[১৯২] . فانّ خير هذه الامة اكثرها نساء ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ্, বাব নং- ৪

[১৯৩] . خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ, বাব নং- ৫০

[১৯৪] . اتقوا ، فاتقوا الله فى النساء ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের খুব প্রিয় ও আপনজন। তিনি তাঁর আচরণ দিয়ে মানব জাতিকে ঐ ধরনের আচরণের প্রতিই উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শের পরিপন্থী। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের শিশুদের স্নেহ ও দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান ও মর্যাদা দেয় না সে আমাদের অর্ন্তভূক্ত নয়।"[১৯৫] ভালভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, শিশুদের সাথে অমানবিক আচরণের কারণে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়াই অশোভনীয় হয়ে পড়ে। সে ব্যক্তি তখন আর রাসূলুল্লাহ্ (স.) উম্মাত হিসেবে গণ্য হতে পারে না। মুহাম্মদ (স.)-কে খুব নিকট থেকে অনেক দিন দেখেছেন সাহাবী আনাস (রা.)। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর ঘরে দীর্ঘ দশ বছর লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শিশুপ্রীতি প্রসংগে বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) শিশুদের প্রতি সর্বাধিক স্নেহপ্রবণ ছিলেন।"[১৯৬] এটি অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর দয়া, ভালবাসা, স্নেহ ছিল সবার জন্য অবারিত। বিশেষ করে তিনি শিশুদেরকে খুব বেশি ভাল বাসতেন। আনাস (রা.) থেকেই আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর চেয়ে সন্তানদের প্রতি অধিক স্নেহপ্রবণ আর কাউকে দেখিনি।"[১৯৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখযোগ্য একটি কারণ এই ছিল যে, তিনি কারো সাথে মু'আমিলাতের সময় তার পর্যায়ে নেমে যেতেন। অর্থাৎ তিনি শিশুদের সাথে আরেকটি শিশুর মত শিশুসুলভ আচরণ করতেন। তিনি যে একজন নবী ও বয়স্ক লোক তা তার বন্ধু শিশুটিকে বুঝতেই দিতেন না। সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মদীনার ছোট্ট মেয়েদের মধ্যে কোনো এক মেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে আসতো এবং তাঁর হাত ধরতো। তিনি মেয়েটির হাত থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নিতেন না। সে যেখানে ইচ্ছা তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যেতো।"[১৯৮] অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে সালাম দিতেন।"[১৯৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.) জানতেন যে, শিশুদের শিখাতে হবে বড়দেরকেই এবং বর্তমানের শিশুরাই ভবিষ্যতের সম্পদ। এ প্রসংগেও তিনি বাণী প্রদান করেছেন, "তোমাদের শিশুদের জ্ঞান দান কর। কেননা, তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।"[২০০] এভাবেই জাতি গঠিত হয়ে থাকে। এ জন্য তিনি সুযোগ পেলেই ওদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) শিশুদের সাথে খুব মজা করতেন। 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন মুগীরা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইবন হারিস (রা.) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি না রাসূলুল্লাহ্ (স.) অপেক্ষা অধিক কাউকে কৌতুক করতে দেখেছি, আর না তাঁর চেয়ে অধিক কাউকে মুচকি হাঁসি হাঁসতে দেখেছি। আর বাচ্চাদের অভিভাবকরা তো তাঁর এ কৌতুক করাকে নিজেদের গর্ব বলে বোধ করতো এবং খুবই আনন্দিত হতো। এর কারণ ছিলো নবী (স.) বাচ্চাদের সাথে খুবই কৌতুক করতেন।"[২০১]

শিশুদেরকে ইশারা-ইংগিতে, অঙ্গ-ভঙ্গিতে, কথা-বার্তার মাধ্যমেও কষ্ট দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা তোমাদের শিশুদের ইশারা-ইংগিতের মাধ্যমে শাস্তি দিও না।"[২০২] শিশুদের স্নেহ-আদর প্রদর্শনের জন্য একটি শিশুতোষ কোমল হৃদয় দরকার। এমন হৃদয়ের অধিকারী হওয়াটাও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ করুনা বৈ আর কিছু নয়। হতভাগা ব্যতীত কেউ এ বিশেষণ থেকে দূরে থাকতে পারে না। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মহানবী (স.) হাসান ইবন 'আলী (রা.) কে চুমু দিলেন এমতাবস্থায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আকরা' ইবন হাবিস (রা.)। আকরা' বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না সে দয়ার পাত্র হতে পারে না।"[২০৩] মহানবী (স.) শিশুদের সাথে সর্বদা মানবীয় আচরণ করতেন। তাদেরকে আদর-সোহাগ করে আপন হয়ে যেতেন। তাদেরকে তিনি চুমু দিতেন। এ প্রসংগে হাদীসে প্রচুর বর্ণনা রয়েছে। বর্ণিত আছে,"মহানবী

---

১৯৫ . ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ২৫৭

১৯৬ . كان رسول الله(ص) ارحم الناس بالصبيان হাফিজ আবূ শায়খ আল-ইসফাহানী (রা.), *আখলাকুন্ নবী (স.)*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ৮২, হাদীস নং- ১৩১

১৯৭ . ما رايت احدًا كان ارحمَ بالعيال من رسول الله (ص) *আখলাকুন্ নবী (স.)*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩০, পৃ. ৮২

১৯৮ . *আখলাকুন্ নবী (স.)*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬, পৃ. ১৪

১৯৯ . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাম (السّلام), হাদীস নং- ১৫

২০০ . অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস সিকদার, *ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা*, ঢাকাঃ প্যাথ পাইন্ডার ইন্টা : ১৯৯৬, পৃ. ২৩

২০১ . *আখলাকুন্ নবী (স.)*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৪, ১৭৮ পৃ. ১২৬, ১৩০

২০২ . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ৬৩

২০৩ . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৮

Dhaka University Institutional Repository

(স.) তাঁর ছেলে ইবরাহীমকে চুমু দিলেন।"[২০৪] "রাসূলুল্লাহ্ (স.) হাসান ইবন আলী (রা.) কে চুমু দিলেন।"[২০৫] "রাসূলুল্লাহ্ (স.) হুসাইন ইবন আলী (রা.)-কে চুমু দিলেন।"[২০৬] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জীবনে শিশুদের সাথে তাঁর প্রশংসনীয় আচরণের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর 'আলী বলেন, "One of his particular characteristics was his fondness for children, who flocked round him whenever he issued from his house; and it is said he never passed them without a kindly smile."[২০৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) শিশুদেরকে আনন্দ-ফূর্তির মধ্যে রাখতেন এবং অনেক সময় নিজে শিশুদের সংগে খেলা করতেন। তিনি শিশুদের ভালোবাসতেন ও আদর করতেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সালাতের মত মৌলিক ইবাদতও সংক্ষিপ্ত করা হতো শিশুদের স্বার্থে। মহানবী (স.) প্রায়ই এমন করতেন। হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) শিশুদের আওয়াজ শুনতে পেলেন অতঃপর সালাত সংক্ষিপ্ত করলেন।"[২০৮] শিশুরা কান্না-কাটি করলে শিশুদের যেমন কষ্ট হয় তেমনি মায়েদের মনেও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমনটি করতেন এবং অন্যদেরও এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। আরেকটি হাদীস হতে এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) সালাতরত অবস্থায় যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শোনতেন তখন (শিশুটির মায়ের মনে কোন অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে এ আশংকায় তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে) ছোট একটি আয়াত কিম্বা ছোট একটি সূরা তিলাওয়াতের মাধ্যমে সালাত শেষ করে নিতেন।"[২০৯] আবূ মাস'উদ 'উকবাহ ইবন 'আমর আল বদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে লোকদের মধ্যে ঘৃণা ও দূরত্ব সৃষ্টিকারী। তোমাদের যে-ই লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে। কারণ তার পেছনে নামাযীদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ, শিশু এবং হাজতমন্দ ব্যক্তিবর্গ।"[২১০]

যুদ্ধের মত ভয়াবহ সময়েও শিশুদের হত্যা করতে মহানবী (স.) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা শিশুদের এবং গীর্জার বাসিন্দাদের হত্যা করো না।"[২১১] অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমরা বৃদ্ধদের এবং শিশুদের হত্যা করো না।"[২১২] আরো বলা হয়েছে, "তোমরা কখনোই নারীদের, শিশুদের এবং জরাজীর্ন বৃদ্ধদের হত্যা করো না।"[২১৩] আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "মহানবী (স.) নারী ও শিশুদের হত্যা করতে বারণ করেছেন।"[২১৪] সীরাত গ্রন্থগুলো থেকে মুসলমানদেরকে এ মূল্যবোধ দেয়া হয় যে, প্রত্যেকটি যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে মহানবী (স.) এবং পরবর্তীতে খলীফাগণ সৈনিকদেরকে মানবিক মূল্যবোধ যাতে রক্ষা করা হয় সে ব্যাপারে সচেতন করে দিতেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে চরম উত্তেজনার সময়ও যেন কোন নারী, বৃদ্ধা ও শিশুকে হত্যা বা প্রহার করা না হয় সে ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া হতো। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে কাউকেই রেহাই দেয়া হচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময় কোন যুদ্ধে কোন বৃদ্ধা, নারী বা শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এর সমর্থনে কেউ কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) শিশুদের কখনো হত্যা করেননি।"[২১৫]

আজকাল শিশুশ্রম নিয়ে অনেক কথা-বার্তা শুনা যায়। আসলে শিশুশ্রম যেহেতু একটি অমানবিক ব্যাপার তাই ইসলাম প্রথম দিকেই এ ব্যাপারটিকে নিষিদ্ধ করেছে। শিশুরা কচি হৃদয়ের মানুষ তাই এদেরকে উপার্জনে লাগানো

---

২০৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১০৯
২০৫. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৮
২০৬. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৬৯
২০৭. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, New York, 1961, p. 8
২০৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত, হাদীস নং- ১৯১
২০৯. *আখলাকুন্ নবী (স.)*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৭, ১৬০, পৃ. ১০৩
২১০. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত, হাদীস নং- ১৮২
২১১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ২০০
২১২. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ৮২, ولا تقتلوا شيخا...ولا صغيرا
২১৩. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ১০
২১৪. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ২৫, ২৬
২১৫. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ১৩৭, ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

শোভনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা শিশুদের ওপর উপার্জন করার দায়িত্ব চেপে দিও না।"[২১৬] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বড়দের জন্য যেসব কাজ ঝুঁকিপূর্ণ সে ধরনের কাজও বাংলাদেশে শিশুদের দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। শুধু শিশুশ্রম নয় ইসলামের হদসমূহ কার্যকরী করা হতে শিশুদের পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যোগ্য (বয়স ও জ্ঞান) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুদের উপর থেকে দন্ডবিধি স্থগিত করা হয়েছে।"[২১৭] যাহোক ন্যূনপক্ষে শিশুদের জন্য মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) শিশুদেরকে প্রজাপতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এতেই শিশুদের প্রতি অবশিষ্টদের করণীয় সম্পর্কে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "শিশুরা হলো জান্নাতের প্রজাপতি।"[২১৮]

ইসলামে শিশুদের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন সময় ও পরিস্থিতিতে শিশুস্বার্থ দেখা ইসলামের শিক্ষা। এ জন্য তাদের জীবন রক্ষার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।"[২১৯] অন্যস্থানে বলা হয়েছে, "তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে আমিই রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[২২০] কন্যাশিশু ও পুত্রশিশুর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যাবে না। বিশেষ করে তারা যদি কচি বয়সে বড়দের এই মানসিকতা দেখতে পায় তাহলে শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এর চেয়ে বড় অমানবিক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এধরনের কুৎসিত মানসিকতা ছিল জাহিলী যুগের লোকদের। এ প্রসংগে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "ওদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট!"[২২১] তাদের এ ধরনের জঘন্য কাজের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[২২২] মহানবী (স.) কন্যাশিশুদেরকে রাগ করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি একজন সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "অবশ্যই তুমি তোমার কন্যাদের রাগ করো না।"[২২৩] যেহেতু আজকাল কন্যাশিশুদের প্রতিই বেশি অমানবিক নির্যাতন চালানো হয় তাই আজকের প্রেক্ষাপটে এ হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকাল অপ্রাপ্ত শিশুদের দিয়ে এক শ্রেণীর লোক জোরপূর্বক দেহ ব্যবসা করাচ্ছে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করছে ও বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। যা সকল মনুষ্যত্বকে কবর দেয়ার শামিল। আজকাল শিশুদের ওপর যে সব ক্ষেত্রে নির্যাতন চালানো হচ্ছে ইসলাম এর প্রত্যেকটি কর্মকান্ড বহুপূর্বেই অবৈধ ঘোষণা করেছে।

ইসলামী 'আকীদা ও বিশ্বাসে শিশুরা হলো পিতা-মাতা ও অভিভাবকের কাছে রক্ষিত আমানত স্বরূপ। যে আমানত সম্পর্কে পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। দায়িত্বানুভূতির ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, "আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছি, "প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা একজন দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বের জন্য জবাবদীহি করতে হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। আসলে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[২২৪] তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা অভিভাবকদের মহান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করাই পিতা-মাতার জন্য মানবিক মূল্যবোধ। খুব

---

[২১৬] . ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতী'যান, হাদীস নং-৪২ ولا تكلفوا الصغير الكسب

[২১৭] . ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, বাব নং- ২২

[২১৮] . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিয়র, বাব নং- ১৫৪ صغار هم دعاميص الجنة

[২১৯] . আল-কুর'আন, ৬ঃ১৫১ ولا تقتلوا اولادكم من املاق

[২২০] . আল-কুর'আন, ১৭ঃ৩১ ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ، نحن نرزقهم واياكم ، انّ قتلهم كان خطا كبيرا

[২২১] . واذا بشرّ احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشرّ به ، ايمسكه' على هون ام يدسه فى التراب ، الا ساء ما يحكمونَ আল-কুর'আন, ১৬ঃ৫৮, ৫৯

[২২২] . আল-কুর'আন, ৮১ঃ৮, ৯ واذاالموءدة سئلت ، باى ذنب قتلتْ

[২২৩] . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবু ফাযায়িলিস্ সাহাবা (فضائل الصحابة), হাদীস নং- ৯৬

[২২৪] . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ২০

Dhaka University Institutional Repository

আদর করা হলো কিন্তু ভালো একটি নাম রাখা হলো না, আকীকা দেয়া হলো না, শিক্ষা-দীক্ষা-আদাব-শিষ্টাচার শিখানো হলো না তাহলে মূল্যবোধের মূল্য দেয়া হলো না। লুকমান (আ.) তার উপদেশের মাধ্যমে পিতা-মাতার মূল্যবোধ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, "হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎ কর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও। এটিই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[২২৫] আরেকটি আয়াত হতে দায়িত্বের সীমা সম্বন্ধে জানা যায়, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।"[২২৬]

শিশুদেরও তাদের পর্যায় অনুযায়ী সম্মান-মর্যাদা রয়েছে। তারা বয়সে ছোট বলেই তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মান কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে শিষ্টাচার শিখাও।"[২২৭] মহানবী (স.) সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বয়সের মানুষকে নির্ধারিত করতেন না। তিনি আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সবাইকে সালাম করতেন। যার ফলে তিনি সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়ে ওঠেন। "আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তারপর তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমনটি করতেন।"[২২৮] অর্থাৎ মহানবী (স.) শিশুদের কোন কিছু শেখাতেন নিজে অনুশীলন করে এবং সাহাবীদেরকেও শিশুদের প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ দিতেন। তিনি কোন কিছু নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে দিতেন না। বরং কাজটি সবার আগে করে দেখিয়ে দিতেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ দেশের মানুষের মানবিক দিকটি এতটাই নীচে নেমে গেছে যে, পত্রিকার পাতায় নিম্নে উল্লেখিত সংবাদ শিরোনাম দেখতে হয়, 'শিক্ষকের বেত্রাঘাতে ছাত্রের মৃত্যু' 'গৃহকর্তীর অত্যাচারে কাজের ছোট মেয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছে' 'ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা'। এ খবরগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখন নিত্যদিনের ঘটনা। বিশেষত বাসার কাজের শিশু মেয়েটিকে দিয়ে অনেক কাজ আদায় করিয়ে নিলেও তার প্রতি সামান্যতম মানবীয় আচরণটুকুও করা হয় না। এখানে দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির শিশুর প্রতি করণীয় সম্পর্কিত বাণী উল্লেখ করা হলো। আহনাফ ইবন কায়েস হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) কে যে উপদেশ দিলেন তা নিম্নরূপ, "শিশুরা আমাদের স্তম্ভ যাতে আমাদের পিঠ হেলান দিতে পারে। তারা আমাদের অন্তরের বাসনা বা আকাংখিত ফল স্বরূপ। তারা আমাদের নয়ন শীতলকারী। তাদের নিয়েই আমরা শত্রুদের উপর আক্রমন চালাই। আমাদের পরে তারাই আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং তোমার উচিৎ তুমি তাদের জন্যে কোমল ভূমি হয়ে যাবে। তারা চাইলে তাদের দাও। তারা তোমার খুশী কামনা করলে তাদের প্রতি তুমি খুশী থাক। তাদের তুমি নিজ ভালবাসা স্নেহ থেকে বঞ্চিত করো না। অন্যথায় তারা তোমার নিকট থেকে ভাগবে, তোমার জীবনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে, আর তোমার মৃত্যু কামনা করবে।"[২২৯] ইসলামী দার্শনিক ইবন খালদুন বলেছেন,[২৩০] "শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীদের প্রহার করা সমীচীন নয়। বিশেষত স্বল্প বয়সের শিশুদের উপর মোটেই কঠোরতা আরোপ করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি শিশুদের উপর কঠোরতা আরোপ করে সে তাদের অন্তর থেকে খুশী ছিনিয়ে নেয়, তাদের অকর্মন্য ও অকেজো করে রাখে। তাদের মিথ্যুক ও ক্ষুনতলবী করে ছাড়ে। (তাদের মধ্যে প্রদর্শনী ভাব ও মুনাফিকীর বীজ প্রতিপালিত হয়) তারা এমন সব কথা বলতে শুরু করে যা তাদের মনের বিপরীত। কারণ, তারা এমনটি না করলে তিরস্কার ও

---

২২৫. يا بنى اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهَ عَن المنكر واصبر عَلىٰ ما اصابكَ ، ان ذالك من عزم الامور ، ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا ، ان الله لا يحب كل مختال فخور ، واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ، ان انكر الاصوات لصوت الحمير আল-কুর'আন, ৩১:১৭-১৯

২২৬. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرونَ আল-কুর'আন, ৬৬:৬

২২৭. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৩

২২৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাম, হাদীস নং- ১৫ عن انس (رض) انه مرّ على صبيان فسلّم عليهم وقال: كان رسول الله (ص) يفعله

২২৯. আফজাল হোসাইন, *শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (তা'লীম ওয়া তারবিয়াত)*, ঢাকাঃ ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ৪৩৮

২৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ভৎর্সনার শিকার হয়ে পড়ে।, তারা ধোকা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, এটা ছাড়া তাদের কাজ চলে না। অবশেষে এ অভ্যাসই তাদের চরিত্র ও কর্মের অংশে পরিণত হয়। সুতরাং শিক্ষকের উচিত তার ছাত্রের উপর এবং পিতা নিজ সন্তানের উপর ক্রোধ ও জবরদস্তি প্রদর্শন না করা এবং জোর যবরদস্তি করে প্রতিপালন (প্রশিক্ষণ) না করা।

শিশুদের লালন-পালন করতে গিয়ে মানুষ যদি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় তাহলে ইসলামে তাদের জন্য বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর সে শিশুটি যদি কন্যা হয় তাহলে তো বেশুমার মর্যাদা। এমন কি এর ফলশ্রুতিতে তার জীবনে সফলতা এসে যেতে পারে। আনাস (রা.) মহানবী (স.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এরকম একত্র থাকব। তিনি তাঁর আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।"[২৩১] শিশুদেরকে অভাব-অভিযোগ বুঝতে না দেয়াই উত্তম নচেৎ কচি মনে সাংঘাতিক রেখাপাত করে থাকে। এতে সে মানসিকভাবে ভেংগে পড়ে। 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক মহিলা আসল এবং তার সাথে দু'টি মেয়েও ছিল। সে কিছু চাইল কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেল না। আমি খেজুরটা তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মধ্যে বন্টন করল, কিন্তু সে নিজে তা থেকে খেল না, অতঃপর উঠে চলে গেল। নবী (স.) আমাদের কাছে আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটি অবহিত করলাম। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তিই এরূপ কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (কিয়ামতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াবে।"[২৩২]

নির্বাক প্রাণীদের প্রতি মানবিক আচরণ

পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য জীব-জন্তুর বিচরণ ও অবস্থান খুবই জরুরী। এ জন্য মহান আল্লাহ মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিমিত জীব-জন্তু সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠে ছেড়ে দিয়েছেন। জীব-জন্তু না থাকলে মানুষের বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়তো। অথবা আমরা হয়তো বাঁচতেই পারতাম না। আমাদের খাদ্যসহ জীবন ধারণের অনেক উপকরণ আমরা প্রাণীদের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি।

বিভিন্ন জীবের অল্প-অল্প ভূমিকার ফলে আমাদের পরিবেশ সমৃদ্ধ হয়। এরা আমাদের এ ধরাকে বাসযোগ্য রাখার জন্য অনবরত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ কেঁচোর কথা উল্লেখ করা যায়। কেঁচোর বিচরণ ও বেঁচে থাকার ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য কেঁচোকে বলা হয় প্রাকৃতিক লাঙ্গল। কারণ সে সর্বদা মাটি চষে বেড়াচ্ছে। কেঁচো মাটির মধ্যে নাইট্রোজেন প্রবেশে সাহায্য করে। যা না থাকলে মাটিতে ইউরিয়া দিতে হয়। কেঁচো জমি খোঁড়াখুঁড়ি করে বলে তা নরম ও উর্বর হয়। এতে ফলন বহু গুনে বেড়ে যায়। এ জন্য দেখা যায় যে, যে সব এলাকায় কেঁচো বেশী থাকে সে সব এলাকার মাটি অপেক্ষাকৃত উর্বর হয়, চাষ করতে কষ্ট কম হয় সর্বোপরি ফসল বেশী হয়। আবার কেঁচোদের খেয়ে বিভিন্ন মাছ ও পাখিরা জীবন ধারণ করে থাকে।[২৩৩]

ইসলাম যে সব বৈশিষ্টের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো জীবে দয়া করা। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,"আল্লাহ কোমল, তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন।"[২৩৪] এপ্রসংগে আরেকটি হাদীস আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-" তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে; কঠোরতা আরোপের জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি।"[২৩৫] আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসূল (স.) আরো সংক্ষিপ্ত ভাবে বলেছেন, "তোমরা সহজ কর; কঠিন করোনা।"[২৩৬] দয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল (স.) মানুষ এবং জীব-জন্তুকে একই চোখে দেখেছেন। আল্লাহ মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যাপারে এজন্যই বলেছেন- "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[২৩৭] বিশ্ব জগতের প্রতি কথাটি বলে এ

---

২৩১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১৪৯

২৩২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১৪৭

২৩৩. মুহম্মদ হুমায়ুন কবির, *পরিবেশ কোষ*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০১, পৃ. ৮৭

২৩৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬০২৪/ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১৬৫

২৩৫. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২২০/ইমাম নবুবী, *রিয়াদুস সালিহীন*, হাদীস নং- ৫/ ৬৩৬, পৃ. ২৯৯

২৩৬. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রগুক্ত, হাদীস নং- ৬৯/ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৩৪

২৩৭. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين আল কুর'আন, ২১ঃ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, জীব বৈচিত্র্যও তাঁর রহমতের আওতাধীন। তাঁকে শুধু মানুষ বা মু'মিন বা মুসলিমদের জন্য পাঠানো হয়নি। তিনি তাঁর আচরণের মাধ্যমে এ আয়াতের স্বার্থকতা প্রমাণ করেছেন।

অপরিণত জীব-জন্তু ও ঝাটকা মাছ শিকার করা কয়েকটি কারণে ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যেমন-

ক) ইসলামে এর পক্ষে কোন অনুমোদন নেই।

খ) এটা মানুষের রিযকে অবৈধ হস্তক্ষেপ।

গ) এটি জীব-জন্তু, মাছ বা পাখির প্রতি অন্যায় আচরণ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটিই যুলম।

ঘ) এটি হাকক্বুল ইবাদ নষ্টের সামিল; প্রয়োজন ব্যতিরেকে কারো জীবন হরণের অধিকার কারো নেই।

যারা প্রাণীদের প্রতি দয়ার আচরণ করে তাদের ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন, "(রাহমান) দয়ালু শুধু দয়াবানদের প্রতিই দয়া করে থাকেন।"[২৩৮] রাসূল (স.) আরো বলেন- "তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর; তাহলে আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"[২৩৯] রাসূল (স.) আবার বলেছেন, "আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকেই দয়া করেন, যারা পরস্পর দয়া প্রদর্শন করে।" [২৪০]

ইসলামের আলোকে জীব-জন্তুর প্রতি করণীয়

ইসলামে জীব-জন্তু থেকে শুরু করে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যে পশু-পাখী আমাদের ও পরিবেশের জন্য এত ত্যাগ করছে তাদের প্রতিও আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। ইসলাম সে প্রসংগেও আলোকপাত করেছে। যেমন..

একান্ত জরুরী কোন কারণ ব্যতীত জীব-জন্তু হত্যা করাকে ইসলামে কঠোর হস্তে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল (স.) পিপীলিকা ও হুদহুদ (পাখী) কে হত্যা করতে বারণ করেছেন।[২৪১] অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স.) মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)[২৪২] সকল প্রাণীই পরিবেশের জন্য অপরিহার্য, তাই কোন প্রাণীকেই বধ করা যাবে না। হাদীস থেকে সে কথাই প্রমাণিত হলো। মহানবী (স.) এর ইনতিকালের পর তাঁর খলীফারা এ বিধানকে কার্যকরী করেছিলেন। ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) মহানবীর অনুসরণে তাঁর সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হে যায়িদ! ফলের গাছ কাটবে না, শুধু খাদ্যের প্রয়োজনে যা তোমরা হত্যা করবে তার বাইরে গবাদি পশুর কোন অনিষ্ট করবে না।"[২৪৩]

ইসলাম জীব-জন্তুর প্রতি কর্তব্যের ব্যাপারে এতটাই সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে যে, পশুর খাদ্য প্রদান ব্যতীত গাছের পাতা ছেড়াকেও অবৈধ ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে হারাম (অর্থাৎ পবিত্র, সম্মানিত লূর্লংঘনীয়) করেছেন আর আমি হারাম করছি মদীনাকে - মদীনার দুই সীমানার মধ্যবর্তী স্থানকে। সুতরাং এতে রক্তপাত করা যাবে না। যুদ্ধের অস্ত্র বহন করা যাবে না। পশুর খাদ্য ব্যতীত পাতা ঝরানো যাবে না।"[২৪৪] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, হারাম শরীফে অনেক কিছু হারাম হলেও পশুর খাবার প্রদানের জন্য গাছের পাতা ঝরানো হারাম নয়।

পশু-পাখীদের আশ্রয়স্থল প্রয়োজন ব্যতীত ধ্বংস করা যাবে না। সাহাবী অবদুল্লাহ ইবন হুবায়শ (রা.) থেকে বর্ণিত আবূ দাউদ শরীফে আছে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে (অন্যায় ভাবে) বরই গাছ কেটেছে (মুসাফির ও পশুর আশ্রয় নষ্ট হয়েছে) আল্লাহ তাকে তার মাথা নিচু করে জাহান্নামে ফেলবেন।"[২৪৫] এসব কারণেই ইসলামে বৃক্ষ রোপনের এত গুরুত্ব। এ প্রসংগে একটি হাদীস উল্লেখ না করলেই নয়। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.)

---

২৩৮. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৫৮

২৩৯. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ৩৬

২৪০. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৩২

২৪১ ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৬৪

২৪২. মুফতী শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৮

২৪৩. সৈয়দ আমির আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ১৩০

২৪৪. অধ্যাপক মওলানা আহমদ আবুল কালাম, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্বদেশ প্রেম" দ্যুতি, ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) স্মরণিকা, ২০০৩, ১৪২৪ হিজরী, *তমদ্দুন মজলিস*, অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত, পৃ. ৫৯

২৪৫. অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *নির্বাচিত হাজার হাদীস*, রাজশাহীঃ আল-ইসলাহ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ২০০১, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, "যদি কেউ জানে যে, আগামী কালই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে; অথচ তার হাতে একটি গাছের চারা রয়েছে, সে অবস্থায়ও সে যেন চারাটি রোপণ করে।"[২৪৬] বলাবাহুল্য যে, গাছ, গাছের ফল, ফুল, পাতা, ডাল-পালা ও ছায়া এসবই পশু-পাখীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। বনই তো এদের আসল ঠিকানা।

ইসলাম জীব-জন্তুর ব্যাপারে এতটাই গুরুত্বারোপ করেছে যে, এদেরকে গালা-গালি ও লা'নত দিতেও মানুষকে নিষেধ করেছে। যায়িদ ইবন খালিদ আল জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা সে সালাতের জন্য (মানুষকে ঘুম থেকে) জাগিয়ে তোলে"।[২৪৭] ব্যাপারটির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম রেখেছেন নিম্নোক্ত ভাবেঃ

"জীবজন্তুকে লানত করায় নিষেধ প্রসংগ।"[২৪৮]

জীবজন্তুর সাথে বাহানা করা যাবে না। ধোঁকা দেয়া হারাম; সেটা মানুষ হোক বা জীব-জন্তু। খাবার দেয়ার লোভ দিয়ে খাবার না দেয়া বড় ধরনের অন্যায় ও প্রতারণা। বড় মাপের মুহাদ্দিসগণ এমন ধরনের লোকদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (র.) বলেন, "আমি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করবো না; যে চতুষ্পদ জন্তুকে ধোঁকা দেয়।"[২৪৯]

জীবজন্তুকে যথা সময়ে খাদ্য, পানি এবং বিশ্রামের স্থান দিতে হবে। কোন অবস্থায়ই এদেরকে ক্ষুধার্ত রাখা যাবে না। এমন কি আরোহণের সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সুহাইল ইবন হানযালাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (স.) এমন একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, (ক্ষুধায়) যার পেট-পিঠ এক হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (স.) বললেন, "এ বাকহীন পশুগুলোর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা উত্তম অবস্থায় এর উপর আরোহন করবে এবং উত্তম অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিবে।"[২৫০] রাসূল (স.) আবার বলেছেন, "যখন তোমরা এসব নির্বাক পশুদের উপর আরোহন করবে; তখন এগুলোকে তাদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে রাখবে।"[২৫১]

এ দেশে মাঠে-ঘাটে দেখা যায় প্রায়ই কৃষকরা তাদের গরু-মহিষকে সময় মত ও পরিমাণ মত ঘাস-পানি দেয় না। আবার এলের দিয়ে জমি চাষের কাজ করা শুরু করলে আর সহজে ছাড়ে না। পশু-পাখীদের প্রতি এ ধরনের অচরণকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব জীব-জন্তুকে পরিমাণ মত খাদ্য ও বিশ্রাম দিতে হবে। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "প্রাচুর্যের পথে তোমরা যখন সফর করবে; তখন তোমরা তোমাদের উটগুলোকে মাটি থেকে তার হক (ঘাস-পানি) নিতে অবকাশ দিবে। অর তোমরা যখন অজন্মার সময় (ঘাস-পানিবিহীন এলাকা হতে) সফর করবে, তখন তড়িৎ উটগুলোকে চালাবে। যাতে উটগুলো পথিমধ্যে ঘাস-পানির অভাবে কষ্ট না পায় এবং মনযিলে পৌঁছে খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে।[২৫২] ইমাম কুরতুবী বলেন, "যার ঘরে তার বিড়াল খাবার ও অন্যান্য দরকারী বস্তু না পায় এবং যার পিঁজায়ায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত এবাদতই করুক, এহসানকারী বলে গণ্য হবে না।"[২৫৩] আরব দেশে উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। উটের ব্যাপারে মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা উটকে জমীন থেকে তার অংশ দাও।"[২৫৪]

জীব-জন্তুর পিঠে তার সাধ্যের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেয়া বা তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ আদায় করা ঠিক নয়। আবার দীর্ঘক্ষণ উপবাস রাখাও ঠিক নয়। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মাদ (স.) এ সব কর্মের হোতাদের ভীষণ ভাবে তিরস্কার করেছেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এক আনসার ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করলেন

---

২৪৬. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৫০, পৃ. ১৭৪, ১৯১

২৪৭. ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫১০১,

২৪৮. ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ৫০

২৪৯. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গংগুহী, *যফরুল মুহাস্সিলীন বি-আহ ওয়ালুল মুসাম্নিফীন*, ইউ. পি. হানীফ বুক ডিপু, তা. বি., পৃ. ১০৪

২৫০. ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ৪৪

২৫১. ইমাম মালিক, *মু আত্তা*, কিতাবুল ইসতী যান, হাদীস নং - ৩৮ فاذا ركبتم هذه الدوابّ العجم فانزلوها منازلها

২৫২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ১৭৮

২৫৩. মুফতী মোঃ শফী (রঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪

২৫৪. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং-৭৫ فاعطوا الابل حظّها من الارض

Dhaka University Institutional Repository

এবং সেখানে একটি উট দেখতে পেলেন। তখন সেটি ছিল পরিশ্রান্ত এবং তার দু চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) উটের কাছে এলেন এবং চোখের পানি মুছে দিলেন। তারপর তিনি বললেন: এ উটের মালিক কে? মালিক বলল: হে আল্লাহর রাসূল (স.) উটের মালিক আমি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: এ সব জীবের ব্যাপারে তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না। যেগুলোর মালিকানা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন? উটটি আমার কাছে এ অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে উপবাস রেখেছো এবং অতিরিক্ত খাটিয়েছো।[২৫৫] পশুদেরকে বিরতি ও বিশ্রাম দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। বিরতিহীনভাবে তাদের পিঠে বসে থাকা যাবে না এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমরা পশুদের পিঠগুলোকে আসন বানিয়ে নিওনা।"[২৫৬]

অনেক প্রতারক ব্যক্তি তাদের পশু বেশী দুধ দেয়, এটি প্রমাণের জন্য পশু বিক্রির অনেক দিন পূর্ব থেকেই দুধ দোহন বন্ধ করে দেয়। যাতে স্তন ফুলে মোটা ও ভারী হয়ে যায়। এতে পশুরা প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে থাকে। অন্য দিকে ক্রেতারাও আসল অবস্থা বুঝতে না পেরে প্রতারিত হয়। যেটি ইসলাম কোন ভাবেই সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ (স.) এ ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে বলেন, "তোমরা উট ও ছাগলের দুধ আটকে রেখো না।"[২৫৭] আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, "মহানবী (স.) অন্যের দরের ওপর দর হাঁকাতে এবং পশুদের (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন।"[২৫৮]

পশু-পাখিদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের দরুন মানুষ পরকালে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করবে। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এক মহিলা একটি বিড়ালের ঘটনায় অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে মহিলা খেতেও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি। ছেড়ে দিলে বিড়ালটি জমিনের পোকা-মাকড় থেকে খেতে পারত।[২৫৯]

আনন্দ-ফূর্তি করার জন্য পশু-পাখি শিকার করা যাবে না। অনেকে অনর্থক এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকেই কৌতুহল বশতঃ পশু-পাখি শিকার করে মজা করে থাকে; যা ইসলামের মত আদর্শিক সভ্যতায় শোভনীয় নয়। ইসলামে একটি প্রাণী কখনো খেলার পাত্র হতে পারে না। মহানুভব নবী মুহাম্মাদ (স.) এ প্রসংগে বলেন, "যে ব্যক্তি কোন চড়ুই পাখিকেও বিনা প্রয়োজনে হত্যা করবে, তার বিরুদ্ধে ঐ পাখি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ফরিয়াদ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তি নিছক বিনোদনের জন্য হত্যা করেছিল, কোন প্রয়োজনে হত্যা করেনি।"[২৬০]

কোন প্রাণীকে তীর নিক্ষেপন প্রশিক্ষণের জন্য লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করাও হারাম। অতএব কোন সামরিক প্রশিক্ষণে বা কোন যুদ্ধ প্রশিক্ষণে শিকার অনুশীলনের জন্য জীব-জন্তুকে লক্ষ্য স্থির করা যাবে না। হাদীসে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিয়েছেন, যে কোন প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করে।"[২৬১]

পশুদেরকে চিহ্নিত করার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে জীবজন্তুর মুখে কোনপ্রকার অস্ত্র বা আগুন দিয়ে স্থায়ী দাগ দেয়া যাবে না। এটি ইসলামে হারাম। হাদীস থেকে জানা যায়, একবার রাসূল (স.) এমন একটি গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার মুখে দাগ দেয়া হয়েছে; তখন তিনি বললেন, যে এ ধরণের দাগ দিয়েছে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন।[২৬২] রাসূল (স.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি জীব-জন্তুর মুখে দাগের সৃষ্টি করে; আমি তাকে অভিসম্পাত করি।"[২৬৩] তাই জীব-জন্তুকে কষ্ট দিয়ে তাদের মুখে কিছু অংকন করা বা প্রতীক অংকন করাও যাবে না।

পশু-পাখি ব্যবহার সময় যথাসম্ভব তুলনামূলক আরামের দিকটি খেয়াল রাখতে হবে। আরামপ্রদ পন্থা ব্যতিরেকে জীব-জন্তুকে হত্যা করা বৈধ নয়। হত্যা করা হবে বলেই তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা যাবে না। বরং নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করতে হবেঃ

---

[২৫৫]. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড - ১, পৃ. ৩০৪, ৩০৫

[২৫৬]. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড - ৩, পৃ. ৪৪১

[২৫৭]. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং- ৯৬

[২৫৮]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং- ১২ نهى عن النجش وعن التصرية

[২৫৯]. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯০/ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং -- ২১৮৪

[২৬০]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড - ৪, পৃ. ২৮৯

[২৬১]. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৫১৫/ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সাইদ, হাদীস নং- ৫৮

[২৬২]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং - ২১১৭, কিতাবুল্ লিবাস , হাদীস নং - ১০৮, ১০৯

[২৬৩]. ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ৫২

Dhaka University Institutional Repository

১. খেতে দিতে হবে।
২. পান করতে দিতে হবে।
৩. ভাল স্থানে রাখতে হবে।
৪. পূর্বেই অস্ত্রে ধার দিয়ে নিতে হবে।
৫. যবেহর পর চামড়া খসানোর পূর্বে একটু সময় দিতে হবে।

এ প্রসংগে **নিম্নোক্ত হাদীসগুলো প্রনিধানযোগ্যঃ** আবূ ইয়ালা শাদ্দাদ ইবন আউস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ প্রতিটি ব্যাপারে ইহসান করাকে ফরয করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে তখন ইহসানের সাথে করবে, আবার যখন যবেহ করবে তখন ইহসানের সাথে করবে। তাই লোকেরা যেন তাদের অস্ত্র ধারালো করে নেয় এবং যবেহকৃত প্রাণীকে যেন একটু বিশ্রাম দেয়।"[২৬৪] আরেকবার মহানবী (স.) নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন যবেহ করবে; তখন সে প্রস্তুতি নিয়ে নিবে।"[২৬৫] রাসূল (স.) নিজের ব্যাপারে বলেছেন, "আমি বকরী যবেহ করে থাকি ; এবং আমি অবশ্যই বকরীর উপর দয়া করব।"[২৬৬] অনেক সময় মানুষ ভোতা অস্ত্র দিয়ে পশু যবাই করে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে। এটাও অমানবিক। এজন্য রাসূল (স.) অস্ত্র ধার দিয়ে নিতে বলেছেনঃ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) অস্ত্র ধার দিয়ে নিতে আদেশ করেছেন।[২৬৭] পশু-পাখি যবেহর উদ্দেশ্যে বহু পূর্ব থেকেই পশু-পাখির হাত-পা বেঁধে ভূপাতিত করে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে এক ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা। একবার এক ব্যক্তি একটি বকরীকে যবেহর জন্য শোয়ালেন এবং অস্ত্রে ধার দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি কি মৃতকে মারতে চাও? এটিকে শোয়ানোর পূর্বে তুমি তোমার অস্ত্রে ধার দিতে পারলে না?[২৬৮] এমন কি যবেহর বহু পূর্ব থেকে এদেরকে আটকিয়ে রাখাও যৌক্তিক নয়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আল্লাহর রাসূল (স.) পশুদের আটকিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন।"[২৬৯]

যে কোন কারণেই হোক না কেন অনুপযুক্ত বাচ্চাদের ধরা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা এক সফরে রাসূল (স.) এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ আমরা চড়ুই সদৃশ একটি পাখি দেখতে পেলাম; যার সাথে দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা ঐ দুটোকে ধরে আনলাম। তারপর মা পাখিটি পাখা দুটো ঝাপটাতে ঝাপটাতে এলো। অতঃপর রাসূল (স.) এলেন এবং বললেনঃ এগুলোকে কে তাদের পিতা-মাতা থেকে আলাদা করেছে? বাচ্চাগুলোকে স্ব-স্থানে রেখে এসো।[২৭০] পরিণত একটি মাছ, পশু ও পাখি দ্বারা যত লোক উপকৃত হতে পারে তা ছোট বাচ্চা দিয়ে সম্ভব নয়। ইসলামের এসব বিধান সমাজে পালন করা হচ্ছে না বলেই খাদ্য ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এ কারণে বিদেশের কাছে সর্বদা সাহায্য প্রার্থনা করে থাকি। এদেশে কারেন্ট জাল ফেলে ছোট মাছগুলো ধরা হয়। যার ফলে দেশে মাছের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহর অধিকার ক্ষুণ্ন করলে হয়তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করলে উক্ত মানুষ তা ক্ষমা না করলে আল্লাহও তা ক্ষমা করবেন না। নদী-নালা, সমুদ্রের মাছ হলো জনগনের সম্পদ, অতএব তাতে নির্দিষ্ট কিছু লোক অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

পশু-পাখিদের আগুনে পুড়ে মারা ইসলামে নৃশংস কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। সাহাবীদের একটি দল বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল (স.) পিপীলিকার একটি আবাস দেখতে পেলেন। যে গুলোকে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, এ গুলোকে কে জ্বালিয়ে দিয়েছে ? আমরা বললামঃ আমরা হে আল্লাহর রাসূল (স.)। তিনি বললেনঃ "আগুনের প্রভূ ব্যতীত আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া কারো উচিৎ নয়।"[২৭১]

কোন প্রাণীর অংগ বিকৃতি, অংগচ্ছেদ বা অংগহানি করা ইসলামে নিষেধ। হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি জীব-জন্তুর অংগের বিকৃতি ঘটায় মহানবী (স.) তাকে অভিসম্পাত করেছেন।"[২৭২] রাসূলের সাহাবীরাও এ ব্যাপারে অগ্রণী

---

[২৬৪]. ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দিয়াত, বাব নং- ১৪
[২৬৫]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস-সাইদ, হাদীস নং- ৫৭
[২৬৬]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩৪
[২৬৭]. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাবায়িহ, বাব নং- ২, ৪৫।
[২৬৮]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ২৮১
[২৬৯]. نهى النبى (ص) ان تصبر البهائم ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং - ৫৫১৩
[২৭০]. ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৭৫
[২৭১]. ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৭৫
[২৭২]. لعن النبى (ص) من مثل بالحيوان ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাবায়িহ, বাব নং- ২৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সংগীরাও জীব-জন্তুর স্বার্থের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। বিশেষত যুদ্ধ বা কোন অভিযানের পূর্বে মুসলিম বাহিনীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিতেন। ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) উসামা বিন যায়িদের বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণের পূর্বে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ "অংগ বিকৃতি করো না। ছোট বাচ্চাদের, বৃদ্ধদের এবং নারীদের হত্যা করো না। অপরিপক্ক খেজুর পেরো না, খেজুর বাগানে আগুন লাগিয়ে দিও না, ফলদার বৃক্ষ কর্তন করবে না। খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে বকরী, গাভী ও উষ্ট্রী যবাই করো না।"[২৭৩] তাই দেখা যায় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে মুসলমানরা কখনো যুদ্ধ করেনি; বরং একটি সুন্দর পরিবেশের জন্যই মুসলমানদের সকল তৎপরতা পরিচালিত হতো।

সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা প্রত্যেকের অধিকার। এতে মানুষ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যাবে না। পশু-পাখিকে খাসি করার মাধ্যম তাদের বংশকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। অধস্তন বংশধর সংক্ষিপ্ত করার অধিকার কারো নেই। যা একটি অমানবিক আচরণ। কোন মানুষকে জোর করে এমনটি করা হলে সে মেনে নেবে না। তাহলে পশু-পাখির প্রতি কেন এমন আচরণ করা হবে? কোন সৃষ্টি পৃথিবীতে কত পরিমাণ থাকবে তা মানুষ নির্ধারণ করতে পারে না। অতএব কোন প্রাণীকে নপুংশক বা খাসি করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি গর্হিত কাজ। হাদীসে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোড়া ও অন্যান্য পশুকে খাসি করতে বারণ করেছেন।"[২৭৪] আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) পশুকে নপুংশক করাকে অপছন্দ করতেন এবং বলতেন এর মধ্যে (স্বাভাবিকাবস্থায়) সৃষ্টির পূর্ণতা রয়েছে।"[২৭৫]

রাসূল (স.) পশু-পাখিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগাতে নিষেধ করেছেন। যেমন- মোরগ লড়াই, ষাড়ের লড়াই সম্পূর্ণ হারাম। হাদীসে বর্ণিত আছে, "নবী করীম (স.) জন্তুগুলোকে উত্তেজিত করে দিয়ে পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।"[২৭৬] তদানীন্তন আরবের লোকেরা দু টো ছাগল কিংবা বলদ (ষাড়) কে পারস্পরিক লড়াইতে এমনভাবে লিপ্ত করে দিত যে, সে দু'টো লড়াই করে ধ্বংস ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে যেত। আর তা দেখে তারা উল্লসিত হত, অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ত। এ কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ দর্শাতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেনঃ এ কাজে জন্তুগুলোকে মর্মান্তিকভাবে পীড়া ও কষ্ট দেয়া হয়। ওদের কঠিন দূরবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। উপরন্তু তা এক নিস্ফল কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৭৭]

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন প্রাণী আগাম ধরে গুদামজাত করাকে ইসলামে অবৈধ করা হয়েছে। দাউদ (আ.) এর সময়ে মানুষকে নিষেধ করা সত্বেও তারা এ অপকর্মটি করেছিল, যার ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিয়েছিলেন। তারা শনিবারে নদীতে বাঁধ দিয়ে অতিরিক্ত মাছ আটকিয়ে রাখত। বিশেষ কারণে শনিবারে মাছ ধরতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এ প্রসংগে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হও।"[২৭৮]

ইসলামী সমাজে কোন প্রাণী খাদ্যের অভাবে মারা গেলে সমাজ প্রধানকে পরকালে জওয়াবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। এ প্রসংগে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রা.) এর বক্তব্য প্রনিধাণযোগ্য। তিনি বলেন, "ফোরাতের কূলে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা গেলে কাল কিয়ামতের ময়দানে সে জন্য উমরকেই দোষারোপ করা হতে পারে।"[২৭৯] ব্যক্তিগত ভাবেও কেউ তার অধীনস্থ প্রাণীদের ঠিক মত খাদ্য-পানীয় না দিলে তাকেও পরকালে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। উমরের মত যিনি কঠিন শাসকও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন সীমাহীন দয়ার্দ্র।

---

২৭৩. মাওলানা হাজী মঈন উদ্দীন সাহেব নদভী, *সাহাবা চরিত ঃ ১*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর' ১৯৭৭, পৃ. ৫৭

২৭৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৪ نهى رسول الله (ص) عن اخصاء الخيل والبهائم

২৭৫. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ্ শি'র, হাদীস নং- ৪ كان يكره الاخصاء ويقول فيه تمام الخلق

২৭৬. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ৩০ نهى رسول الله (ص)عن التحريش بين البهائم

২৭৭. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, এপ্রিল' ১৯৯৫, পৃ. ৩৭৫, ৩৭৬

২৭৮. আল কুর'আন, ২:৬৫ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

২৭৯. অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, *ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন' ২০০৩, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

আগের দিনে মুসলিম শাসকরা জীব-জন্তুর স্বার্থে কৃত্রিম উদ্যান তৈরী করতেন। তখন এটি রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ ব্যাপারে যার কথা উল্লেখ না করলেই নয় তিনি হলেন স্পেনের মুসলিম শাসক খলীফা আবদুর রহমান নাসের। তিনি ৩২৫ হিজরীতে কর্ডোভা থেকে প্রায় আট মাইল দূরে মদীনাতুয্ যাহরা নামক বিশাল মহল প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহলের সজ্জিত করণ নিয়ে আল্লামা তকী উসমানী বলেন, এতে কৃত্রিম নদীও তৈরী করা হয়েছিল। রচনা করা হয়েছিল প্রাণী উদ্যানও, যাতে পশু-পাখি-জীব-জন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠত। বর্তমান বিশ্বে জীবজন্তুর জন্য সংরক্ষিত উদ্যান বা অভয়ারণ্যের যে ধারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে মদীনাতুয্ যাহরা-ই হলো এর সূতিকাগার।[২৮০]

পরিবেশ জীব-জন্তুর অস্তিত্বের জন্য ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে মানুষকে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য আলিমদেরকে বিশেষতঃ খতীবদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আলেমদের আলোচনায় ব্যাপারটি তুলতে হবে। বিভিন্ন আরব দেশে বিশেষতঃ সউদী আরবের মসজিদগুলোতে জুমআর খুৎবায় জীব-জন্তুর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে ইমামগণ আলোচনা করে থাকেন। নিম্নোক্ত শিরোনামে সে দেশের খুৎবা গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে, "জীবজন্তুকে সম্মান করা এবং তাদেরকে কষ্ট না দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ প্রসংগ।"[২৮১]

উল্লিখিত শিক্ষা ও নীতিমালার আলোকে ইসলামী ফেকাহবিদগণ জীব-জন্তুর সাথে সদয় আচরণের এমন কতগুলো কঠোর বিধি প্রণয়ন করেছেন, যার কথা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। তন্মধ্যে একটা হলো, জীবজন্তুর (গৃহপালিত) জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা মালিকের কর্তব্য। এ কাজটা যদি সে করতে না পারে তাহলে তাকে এ জন্য আইনগতভাবে বাধ্য করা যেতে পারে। শরী'আতের এই বিধির আলোকে হয় তাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে, নচেত জানোয়ারকে বিক্রি করে দিতে হবে। অথবা তাকে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে সে অবাধে বিচরণ করে খাদ্য-পানীয় যোগাড় করতে ও আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে। হালাল জানোয়ার হলে তাকে অগত্যা যবাই করে খাওয়াও যেতে পারে। কিন্তু কোন কোন ফকীহ এর চেয়েও কঠোর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেনঃ একটা অন্ধ বিড়াল যদি কারো বাড়িতে গিয়ে ওঠে এবং অন্য কোথাও যেতে না পারে, তাহলে তাকে খাবার দেয়া ঐ বাড়ীওয়ালার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। তা ছাড়া জীব-জানোয়ারের ওপর তাদের ক্ষমতার চেয়ে বেশী বোঝা চাপাতেও নিষেধ করা হয়েছে। এই মূলনীতির আলোকে এই উপবিধিও প্রণয়ন করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কোন জানোয়ার ভাড়া করে নেয়ার পর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো বা অতিরিক্ত শ্রম খাটানোর কারণে মারা গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে সে বাধ্য থাকবে।

মুসলিম ফকীহগণ জানোয়ারের তারতম্য অনুসারে বোঝার পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, একজন ফকীহ গাধা ও খচ্চরের বোঝার পরিমাণ সমান সমান নির্ধারণ করলে অন্য ফকীহ তার বিরোধিতা করে বলেনঃ এই পরিমাণ নির্ধারণ করে খচ্চরের প্রতি সুবিচার করা হলেও গাধার প্রতি বেইনসাফী করা হয়েছে। তবে কোন জানোয়ার অন্য জানোয়ারের ওপর যুলুম করলে তাকে আসামী করে কোন মামলা করা যাবে না। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে মালিক তাকে বেঁধে রাখার ব্যাপারে শৈথিল্য দেখিয়েছে (অথবা তার শিং সুচালো করেছে) তাহলে সেই মালিককে শাস্তি দেয়া যাবে। আমাদের সভ্যতা অবলা প্রাণীদের ব্যাপারে এ ধরনের কল্যাণধর্মী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।[২৮২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জীবজন্তুর প্রতি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রমাণিত হলো ব্যাপারটি এত তুচ্ছ নয়। বরং এদের প্রতি আমাদের আচরণের উপর পরকালিন অনেক কিছু নির্ভর করছে। তাই বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন, "জীবজন্তুদের মধ্যে আমাদের জন্য প্রতিদানের ব্যবস্থা রয়েছে।"[২৮৩]

যে সব সামাজিক অনাচার বর্জন করতে হবে

---

২৮০. আল্লামা তকী উসমানী, *স্পেনের কান্না*, আল এছহাক প্রকাশনী, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, জুন' ১৯৯৮, পৃ. ৫৭ - ৬০

২৮১. ড. আবদুর রহমান বিন নাসির আস্-সাদী, *আল-ফাওয়াকিহুশ্ শাহিয়্যাহ ফীল খুতাবিল মিনবারিয়্যাতি ওয়াল খুতাবুল মিনবারিয়্যাতু আলাল মুনাসিবাত*, রিয়াদঃ আর রিয়াসাতুল আম্মাতু লি - ইদারাতিল বুহূসুল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা ওয়াদ্ - দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদ, সউদী আরব, ১৯৯১, পৃ. ২৩২

২৮২. ড. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০, ১০১

২৮৩. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাম, হাদীস নং- ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক

যৌতুক প্রথা যে কোন সমাজের জন্য অভিশাপ। যৌতুক হলো জাহিলী চিন্তা-চেতনার পরিচায়ক। এদেশে যৌতুকের বলি হচ্ছে অসংখ্য নারী। যৌতুকের অভিশাপে অনেক নারী লাঞ্ছিত হচ্ছে, ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে, আত্মহত্যা ও হত্যা ঘটছে। যৌতুকের দাবি মেটাতে পারছে না বলে অনেক বাবা-মা তাদের বিবাহযোগ্য কণ্যাকে বিয়ে পর্যন্ত দিতে পারছে না। অথচ ইসলামে ব্যাপারটি বড়ই কুৎসিত ও অমানবিক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে এ কাজটির প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, "যৌতুক হলো সর্বনিকৃষ্ট উপার্জন।"[২৮৪] আরেক বাণীতে বর্ণিত হয়েছে, "অন্যায় যৌতুক হলো সর্বনিকৃষ্ট অপবিত্র।"[২৮৫]

অসৎসঙ্গ

মানুষ যেহেতু সামাজিক প্রাণী বিধায় অন্যের সাথে তাকে মিলে মিশে থাকতে হয়। আবার অন্যের প্রভাব হতেও মানুষ মুক্ত নয়। এ জন্য ভাল মানুষের সংগ ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করা উচিত। যাতে তার মধ্যে ভাল বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে। বন্ধুর প্রভাবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মানুষ বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ বন্ধুত্ব গ্রহণের সময় কাকে বন্ধু বানাচ্ছে তা যেন দেখে নেয়।"[২৮৬] উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্য জগতের অন্যতম সেরা বাস্তব ও সত্য কথা। কেউ প্রভাব হতে মুক্ত নয়। সংগীর একটি প্রভাব মানুষের ওপর পড়বেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সান্নিধ্যে যারা এসেছে তাদের ওপর রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রভাব পড়েছে। তারা ভাল মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আবার যারা আবূ জেহেল, আবূ সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ্ বিন উবাইদের সংগী হয়েছিল তাদের ওপর অন্য রকম এক প্রভাব পড়েছিল। মহানবী (স.) আরেক হাদীসে বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে সে তাদেরই একজন হবে।"[২৮৭] কেউ কারো অনুসরণ হঠাৎ করে করে না বা হঠাৎ দেখেই করে না। বরং অনেক দিনের পর্যবেক্ষণের ফলে প্রভাবিত হয়েই তাদের অনুকরণ করে থাকে। অতএব যাদের অনুসারী হবে তাদের একজন বলেই সে গণ্য হবে। আরেক হাদীসে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "যারা আমাদের ছাড়া অন্যদের অনুকরণ করবে তারা আমাদের কেউ নয়।"[২৮৮]

সমাজ জীবনে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি কারণ অসৎসঙ্গ। নিজের জীবনকে মানবিক করা এবং অমানবিক আচরণ হতে নিজকে দূরে রাখার জন্য সৎসঙ্গের যেমনি উপকারিতা রয়েছে; তেমনি অসৎ ও অমানবিক লোকদের সংগী হলে নিজেও অমানবিক হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। সর্বোপরি ইসলামে ভাল বন্ধু ও সংগী গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সৎ বৈঠক ও অসৎ বৈঠকের তুলনা হলো মিসক বহনকারী ও কামারের ফুৎকারের ন্যায়।"[২৮৯]

ইসলামে সৎ সংগী গ্রহণের জন্য আহবান জানানো হয়েছে। পরকালে ভাল ও মুত্তাকী বন্ধু ছাড়া সকল বন্ধু পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হবে। এ জন্য খোদাভীরু বন্ধু গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "বন্ধুরা সে দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত।"[২৯০] বন্ধুত্ব গ্রহণের সময় দেখতে হবে, যেন বন্ধুটি মহান আল্লাহ্ ও মুসলমানদের শত্রু না হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"[২৯১] সৎ ও মানবিক বন্ধুর বন্ধুত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধের পরিচর্যা ও লালন করা হয়ে থাকে। সকলের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি প্রতিযোগিতার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

বর্ণবাদ

---

২৮৪. شرّ الكسب مهر البغى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ৪০

২৮৫. مَهْرُ البَغِى خَبِيثٌ ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ, বাব নং- ৩৮

২৮৬. فلينظر احدكم من يخالل ، فلينظر على دين خليله ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৬

২৮৭. من تشبّه بقوم فهو منهم ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৫০

২৮৮. ليس منا من تشبّه بغيرنا ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতী'যান, বাব নং- ৭০

২৮৯. مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك و نافخ الكير ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১৪৬

২৯০. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين আল-কুর'আন, ৪৩:৬৭

২৯১. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء আল-কুর'আন, ৬০:১

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে বর্ণের ভিত্তিতে বিচার করা ও মূল্যায়ন করা হলো জাহিলী চিন্তাধারার পরিচায়ক। এটি মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। ইসলামে ঘৃণ্য কয়েকটি কাজের মধ্যে এটি একটি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "জেনে রেখো! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কাল মানুষের উপর লাল মানুষের কিংবা লাল মানুষের উপর কাল মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি আছে, সে-ই শ্রেষ্ঠ।"[২৯২] ইসলামের মত মানবিক জীবন বিধানে বর্ণবাদের মত কুসংস্কার পাত্তা পেতে পারে না।

চুরি

চুরি এমনি ধরনের একটি অমানবিক ও জঘন্য অন্যায় যে, এর মাধ্যমে মানুষের ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়ে। মু'মিনের জীবনে বেমানান ও অশোভনীয় কাজগুলোর মধ্যে চুরি অন্যতম। হাদীসে এমনভাবে বলা হয়েছে যে, চুরি করা অবস্থায় লোকটি আর ঈমানদার থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "চুরি করা অবস্থায় কেউ মু'মিন থাকতে পারে না।"[২৯৩] চুরি করা কবীরা গুনাহ। হাদীসে চুরি ও ব্যভিচারকে একই পর্যায়ের অপরাধের মধ্যে ফেলে বলা হয়েছে, "তোমরা চুরি ও ব্যভিচার করো না।"[২৯৪] চুরির ভয়াবহতার কারণে চুরির শাস্তিকে দৃষ্টান্তমূলক করা হয়েছে। এমন কি এ বিধানে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনরূপ বিবেধ করা হয়নি। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর: এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে আদর্শ দন্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৯৫]

মৌলিক অধিকারসমূহ

নিরাপত্তা লাভের অধিকার

ইসলামী সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি দিক এই যে, এখানে কেউ কারো নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পারবে না ও বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না; তাহলে আর তাকে মুসলিম বলা শোভা পায় না। বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মুসলিম সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হতে অপর মুসলিমগণ নিরাপত্তা লাভ করে। মু'মিন সে ব্যক্তি যার থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে।"[২৯৬] হাদীসে খাঁটি মুসলিমের পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছে যে, যার মুখের কথা এবং হাতের কোন কাজ দ্বারা অন্যান্য লোক বিন্দুমাত্র আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না সে-ই মুসলিম। এখানে মুখ ও হাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, মানুষ মানুষকে যত প্রকার কষ্ট দিয়ে থাকে ও যত উপায়ে কষ্ট দিতে পারে তা সবই প্রধানত এই হাত ও মুখ হতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হাদীসে 'লিসান' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। এর অর্থ জিহ্বা ও ভাষা দুই-ই, আবার ভাষা বলতে কেবল উচ্চারিত শব্দই বুঝায় না, হাতের লেখা বা ইশারা-ইংগিতও এর মধ্যে শামিল অর্থাৎ খাঁটি মুসলিম সে ব্যক্তি, যার দ্বারা অন্য মুসলিম কোন প্রকারেই- মুখ, ভাষা, ইংগিত কিংবা হাত প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারাই কষ্ট পায় না। আজকাল তথ্যসন্ত্রাস অনেকের জীবন বিপন্ন করে তোলে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এ তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপরাদ ব্যক্তিকে হয়রানি করা হয়। যা এ হাদীসের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

নিরাপত্তার ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটিকে ইসলামে সাদাকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যাদের অর্থ নেই তাদের জন্য সাদাকা করার সুযোগ নেই তারা মানুষকে নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারটিকে সুযোগ হিসেবে নিতে পারে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের পক্ষ হতে মানুষের জন্য নিরাপত্তা বিধান করার ব্যাপারটি সাদাকাহ্স্বরূপ। আল্লাহ্র কোন বান্দাহকে তোমার নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারটি সাদাকার মত।"[২৯৭]

ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় মানবিক মূল্যবোধ

ইসলাম যে কত মানবিক জীবনাদর্শ তা তার প্রণেতা, তার নেতা, তার গ্রন্থের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। ইসলামের গর্বের ধনের মধ্যে এর সরলতা একটি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের দীনের শ্রেষ্ঠত্ব এটি যে তা

---

[২৯২] . শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী*, আ'যমগড়ঃ মাত্বা'আ মা'আরিফ, ১৯৫২, পৃ. ১৫৪

[২৯৩] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১০০, لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

[২৯৪] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৩৯, ২৪০। ولا تسرقوا ولا تزنوا

[২৯৫] . والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم, আল-কুর'আন, ৫ঃ৩৮

[২৯৬] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৬৪, ৬৫

[২৯৭] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক সহজতর।"[২৯৮] ইসলামপ্রণেতা আল্লাহ্ তা'আলা হলেন সকল মানবীয় গুণের আঁধার। তাঁর নিরানব্বইটি গুণবাচক নামই তার প্রমাণ। এমন কোন মানবীয় গুণ নেই যেটি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে নেই। অন্যদিকে ধর্মনেতা ও এর প্রচারকরা ছিলেন সে যুগের সেরা মানবদরদী। সর্বোপরি ইসলামের ধর্মগ্রন্থের পরতে পরতে শুধু মানবিক মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। আল-কুর'আন থেকে ইসলামের উদার মানসিকতার কিছু নযীর পেশ করা হলোঃ আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলছেন, "আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না।"[২৯৯] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল ধর্মের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে; যারা নিজের ধর্ম ব্যতীত অন্যগুলোকে গালি দেয়। নিজের ধর্ম ব্যতীত অন্যগুলোর ব্যাপারে বাজে ধারণা পোষণ করে। এ ন্যাক্কারজনক কাজটির ব্যাপারে ইসলাম প্রণেতা মহান আল্লাহ্ তা'আলা তার অনুসারীদেরকে নিষেধ করেছেন। এতে ইসলাম ধর্মের উদারতার ইংগিত মেলে। প্রাসংগিক আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।"[৩০০] রাসূলুল্লাহ (স.) কাফিরদের উদ্দেশ্যে এ বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে ইসলামের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্য ধর্মে নাক গলানো আরেক ধর্মের অনুসারীর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত নয়। উল্লেখ্য যে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপনে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু অন্য ধর্ম কিভাবে চলবে তা আরেক ধর্মের ব্যাপার নয়। ইসলাম এতটাই উদার দীন যে, এর অনুসারীদেরকে অন্য ধর্মের আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, "মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক।"[৩০১]

নিরাপদ স্থানে মুশরিকদের পৌঁছে দেয়াও মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। ইসলামের অনুসারীদের মধ্যেও উদারতা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে, "হে মু'মিনগন! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা করে নিবে এবং কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে ইহ জীবনের সম্পদের আকাঙ্খায় তাকে বলো না, 'তুমি মু'মিন নও', কারণ আল্লাহ্র নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে।"[৩০২] কোন মু'মিনের কোন কাজকে সন্দেহজনক মনে হলেই তার সাথে অনুমাননির্ভর আচরণ করা ঠিক নয়। এতটুকু উদারতা ও সহিষ্ণুতা ইসলামে রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় শত্রুদের সম্পদ নষ্ট করা তো যাবেই না বরং যুদ্ধাবস্থায়ও তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে তা রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা কখনোই শিশুদের এবং গীর্জার বাসিন্দাদের হত্যা করো না।"[৩০৩] হাদীসটি লক্ষ্যণীয় এ জন্য যে, ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, কখনো কারো ধর্মীয় স্থান ধ্বংস করা যাবে না। শিশুদের কোন অবস্থায় হত্যা করা যাবে না। কারণ ওরা নিষ্পাপ ও অবুঝ। অন্যদিকে যুদ্ধের টালমাটাল অবস্থায়ও বিজিত এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যাবে না। বিশেষত শত্রুদের ফলবান বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, বসত-ভিটা নষ্ট করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা ফলদার বৃক্ষ কর্তন করো না এবং বসতবাড়ি (আবাদি) ধ্বংস করো না।" [৩০৪]

অযথা বা গায়ে পড়ে অমুসলিমদের সাথে ঝগড়া করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসংগে বলেন, "তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না।"[৩০৫] যে সব অমুসলিম নিরিবিলি তাদের মত করে জীবন যাপন করে তাদেরকে তাদের মত চলতে দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।"[৩০৬]

---

[২৯৮] . ان خير دينكم ايسره ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩২

[২৯৯] . ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله আল-কুর'আন, ৬ঃ১০৮

[৩০০] . لكم دينكم ولى دين আল-কুর'আন, ১০৯ঃ৬

[৩০১] . وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ، ذالك بانهم قوم لا يعلمون আল-কুর'আন, ৯ঃ৬

[৩০২] . يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ، تبتغون عرض الحياة الدنيا আল-কুর'আন, ৪ঃ৯৪

[৩০৩] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ২০০

[৩০৪] . ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ১০

[৩০৫] . ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن আল-কুর'আন,২৯ঃ৪৬

[৩০৬] . لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين আল-কুর'আন, ৬০ঃ৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা অন্যত্র কল্পনাও করা যায় না। মহানবী (স.) মাঝে-মাঝেই সংখ্যালঘুদের স্বার্থক্ষুন্নের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিতেন। তিনি বলেন, "তাদের (জিম্মি) শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। তাদের ধন-প্রাণ, ব্যবসা-বানিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রী, পূজারী, বিশপ পুরোহিত কাউকেও বরখাস্ত করা হবে না। এবং তাদের ক্রুশ ও দেব-দেবীর মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না। মুসলমান চাষীদের অবশ্য দেয় 'উশর' (দশমাংশ) জিম্মিদের নিকট হতে নেয়া হবে না। তাদের অঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হবে না। তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা হবে।"[৩০৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) অমুসলিমদের প্রতি যে কোন ধরনের অন্যায়ের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "মনে রেখো! যে ব্যক্তি কোন 'মুয়াহিদ' (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানী করে অথবা তার কোন সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করব।"[৩০৮]ইসলামে অমুসলিমদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয়েছে। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রদত্ত বিভিন্ন সময়ের কথাগুলো ইতিহাস হয়ে আছে। অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে তিনি সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি যিম্মীকে কষ্ট দিবে আমি তার প্রতিপক্ষ হব। আর আমি যার প্রতিপক্ষ হব, কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমি ঝগড়া করবো।"[৩০৯] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যিম্মীকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন আল্লাহ্কে কষ্ট দিল।"[৩১০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) অমুসলিমদের অপবাদ দেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন যিম্মীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় কিয়ামতের ময়দানে আগুনের চাবুক দিয়ে তার শাস্তির বিধান করা হবে।"[৩১১] বিশ্বনবী (স.) অমুসলিম নাগরিকদের হত্যা করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী) কে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছর পথ চলার দূরত্ব হতেও জান্নাতের সুগন্ধ পাওয়া যাবে।"[৩১২]

ইসলামী সমাজে অন্য ধর্মের লোকদেরকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদেরকে উচ্চতর পদও দেয়ার ঐতিহ্য রয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহে। আসলে এ ধরনের উদারতাই তো ইসলাম। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অধ্যাপক টমাস আর্নল্ড বলেছেন, "ভারতের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হিন্দুগণ মুসলমান রাজত্বকালে যেরূপ উচ্চ পদে নিযুক্ত হতেন, বর্তমান সময়ে কোন রাজ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ সেরূপ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি।"[৩১৩]

ইসলামী সমাজে মূল্যবোধ এত শক্তিশালী যে, এখানে অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তার বিধান করা হয়েছে। ইসলামের খলীফাগণ এ ক্ষেত্রে নযীর স্থাপন করেছেন। বিশেষত প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) এর প্রসংগ উল্লেখ না করা হলে তার প্রতি অন্যায় করা হবে। তিনি বলেছেন, "আমি তাদেরকে এ অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে, অথবা কোন ধনী ব্যক্তি যদি সহসা এতটুকু দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে। তখন তার উপর ধার্য জিযিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে সেই সঙ্গে তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতেই করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকবে।"[৩১৪] ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয়

---

[৩০৭]. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, *হযরত মুহাম্মদ (সা) ঃ তাঁহার শিক্ষা ও অবদান*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ১০৪

[৩০৮]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (فتن), হাদীস নং- ১১

[৩০৯]. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর্ রাহ্ন (رهون), বাব নং- ৪

[৩১০]. সুলাইমান ইবন আহমদ আত্-তিবরানী, *আল-মু'জামুস্-সাগীর*, দিল্লীঃ আল-মাতবা'আ আল-আনসারী, খন্ড- ৩, পৃ. ৭০

[৩১১]. *তিবরানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩১২]. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল্ লাবস (اللبس), হাদীস নং- ৭

[৩১৩]. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, "মহানবী (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের অজ্ঞতা এবং বিদ্বিষ্ট সীরাতচর্চা" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪২ বর্ষ তয় সংখ্যা, জানু-মার্চ ২০০৩, পৃ. ৫১

[৩১৪]. মাওলানা আতিকুর রহমান, কুর'আন ও হাদীস সঞ্চয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

'উমার হিসেবে পরিচিত খলীফা 'উমার ইবন আবদুল আযীয বলেন, "অমুসলিমদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। বৃদ্ধ হলে বাইতুল মাল থেকে ব্যয় কর। আত্মীয় থাকলে ব্যয়ভার বহন করতে বল। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।"[৩১৫]

ইসলামে ধর্মীয় মূল্যবোধ এতটাই শক্তিশালী যে, এখানে কাউকে তাঁর মতের বিরুদ্ধে মুসলিম বানানোর কোন সুযোগ নেই। অল্প কথায় বলা যায়, ইসলামে দীন গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "দীনের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।"[৩১৬] মুহাম্মাদ (স.)-কে সাবধান করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।"[৩১৭] ইসলামের বক্তব্য হলো মানুষের কাছে ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ উপস্থাপন করতে হবে। আর এটি করতে হবে কাজের ও আচরণের মাধ্যমে। এর প্রেক্ষিতে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ভাল। কিন্তু কারো ওপর তা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। প্রচার করাই একজন মুসলিমের দায়িত্ব। কাউকে মুসলিম বানানোর দায়িত্ব কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে তাঁর ভূমিকা বর্ণনা করে বলেন, "আল্লাহ্ আমাকে প্রচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে শক্তি প্রদর্শনের জন্য পাঠাননি।"[৩১৮] যদি মুসলিম জাতি ভাল মানুষ হতে পারে তাহলে দীনের প্রচার লাগবে না। দীনের প্রচার এমনিতেই হয়ে যাবে।

ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে। ইসলাম মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর পুরো জীবন দিয়ে তার প্রমাণ রেখেছেন। সাহাবী জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট দিয়ে কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন মহানবী (স.) দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম: হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি একজন ইয়াহূদীর কফিন? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন: যখন তোমরা কফিন দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে: রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: "এটি কি একটি প্রাণী নয়?"[৩১৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইয়াহূদী বা অমুসলিম বলে কফিনের সম্মান করতে কার্পণ্য প্রদর্শন করেননি। আসলে মহানবী (স.) বিশাল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। সংকীর্ণ চিন্তা কখনো তাঁর মনে পড়েনি। ইয়াহূদীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ ব্যবহারের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (স.) বা ইসলাম ছোট হয়নি। বরং তাদের মহত্ত ও উদারতা প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের সীমার মধ্যে প্রবল মাত্রায় সার্বজনীনতা রয়েছে।

ইসলামে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন জঘন্য অপরাধগুলোর অন্যতম। বিশেষত: ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি মারাত্মক অপরাধ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) মানুষকে হুশিয়ার করে বলেন, "তোমরা দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি পরিহার কর।"[৩২০] বাংলাদেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু মুসলিম ইসলামকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে প্রশ্নের মুখোমুখি করে ফেলেছেন। ইসলামের সহনশীল বৈশিষ্ট্যে এরা কুঠারাঘাত হেনেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা দীনকে সহজ করেছেন; কিন্তু কিছু অতি উৎসাহী মুসলিম এটিকে জটিল করে ফেলেছেন। এরা তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো সামনে নিয়ে আসছে এবং জোর প্রদান করছে আবার কখনো শক্তি প্রয়োগ করছে। আবার বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় ব্যাপারগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে বা অবহেলা করছে। ভিত্তিহীন কর্মকান্ডের ব্যাপারে সীমাহীন চাপ সৃষ্টি করছে।

এ কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা যায় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের মানবিক মূল্যবোধে ধ্বস নেমে এলেও ধর্মীয় সম্প্রীতিতে বাংলাদেশের মুসলিমগণ বিশ্বের বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে কখনো দাঙ্গা সংগঠিত হয়নি। এখানকার মুসলিমরা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের নিজেদের ভাই বলেই মনে করে। যা ইসলামের মহান শিক্ষার অংশ।

---

[৩১৫] . অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, *হাদীসে রাসূল (স:)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

[৩১৬] . আল-কুর'আন, ২৪২৫৬ لا اكراه فى الدين

[৩১৭] . আল-কুর'আন, ৮৮৪২২ لست عليهم بمصيطر

[৩১৮] . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ৬৬

[৩১৯] . عن جابر (رض) قال: مرّت بنا جنازة فقام لها النبى (ص) وقمنا ، فقلنا: يارسول الله! انها جنازة يهودى؟ قال: اذا رايتم الجنازة فقوموا وفى رواية: اليست نفسا؟ ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৫০

[৩২০] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ই'তিসাম (الاعتصام), বাব নং- ৫ والغلوّ فى الدّين وايّاك

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কোন একটি সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অবনতি ঘটলে তার প্রভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এর ঢেউ সকল প্রান্তে পৌঁছে যায়। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন এর বাইরে নয়। বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সেখানেও কলুষতা ও অসুস্থতা ভর করেছে। নিম্নে এ ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের আসল রূপ, বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইসলামে মানবিক কারণে বেশ কিছু মূল্যবোধ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমনঃ

ভাল কাজেই আনুগত্য, মন্দ কাজে নই

ইসলামের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে খুবই পরিষ্কার। আজকাল দেখা যায় যে, মানুষ দলীয় দৃষ্টিভংগির ওপর উঠতে পারে না। ভাল-মন্দ বিচার না করে বরং দল কি বলেছে তা-ই বিবেচিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো মা'রূফ তথা ভাল কাজেই সরকারের আনুগত্য অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ভাল কাজেই শুধু আনুগত্য।"[১] পাপাচারে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারো নেই। এ মূলনীতির তাৎপর্য হলো, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কেবল সে সব নির্দেশই তাদের অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের মেনে চলা ওয়াজিব, যা আইনানুগ। আইনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়ার অধিকার কারো নেই এবং তা মেনে চলা কারো জন্য অপরিহার্যও নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেনঃ "একজন মুসলমানের ওপর তার আমীরের কথা শোনা এবং মেনে চলা অপরিহার্য। তা তার পছন্দ হোক বা না হোক; যতক্ষণ তাকে কোন পাপাচারের নির্দেশ না দেয়া হয়। পাপাচারের নির্দেশ দেয়া হলে আর কোন আনুগত্য নেই।"[২] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেনঃ "আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল মারূফ তথা শুভ কাজেই।"[৩] মুসলমানের কর্ম এমনি হওয়া উচিত যে, সে সকল শুভ কাজের পক্ষে এবং অশুভ কাজের বিপক্ষে থাকবে।

আনুগত্যে আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যত নিম্ন বংশেরই হোক না কেন তার আনুগত্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হাবশী দাস হলেও তার আনুগত্য করা তোমাদের ওপর অপরিহার্য।"[৪] এ কাজটি না করলে কয়েকটি গুনাহর মধ্যে পড়ে যেতে হবে। যেমন- অহংকার, আনুগত্যহীনতা, ইসলামের সাম্য ব্যবস্থায় বিশ্বাস না করা ইত্যাদি। বিধায় কারো গায়ের রং কেমন, লম্বা কি খাটো, কতটুকু পড়াশুনা করেছে এসব ইসলামে বিবেচ্য বিষয় নয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যাকে ভালো মনে করে বসিয়ে দিবেন তাকেই মেনে নিতে হবে।

পদলোভী না হওয়া

ইসলামের বিধান হলো খলীফা, রাষ্ট্রপ্রধান বা অন্য যে কোন পদে আসীন হওয়ার জন্য পদ প্রার্থনা করা যাবে না, পদ চেয়ে নেয়া যাবে না এবং এ ব্যাপারে ন্যূনতম খায়েশ প্রকাশ করা যাবে না। কেউ যদি তা প্রার্থনা করে তবে তাকে তা দেয়া হবে না। বরং ইসলামে এটি অযোগ্যতার জন্য একটি দলীল হয়ে দাড়ায়। ইসলামের কোন খলীফা তাদের পদ চেয়ে নেননি। এমন কি তাদেরকে দায়িত্ব দেয়ার পর দায়িত্বের কথা ভেবে তারা অঝোর ধারায় কান্নাকাটি করেছেন। ক্ষমতার লোভ তাকওয়াবিরোধী কাজ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "এটি আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে বিশাল পদ ও বিপর্যয় চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"[৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) 'আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেনঃ "হে 'আবদুর রহমান! তুমি আমীর হওয়ার জন্য প্রার্থনা করো না। কেননা, যদি তা তোমাকে চাওয়ার পর প্রদান করা হয় তবে এর দায়-

---

১. انما الطاعة فى المعروف ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ, দিল্লীঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল ইমারাত (امارة), হাদীস নং- ৩৯

২. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ৩৪, ৩৫

৩. لا طاعة فى معصية الله ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত (الامارة), হাদীস নং- ৩৯, ৪০

৪. عليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আস্সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৬

৫. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا ، والعاقبة للمتقين আল-কুর'আন, ২৮:৮৩

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে। আর যদি না চাওয়া অবস্থায় তোমাকে তা প্রদান করা হয়, তবে এ বিষয়ে তুমি সাহায্য প্রাপ্ত হবে।"[৬] এ জন্য দেখা যায় চারিদিকে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খায়। কারণ তারা তা চেয়ে নিয়েছে। আর চেয়ে নিলে মহান আল্লাহ্ সাহায্য করেন না। পুরো দায়-দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। মহানবী (স.) এসব নীতিকথা বলেই দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি নিজে এসবের অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করি না যে তা পেতে চায়।"[৭] কেউ চেয়ে পদ গ্রহণ করেছে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রশাসনে এমন একটি নযীরও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পদ চেয়ে নেয়া, পদের জন্য লালায়িত হওয়া, পদলোভী হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে চরম খিয়ানত। নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্ষমতা চেয়ে নেয় সে তোমাদের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় খিয়ানতকারী (বিশ্বাসঘাতক)।"[৮]

পদ প্রাপ্তির জন্য যত চেষ্টা বাংলাদেশে করা হয় দুনিয়ার আর কোথাও এমনটি করা হয় না। আবার পদ ধরে রাখার জন্য এখানকার মানুষ জীবন পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। জনগন না চাইলেও অনেকে পদ গ্রহণ করতে চায় এবং আঁকড়ে থাকতে চায়। এ ব্যাপারে ক্ষমতালোভীরা নির্লজ্জতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকে। ক্ষমতাকে নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে। রাজনৈতিক দলের এক একটি পদে এক একজন নেতা অনির্দিষ্টকালের জন্য পাকাপোক্ত হয়ে যান। নেতা-কর্মীদের মতামতের তোয়াক্কা করেন না। এ জন্যই এত সব সমস্যা। সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক ময়দানে বাধ্য হয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়। পদপ্রাপ্তির জন্য এখানে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে লোভী ব্যক্তিরা দায়িত্ব পেতে চায়। পদ লাভের জন্য অনেকে জনগণের ভোট পর্যন্ত চুরি করে থাকে। সোজা কথায় বলা যায়, ক্ষমতালোভীদের জন্য বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ মহানবী (স.) বলেছেন বিপরীত কথা। তিনি বলেছেন, "যে এ কাজের দায়িত্ব নিতে লালায়িত হয় আমরা তাকে সে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করি না।"[৯] অপর দিকে পরামর্শের ভিত্তিতে কাউকে কোন দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যদি তোমাদের কাউকে এমন কাজের কিছু দায়িত্ব দেয়া হয়; তাহলে কাউকে নিষেধ করো না।"[১০] পদের লোভ মানুষকে পরকালে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলবে। মহানবী (স.) বলেছেন, "অচিরেই তোমরা ক্ষমতার অভিলাষী হবে। কিয়ামত দিবসে এটি লজ্জার কারণ হবে।"[১১]

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি/দায়িত্বশীলতা

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, আজকাল মানুষের কাজ-কর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব দারুনভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীনতা ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ লোকের মধ্যে একটি বেপরোয়াভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দায়িত্বানুভূতির অভাবে বেশিরভাগ লোক পদলোভী হয়ে গেছে। অথচ ইসলামে দায়িত্বের অনুভূতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই দায়িত্বের জন্য প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। নেতা একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। নারী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। কর্মচারী তার মুনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। তাকেও তার দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। আসলে সকলেই দায়িত্বশীল আর সকলকেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।"[১২] অতএব কেউ

---

[৬]. يا عبد الرحمان بن سمرة! لا تسأل الامارة ، فانك ان اعطيتها من غير مسالة اعنت عليها ، وان اعطيتها عن مسالة وُكلت اليها ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ১৩

[৭]. انا لا نستعمل على عملنا من اراده ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ১৫

[৮]. ان اخونكم عندنا من طلبه ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস্-সাজিসতানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুরঃ আল-মাত্বা'আ আল-মজীদী, ১৩৭৫ হি.কিতাবুল ইমারাত, বাব নং- ২

[৯]. انا لا نُولى هذا من ساله ولا من حرص عليه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ১৪

[১০]. ইমাম দারিমী, *সুনান*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ/কানপুরঃ ১২৯৩ হি. কিতাবুল মানাসিক, বাব নং- ৭৯

[১১]. انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাত্বা'আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. ১৮৯৫ খ্রী. খন্ড- ২, পৃ. ৪৪৮

[১২]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ২০

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বমুক্ত নয়। কেউ দায়িত্বের বাইরে নয়। ছোট হোক বা বড় হোক, কম হোক বা বেশি হোক সকলেরই কিছু না কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

দায়িত্বানুভূতি ও স্বচ্ছতার অভাবে পরকালে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। এ থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আবূ মারইয়াম আল-আযদী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়াকে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছি: "যাকে আল্লাহ্ মুসলমানদের কোন কাজের শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্র দূরীকরণে এতটুকুন ভ্রুক্ষেপ না করে, আল্লাহ্ও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্র মোচনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এ কথা শুনে মু'আবিয়া (রা.) জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পরিপূরণ করার জন্য একজনকে (তাৎক্ষনিকভাবে) নিয়োগ করেন।"[১৩]

ইসলামে দায়িত্বের অনুভূতি খুবই প্রখর। এটি অনুভব করেই মুসলিম শাসকগণ তাদের শাসনে এর ছাপ রেখেছেন। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির চরম অপব্যবহার হচ্ছে। অধিকাংশ লোক রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করছে। জাতীয় পত্র-পত্রিকা এর জন্য সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করলে পরকালে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কাওলা বিনতে আমির আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি হামযা (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি মহানবী (স.) কে বলতে শুনেছি: এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহ্র (সরকারী অর্থ-সম্পদ) অবৈধভাবে খরচ করে, অপচয় করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্য দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে।[১৪] সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে কিভাবে আত্মসাৎ করা হয় তার একটি ধারণা মানুষ জানতে পেরেছে। এমন সব ব্যক্তি এত বেশি সংখ্যক অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন যে, তা রূপকথাকেও হার মানায়। মোটকথা হচ্ছে, ইসলামী মূল্যবোধে শাসক ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সর্বাবস্থায় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে।

ইসলামের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির আলোচনা আসলে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.)-এর প্রসংগ আসবেই। এখানে তাঁর শাসন থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলোঃ হযরত 'উমার (রা.)-এর খিলাফতকালে খলীফা জুমু'আর খুতবা দিতে মিম্বরে দাঁড়ানোর সাথে সাথে এক মুসল্লী জানতে চাইলেন খলীফার জামা অত লম্বা হলো কীভাবে? কারণ বায়তুল মাল থেকে সকলকে যে কাপড় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দিয়ে অত লম্বা জামা বানানো যায় না। প্রশ্নকর্তা যখন জানলেন, খলীফার ছেলের ভাগে যে কাপড় পাওয়া গেছে সেটা খলীফাকে দেয়ার ফলেই তাঁর পক্ষে লম্বা জামা বানানো সম্ভব হয়েছে তখন প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হাঁ এখন খুতবা শুরু করুন। আমরা শুনবো। খলীফা বললেন, যদি সন্তোষজনক জবাব না পেতে তাহলে কী করতে? তখন প্রশ্নকর্তা বললেন: তখন আমার এই তলোয়ার এর সমাধান দিতো। একথা শুনে খুশী হয়ে খলীফা বললেন: ইয়া আল্লাহ্! যতদিন পর্যন্ত এরূপ সাচ্চা ঈমানদার বান্দা জীবিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।"[১৫]

'উমার (রা.) জাতীয় সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গে নিজের জিম্মাদারির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! আমার খিলাফতকালে সান'আর পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত মেষ বালকও স্বস্থানে বসে তার অংশ পেয়ে যাবে তার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ পড়ার আগেই।"[১৬] তিনি আরো বলেছেন, "ফোরাতের কূলে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা গেলে কাল কিয়ামতের ময়দানে সে জন্য 'উমারকেই দোষারোপ করা হতে পারে।"[১৭]

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.) গভীর রাতে এক অসহায় বৃদ্ধা ও তার ক্ষুধাতুর শিশুদের জন্য খাদ্যের বোঝা নিজ পিঠে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গী হযরত আব্বাস (রা.) বোঝাটি নিজ মাথায় নিতে চাইলেন;

---

[১৩] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৩৯

[১৪] . عن خولة بنت عامر الانصارية وهى امراة حمزة قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول: انّ رجالاً يتخوّضون فى مال الله بغير حقٍّ فلهم النار يوم القيامة ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র), *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, (সম্পাদনাঃ আবদুল মান্নান তালিব ও মুহাম্মাদ মূসা) (অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা ও মাওলানা শামছুল আলম খান) ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৫, হাদীস নং- ২২১, পৃ. ১৮৪

[১৫] . অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন, ২০০৩, ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৬

[১৬] . ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২/অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[১৭] . অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু খলীফা তা দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেনঃ "না, আমি তোমাকে দিব না। আল্লাহ্‌র শপথ! বিচারের দিন তুমি তো আমার অপরাধ ও যুলমের বোঝা বহন করবে না। হে আব্বাস! জেনে রেখ; ছোট হোক আর বড় হোক যুলমের বোঝা বহন করা অপেক্ষা লৌহ পর্বত বহন করা অধিকতর সহজ।"[১৮] তিনি নিজে খাদ্য বহন করে নিয়ে তাদেরকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ালেন। তারপর গভীর রাতে ফিরে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আব্বাস (রা.) কে সম্বোধন করে বললেন, হে আব্বাস! আমি যখন বৃদ্ধাকে দেখলাম ক্ষুধাতুর শিশুদেরকে খাদ্য প্রস্তুতির কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে তখন আমার মনে হলো যেন একটি পর্বত ভেঙ্গে আমার পিঠে পড়েছে। এখন মনে হচ্ছে, সে পর্বত আমার ওপর থেকে সরে গিয়েছে। বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী হুকুমাতের শাসক ও কর্মকর্তা-দায়িত্বশীলদের বিশেষ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ। মানবিক মূল্যবোধের ব্যাপারে ইসলামের ধারণা লাভের জন্য এ একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

ইসলামের সোনালী যুগে খলীফাগণের কথা-বার্তা ও ভাষণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির নমুনা পাওয়া যেত। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.) একবার তাঁর এক ভাষণে বলেন, "ইয়াতীমের মালের সাথে তার তত্ত্বাবধায়কের যে রকম সম্পর্ক, তোমাদের সম্পদের সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক তেমনি। আমি যদি স্বচ্ছল হই, তাহলে কোনই পারিশ্রমিক নেব না। আর যদি অভাবী হই, তাহলে ন্যায্য পারিশ্রমিক নেব। আমার নিকট তোমাদের কিছু ন্যায্য অধিকার পাওনা রয়েছে। তোমরা সেগুলো আমার কাছে চাইতে পার। খাজনা বাবদ ও তোমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আমি অন্যায়ভাবে কর আদায় করবো না। এটা আমার দায়িত্ব। আর আমার কাছে তোমাদের এ অধিকারও পাওনা রয়েছে যে, আমার হাতে যা কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ জমা হবে তা বৈধ খাতে ছাড়া ব্যয় হবে না।"[১৯]

ইসলামের মানবিক মূল্যবোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো এই যে, সকল কিছু মানবের কাছে আমানত। রাষ্ট্র পরিচালনা খলীফা এবং কর্মকর্তাদের জন্য একটি আমানত। এ আমানত যাদের ওপর সোপর্দ করা হবে তারা এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেমত বা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এ আমানতে খিয়ানত করার অধিকার রাখে না। এ আমানত যাদের কাছে সোপর্দ করা হবে, তারা এজন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত ('আমানত' ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রত্যর্পণ করার অর্থেই আমানত আদায় করা বুঝায়।) তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[২০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "মুসলিম প্রজাদের দায়িত্বশীল কোন প্রশাসক যদি তাদের প্রতি যুলম করে এবং তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে খিয়ানত করে মারা যায়, তাহলে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন।"[২১] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "যাকে আল্লাহ্ প্রজাসাধারণের উপর শাসক বানিয়েছেন সে যদি তাদের পূর্ণভাবে কল্যাণ কামনা না করে তবে সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।"[২২]

ইসলামের দায়িত্বানুভূতি মারাত্মক প্রখর। ইসলাম সবচেয়ে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবনাদর্শ। এতে প্রবেশ না করলে তা অনুধাবন করা যায় না। এখানে শাসকবর্গ কতটুকু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রের কোন পদ গ্রহণ করে, তার স্ত্রী না থাকলে বিবাহ করবে, খাদেম না থাকলে একজন খাদেম গ্রহণ করবে, ঘর না থাকলে একখানা ঘর করে নেবে, (যাতায়াতের) বাহন না

---

[১৮]. মাওঃ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, পৃ. ৩৮-৩৯

[১৯]. انما انا ومالكم كولى اليتيم ، ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف لكم علىّ ايها الناس خصال فخذونى بها لكم على ان لا اجتبى شيئا من خراجكم ولا ممّا افاء الله عليكم الا من وجهه ولكم على اذا وقع فى يدى ان لا يخرج منى الا فى حقه সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *আল-জিহাদ*, (ভাষান্তরঃ আকরাম ফারুক) ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ১৪৭

[২০] ان الله يامركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها ، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. আল-কুর'আন, ৪:৫৮

[২১]. ما من والى يلى رعيّة من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا حرّم الله عليه الجنّة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২২৭, ২২৮

[২২]. ما من امير يلى امر المسلمين ثمّ لا يجهد لهم ولا ينصح الا لم يدخل معهم فى الجنّة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২২৯, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ২২

Dhaka University Institutional Repository

থাকলে একটা বাহন গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়, সে খিয়ানতকারী অথবা চোর।"[২৩] ইসলামের স্বচ্ছতা সত্যিকারের স্বচ্ছতা। ইসলামের স্বচ্ছতা স্বচ্ছতার মানদন্ড। এতে সামান্যতম গোপনীয়তার কোন সুযোগ নেই। যত তুচ্ছ বস্তুই হোক না কেন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলকে তার জববাদিহি করতেই হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আমরা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। অতঃপর সে একটা সূঁচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশী আমাদের থেকে গোপন করল। সে খিয়ানতকারী হিসেবে গণ্য হবে। সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাযির হবে।"[২৪] আলোচ্য হাদীসের আলোকে বাংলাদেশের শাসকবর্গকে কোন পর্যায়ে ফেলা যায় তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

ইসলামে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাত্রা এত তীব্র যে, এর ওপরই পরকালিন ফলাফল ও পরিণতি অনেকটা নির্ভরশীল। ক্ষমতা পরকালে কারো কারো জন্য অপমান ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়াবে। পৃথিবীতে ক্ষমতার জন্য যে যতটা লালায়িত ছিল কিয়ামত দিবসে সে ততটা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে। তার হিসাবও হবে তত বেশি এবং জটিল। বিশ্বনবী (স.) তার প্রিয় সাহাবী আবূ যার (রা.) কে বললেন, "হে আবূ যার! তুমি দুর্বল মানুষ, আর সরকারের পদ-মর্যাদা একটি আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং অপমানের কারণ হবে; অবশ্য তার জন্য নয়, যে পুরোপুরি তার হক আদায় করে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।"[২৫]

পরকালে মানুষ তার সন্তানাদির ব্যাপারেও জবাবদিহির সম্মুখীন হবে। কারণ এরা হলো তাদের নিকট আমানত। তাদের ভাল শিক্ষায় শিক্ষিত করল কিনা? ইসলামী জীবনাদর্শের ওপর টিকে থাকতে সাহায্য করেছে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[২৬] শুধু শাসন ক্ষমতা নয় ইসলামের জবাবদিহি সর্বত্র বিস্তৃত।

ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়ে যে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা মূল্যবোধের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে তা নযীর হয়ে থাকবে। তার পুরো ভাষণ জুড়ে রয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কথা। তিনি বলেনঃ "হে লোক সকল! আমাকে তোমাদের শাসক নির্বাচন করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক নই। (বিনয় প্রকাশার্থে তিনি এ কথাটি বলেছেন)। আমি যদি ভাল কাজ করি তবে আমার সাহায্য-সহায়তা করবে। আর যদি মন্দ পথে চলি, তবে আমাকে সোজা পথে চালাবে। সততাই আমানত। আর মিথ্যাই খিয়ানত। তোমাদের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান, আমি তার নিকট তার হক পৌঁছিয়ে দিবই। আর তোমাদের শক্তিধর ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল। কাজেই আমি তার থেকেও হক আদায় করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্। যে জাতি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেয় সে জাতির উপর আল্লাহ্ লাঞ্ছনা-অবমাননা চাপিয়ে দেন। যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে তবে আল্লাহ্ তাদেরকে সাধারণ বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও আমার আনুগত্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে এক্ষেত্রে তোমাদের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়।"[২৭] আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা নিম্নরূপঃ

১. ক্ষমতায় মানুষ বসাবে, নিজে বসার সুযোগ নেই।
২. নিজেকে ছোট মনে করতে হবে। অহংকার করা যাবে না।

---

[২৩] . من ولى لنا عملا ولم تكن له زوجة فليتخذ زوجة ، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما ، او ليس له مسكن فليتخذ مسكنا ، او ليس له دابة فليتخذ دابة ، فمن اصاب سوى ذالك فهو غال او سارق আলা উদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, খন্ড- ৬, ৫ম সংস্করন, বৈরূতঃ মু'আসসাসাতুর রিসালা, ১৯৮৫, হাদীস নং- ৩৪৬

[২৪] . من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتى يوم القيامة *রিয়াদুস সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১৫, পৃ. ১৮১

[২৫] . انك ضعيف ، وانها امانة ، وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من اخذ بحقها وادى الذى عليه فيها আলা উদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, খন্ড- ৬, হাদীস নং- ৬৮, ১২২

[২৬] . وادا الموءدة سئلت ، بايّ ذنب قتلت؟ আল-কুর'আন, ৮১৪৮-৯

[২৭] . امّا بعد ايّها الناس! فانى قد وُليت عليكم ، ولستُ بخيركم ، فان احسنتُ فاعينونى وان اسات فقوّمونى ، الصّدق امانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتّى اريح عليه حقه ان شاء الله ، والقوىّ فيكم ضعيف حتّى اخذ الحقّ منه ان شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذّل ، ولا تشيع الفاحشة فى قوم قطّ الا عمّهم الله بالبلاء ، اطيعونى ما اطعتُ الله ورسوله ، فاذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ইমাম মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল ওয়াহ্হাব, *মুখতাসারু সীরাতির রাসূল (স.)*, মদীনাঃ আরবী ভাষা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৮হি. পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৩. ভাল কাজ করলেই শুধু দায়িত্বশীল ব্যক্তি অধীনস্থদের সহায়তা আশা করতে পারেন। অন্য কথায় ভাল কাজ করলেই কেবল শাসককে আনুগত্য ও সহযোগিতা করা যাবে।
৪. সততা হলো আমানত স্বরূপ।
৫. মিথ্যা হলো খিয়ানত স্বরূপ।
৬. দুর্বলের হক ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি স্বস্তি পেতে পারে না।

ইসলামের জবাবদিহির সীমা অতি ব্যাপক। এ জবাবদিহি হতে রাসূলগণও রেহাই পাবেন না। সংশ্লিষ্ট সকলকে বিচার দিবসে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।"[২৮] আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি ওদের সকলকে প্রশ্ন করবই। সে বিষয়ে, যা তারা করে।"[২৯] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।"[৩০] কিয়ামত দিবসে সকল কিছুর পুংখানুপুংখ হিসাব নেয়া হবে। কাউকে সামান্যতম ছাড় দেয়া হবে না। প্রত্যেককে তার নিজের আমলনামা নিজেকেই পড়তে দেয়া হবে। মহান আল্লাহ্ সেদিন বলবেন, "তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।"[৩১] মানুষ কথায় কথায় শপথ করে, প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। কিন্তু তা পালন ও বাস্তবায়ন করার কথা অবলীলায় ভুলে যায়। এ সব ব্যাপারেও পরকালে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। সামান্য পরিমাণ ছাড়ও সেখানে দেয়া হবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৩২] হাদীস হতে জানা যায় যে, কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকটি মানুষকে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। যেগুলোর জওয়াব দেয়ার পূর্বে কাউকে নড়াচড়া করতে দেয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দা তার পা সরাতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে; তার জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার শিক্ষা কোন কাজে লাগিয়েছে? তার সম্পদ কোথেকে উপার্জন করেছে? তার সম্পদ কোন কাজে ব্যয় করেছে? আর তার শরীর কোন পথে নিঃশেষ করেছে?"[৩৩]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখানে জবাবদিহি না থাকার ফলে শাসকবর্গ এবং নেতৃবর্গ মানুষদেরকে ব্যবসায় পণ্যের মত বানিয়ে নিয়েছে। মানুষকে ব্যবহার করে তারা কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্সের মালিক হয়ে যাচ্ছে। এটি জাহিলি যুগের মানুষ বেচা-কেনার নতুন সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ প্রসংগেও মহানবী (স.) কথা বলেছেন। তিনি এ কাজটিকে খিয়ানত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, "শাসকের জন্য সর্বনিকৃষ্ট খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) হলো নিজ প্রজাদের মধ্যে ব্যবসা করা।"[৩৪] একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যারা ব্যবসায়ী তারা সর্বক্ষেত্রে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। যেখানে গেলে কিছু লাভ পাওয়া যাবে তারা সেখানেই যাওয়ার চিন্তা করে। এ ব্যাপারে তাদের আচরণ সকলের সাথে একই রকম। আত্মীয়-স্বজনকেও তারা এ ব্যাপারে কোন রকম ছাড় দেয় না। এ ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের দায়িত্ব পেলে ব্যবসা করতে ভুল করে না।

দায়-দায়িত্ব একটি বিশাল ব্যাপার। দায়িত্বশীলকে গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়। কারণ ঘটনার আড়ালেও ঘটনা ঘটে যায়। যা প্রকাশ্যে দেখা যায় না। সব সমস্যা সর্বদা চোখে নাও পড়তে পারে; বিচক্ষণ দায়িত্বশীলকে সেগুলোরও খবর নিতে হয় এবং কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) একবার বলেন, "আমাকে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন অবগত করো, যে তার প্রয়োজনকে আমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।"[৩৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আলোচ্য বাণী স্বচ্ছতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ বরাবর তাদের খোঁজ-খবরই

---

[২৮] . فلنسئلنّ الذين أرسل اليهم ولنسئلنّ المرسلين আল-কুর'আন, ৭ঃ৬

[২৯] . فوربّك لنسئلنّهم اجمعين ، عمّا كانوا يعملون আল-কুর'আন, ১৫ঃ৯২, ৯৩

[৩০] . ولتُسئلنّ عمّا كنتم تعملون আল-কুর'আন, ১৬ঃ৯৩

[৩১] . اقرأ كتابك ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا আল-কুর'আন, ১৭ঃ১৪

[৩২] . انّ العهد كان مسئولا আল-কুর'আন, ১৭ঃ৩৪

[৩৩] . لا تزول قدما عبدٍ حتّى يُسال عن عمره فيم افناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من اين اكتسبه؟ وفيم انفقه؟ وعن جسمه فيم ابلاه؟ ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা তিরমিযী, *সুনান*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ১

[৩৪] . من اخون الخيانة تجارة الوالى فى رعيته আলা উদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, খন্ড- ৬, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৮

[৩৫] . وابلغونى حاجة من لا يستطيع ابلاغى حاجته হাফিজ আবূ শায়খ আল-ইসফাহানী (র.), *আখলাকুন্ নবী স.* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, হাদীস নং- ১৭, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া হয় যারা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। আবার সাহায্য-সহযোগিতা তাদেরকেই দেয়া হয় যাদেরকে সামনে পাওয়া যায়। যারা সামনে ঘুর ঘুর করে তারাই সুবিধা পেয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ আরামে যে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সেখানকার মানুষকেই সাহায্য করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে দেখা যায় টিভি ক্যামেরা বা অন্যান্য ক্যামেরা ছবি উত্তোলনের জন্য যতটুকু যা করা দরকার ততটুকুই করা হয়। ফটো সাংবাদিকরা চলে গেলে কাজের ধরন পাল্টে যায়। মানুষ কতটুকু উপকৃত হলো বা প্রোপাগান্ডার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ কতটুকু ব্যয় হলো তা বিবেচ্য বিষয় হয় না বরং প্রচারণা কতটুকু হলো তা বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ বা দূর্গতদের আসল অবস্থা কর্তৃপক্ষ কখনোই জানতে পারে না।

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সেখানেই বেশী ফলপ্রসূ হয় যেখানে মানুষের কাছে জবাবদিহির চেয়ে মহান আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির মানসিকতা অধিক থাকে। আর এটি ইসলামেই বিদ্যমান। পরকালে মানুষকে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। এমনকি ইহজীবনেও তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত রয়েছে নির্দিষ্ট ফেরেশতা। সে প্রসংগে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "স্মরণ রেখো, 'দু' গ্রহণকারী' ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।"[৩৬] এমনি ধরনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, "অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক; সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর।"[৩৭]

শূরা ভিত্তিক

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে ইসলামের শূরাব্যবস্থা একটি যুগান্তকারী কর্মসূচি। শূরাব্যবস্থা ইসলামের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকে আরো বেশি শক্তিশালী করেছে। ইসলামে একনায়কত্ব, একগুঁয়েমি, স্বেচ্ছাচারিতা, একদেশদর্শিতার কোন জায়গা নেই। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং পরামর্শের নীতি-নিয়ম পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেমত চলে এহেন স্বেচ্ছাচারী সমাজ আসলে আদর্শ সমাজ হয় না। এমন জনসমষ্টি দিয়ে কোন শুভ কাজ সম্পন্ন হয় না। যে সমাজ বা রাষ্ট্রের এক ব্যক্তি বা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির একটি গ্রুপ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে এবং বাদ বাকি সবাই তার ইংগিতে পরিচালিত হয় এমন দেশ বা সমাজ বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। একমাত্র পরামর্শের মাধ্যমে যথার্থ কাজ হতে পারে। কারণ এভাবে বহুলোক বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের ভালো-মন্দ দিকগুলো পর্যালোচনা করে একটি ভালো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে বরং এর মাধ্যমে আরো দু'টি ফায়দাও অর্জিত হয়।

এক, যে কাজের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র সমাজের পরামর্শ কার্যকরী থাকে সমগ্র দেশ ও সমাজ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করে সে ক্ষেত্রে একথা কেউ চিন্তা করে না যে, ওপর থেকে তার ওপর কোনো বস্তু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

দুই, এভাবে সমগ্র সমাজ বা সমাজের অধিকাংশ সদস্য সমস্যা ও ঘটনাবলী অনুধাবন করার শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজ তার কাজের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে এবং তার পক্ষ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে নিজের সিদ্ধান্ত মনে করে।

মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো সমাজে অবস্থিত সকলের পরামর্শ এবং তাদের সম্মতিক্রমে সকল যৌথ কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে মানুষকে, মানবতাকে এবং মনুষ্যত্বকে মূল্যায়ন করা হয়। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, তা শূরা ভিত্তিক হবে। অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রজ্ঞাবান তাঁদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিতে হবে। পরামর্শ করে কাজ করার প্রতি কুর'আন ও হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "কাজে-কর্মে তাদের (বিচক্ষণ ব্যক্তিদের) সাথে পরামর্শ কর।"[৩৮] আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর খিদমতে আরয করলাম, আপনার পর যদি আমাদের সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়; যে সম্পর্কে কুর'আনে কোন নির্দেশ নেই এবং আপনার থেকেও সে ব্যাপারে আমরা কিছু না শুনে থাকি; তখন আমরা কি করব ? রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বললেন, "এ

---

[৩৬] . اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد আল-কুর'আন, ৫০:১৭-১৮

[৩৭] . وان عليكم لحافظين ، كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون আল-কুর'আন, ৮২:১০-১২

[৩৮] . وشاورهم فى الامر আল-কুর'আন, ৩:১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে দীনের প্রজ্ঞাসম্পন্ন ফকীহগণের সাথে এবং আবিদ ব্যক্তিগণের সাথে পরামর্শ করবে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের রায়ের উপর ফয়সালা করবে না।"[৩৯]

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শূরার গুরুত্ব অনেক বেশি। শূরা হচ্ছে ইসলামী সমাজের প্রাণ। বরং ইসলামী হুকুমাতের অপর নামই হচ্ছে শূরা। শূরা অর্থ পরামর্শ। কুর'আনে মুসলিমদের গুণাবলী ও কার্যপদ্ধতির আলোচনা প্রসংগে বলা হয়েছে, "তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।"[৪০] হাদীসে এ কথার সমর্থনে বলা হয়েছে, "তোমাদের কর্মকান্ডসমূহ তোমাদের পরামর্শের ভিত্তিতে চলবে।"[৪১] পরামর্শের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রহমত ও বরকত রেখেছেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ওপর পরামর্শ গ্রহণ করা অপরিহার্য না হওয়া সত্ত্বেও সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চেয়ে নিজ সংগী-সাথীদের সাথে অধিক পরামর্শকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।"[৪২]

জ্ঞানী ও প্রবীণ সাহাবাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পরামর্শ ছিল অত্যন্ত সুবিদিত। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহ এ ধরনের ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। "ত্বাবাকাতে ইবন সা'দ' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আবূ বকর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সংকট দেখা দিলে পরামর্শের জন্য জ্ঞানী-গুনী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও ফকীহ ব্যক্তিবর্গের বৈঠক আহবান করতেন। তাঁদের মধ্যে আনসার ও মুহাজির উভয় শ্রেনীর সাহাবীগণ থাকতেন।[৪৩] 'উমার (রা.) বলেছেনঃ "পরামর্শ ব্যতীত খিলাফত ব্যবস্থা চলতে পারে না।"[৪৪] যে সমাজে বা যে দলে যত বেশি শূরা বা পরামর্শব্যবস্থা জোরালো সে সমাজ বা দল তত বেশী সুসমন্বিত, সুসংহত ও ভারসাম্যপূর্ণ। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে পরামর্শ করে সে কখনো লজ্জিত হবে না।"[৪৫] এ কথা সাধারণভাবেই বুঝা যায় যে, সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলে এর দায়-দায়িত্ব সকলের উপর বর্তায়, তখন ব্যাপারটি আর এক জনের থাকে না। তাছাড়া অধিকাংশ লোকের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে ভুল ও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তুলনামূলক কম থাকে। এ জন্যই পরামর্শের ওপর ইসলাম এত বেশি জোর প্রদান করেছে।

পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত এবং দায়িত্ব গ্রহণ ইসলামে সরাসরি হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই আমীর হিসেবে বায়'আত নেয় তার বায়'আত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বায়'আত গ্রহণ করবে তাদের বায়'আতও বৈধ হবে না।"[৪৬] পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত না হলে মুসলমানদের বেঁচে থাকার কোন স্বার্থকতা নেই। এমন পরিবেশে মুসলমানদের মাটির ওপরে অবস্থান করার চেয়ে মাটির নীচে চলে যাওয়াই উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে; তখন মাটির ওপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর ওপরের অংশের চেয়ে নীচের অংশ হবে উত্তম।"[৪৭] বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা এখন হাদীসের দ্বিতীয় অংশের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। বিবেকবান ও মানবিক মূল্যবোধে শানিত প্রতিটি ব্যক্তি এখন চরম অস্বস্তি বোধ করছে।

শাসকের জন্য অনুসরণীয় মূল্যবোধ

---

[৩৯] .ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ৬৪

[৪০] . وامرهم شورى بينهم আল-কুর'আন, ৪২৪৩৮

[৪১] . شورى بينكم وامورکم ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, বাব নং- ৭৮

[৪২] . (ص) ما رايت احدا اكثر مشورة من رسول الله ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ৩৪

[৪৩] . মাওলানা মুশাহিদ আলী (র.), *ফাতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৪৪] . মুফতী মোঃ শফী (র.), *সংক্ষিপ্ত মা'আরিফুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

[৪৫] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪৪৭

[৪৬] . من بايع اميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ، ولا الذى بايعه ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৫৬

[৪৭] . اذا كان امراءكم خياركم واغنياءكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خير من بطنها ، واذا كان امراءكم شراركم واغنياءكم بخلاءكم وامركم الى نساءكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, বাব নং- ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শাসককে কিছু মূল্যবোধ মেনে চলতে হয়; আবার পাশাপাশি কিছু কাজ বর্জন করতে হয়। অনুসরণীয় মূল্যবোধের মধ্যে অন্যতম হলোঃ

১.ন্যায় বিচারঃ নেতা ও দায়িত্বশীলদের কাছে সবাই সমান। সকল ব্যাপারে সবার মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের অধিকার প্রদানে সকলের মধ্যে সমতা বিধান করতে হবে। হাদীসে সাত শ্রেণীর লোকের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে কিয়ামতের ছায়াহীন দিনে ছায়া দেয়া হবে। তাদের প্রথম শ্রেণী হলো ন্যায়বিচারক শাসক। মহানবী (স.) বলেছেন, "সাত শ্রেণীর লোককে কিয়ামতের দিন ছায়া দেওয়া হবে যেদিন কোন ছায়া থাকবে না। তাদের প্রথম শ্রেণীটি হলো ন্যায়বিচারক শাসক।"[৪৮] শুধু বিচারের দিন নয় এর আগে-পরেও আদল ও ন্যায়বিচারকারীরা সম্মানজনক স্থানে অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরেক হাদীসে বলেছেন, "ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহ্র ডান পার্শ্বে নূরের তৈরী একটি মিম্বরের ওপর অবস্থান করবে। তারা যখন দায়িত্বে ছিল তখন তাদের শাসনে এবং পরিবারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিল।"[৪৯]

২. সেবা প্রদানঃ শাসক শ্রেণীর অন্যতম একটি কাজ হলো জনগণের সেবা প্রদান। তাদেরকে ঐ স্থানে এ জন্যই বসানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "জাতির সেবকরাই সে জাতির নেতা। সুতরাং যে ব্যক্তি জনগণের সেবায় এগিয়ে যাবে শাহাদাতের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ দিয়ে তার থেকে কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না।"[৫০] নেতা হওয়া সখের বিষয় নয়। নেতার সত্যিকারের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারলে অনেকেই আর নেতা হওয়ার জন্য লালায়িত হতো না। বাংলাদেশে এখন জনগণকে নেতৃবর্গের খেদমত করে বেঁচে থাকতে হয়। এবং যে জনগণ থেকে যত দূরে অবস্থান করে সে তত বড় নেতা হয়ে যায়। জনগণের সেবা করার প্রয়োজনীয়তা অনেক নেতাই অনুভব করে না। তারা সবাই নিজের সেবায় মহা ব্যস্ত। এ দেশের মানুষের মানবিক মূল্যবোধের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তা এখান থেকে কিছু বুঝা যায়।

৩. দায়িত্বশীলতাঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেকে ধরে নিয়েছে যে, দায়িত্বশীলতা মহা সম্মানের, আকর্ষণীয় ও স্থায়ী সুখের ঠিকানা। বাস্তবে দায়িত্বশীলতা এক মহা আমানত। তা সঠিকভাবে পালন করা না হলে পরকালে কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। মহানবী (স.) বলেছেন, "নেতা হলো দায়িত্ববান ব্যক্তি। তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।"[৫১] আরো ছোট করে দায়িত্বশীলতার মহান শিক্ষক ও প্রতিচ্ছবি মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "নেতা হলো একজন যিম্মাদার ব্যক্তি।"[৫২]

৪. রক্ষা করাঃ সকল প্রকার অনিষ্টতা, বিপদ-আপদ, দূর্যোগ ও সংকটে জনগণকে আগলে রাখা নেতৃবর্গের মহান দায়িত্বের অংশ। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ভক্ষক হবেন না, তারা হবেন রক্ষক। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হলেও সর্বসাধারণের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তিনি সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকবেন। মহানবী (স.) বলেছেন, "নেতা হলেন ঢাল স্বরূপ।"[৫৩]

বর্জনীয় কাজ

অনেকগুলো বর্জনীয় কাজের মধ্যে শাসককে প্রজা সাধারণের প্রতি অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকা অন্যতম। শাসক শ্রেণীকে বরং অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই জনগণ ক্ষমতায় বসিয়ে থাকে। মহানবী (স.) অত্যাচারী শাসকদেরকে নিকৃষ্ট লোকের তালিকায় ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে

---

[৪৮] . ... سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظلّ الا ظلّة امام عادل ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯১

[৪৯] . ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمٰن ، الذين يعدلون فى حكمهم واهليهم وما ولوا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ১৮

[৫০] . عن سهل بن سعد (رض) قال رسول الله (ص): سيّد القوم خادمهم ، فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل الا الشهادة আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে আমল*, খন্ড- ১, (অনুবাদঃ এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার) ঢাকাঃ মুরাদ পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ১৬৩

[৫১] . الامام راع ومسئول عن رعيته ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ৬

[৫২] . الامام ضامن ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, কিতাবুস্ সালাত, বাব নং- ৩২

[৫৩] . انما الامام جُنّة ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচারী শাসকরাই সর্বনিকৃষ্ট।"[৫৪] মাযলুমের আর্তনাদ ও আর্তচিৎকারে মহান আল্লাহ্ সাড়া দিয়ে থাকেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়; সে ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "অত্যাচারিতের আর্তনাদকে ভয় কর।"[৫৫]

জনগণের জন্য অনুসরণীয় মূল্যবোধ

একটি রাষ্ট্র বা দেশে তখনই শান্তি ও সুখ বর্তমান থাকে যতক্ষণ সেখানে প্রত্যেকে তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করে। প্রত্যেকেরই যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। কেউ দায়িত্বের আওতার বাইরে নয়। শাসক শ্রেণীর যেমনি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে; তেমনি শাসিত শ্রেণীরও দায়-দায়িত্ব রয়েছে। শাসিত শ্রেণীর দায়িত্ব-কর্তব্যের অন্যতম হলো শর্তহীন আনুগত্য। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আনুগত্য করা অন্যান্যদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। নচেৎ একটি কল্যাণ রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না এবং পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। দায়িত্বশীল ব্যক্তি যে-ই হোক তার আনুগত্য করতে হবে। নেতাকে দেখতে হবে মানুষ হিসেবে। সে যত নীচু শ্রেণী হতেই ওঠে আসুক না কেন তার আনুগত্য করতে হবে। তার গায়ের রং ও পোষাক যে ধরনেরই হোক না কেন তাকে মেনে চলতেই হবে। কারণ তার আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।"[৫৬] তাহলেই চারিদিকে শৃংখলা বজায় থাকবে। মহানবী (স.) বলেছেন, হাবশী ক্রীতদাস হলেও তার আনুগত্য করা তোমাদের ওপর অপরিহার্য।"[৫৭] সুন্দর ও মানবিক সমাজের জন্য কিছু ব্যাপার অত্যাবশ্যকীয়। সে সমাজে থাকতে হবে নিষ্ঠার সাথে শ্রবণ, আনুগত্য এবং ঐক্য। মহানবী (স.) মানুষদেরকে এ ব্যাপারগুলোর নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, "আমি তোমাদেরকে শ্রবণ, আনুগত্য ও সংগঠিত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি।"[৫৮] মহানবী (স.)-এর উপরোক্ত বাণীকে তাঁর সাহাবীগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "আমি মহানবী (স.)-এর হাতে শ্রবণের ও আনুগত্যের শপথ করেছি।"[৫৯] আরেক হাদীসে আছে সাহাবীগণ বলেছেন, "আমরা নবীজীর হাতে শোনার ও আনুগত্যের বাই'আত করতাম।"[৬০] দায়িত্বশীলদের ও নেতৃবর্গের আদেশ-নিষেধ ততক্ষণ পর্যন্ত মেনে নিতে হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য হতে পারে না।"[৬১] আনুগত্য ব্যাপারটি ফরয আবার আনুগত্য ব্যাপারটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হারাম। যদি দায়িত্বশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলার আদেশ করেন তাহলে তার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য এবং ঈমানের দাবী। আর যদি নেতা এমন কোন কাজের প্রতি ডাক দেন যার পক্ষে কুর'আন ও হাদীসে কোন অনুমোদন নেই সে ক্ষেত্রে অবাধ্য হওয়াটাই ফরয। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে আল্লাহ্র অবাধ্য হয় তার জন্য আনুগত্য নয়।"[৬২] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যখন সীমালংঘনের আদেশ করা হবে তখন শোনা যাবে না এবং আনুগত্য করা যাবে না।"[৬৩] মানুষের জন্য নিরংকুশ শব্দটি বেমানান। আনুগত্যের ক্ষেত্রেও তা পুরোপুরি প্রযোজ্য। মানুষের জন্য নিরংকুশ আনুগত্য হতে পারে না। নিরংকুশ আনুগত্যের মালিক শুধু মহান আল্লাহ্।

---

[৫৪] . ابغض الناس الى الله...امام جائر ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ২২

[৫৫] . دعوة المظلوم (اتقوا) اتق ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৯

[৫৬] . يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم আল-কুর'আন, ৪:৫৯

[৫৭] . وعليكم بالطاعة وان عبدا حبشيًا ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৬

[৫৮] . امركم بالسمع والطاعة والجماعة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩৪৪

[৫৯] . بايعتُ النبى (ص) على السمع والطاعة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৯৯

[৬০] . نبايع النبىّ (ص) على السمع والطاعة ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, বাব নং- ৯

[৬১] . لا طاعة فى معصية الله ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ৯

[৬২] . لا طاعة لمن عصى الله ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০০

[৬৩] . فاذا امر بمعصية فلا سمع (عليه) ولا طاعة ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ৪

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবনে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সে জন্য ইসলাম মানবীয় বিধানের ব্যবস্থা রেখেছে। যেমন- যাকাত, 'উশর, খারাজ, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানী ইত্যাদি। এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী অমানবিক ও শোষণমূলক উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে। যেমন- সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি, কালোবাজারি, মওজুদদারি ইত্যাদি। বস্তুত ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কোন রূপ যুলম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে এর বাস্তব প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়। যে আরবের অধিবাসীরা একদিন বৈষম্য ও দারিদ্রের শিকার ছিল, ইসলামী অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হল যে, যাকাতের টাকা নেয়ার মতও কাউকে পাওয়া যেত না।

বিশ্বের প্রচলিত অন্যান্য অর্থনৈতিক মতাদর্শগুলোর সাথে ইসলামী অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বেশ কিছু কারণে সেগুলো অমানবিক। বিশেষতঃ পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ সুক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে মানবতার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর কোন নীতি কল্যাণজনক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে রয়েছে মানবতার অকল্যাণ। এ কারণেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে তা মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে তা একটি মানবতাবিরোধী অর্থনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও তার মানবতাবিরোধী ভূমিকার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের ২/১টি দেশ ব্যতীত সকল দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। অন্যদিকে পুরো ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানবতা ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দেয়া হয়েছে। এ জন্য সাম্প্রতিক সময়ে অমুসলিম দেশেও ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধাক্কা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেও লেগেছে। তার মানে এ দেশের কোন একটি জায়গায়ও মূল্যবোধের অবক্ষয় বাকী থাকেনি। মানুষ আজকাল তাদের অর্থনৈতিক লেনদেনেও বিভিন্ন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করছে। সাদাসিধা জীবনের চিন্তা যেন মানুষের মন থেকে ওঠেই গেছে। কিভাবে বেশি উপার্জন করবে তা-ই চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা একেবারেই করা হচ্ছে না। এ জন্য এমন কোন পন্থা ও পদ্ধতি এখন আর বাকী নেই যা মানুষ অবলম্বন করছে না। এ জন্য দেখা যায় আজকাল মানুষ অন্যকে জীবন বিনাশী খাদ্য দিতেও দ্বিধা করছে না। ইদানিং শুনা যাচ্ছে যে, ব্যবসায়ীরা খাদ্যে বিষাক্ত দ্রব্য মেশাচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসায়ীদের জন্যই রাসূল (স.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপী হিসেবে উঠানো হবে। অবশ্য যারা পরহেযগারী, ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার সাথে ব্যবসা করেছে তাদের কথা ভিন্ন।"[১] ইসলামে শুধু সম্পদ বা অর্থনীতি নয়। সবকিছুই মানুষের জন্য। ইসলাম সে দৃষ্টিকোণ থেকেই তার অর্থনীতিকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে। ইসলামের প্রতিটি অর্থনৈতিক বিধি-বিধান ও সিদ্ধান্ত মানবতার কল্যাণের জন্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক কথাই হলো ধনী-গরীবের দূরত্ব হ্রাস করা এবং এ দু' শ্রেণীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করা। যাতে সম্পদ কোন একটি শ্রেণীর কাছে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে। মহান আল্লাহ্ তাই বলেন, "যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।"[২] নিম্নে ইসলামের মানবীয় ও নৈতিকতাপুষ্ট অর্থনীতির বিশেষ কিছু দিক তুলে ধরা হলোঃ

সাদাকা

অর্থব্যবস্থায় যেন বাংলাদেশে মূল্যবোধের সবচেয়ে বড় অবক্ষয়টি নেমে এসেছে। অন্যের জন্য কোন ধরনের আর্থিক কুরবানী অনেকেই দিতে চান না। কিন্তু সব সময়ই কিছু না কিছু দান করা ইসলামী মূল্যবোধের অংশ। মহান আল্লাহ্ বলেন, "সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।"[৩]

---

[১] . ইমাম আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আস্‌সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুত্ তিজারাত (التجارة), বাব নং- ৩

[২] . আল-কুর'আন, ৫৯:৭ كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم

[৩] . আল-কুর'আন, ৪:৮ واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمسلكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا

Dhaka University Institutional Repository

ধনীদের সম্পদে গরীব-দুঃখীদের অধিকার রয়েছে। এসব অধিকার পূরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।"[৪] এ কথা মনে রাখা দরকার যে, গরীব-অসহায়কে কিছু দেয়া দ্বারা তাদের প্রতি করুনা করা হয় না; বরং এগুলো তাদের অধিকার। অতএব মানসিকতায়ও বিরাট পরিবর্তন আনতে হবে। অনেকেই দান করে পুলকিত হন, খোঁটা দেন এবং অনুগ্রহ করেন বলে মনে করেন। বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, গরীবরা এগুলো গ্রহণ করে স্বচ্ছরদেরকে ধন্য করছে ও পবিত্র করছে। কারণ ধনী ব্যক্তি তার দান সমাপ্ত করার পূর্বে কখনো পবিত্র হতে পারে না। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তাদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।"[৫]

যাকাত

অর্থনীতিতে মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যাকাতের স্থান সবার ওপর। যাকাত গরীব-দুঃখীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধায়ক। যুগ যুগ ধরে যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবতা রক্ষা পেয়েছে। ইসলামের যাকাতব্যবস্থা শুধু মানুষের জন্য, মানবতার জন্য এবং মনুষ্যত্বের জন্য। যাকাতের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ অনেকটা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যা অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে যাকাত দানে সক্ষম বহু লোক এখন আর যাকাত দেয় না। গবেষণা করে দেখা গেছে, সক্ষম প্রতিটি ব্যক্তি তাদের যাকাত ঠিকমত প্রদান করলে অসংখ্য বনী আদম মানবেতর জীবন-যাপন থেকে রক্ষা পেত। এবং কয়েক বছরের ব্যবধানে যাকাত গ্রহণকারীরাও যাকাত দিতে পারত।

ইসলাম মানবতার স্বার্থে যাকাতের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আল-কুর'আনে ৩২ বার যাকাত শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত দানের প্রতি আহবান জানিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা সালাত কায়িম কর ও যাকাত দাও।"[৬] যাকাত ব্যয়ের খাতগুলোর দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বিরাট অবদান রাখে। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "সাদাকাহ (এখানে অর্থ যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহ্র বিধান।"[৭] যাকাত যারা পাওয়ার অধিকার রাখে এরা প্রত্যেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সুবিধা বঞ্চিত ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি। মানবতার ওপর ভিত্তি করেই ইসলাম যাকাতের বিধান দিয়েছে।

ধনী-গরীবের বৈষম্য মানবিক মূল্যবোধের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত। ইসলাম ব্যতীত সর্বত্র মানুষকে ধনী অথবা গরীব হিসেবে দেখা হয়। ইসলামে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা হয়। যাকাত ব্যবস্থা ধনী ও গরীবের ব্যবধান দূর করতে সেতুর মত ভূমিকা পালন করে।

সাদাকাতুল ফিতর

সাদাকাতুল ফিতর মানবিক মূলবোধ প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। ঈদের আনন্দে কোন একটি শ্রেণী নিরানন্দ থাকবে তা ইসলামে চিন্তাও করা যায় না। এ জন্য ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। যাতে অস্বচ্ছল লোকগুলোও আনন্দে শরীক হতে পারে। হাদীসে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) সাদাকাতুল ফিতর ফরয করে দিয়েছেন।"[৮]

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান

ইসলামী সমাজে কেউ খাবে আবার কেউ উপবাস যাপন করবে তা কল্পনাও করা যায় না। কাউকে ক্ষুধার্ত রেখে অন্যরা উদরপুর্তি করতে পারে না। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়ার জন্য ইসলাম উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্

---

[৪] . وفى اموالهم حق للسائل والمحروم আল-কুর'আন, ৫১:১৯

[৫] . خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها আল-কুর'আন, ৯:১০৩

[৬] . اقيموا الصلاة واتوا الزكاة আল-কুর'আন, ২:৪৩, ৮৩,১১০; ৪:৭৭; ২২:৭৮; ২৪:৫৬; ৫৮:১৩; ৭৩:২০

[৭] . انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله আল-কুর'আন, ৯:৬০

[৮] . فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ, দিল্লীঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১২, ১৩, ১৬

Dhaka University Institutional Repository

(স.) বলেছেন, "তোমরা যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত কর এবং ক্ষুধার্তকে খাওয়াও।"[৯] আর্তমানবতার সেবার ওপর কোন মানবিক কাজ হতে পারে না। দুর্গত মানুষের পাশে দাড়ানো হলো ধর্মের মূল কথা। ইসলাম এসব প্রসংগগুলোতে খুব জোর প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "রোগীর পরিচর্যা কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও এবং বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা কর।"[১০]

ইসলামে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হলো অভূক্ত ব্যক্তির মুখে খাদ্য তুলে দেয়া। 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন দিকটি সেরা? তিনি বললেন, "খাদ্য খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।"[১১]

ইসলামের উদারতার সীমা অনেক বিস্তৃত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছু দিয়ে দেয়ার জন্য হাদীসে আহ্বান জানানো হয়েছে। এমন ধরনের মানসিকতা স্বচ্ছল ব্যক্তিদের থাকলে কেউ অভূক্ত বা ক্ষুধার্ত থাকতে পারে না। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমরা রাসূলের সংগে কোন এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উটে চড়ে রাসূলের নিকট হাজির হয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডানে বামে তাকাতে লাগলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, 'যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী (ভারবাহী পশু) আছে তা যেন সে এমন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোন সওয়ারী নেই। যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য আছে তা যেন সে এমন কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার নিকট খাদ্য নেই।" আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এভাবে বহু ধরনের মালের কথা গুণে গুণে বলে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা অনুভব করলাম যে, অতিরিক্ত জিনিসের ওপর আমাদের কারোরই কোন অধিকার নেই।[১২] ইসলাম ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের ওপর এতটাই জোর প্রদান করেছে যে, এ কাজে অবহেলা কারীদের ঈমান প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার কথা বলেছে।

খাদ্যের প্রতি মোহ, লোভ, দুর্বলতা ও ভালবাসা সকলেরই আছে। এটি একটি মানবীয় দুর্বলতা। এতদসত্ত্বেও কেউ নিজে না খেয়ে অভূক্ত ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করলে তার জন্য কুর'আনে অনেক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর তাদের এ দানের উদ্দেশ্য থাকে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে, এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।' পরিণামে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ, আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না। সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের ওপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।..."[১৩]

---

৯. فكوا العانى (يعنى الاسير) واطعموا الجائع ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ১৭১

১০. عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العانى ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাত্বা'আ আল্-মায়মানিয়া, ১৩১৩ হি. ১৮৯৫ খ্রী. খন্ড- ৪, পৃ. ৩৯৪, ৪০৬

১১. عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رض) انّ رجلا سال رسول الله (ص): اىّ الاسلام خير؟ قال: تُطعم الطعام ، وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতি'যান, বাব নং- ৯

১২. عن ابى سعيد الخدرى (رض) قال: بينما نحن فى سفر اذ جاءه رجل على راحلة فجعل يصرف وجهه يمينا وشمالا ، فقال رسول الله (ص): من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ، قال: فذكر من اصناف المال حتى ارايننا انه لا حق لاحد منا فى الفضل ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লুকতা (لقطة), হাদীস নং- ১৮

১৩. ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما واسيرا ، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولاشكورا ، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ، فوقاهم الله شرا ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ، متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا... আল-কুর'আন, ৭৬:৮-২২

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো ক্ষুধার্তের মুখে খাদ্য দান। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন ক্ষুধার্তকে পেট ভরে খাওয়ানো হলো সর্বোত্তম সাদাকা।"[১৪]

অন্যকে প্রাধান্য প্রদান

কিছু চেতনার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র হতে অর্থনৈতিক অমানবিকতা ও মূল্যবোধহীনতা অপসারণ করা সম্ভব। এর মধ্যে অন্যতম একটি চেতনা হলো অন্যকে প্রাধান্য প্রদান। যেটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানুষের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল। মদীনার মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তারা তাদেরকে (মুহাজির) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হয়েও।"[১৫]

অর্থনীতিতে অমানবিক ও মূল্যবোধবিরোধী কর্মকান্ড

অর্থের দাসে পরিণত হওয়া

ধন-সম্পদের সাথে মানুষের কি সম্পর্ক হবে তা-ও ইসলাম বলে দিয়েছে। আর যাই হোক সম্পদের দাস হওয়া যাবে না। বেঁচে থাকা যেন কোনভাবেই ধন-সম্পদের জন্য না হয়। বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু অর্থ-সম্পদের দরকার তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কেননা প্রাচুর্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষকে অমানবিকতা, উচ্ছৃংখলতা ও নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যায়। এ জন্য বিশ্বনবীর মত ব্যক্তিত্ব প্রাচুর্যের ফিতনা হতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাইতেন। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রাচুর্যের ফিতনার অকল্যাণ হতে পানা চাই।"[১৬] মানুষ তুলনামূলকভাবে অর্থের দ্বারা অনেক অনর্থের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বিশ্বনবী (স.) বহুপূর্বেই আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, "আমি তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় করি না। বরং আমি তোমাদের বেশি পাওয়ার নেশার ভয় করি।"[১৭] বাস্তবে হয়েছেও তাই। মানুষ এখন আরো কত বেশি পাওয়া যায় এ চেতনায় পশুকেও হার মানিয়েছে। পশুরা পেট ভরে গেলে থেমে যায়। আর পানাহার করে না বা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চিন্তা করে না। কিন্তু মানুষের চাওয়ার শেষ কোথায়? এর উত্তর কি মানুষের কাছে আছে? যদি এ হিসাব করা হয় যে, পৃথিবীতে যত অমানবিক ঘটনা ঘটছে তার বেশির ভাগের জন্য বিত্তবানরা দায়ী নাকি বিত্তহীনরা? উত্তর হবে অবশ্যই বিত্তবানরা। আসলে অর্থ কোন সমাধান নয়। বরং তা বিরাট ধরনের সমস্যা এবং অনেক অনর্থের মূল। সাম্প্রতিককালে দেশের প্রধান বনসংরক্ষক ওসমান গনিকে তার অর্থ কোথায় নিয়ে গেছে তা সবার কাছে স্পষ্ট।

মহানবী (স.) বেশ কিছু পরীক্ষার ব্যাপারে মুসলিম সম্প্রদায়কে সাবধান করে দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রধানতম হলো সম্পদ। সম্পদ মানুষকে যুগে যুগে বিভ্রান্ত করেছে। সম্পদ বিরাট পরীক্ষার বস্তু। এ পরীক্ষায় সবাই উত্তীর্ণ হতে পারে না। তবে সম্পদের গোলামরা এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক জাতির জন্য ফিতনা থাকে, আমার জাতির ফিতনা হলো সম্পদ।"[১৮] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হাদীসটির বাস্তবতা অত্যধিক সত্য। এখানে অনেক মানুষ টাকার বিনিময়ে তাদের সব বিক্রি করে দিতে পারে। ঈমান থেকে শুরু করে নিজের সন্তান পর্যন্ত বিক্রির নজির এখানে রয়েছে। তাছাড়া অর্থের বিনিময়ে অহরহ বিক্রি হচ্ছে সতীত্ব, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, আদর্শসহ সবকিছু।

যারা অর্থকে দাস না বানিয়ে নিজেরাই অর্থের দাসে পরিণত হয় তাদের জন্য লা'নতের মত দুঃসংবাদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দীনারের দাসকে লা'নত করা হয়েছে এবং দিরহামের দাসকে লা'নত করা হয়েছে।"[১৯]

---

[১৪] . افضل الصدقة ان تشبع كبدًا جائعًا আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে আমল*, খন্ড- ১, (অনুবাদঃ এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার) মুয়াদ পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ১৫৮

[১৫] . ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة আল-কুর'আন, ৫৯:৯

[১৬] . اللهم انى اعوذ بك...من شر فتنة الغنى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যিকর (الذكر), হাদীস নং- ৪৯

[১৭] . ما اخشى عليكم الفقر ولكنى اخشى عليكم التكاثر ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩০৮

[১৮] . ان لكل امة فتنة وفتنة امتى المال ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৬০

[১৯] . لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন্ 'ঈসা , *জামি'উত্ তিরমিযী*, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ৪২

Dhaka University Institutional Repository

টাকার জন্য অনেকে ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সব কিছু বিসর্জন দেয়। মূলত এ ধরনের লোক অর্থ ছাড়া আর সব কিছু হারায়।

সুদ

সুদের মত মানবতাবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর দ্বিতীয়টি নেই। সুদের ভয়াবহতা ও ক্ষতির পরিমাণ সীমাহীন। এটি ধীরে ধীরে মানুষকে নিঃশেষ করে দেয়। এ জন্য ইসলামে মারাত্মক অপরাধের কাতারে সুদকে ফেলা হয়েছে। সুদ কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা সুদ খেয়ো না এবং নিরপরাধ নারীকে অপবাদ দিও না।"[২০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা সাতটি বিনাশী কাজ বর্জন কর।" সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন, "আল্লাহ্র সাথে শিরক, যাদু, ন্যায়ভাবে হত্যা ব্যতীত কাউকে হত্যা করা আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ, যুদ্ধের দিনে পলায়ন এবং অনবহিত সধবা (স্বাধীনা) মু'মিন নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।"[২১]

ধারের ক্ষেত্রে আসলের চেয়ে অতিরিক্ত যে টাকা নেয়া হয় বা দেয়া হয় সেটাই সুদ। যে ব্যক্তির অনেক টাকা আছে সে অন্যকে সুদের ওপর টাকা ধার দেয়, অর্থাৎ টাকা দিয়ে টাকা লাভ করে। এটা একটা মূলনীতি যে, শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা কিছু বিনিময় লাভ করা যায়, বিনা শ্রম ও বিনা চেষ্টায় কোন বিনিময় পাওয়ার নিয়ম ইসলামে নেই। মূলধন নিজে কোন শ্রম নয়, তাই তা আপনা আপনি বৃদ্ধি পায় না। মূলধনকে কোন কাজে বিনিয়োগ করলে লাভ বা ক্ষতি দু'টিরই সম্ভাবনা থাকে। পুঁজিপতিরা ক্ষতির ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, সে জন্য তারা সুদী কারবারে টাকা খাটায়। তাদের উদ্দেশ্য মোটেও জনসেবা বা সাহায্য নয় বরং বিনাশ্রমে ঘরে বসে নিজের অর্থ বৃদ্ধি করা। তাই তো দেখা যায়, কোন গরীব বিপদে পড়ে বাধ্য হয়ে সুদে ধার নিলে, পরে যদি সুদ দিতে না পারে তখন ধারদাতা তার প্রতি এতটুকুও দয়া প্রদর্শন করে না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুদে লাভ। বস্তুত সুদ যেহেতু হারাম এবং নিষ্পেষণ তা-ই তাতে ক্ষতির পরিমাণই বেশি। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা-ই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।"[২২]

আল্লাহ্ তা'আলা সুদ হারাম করেছেন গরীব মানুষের স্বার্থে, কারণ সুদ গরীবদের অল্প-স্বল্প যে অর্থ-সম্পদ আছে তা শোষণ করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শোষণটা বুঝা যায় না, মনে হয় ধার নিয়ে গরীব মানুষের তো উপকারই হচ্ছে এবং ধারদাতা দুর্দিনে তাদের সাহায্য করছেন। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার তা নয়। সুদের ভিত্তিতে যে ব্যক্তি, যে সংস্থা, যে প্রতিষ্ঠান ধার দিয়ে থাকে তারা ধারগ্রহীতার লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা করে না। ধারগ্রহীতার সাথে তাদের চুক্তি হলো লাভ-লোকসান যাই হোক, শতকরা এতভাগ সুদ দিতেই হবে। এভাবে ধার নিয়ে কোন কাজে লাগিয়ে যদি লোকসান হয় তখন ধারগ্রহীতার কি দুর্দশা! সে সুদ-আসল কোনটাই দিতে পারে না। ফলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়তে থাকে। এক সময় ধারের বিশ হাজার টাকা সুদে আসলে লক্ষ টাকা হয়ে যায়, যা শোধ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখনই ঘটে আসল ঘটনা, ধারদাতা তখন ধার গ্রহীতার বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, জমি-জমা যা কিছু আছে সব ক্রোক করে নিয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো ধারদাতা প্রথম থেকেই এই লোভে থাকে। সে জানে অনেক ধারগ্রহীতাই লোকসানে পড়বে বা সুদ চালিয়ে যেতে পারবে না। এহেন ধারদাতা ব্যক্তি বা সংস্থা যালিম নয় কি?

যুক্তির দিক থেকে সুদ যে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অকল্যাণকর তা প্রমাণিত। অকল্যাণকর বলেই আল্লাহ্ তা'আলা এটি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন। যে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা বানিয়েছেন, সে মানুষের জন্য কোন জিনিস ভালো আর কোন জিনিস খারাপ, তা তাঁর চেয়ে বেশি আর কার জানার কথা? বিবেকবোধ ও নৈতিকতা

---

[২০] لا تاكلوا الربا و لا تقذفوا محصنة . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ২

[২১] اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: وماهن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التى حرم الله الا الحق، واكل الربا ، واكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . আস্ সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্হুস্ সুন্নাহ্*, খণ্ড- ৩, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৩ হি.পৃ. ১৭৭

[২২] وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون . আল-কুর'আন, ৩০:৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সবচেয়ে দামী জিনিস; অন্যান্য জিনিস যত লাভজনকই হোক না কেন, যদি এ দু'টির জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুদ মানুষের ভিতর স্বার্থান্ধতা, সংকীর্ণমনতা, কার্পণ্য ও অর্থপূজার মানসিকতা সৃষ্টি করে। এগুলো যে বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং অনৈতিক বিষয় তা সকলেই স্বীকার করেন। ইসলামে যা শ্রমলব্ধ নয় এবং অস্বাভাবিক এমন সব কিছুই হারাম। সুদ এমনি একটি অপরাধ।

সুদের ভয়াবহতা, নৃশংসতা ও জঘন্য ভূমিকার জন্য দয়াময় আল্লাহ্ এ কর্মটি হারাম করে দিয়েছেন। কুর'আনে বলা হয়েছে, "হে মু'মিনগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না ক্রমবর্ধমান হারে এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[২৩] আরো বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"[২৪] সুদকে বাহ্যদৃষ্টিতে লাভের ব্যাপার বলে মনে হয়; অন্যদিকে দান করাকে মনে হয় কমে যাচ্ছে। যারা সুদের লেনদেনের সাথে জড়িত তাদের দিকে তাকালেই তাদের মানসিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করা যায়। আসলে সুদের মতো মানবতাবিরোধী একটি ব্যবস্থায় কোন শান্তি নেই। কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"[২৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা সুদ ও সন্দেহ পরিত্যাগ কর।"[২৬]

সুদ এমনই গুরুতর অপরাধ যে, সুদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মহান আল্লাহ্ স্বয়ং যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"[২৭] সুদের পাপ সর্বোচ্চ সংখ্যক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সুদের তিয়াত্তরের মত শাখা (পাপ) রয়েছে।"[২৮] সুদের নিষ্ঠুরতার পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে, ইসলাম সুদের সাথে সম্পর্কিত সকলকে অভিসম্পাত করেছে। ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদের চুক্তি লেখককে মহানবী (স.) অভিশাপ দিয়েছেন। আর এরা সকলে সমান।"[২৯] অতএব সুদের মত মানবতাবিরোধী কর্ম থেকে সকলকে বিরত থাকা উচিত।

ঘুষ

প্রচলিত অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ঘুষ। এটি জঘন্য একটি অপরাধ। বাংলাদেশের অফিস-আদালতে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখন আর ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না। এটি যে একটি অমানবিক ও জঘন্য অপরাধ তা মানুষ ভুলতে বসেছে। এখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে যে, কোন অফিসে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ঘুষের অংশ গ্রহণ না করলে তাকে বোকা মনে করা হয়। ঘুষ গ্রহণের জন্য অনেক অফিসার পরিবার থেকে প্রলুব্ধ হয়ে থাকেন। পূর্বে ঘুষের অর্থ গোপনে গ্রহণ করা হতো। এখন তা-ও করা হচ্ছে না। আসলে মানুষের মূল্যবোধগুলোর অবস্থা এখন এমনই। মানুষের চেতনায় ব্যধি অনুপ্রবেশ করেছে। অথচ ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স.) যে বা যারা ঘুষ গ্রহণ করে এবং ঘুষ প্রদান করে তাদের অভিসম্পাত করেছেন।"[৩০] অফিস-আদালতের ঘুষ আদান-প্রদানের জন্যই মূলত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিবেচনায় বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় প্রথম দিকে অবস্থান নিয়েছে।

মজুদদারি

---

[২৩]. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم تفلحون আল-কুর'আন, ৩ঃ১৩০

[২৪]. احل الله البيع وحرم الربا আল-কুর'আন, ২ঃ২৭৫

[২৫]. يمحق الله الربا ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار اثيم আল-কুর'আন, ২ঃ২৭৬

[২৬]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৩৬

[২৭]. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله আল-কুর'আন, ২ঃ২৭৮, ২৭৯

[২৮]. ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তিজারাত, বাব নং- ৫৮

[২৯]. عن ابن مسعود (رض) ان النبى (ص) لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وهم سواء ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ৬, ১০, ১০৭

[৩০]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাব নং- ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

মজুদদারির অর্থ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্যে বাজারে না ছেড়ে মূল্যবৃদ্ধির আশায় গুদামজাত করে রাখা। চূড়ান্ত পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির পর বাজারে ছেড়ে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটি এখন বিরাট সমস্যা। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর গুদামজাত করার মানসিকতার ফলে বাজারে কৃত্রিমভাবে জিনিস-পত্রের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি চক্র সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এ কাজটি করছে।

ইসলামী মূল্যবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এক স্থানে বা গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত না হয়ে সমাজের মধ্যে সুষম আবর্তন ঘটতে থাকা। এ প্রসংগে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে সেদিন বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।"[৩১] পক্ষান্তরে ইসলাম চায় সম্পদ যেন এক হাতে কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।"[৩২] এভাবে সম্পদ পুঞ্জীভূত করাকে আরবীতে বলা হয় 'ইহ্‌তিকার'। অথচ ইসলামের কথা হলো একদিনের জন্যও এ কাজটি করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তাদেরকে খিয়ানত না করতে এবং আগামী দিনের জন্য জমা না করে রাখতে আদেশ করা হয়েছে।"[৩৩] এ কাজটি বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা অহরহ করছে।

মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যও মওজুদ করা নিষিদ্ধ, বিশেষ করে দুস্প্রাপ্যতার সময়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করে সে অপরাধী।"[৩৪] আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পাপীষ্ঠ ছাড়া আর কেউ দ্রব্য মজুদ করে রাখতে পারে না।"[৩৫] 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মওজুদ করে রাখে না সে আল্লাহ্র রহমত ও ফযল পাবার যোগ্য। আর যে ব্যক্তি ওসব মজুদ করে রাখে সে অভিশপ্ত।"[৩৬] অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, "মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেউ যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যবস্তু মওজুদ রাখে তবে সে আল্লাহ্ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।"[৩৭] মজুদদারের পরিণতি ও তার বৈশিষ্টের ব্যাপারে মু'আয ইবন জাবাল (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র রাসূল (স.) বলেন, "মজুদদার বড্ড খারাপ ও ঘৃণ্য লোক। আল্লাহ্ দ্রব্যাদির দাম কমিয়ে দিলে এরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। আর দ্রব্যাদির মূল্য বেড়ে গেলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পড়ে।"[৩৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) অল্প কথায় বলেন, "গুদামজাতকারী অভিশপ্ত।"[৩৯]

সম্পদ আটকে রাখা বড় ধরনের অপরাধ ও অমানবিক চিন্তাভাবনা। নিকৃষ্ট মানসিকতার ব্যক্তি ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না। জীব-জন্তুও তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য আটক করে রাখে না। যারা এ ন্যাক্কারজনক ও জঘন্য কাজ করে তারা পশুর চেয়েও অধম। 'দাম বাড়লে ছাড়া হবে' এসব পাশবিক ও জাহিলী চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "খরচ কর বা দান কর অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও। সম্পদ ধরে রেখো না ও পুঞ্জীভূত করে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহ্ও তোমার প্রতি তার সরবরাহ বন্ধ করে দিবেন। যে সম্পদ বেঁচে যায়, তা আটকে রেখো না। নতুবা আল্লাহ্ও তোমাদের থেকে আটকে রাখবেন।"[৪০]

অপচয় ও অপব্যয়

---

[৩১] والذين يكنزون الذهبَ والفضّةَ ولاينفقونها فى سبيل الله ، فبشّرهم بعذابٍ اليم . আল-কুর'আন, ৯:৩৪-৩৫

[৩২] كىْ لا يكون دُولة بين الاغنياء منكمْ . আল-কুর'আন, ৫৯:৭

[৩৩] وامروا ان لا يخونوا ولا يدّخروا لغدٍ . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ৫, ২১

[৩৪] من احتكر فهو خاطى . *মিশকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০/*রাহে আমল*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ১, পৃ. ৯৯

[৩৫] لا يحتكر الا خاطئ . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ১৩০

[৩৬] الجالب مرزوق والمحتكر ملعون . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তিজারাত (تجارة), বাব নং- ৬

[৩৭] من احتكر طعامًا اربعين ليلة فقد برئ... . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ২, পৃ. ৩৩

[৩৮] بئس العبد المحتكر ، ان ارخص الله الاسعار حزن وان اغلاها فرح . *রাহে আমল*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ১, পৃ. ১০০

[৩৯] . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তিজারাত, বাব নং- ৬

[৪০] وعن اسماء بنت ابى بكر (رض) قالت: قال لى رسول الله (ص): لا تُوكى فيُوكى عليك ، وفى رواية: انفقى او انفحى ، او انضحى ، ولا تُحصى فيحصى الله عليك ، ولا توعى فيوعى الله علي . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ৮৮, ৮৯/ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৬, পৃ. ১৩৯, ১৬০, ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

অযথা খরচ, আলোকসজ্জা, সকল কিছুকে খাদ্যে পরিণত করা নিকৃষ্ট লোকদের কাজ। মহানবী (স.) বলেছেন, "আমার উম্মাতের সর্বনিকৃষ্ট লোক তারা; যারা নি'আমতসমূহকে খাদ্যে পরিণত করে, রঙ-বেরঙের খাদ্য ও পোশাক খুঁজে বেড়ায় এবং কথার দ্বারা চোয়ালকে ব্যস্ত রাখে / বিষোদগার করে।"[৪৯] অনেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে অপচয় করে থাকে। এটিও খুব মন্দ কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না।"[৫০]

অপচয়, অপব্যয় ও যে কোন ভাবে সম্পদ নষ্ট করার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহ্র অপছন্দের মানুষে পরিণত হয়। আল্লাহ্ যে সব কাজ অপছন্দ করেন, সম্পদ নষ্ট করা তার মধ্যে একটি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন আর তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তাহলো: তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। যে তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন তাহলো: অতিকথন, বেশী সাওয়াল করা এবং সম্পদ নষ্ট করা।"[৫১] শয়তানের পছন্দের কাজগুলোর মধ্যে অপব্যয় একটি। আল্লাহর অপছন্দের কাজের মধ্যে অপব্যয় অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[৫২]

ইসলাম হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে যেমনি অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নেই; তেমনি প্রয়োজনীয় খরচ না করে কৃপণতারও কোন সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"[৫৩] এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কৃপণ লোকদের নিয়ে মানুষ তিরস্কার ও হাসাহাসি করে থাকে। আবার অপচয় ও অপব্যয়কারীরা পরিণামে নিঃস্ব হয়ে যায়। এটি হলো অপচয়কারী ও কৃপণের নগদ শাস্তি; কিন্তু পরজীবনে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ ও কঠোর শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়, যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। ইতোপূর্বে এরা তো ছিল ভোগ-বিলাসে।"[৫৪] এ জন্য এ দু'টি বাজে অভ্যাস থেকে সকলকে বিরত থাকা উচিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, "পানাহারের মাধ্যমে তোমরা পেটুক হয়ে যেয়ো না। কেননা (এ ধরনের) পানাহার শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অসুস্থতার সৃষ্টি করে। সালাতে অলসতার সৃষ্টি করে। পানাহারের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। কেননা তা শরীরের জন্য খুবই কল্যাণকর। অপব্যয় হতেও বেশ দূরে রাখে।"[৫৫]

অতিভোজন অপব্যয়ের একটি ধরন। এটি মূলত কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু তারা পরকালে বিশ্বাস করে না। তাই তারা মনে করে, 'দুনিয়াটা মস্তবড়। খাও, দাও, ফুর্তি কর'। মহানবী (স.) সেদিকে ইংগিত করে বলেছেন, "কাফির খায় সাত পেটে আর মু'মিন খায় এক পেটে।"[৫৬]

মূলত ভারসাম্য রক্ষা করা ইসলামের চরিত্রের অন্যতম। ইসলামে যেমনি অপচয়-অপব্যয় হারাম। তেমনি কৃপণতাও হারাম। ইসলাম সকল ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের আহবান জানায়। নবীগণ এমর চরিত্রের

---

[৪৯] ড. যায়দ বিন মুহাম্মাদ আর্-রুম্মানী, আল-ইসরাফ ওয়াত্ তাবযীর, *ইসলামিক রিসার্চ ম্যাগাজিন*, সংখ্যা- ৬০, রিয়াদঃ ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড ইফতা, জুন-সেপ্টেম্বর' ২০০০, পৃ. ৩৬৭

[৫০] ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং- ৪-৫

[৫১] ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ، فيرضى لكم: ان تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئا ، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ، ولا تفرقوا ، ويكره لكم: قيل وقال ، وكثرة السؤال ، واضاعة المال ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, হাদীস নং- ১৭১৫

[৫২] আল-কুর'আন, ১৭ঃ২৭

[৫৩] আল-কুর'আন, ১৭ঃ২৯

[৫৪] واصحاب الشمال ، ما اصحاب الشمال ، فى سموم وحميم ، وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم ، انهم كانوا قبل ذالك مترفين আল-কুর'আন, ৫৬ঃ৪১-৪৫

[৫৫] اياكم والبطنة فى الطعام والشراب ، فانهما مفسدة للجسد ، مورثة للسقم ، مكسلة عن الصلاة ، وعليكم بالقصد فيهما ، وابعد من السرف... ইবন মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আর-আদাবুশ্ শার'ইয়্যাহ ওয়াল মানাহিজ মার'ইয়্যাহ*,রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াদুল হাদীসাহ, ১৩৯১ হি. খন্ড- ২, পৃ. ২০১

[৫৬] المؤمن ياكل فى سبعة امعاء والكافر ياكل فى سبعة امعاء واحد ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ্, হাদীস নং- ১৮২-১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী ছিলেন। তারা ছিলেন ভারসাম্যের মূর্তপ্রতীক। মিতব্যয়িতা নবীদের অন্যতম গুণ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "নুবুওয়্যাতের পঁচিশ ভাগের একভাগ হলো মিতব্যয়।"[৫৭]

বিলাসিতা

ইসলামে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্জনীয় কাজের মধ্যে বিলাসিতা অন্যতম। ইসলামের মূল্যবোধ এতটাই শানিত যে, আশপাশে কেউ দরিদ্র এবং উপবাস যাপন না করলেও অন্য কেউ বিলাসী জীবন যাপন করতে পারে না। আর যদি সমাজে অসংখ্য বনী আদম না খেয়ে, না পড়ে থাকে তাহলে বিলাসিতা করা অতি বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে বিলাসিতা করা কোন মানুষের জন্য বেমানান। এখনো এখানে অসংখ্য মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে, অসংখ্য মানুষ বাসস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত, অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না, অসংখ্য মানুষ না খেয়ে দিনাতিপাত করছে। এমতাবস্থায় জাকজমক, জৌলুস ও বিলাসিতা করা বড় ধরনের অপরাধ। জনৈক সাহাবী বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদেরকে অধিক বিলাসিতা করতে বারণ করেছেন।"[৫৮] সাহাবী আবূ উমামা ইয়াস ইবন সা'লাবা আনসারী হারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাহাবীগণ তাঁর কাছে দুনিয়াদারী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, "তোমরা কি শুনছো না? তোমরা কি শুনছো না? আরাম আয়েশ ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ইমানের লক্ষণ, নিঃসন্দেহে বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ঈমানের নিদর্শন। অর্থাৎ সাদাসিদা ও সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা।"[৫৯]

সম্পদ আত্মসাৎ করা

অন্যের সম্পদ যে কোনভাবেই আত্মসাৎ করা ইসলামে অবৈধ। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৬০] আরেক স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"[৬১] আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"[৬২]

ইসলামের দৃষ্টিতে কারো সম্পদ আত্মসাতের মত (অর্থনীতিতে) অমানবিক কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। হাদীসে আছে, "রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ বলেন, আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বলেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতসহ আর্বিভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাত করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এ সব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[৬৩] অতএব বুঝা গেল যে, ইসলামে আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের চেয়ে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অনেক বেশি।

---

[৫৭] . ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ্ শি'র, হাদীস নং- ১৭/ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব নং- ২

[৫৮] . ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল্-আশ'আস আস্-সাজিস্তানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুরঃ আল্-মাতবা আল্-মজীদী, ১৩৭৫ হিঃ, কিতাবুত্ তারাজ্জুল, বাব নং- ১

[৫৯] . عن ابى امامة اياس بن ثعلبة الانصارى الحارثى (رض) قال: ذكر اصحاب رسول (ص) يومًا عنده الدنيا ، فقال رسول (ص) الا تسمعون؟ الا تسمعون؟ ان البذاذة من الايمان ، ان البذاذة من الايمان يعنى: التقحل ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তারাজ্জুল (ترجّل), বাব নং- ২

[৬০] . يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا انفسكم انّ الله كان بكم رحيما আল-কুর'আন, ৪ঃ২৯

[৬১] . ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل আল-কুর'আন, ২ঃ১৮৮

[৬২] . يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل আল-কুর'আন, ৪ঃ২৯

[৬৩] . ইমাম নবুবী, *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, (অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী) ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ১৯৮৫, হাদীস নং- ২১৮, পৃ. ১৮২-১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

কৃপণতা

ইসলাম হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় যেমন অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ তেমনি এরই বিপরীত পন্থা তথা কৃপণতাও নিষিদ্ধ। এ দু'য়ের মাঝামাঝি হলো ইসলামের অবস্থান। তাই আল-কুর'আনে ভাল মানুষের ব্যাপারে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, "এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।"[৬৪] আল্লাহ্ তা'আলার সত্যিকার 'আবেদদের গুণ বর্ণনা প্রসংগে এ কথা বলা হয়েছে। আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, "তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তা হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"[৬৫] কৃপণতার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো ব্যয় সংকুচিত হওয়া, ফলে চাহিদা সংকুচিত হওয়া এবং পরিণামে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সংকুচিত হওয়া। অর্থনীতিতে এর পরিণাম নিদারুন অশুভ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে, আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৬৬] আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৃপণতা কাফিরদের অন্যতম অভ্যাস। আর তাদের এ অভ্যাসের জন্য তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। কৃপণতা এমন নীচু মানসিকতার জন্ম দেয় যে, কৃপণ ব্যক্তি অন্যদের খরচ করা বা দান করাকে সহ্য করতে পারে না। এমনকি সে অন্যদেরকেও কৃপণতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কৃপণতাকে অর্থনীতিতে Non use of wealth বলে ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় কৃপণতা করলে, সম্পদ জমা করলে, ব্যয় না করলেই সফলতা। ইসলামের দৃষ্টিতে এ অভ্যাসই সফলতার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"[৬৭]

কৃপণতা অর্থ ব্যয়কুণ্ঠতা, কার্পণ্য, লোভ ইত্যাদি। কৃপণতার ইংরেজী অর্থ হলো Miser, Stinginess । কৃপণতা একটি নোংরা অভ্যাস। জীবনে সফলতার পথে বড় অন্তরায় হলো কার্পণ্য। এ ব্যাপারটি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা না করলে বুঝা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই। কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কুর'আন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে।

কৃপণতায় আল্লাহর কোনরূপ ক্ষতি নেই। ব্যক্তির নিজেরই ক্ষতি হয় এতে। যা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় না। আল্লাহ্ মানুষকে সম্পদ প্রদান করেন আমানত হিসেবে। এ সম্পদে যাদের হক আছে তাদের তা ঠিকমত দিয়ে দেয়া এবং প্রয়োজনীয় খরচ করা হলো আমানত রক্ষা করা। এ কাজ যারা করবে তাদের পরিণতি ভয়াবহ। কোন জাতির পতনের ও ধ্বংসের অন্যতম কারণ কৃপণতা। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।"[৬৮] কৃপণতা শুধু একটি বদ অভ্যাসের মধ্যেই সীমিত থাকে না। কৃপণ ব্যক্তির মধ্যে আরো অনেক বদঅভ্যাস জায়গা করে নেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রক্তপাত, হারাম গ্রহণ, লোভ-লালসা, বিবেচনাবোধহীনতা, ব্যক্তিত্বহীনতা, সংকীর্ণ মানসিকতা, কাপুরুষতা, অস্থিরতা ইত্যাদি। নিম্নোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) তার ইংগিত দিয়েছেন। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা কৃপণতা পরিহার কর; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার দরুন ধ্বংস হয়েছে। এ কৃপণতাই তাদের নিজেদের রক্তপাত করতে ও হারামকে হালাল করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।"[৬৯] ফেরেশতাগণ কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস কামনা

---

৬৪. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذالك قواما. আল-কুর'আন, ২৫ঃ৬৭

৬৫. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا . আল-কুর'আন, ১৭ঃ২৯

৬৬. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله ، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا . আল-কুর'আন, ৪ঃ৩৭

৬৭. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون . আল-কুর'আন, ৫৯ঃ৯, ৬৪ঃ১৬

৬৮. ها انتم هاؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ، فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ، والله الغنى وانتم الفقراء . وان تتولوا يستبدل قومًا غيركم ، ثم لايكونوا امثالكم আল-কুর'আন, ৪৭ঃ৩৮

৬৯. اياكم/اتقوا والشح ، فانما هلك من كان قبلكم بالشح ، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "বান্দা প্রতিদিন ভোরে উপনীত হতেই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! খরচকারীকে তার বিনিময় দান কর এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ্! কৃপণের ধন বিনষ্ট কর।"[৭০]

জঘন্য কর্মসমূহের মধ্যে কৃপণতাকে গন্য করা হয়। কোন ব্যক্তির মধ্যে কৃপণতা পরিলক্ষিত হলে বুঝা যায় লোকটি মারাত্মক খারাপ। মহানবী (স.) বলেছেন, "একজন পুরুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট যে অভ্যাস হতে পারে তাহলো- কৃপণতা, অস্থিরতা (উদ্বিগ্নতা) এবং কাপুরুষতা (ভীরুতা) ও (মানুষকে) পরিত্যাগ করা (ছিন্ন করা)।"[৭১] কৃপণরা এক সময় একাকী হয়ে যায়। কারণ মানুষ সাধারণত এদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়ে। অবশেষে তারা সমাজচ্যুত হয়ে পড়ে।

কৃপণতার সাথে কোন ভাল স্বভাবের সমন্বয় ঘটে না। কৃপণতা অন্য সব ভাল বৈশিষ্ট্যকে চুরমার করে দেয়। বিশেষত কৃপণতার মত অভ্যাসের ফলে ঈমান ধ্বংসের মুখে পড়ে। এমন কি হাদীসে এ বদ অভ্যাসটিকে কুফরির সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "একই মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে কৃপণতা ও ঈমান একত্রিত হতে পারে না। ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরে কৃপণতা ও কুফর জমায়েত হতে পারে না।"[৭২] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্তে বিশ্বাস ও কৃপণতাকে আল্লাহ্ কখনো এক জায়গায় একত্রিত করেন না।"[৭৩] মোট কথা কোন ব্যক্তি হয় মু'মিন হবে অথবা কৃপণ হবে। একসাথে কোন ব্যক্তি কৃপণ-মু'মিন হতে পারবে না। আরেক হাদীসে কিছু বৈশিষ্ট্যকে মু'মিনের জন্য বেমানান ও অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিনের জীবনে দুটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হতে পারে না। (তাহলো) কৃপণতা ও মন্দ চরিত্র।"[৭৪]

শিক্ষারও কোন মূল্য থাকে না যদি শিক্ষিত ব্যক্তি কৃপণ হয়। বরং মূর্খ ব্যক্তিও এমন শিক্ষিতের চেয়ে উত্তম হয় যদি সে কৃপণ না হয়ে উদার হস্তে দান করে। কারণ শিক্ষা তাকে বড় মনের অধিকারী বানাতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কৃপণ লোকের চেয়ে দানশীল মূর্খ লোক আল্লাহ্র কাছে অনেক বেশী প্রিয়।"[৭৫]

শুধু কুফরি নয় আরেকটি হাদীসে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে শিরকের পরেই কৃপণতার এবং এর পরপরই মানুষ হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) গুরুতর অপরাধসমূহকে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, কার্পণ্য, মানুষ হত্যা...।"[৭৬] কৃপণতাকে সকল প্রকার গুরুতর অপরাধের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবশ্যই অশ্লীলতা, নির্দয়তা (নিষ্ঠুরতা, রূঢ়তা, কঠোরতা,) এবং কৃপণতা নিফাকের পরিচায়ক।"[৭৭] ইসলামে নিফাক হলো সবচেয়ে জঘন্য বৈশিষ্ট্য। যার পরিণাম জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তর। কৃপণতা নিফাকের নামান্তর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সব অমানবিক কান্ড হতে মহান প্রভূর কাছে আশ্রয় চাইতেন তার মধ্যে একটি হলো মনের কৃপণতা বা সংকীর্ণতা। জনৈক সাহাবী (রা.) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) কৃপণতা হতে পানা চাইতেন।"[৭৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা ও কৃপণতা থেকে রেহাই চাই।"[৭৯] কৃপণদের জীবনকে আল্লাহ্ তা'আলা দুর্বিসহ করে দেন। তার বিপদের দিনে তার জমাকৃত অর্থ কোন কাজে

---

[৭০] . ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا ، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا . ইমাম নববী, *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৫, পৃ. ২২৪

[৭১] . شر ما فى رجل شح هالع وجبن خالع ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খন্ড- ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২,৩২০

[৭২] . لا يجتمعان فى قلب عبد الايمان والشحّ والكفر ولا يجتمع شحّ و ايمان فى قلب رجل مسلم واحد ، ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৫৬, ৩৪০, ৩৪২, ৪৪১

[৭৩] . الايمان بالله والشحّ جميعا ... ولا يجمع الله আবূ আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আননাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*, ১৯৫১, লাহোরঃ মাকতাবা সালফিয়া, ১৯৮২, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ৮

[৭৪] . خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিয়র, বাব নং- ৪১

[৭৫] . والجاهل السخى احبّ الى الله من عابد بخيل ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিয়র, বাব নং- ৪০

[৭৬] . الشرك بالله والشح وقتل النفس... ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, বাব নং- ৪৬

[৭৭] . ان البذاء والجفاء والشحّ من النفاق ইমাম দারিমী, *সুনানুদ্ দারিমী*, কানপুরঃ ১২৯৩ / বৈরূতঃ দারু ইহইয়ায়িস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়া, দারু ইহইয়ায়িস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়্যাহ, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৪৩

[৭৮] . كان يتعوّذ من الشحّ ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতি'আযাহ (الاستعاذة), বাব নং- ২৭

[৭৯] . اللهم انى اعوذ بك من الهم...والبخل ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর, হাদীস নং- ৫১, ৫২, ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

আসবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পথ এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।"[৮০] কৃপণ ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রমান্বয়ে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ফেরেশতাসহ সব সটকে পড়ে। এমনকি মহান আল্লাহ্ও তার থেকে অনেক দূরে চলে যান। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্, জান্নাত ও মানুষ থেকে অনেক দূরে চলে যায়।"[৮১]

কৃপণ ব্যক্তি পরিণামে সব হারায়। সে যেমনিভাবে নিজে সম্পদ ভোগ করতে পারে না, তার কৃপণ উত্তরসূরীরাও তা ভোগ করে না। পরিশেষে দেখা যায় যে, সকলে পৃথিবী ছেড়ে যায় কিন্তু সম্পদ বহাল তবিয়তে থেকে যায়। পাশাপাশি তার পারলৌকিক জীবন দুঃখময় হয়। কারণ কৃপণ ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কৃপণ ব্যক্তি ও মন্দভাবে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৮২] মহানবী (স.) আরেকটি হাদীসে কৃপণতাকে প্রতারণা ও উপকারের খোঁটা প্রদানের মত অপরাধের সারিতে গণ্য করে বলেছেন, "প্রতারক, কৃপণ এবং অনুগ্রহের খোঁটা প্রদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৮৩] কৃপণতার মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জিত হবে তা পরকালে কৃপণ ব্যক্তির গলার বেড়ি ও ফাঁস হবে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসংগে বলেছেন, "আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং এটি তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে।"[৮৪] মূলত কৃপণরা এমনই ভাবে যে, সম্পদ যত জমাবে ততই লাভবান হবে। কিন্তু কে সম্পদ ভোগ করবে তা মহান আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

ঋণ খেলাপ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অমানবিকতার শীর্ষে ঋণ খেলাফের স্থান। মানুষের বা ব্যাংকের কাছ থেকে বিপদের সময় ঋণ নিয়ে তা আর পরিশোধ না করা বড় ধরণের অন্যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এটি এখন এক মহা সমস্যা হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। মানুষের পাওনা ফিরিয়ে দেয়ার কথা অনেকেই অবলীলায় ভুলে যায়, ঋণ পরিশোধ করতে গরিমসি করে, হয়রানি করে।

ঋণের ব্যাপারে ইসলামের কিছু মৌলিক বক্তব্য রয়েছে। তাহলো প্রথমত এমন ভাবে জীবন যাত্রা পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে ঋণ করতে না হয়। আর যদি একান্ত ঋণ করতেই হয় তবে তা সময় মত পরিশোধ করে দিতে হবে। আর যদি ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকে তাহলে ঋণদাতার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। দুঃখের বিষয় হলো এদেশে ঋণ করা হয় পরিশোধ না করার নিয়্যাতে। সমাজ জীবনে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত থাকা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই ঋণ করতে হয়। তবে সময়মত ঋণ পরিশোধ করার নিয়্যাত থাকতে হবে। তাহলে ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা সৃষ্টিতে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। আর যদি এ নিয়্যতেই ঋণ গ্রহণ করা হয় যে, এ ঋণ আর পরিশোধ করবে না। তাহলে আল্লাহ তার ধ্বংস অনিবার্য করে তুলবেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রসংগে বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কর্য নেয় এবং আদায় করার নিয়্যাত রাখে। আল্লাহ্ তার পক্ষ থেকে তা শোধ করে দিবেন। আবার যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কর্য নেয় এবং তা আদায় করার নিয়্যাত রাখে না। আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করে দিবেন।"[৮৫] কখনো ফিরিয়ে দিতে হবে এ চিন্তাই ঋণগ্রহীতারা করেন না। অথবা তারা ব্যাপারটিকে এভাবে চিন্তাই করেন না। অনেকেই বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য ঋণ করে থাকেন। অনেকে কোটিপতি হওয়ার জন্য ঋণ করে থাকেন। অনেকে ঋণ করে হজ্জের মত কাজও করে থাকেন। অনেকের কাছে ঋণ করা সখের ব্যাপার এবং সম্মানের ব্যাপার। মনে হয় যেন সামাজিক অবস্থানের জন্য বড় মাপের ঋণ খুবই দরকার। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, ঋণী ব্যক্তির জন্য হজ্জ বা অন্য কোন ইবাদাত নয়। যা হোক ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও চেতনার

---

৮০ وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى . আল-কুর'আন, ৯২:৮-১১

৮১ البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس . ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, বাব নং- ৪০

৮২ لا يدخل الجنة بخيل...ولا سيئ الملكة . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪, ৭

৮৩ لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪, ৭

৮৪ ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة . আল-কুর'আন, ৩:১৮০

৮৫ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله عليه . রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

অভাবে এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যাংকের বেশিরভাগ টাকা ঋণ খেলাপিদের কাছে আটকা পড়ে আছে। অথচ এ টাকার মালিক চৌদ্দ কোটি মানুষ। এ দেশের অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তি ঋণ খেলাফি। জাতীয় নির্বাচনের সময় কিছু চালচিত্র জনগণ জানতে পারে।

ঋণ পরিশোধের জন্য কুর'আন ও হাদীসে খুব তাকীদ দেয়া হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যার ঋণ রয়েছে সে যেন তার ঋণ পরিশোধ করে।"[৮৬] রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেও এ অভিশাপ হতে প্রায়শই আল্লাহর কাছে পানা চাইতেন। তিনি নিম্নোক্তভাবে দু'আ করতেন, "আমি আল্লাহর কাছে কুফরি ও ঋণ হতে পানা চাই।"[৮৭] এ হাদীসের একটি বিরাট শিক্ষা হলো এই যে, কুফরি করা ও ঋণ করা সমান ধরনের অপরাধ। বরং ঋণের কুফল আরো ব্যাপক। কুফরিতে শুধু মহান আল্লাহকে অমান্য করা হয়। আর ঋণের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়কে যাতনা দেয়া হয়। ইসলামের বিধান হলো কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সর্বপ্রথম তার সম্পদ হতে ঋণ পরিশোধ করা হবে। তারপর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিয়মানুযায়ী সম্পদ বন্টন করা হবে। ঋণ পরিশোধ না করে কোন অবস্থায়ই সম্পদ বন্টন করা যাবে না। "এ সবই (উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টন) সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।"[৮৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আরিয়াত (ঋণ) শোধ করতে হবে। মিনহা (ধার নেয়া দুধালো উট) ফেরত দিতে হবে। ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যে ব্যক্তি যামিন হবে তাকে যামানত আদায় করতে হবে।"[৮৯] ঋণ থাকাবস্থায় যাকাত প্রদান করলে তা বৈধ হবে না। বিশেষত রমযান মাসকে যাকাত প্রদানের জন্য মানুষ বাছাই করে থাকে। এ মাসে যাকাত প্রদানের পূর্বেই মুসলমানদেরকে দায়-দেনা পরিশোধ করে নিষ্কলুষ হয়ে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "এটি তোমাদের যাকাতের মাস। অতএব যার ঋণ রয়েছে সে যেন তা পরিশোধ করে দেয়।"[৯০]

ঋণ পরিশোধের সময় যে মানের ঋন গ্রহণ করা হয়েছিল তার চেয়ে ভাল মানের ঋণ পরিশোধ করতে ঋণী ব্যক্তি বাধ্য থাকবে। আবূ রা'ফি (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) একজনের কাছ থেকে একটি কম বয়সী উট ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যাকাতের উট এলো। তিনি আমাকে হুকুম দিলেন, "ঐ ব্যক্তির কম বয়সী উটটি পরিশোধ করে দাও।" আমি বললাম, "উটগুলোর মধ্যে মাত্র একটি সাত বছরের উটই আছে যা খুবই উত্তম।" রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, "ওটাই তাকে দিয়ে দাও। কেননা সে ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তম মাল দিয়ে ঋণ শোধ করে।"[৯১]

ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে কোনদিন মানসিক শান্তি পায় না। কারণ যেসব কারণে মানুষের মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হয় ঋণ তার মধ্যে একটি। যারা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত পরিশোধ করে তারা বুঝতে পারে, পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত এর মানসিক যন্ত্রণা কতটা ভয়াবহ। ঋণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র অশান্তি আর অসহনীয় যন্ত্রণা। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কথাও তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "ঋণের প্রথম (সমস্যা) দুশ্চিন্তা আর শেষ (সমস্যা) যুদ্ধ।"[৯২] ঋণের বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে দু'টির কথা নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণী ব্যক্তির সম্মানের হানি ঘটে। সে যত্রতত্র অসম্মানের শিকার হতে পারে। তাছাড়া তার ওপর রাষ্ট্রযন্ত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সক্ষম ব্যক্তির ঋণ আদায়ে গড়িমসি তার মানহানি ও শাস্তিকে অনিবার্য করে দেয়।"[৯৩] ইসলামে যেহেতু অমানবিক সব কিছু হারাম সেহেতু এ অপকর্মের বিরুদ্ধেও সোচ্চার উচ্চারণ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসে ঋণ খেলাফের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা

---

৮৬. فمن كان عليه دَيْنٌ فليؤدِّ دَيْنَهُ ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১৭

৮৭. اعوذ بالله من الكفر والدين ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৩

৮৮. ...من بعد وصية يوصى بها او دين আল-কুর'আন, ৪:১১, ১২

৮৯. الارية مُؤدّةٌ ، والمنحة مَرْدُودَةٌ ، والدَّيْنَ مَقْضِىٌّ ، والكَفِيْلُ غارِمٌ ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', বাব নং- ৩৯

৯০. هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১৭

৯১. عن ابى رافع قال: استسلف رسول الله (ص) بكرًا فجاءته ابل من الصدقة ، قال ابو رافع: فامرنى ان اقضى الرجل بكره ، فقلتُ: لا اجد الا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله (ص): اعطه اياه فانّ خير الناس احسنهم قضاءً রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১০৩

৯২. والدين فان اوّله همٌّ واخره حربٌ ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ওয়াসিয়্যাত (الوصية), হাদীস নং- ৮

৯৩. لىُّ الواجد يُحلُّ عرضه وعقوبته রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ঋণ পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত মু'মিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলে থাকে।"[৯৪] মৃত্যুর পর ঋণী ব্যক্তির আত্মা শান্তি পাওয়া তো দূরের কথা তার আত্মা তখনও ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ঝুলে থাকে।

ঋণ খেলাপের ভয়াবহতা ইসলামে এত বেশী যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন ব্যক্তিদের জানাযা নামায পড়তেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তির ঋণের বোঝা রয়েছে মহানবী (স.) তার জানাযা নামায পড়তেন না।"[৯৫] ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আচরণ হতে ইসলামের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যায়। নিম্নোক্ত হাদীস তার প্রমাণ বহন করে। আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট জানাযার জন্য একজন মৃত ব্যক্তিকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তির কি কোন ঋণ আছে? জবাবে বলা হলো, "হাঁ, আছে।" রাসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, "ঋণ শোধ করার মত সম্পদ কি সে রেখে গেছে? জবাবে বলা হলো, "না, রেখে যায়নি।" রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, "তোমরা এ ব্যক্তির জানাযা পড়ো, আমি পড়বো না।" এ অবস্থা দেখে আলী ইবন আবী তালিব বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এ ব্যক্তির ঋণ আদায়ের ভার নিচ্ছি।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) তার জানাযা পড়লেন। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, "হে আলী! আল্লাহ্ তোমাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, যেভাবে তুমি তোমার একজন মুসলিম ভাইকে আগুন থেকে বাঁচালে। যে মুসলিম অপর মুসলিমের ঋণ পরিশোধ করে দিবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।"[৯৬] হাদীস হতে বুঝা যায় যে, ঋণ হলো আগুনের ন্যায়। যা শুধু অশান্তি ছড়িয়ে দেয়। ঋণের মত অপরাধের দায়-দায়িত্ব মহানবী (স.) নিতেন না। এসব অপরাধের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হলো, ভুক্তভোগী ব্যক্তি ক্ষমা না করলে তাকে কেউ ক্ষমা করতে পারে না। যেহেতু এসব মানুষের অধিকার তথা 'হাক্কুল 'ইবাদ'। আবার ব্যাংক-ঋণ বা রাষ্ট্রীয়-ঋন আরো ভয়াবহ। কারণ এর সাথে অনেক লোকের স্বার্থ জড়িত।

ইসলামে শহীদের অনেক মর্যাদা। তাদেরকে মৃত বলা হোক এটাও আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দ। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।"[৯৭] সেই শহীদগণও ঋণ পরিশোধ না করলে ক্ষমা পাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৯৮] সর্বোপরি এখানে মানুষের অধিকারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কোন ভাল কাজই গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি সবচেয়ে প্রিয় জীবনটি বিলিয়ে দিলেও না। আরেকটি হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ঋণ ছাড়া সকল কিছুকে ক্ষমা করে দেয়।"[৯৯] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ঋণ ছাড়া শহীদের সব পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[১০০] উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকারের কথাই পুণরায় প্রকাশিত হয়েছে। নচেৎ শহীদের মত ব্যক্তিকে ক্ষমা না করার কোন কারণ ছিল না। সর্বোপরি হাক্কুল 'ইবাদ রক্ষায় ইসলাম সর্বদা সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে।

ঋণ খেলাপিদের জন্য সবচেয়ে খারাপ খবর হলো এই যে, তাদের পরকালিন জীবনও বিপন্ন হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে ঋণ খেলাপি থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে।"[১০১]

ভিক্ষাবৃত্তি

---

৯৪ ان نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه . ইমাম ইবন মাজাহ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সাদাকাত (الصدقات), বাব নং- ১২

৯৫ كان النبى (ص)...لا يصلى على رجل عليه دَيْنٌ . ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ, বাব নং- ৯

৯৬ عن ابى سعيد ن الخدرى (رض) قال: أتى النبى (ص) بجنازة ليصلى عليها ، فقال: هل علي صاحبكم دين؟ قالوا: نعم ، قال: هل ترك له من وفاء؟ قالوا: لا ، قال: صلوا على صاحبكم ، قال على بن ابي طالب (رض) على دينه يا رسول الله (ص) فتقدم فصلى عليه ، وفى رواية معناه وقال: فكّ الله رهانك من النار كما فككتَ رهان اخيك المسلم ، ليس من عبدٍ مسلمٍ يُقضى عن اخيه دينه الا فكّ الله رهانه يوم القيامة . রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১০২

৯৭ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات ، بل احياء ولكن لا تشعرون . আল-কুর'আন, ২:১৫৪

৯৮ يُغفر للشهيد كل ذنب الا الدين . ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ১০

৯৯ القتل فى سبيل الله يكفر كلّ شىء الا الدين . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারত, হাদীস নং- ১২০

১০০ يُغفر للشهيد كلّ ذنب الا الدَّين . রাহে আমল, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১০১ ان الدين يُقضى من صاحبه يوم القيامة . ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সাদাকাত, বাব নং- ২১

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষাবৃত্তি হলো একটি নেশা ও বাজে অভ্যাস। ভিক্ষাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। ভিক্ষা এমন একটি বদ অভ্যাস যে, এক সময় ব্যক্তি স্বচ্ছল হয়ে ওঠলেও মানুষের সামনে হাত এগিয়ে দেয়। ভিক্ষাবৃত্তি মানবতার জন্য এক চরম অবমাননাকর ঘটনা। মহানবী (স.) ভিক্ষা গ্রহণকারীকে নীচের হাত উল্লেখ করে বলেছেন, "নীচের হাতের চেয়ে ওপরের হাত উত্তম।"[১০২]

যৌক্তিক কারণেই ইসলামে দারিদ্র্য হতে বাঁচার জন্য দু'আ শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। দারিদ্র্যের ফলে যে সব সব সমস্যার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে একটি হলো ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের আত্মসম্মানবোধ শেষ করে দেয়। এক সময় সে তার ঈমান বিকিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দারিদ্র্য, অভাব, অপমান, যুলম করা অথবা যুলমের শিকার হওয়া হতে পরিত্রাণ চাও।"[১০৩] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দারিদ্র্য হতে পরিত্রাণ চাই।"[১০৪] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) দারিদ্র্য ও কুফরীকে সম মানের অন্যায় হিসেবে উল্লেখ করে তা হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে কুফরী ও দারিদ্র্য হতে আশ্রয় চাই।"[১০৫]

কোন কোন হাদীসে দারিদ্র্যকে ফিৎনা হিসেবে উল্লেখ করে তা হতে আল্লাহর পানা চাওয়া হয়েছে। দারিদ্র্য যে ফিৎনা বা পরীক্ষা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ব্যাপারটি শতভাগ সত্য। এখানে প্রতি বছর দরিদ্র মুসলিম মানুষের বিরাট একটি অংশ ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। এরা বেশিরভাগ সময় খৃষ্টান হয়ে যায়। বিশেষ করে অনেকগুলো এনজিও এ দেশের মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অনেক লোককে খৃষ্টান বানাচ্ছে। তাদের প্রধান টার্গেট পার্বত্য অঞ্চল। সেখানকার শুধু মুসলিম নয় উপজাতিদেরকেও খৃষ্টান বানানো হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) যৌক্তিক কারণেই নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন, "আমি তোমার কাছে দারিদ্র্যের পরীক্ষা থেকে আশ্রয় চাই।"[১০৬]

ভিক্ষাবৃত্তি অনেকগুলো কারণে ইসলামে খুব ন্যাক্কারজনক কর্ম। এ জন্য এর পরিণতিও ভয়াবহ। বিশেষ করে কারো অভাব-অনটন না থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় তাহলে তা চরম ঘৃণ্য কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে বেড়ায় সে মূলত জ্বলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করে থাকে।"[১০৭] এমন লোকও পাওয়া যায়, যারা অভাবের জন্য ভিক্ষা করে না। বরং অভ্যাসের বশে বা আরো ধনী হওয়ার নেশায় বা পরিশ্রমের কাজ হতে বাঁচার জন্য ভিক্ষা করে থাকে। পরকালে এদের পরিণতি ভয়াবহ হবে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং বিধান অন্যরকম। মানুষ ভিক্ষা করে অভাব দূর করার জন্য। আর আল্লাহ্ এমন লোকদের জন্য দারিদ্র্যের রাস্তা খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি হাত পাতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিলে আল্লাহ্ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন।"[১০৮]

ব্যবসা-বানিজ্যে মানবিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধ ও মানবিকতা শেষ অবধি ব্যবসা-বানিজ্য থেকেও ওঠে গেছে। আজকাল ব্যবসা মানেই যেন প্রতারণা, ঠকবাজি, মজুদদারি, অসততা এবং সন্দেহ ও আস্থাহীনতা। অথচ পূর্ব যুগে ইসলামের বড় বড় ব্যক্তিত্বরা ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এক সময় ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যাতায়াত করতেন। ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) ব্যবসায়ী ছিলেন। ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, "ব্যবসায় ছিল তাঁর পেশা।"[১০৯] দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার উপায়। খিলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে পড়ার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যান।[১১০]

---

[১০২]. اليد العليا خير من اليد السفلى ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯৪-৯৭, ১০৬
[১০৩]. تعوذوا بالله من الفقر و القلة و الذلة وان تَظلِم او تُظلم ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ২, পৃ. ৫৪০
[১০৪]. اني اعوذ بك من الفقر ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ২, পৃ. ৩০৫, ৩২৫, ৩৫৪
[১০৫]. اني اعوذ بك من الكفر و الفقر ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১০১
[১০৬]. اعوذ بك...من شرّ فتنة الفقر ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৬, পৃ. ৫৭, ২০৭
[১০৭]. من سال من غير فقر فكانما ياكل الجمر ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৪, পৃ. ১৬৫
[১০৮]. لا يفتح الانسان (على نفسه) باب مسئلة الا فتح الله عليه باب فقر ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ১, পৃ. ১৯৩, ৪১৮, খণ্ড- ৪, পৃ. ২৩১
[১০৯]. ড. আবদুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, খণ্ড- ১, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯, পৃ. ২৫
[১১০]. ড. আবদুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে ব্যবসার খুব মর্যাদা। তবে অবশ্য তা সৎ ব্যবসা হতে হবে। যেহেতু ব্যবসায়ীদের শ্রমের ফলে মানুষ সহজে জিনিসপত্র পেয়ে থাকে তাই তাদের এত মর্যাদা। কিয়ামত দিবসে সৎ ব্যবসায়ীরা অবস্থান করবে আম্বিয়া কিরামের সাথে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী ব্যবসায়ীরা নবীদের সাথে থাকবে।"[১১১] মহান আল্লাহ্র কাছে নিজের হাতের উপার্জন সবচেয়ে বেশি উত্তম ও পবিত্র। আর সে উপার্জন যদি ব্যবসা হয় তাহলে তা আরো উত্তম। তবে সে ব্যবসায় পূর্ণমাত্রায় সততা থাকতে হবে। হযরত রাফি' ইবন খুদায়িজ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, বলা হলো, "হে আল্লাহ্র রাসূল (স.)! কোন উপার্জন সর্বোত্তম?" রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, "ব্যক্তির নিজের হাতের উপার্জন এবং প্রতিটি সৎ ব্যবসা।"[১১২]

ব্যবসায় কি রকম অসততা ও প্রতারণা হতে পারে তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হলো বাংলাদেশ। ভুক্তভোগী মাত্র তা অনুধাবন করতে পারে। এখানে অধিকাংশ ক্রেতাকে ধরেই নিতে হবে যে, সে বাজারে ঠকতে ও প্রতারিত হতে যাচ্ছে। প্রতারিত না হলে বুঝতে হবে যে, এটি একটি দুর্ঘটনা মাত্র। অধিকাংশ ব্যবসায়ী তাদের অসততার কারণে পরকালে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তবে হাঁ যদি তারা তাদের ব্যবসায় আল্লাহ্ভীতি, সততা ও নীতি-নৈতিকতা প্রদর্শন করে তাহলে তাদের ব্যাপার হবে অন্যরকম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামত দিবসে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে। তবে হাঁ তারা নয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, কল্যাণ করেছে এবং সত্য গ্রহণ করেছে।"[১১৩]

নমনীয়তা ইসলামের প্রাণশক্তি। বিশেষত ব্যবসা-বানিজ্যে তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসনীয় একটি গুণ। ব্যবসার মূল্যবোধগুলোর মধ্যে নমনীয়তা অন্যতম। মহানবী (স.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ রহম-করুনা করেন যে ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা আদায়ে নমনীয়।"[১১৪] বাংলাদেশে হাট-বাজারে এবং বাণিজ্যিক বিপনী বিতানগুলোতে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে এক পয়সার জন্য মানুষ নমনীয় হতে চায় না। সামান্য টাকা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে হত্যার মত ঘটনা ঘটে যায়।

ব্যবসায় মূল্যবোধ বিরোধী কর্মকান্ড

মিথ্যা বলা

ব্যবসা-বানিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এতে ব্যবসায়ী যেমনি নিজে হারাম পেশায় জড়িয়ে পড়ছে তেমনি সে পরিবার পরিজনকে হারাম উপার্জন করে খাওয়াচ্ছে। এদেশে ব্যবসায় সত্য বলে এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যা নগণ্য। অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, যেন মিথ্যা বলাই ব্যবসার একটি অংশ। এ জন্য দেখা যায় ব্যবসায়ীরা আগের তুলনায় অনেক বেশী সময় দিচ্ছে, অনেক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, অনেক অর্থ বিনিয়োগ করছে; তারপরও যেন সাধ মিটছে না, অভাব-অভিযোগ কমছে না। আসলে ব্যবসায় সততা না থাকলে তাতে প্রাচুর্য ও বরকত আর থাকে না। মহানবী (স.) বলেন, "ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেনা-বেচা বাতিল করে দেয়ার অধিকার বা এখতিয়ার রাখে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে, তাহলে তাদের কেনা-বেচায় বরকত দিয়ে দেয়া হয় আর যদি তারা কোন কিছু গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে তাদের বরকত নষ্ট করে দেয়া হয়।"[১১৫]

বেশি বেশি শপথ করা

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা অধিক শপথের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এতেই বুঝা যায় যে, তার পণ্যে সমস্যা রয়েছে। ঝামেলামুক্ত পণ্যের জন্য তো এত শপথ করার প্রয়োজন নেই। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি গর্হিত কাজ।

---

[১১১] . التاجر الصدوق الامين مع النبيين ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তিজারাত, বাব নং- ১

[১১২] . عن رافع بن خديج (رض) قال: قيل: يا رسول الله (ص)! اىّ الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكلّ بيع مبرور রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৯৫

[১১৩] . التّجّار يُحشرون يوم القيامة فجّارًا الا من اتقى وبرّ وصدق ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', বাব নং- ৪/রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৯৬

[১১৪] . رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৯৫

[১১৫] . البيعان بالخيار مالم يتفرّقا ، فان صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا مُحقتْ بركة ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং- ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ যেসব লোকের ওপর রাগান্বিত হন তাদের অন্যতম শপথকারী ব্যবসায়ী। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "চার শ্রেণীর উপর আল্লাহর ক্রোধ। এদের একটি হলো অধিক শপথকারী ব্যবসায়ী।"[১১৬] ব্যবসায়ী আপাতত মনে করতে পারে যে, শপথ করে সে পণ্যটি চালিয়ে দিচ্ছে এবং অধিক মুনাফা অর্জন করছে। বাস্তবে সে নিজে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। সে প্রকারান্তরে তার পারলৌকিক জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "ব্যবসায় বেশি বেশি শপথ করা হতে তোমরা বিরত থাক। কেননা এ অধিক শপথ সাময়িকভাবে সমৃদ্ধি ঘটালেও শেষাবধি তা বরবাদ করে দেয়।"[১১৭] ব্যবসায়ী যদি নিজের পণ্যের মান ও মূল্য সম্পর্কে কসম খেয়ে ক্রেতাগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে তা হলে সাময়িকভাবে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। বিক্রয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু ক্রেতাগণ যদি পরবর্তীকালে বুঝতে পারে যে, মূল্য ও মান সম্পর্কে বিক্রেতা তাকে কসমের মাধ্যমে প্রতারিত করেছে তা হলে সে দোকানে আর কেউ মাল কিনতে যাবে না। এভাবে প্রতারণাকারীর ব্যবসা মূলত: ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে পরকালিন ক্ষতি অবধারিত। মিথ্যা শপথকারীদের পরিণাম ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিম্নোক্ত হাদীসে তার কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তিনি বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আবূ যার গিফারী (রা.) বললেন, তারা ব্যর্থ হলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো হে আল্লাহ্র রাসূল (স.) তারা কারা? রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, যে গর্বভরে গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করে। যে কারো উপকার করে তা বলে বেড়ায় (খোটা দানকারী) এবং যে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে তার পণ্য বিক্রি করে সমৃদ্ধি অর্জন করে।"[১১৮]

কারো দরের ওপর দর করা

রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে সব মূল্যবোধ-বিরোধী কর্মের ব্যাপারে মানুষকে নিষেধ ও সাবধান করেছেন; তার প্রতিটি বর্তমান সমাজে প্রচলিত রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে একটি মূল্যবোধ-বিরোধী কাজ হলো কারো দর করার ওপর তারই বর্তমানে বেশি দর করা। অথবা দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দর করা; যাতে ক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকে না। এটি খুবই জঘন্য ও ভয়াবহ মানবতাবিরোধী কর্ম। নিয়ম হলো কেউ দর করতে থাকলে অন্যদের তখন পাল্লা দিয়ে দর না বলা। বরং ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম যতক্ষণ না পূর্বোক্ত ব্যক্তি চলে না যায়। এ প্রসংগে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না করে।"[১১৯] আরেক হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন, "কেউ যেন তার ভাইয়ের দরাদরির ওপর দর না করে।"[১২০]

হাদীস শরীফে এ মানবতা বিরোধী কর্ম হতে মানুষকে সাবধান করা হয়েছে। বর্ণিত আছে, "মহানবী (স.) অন্যের দরের ওপর দর হাকাতে এবং পশুর (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন।"[১২১]

ওযন ও মাপে কম দেয়া

ব্যবসায়ে মূল্যবোধবিরোধী ও অমানবিক একটি অপকর্ম হলো ওযন ও পরিমাপ যথাযথ না করা। বাংলাদেশের ব্যবসায়িক অংগনে এখন কম দেয়ার এক মহা উৎসব চলছে। বাজারে যা মেপে দিচ্ছে তা বাসায় এসে মাপার পর কম হচ্ছে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পতনের অন্যতম একটি কারণ ছিল এটি। হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ওযনকারী ও পরিমাপকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমাদের ওপর এমন দু'টো দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, যার (অপব্যবহারের) জন্য) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে।"[১২২]

ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা এমন চরিত্রের জন্য ধ্বংস কামনা করেছেন। কারণ কষ্টের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে কোন কিছু কিনে ওজনে কম পেলে কি কষ্ট তা ভূক্তভোগী মাত্র বুঝতে

---

[১১৬] . اربعة يبغضهم الله...البيّاع الحلاف ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, বাব নং- ৭৭

[১১৭] . ايّاكم وكثرة الحلف فى البيع فانه يُنفق ثمّ يمحق রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৯৬

[১১৮] . ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ، قال ابو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله (ص)؟ قال: المسبل ، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৯৭

[১১৯] . لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ্, হাদীস নং- ১২

[১২০] . لا يسوم الرجل على سوم اخيه ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', বাব নং- ৫৭

[১২১] . نهى عن النجش وعن التصرية ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং- ১২

[১২২] . قال رسول الله (ص) لاصحاب الكيل والميزان ، انكم قد وليتم امرين ، هلكت فيهما الامم السابقة قبلكم রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

পারে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যে ব্যবসায়ী খরিদদারকে মাপে কম দিচ্ছে সে নিজে কেনার সময় বেশি নিতে চায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, এরাই লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।"[১২৩]

পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা

পণ্যের দোষ-ত্রুটি চেপে যাওয়া এক ধরনের প্রতারণা। এ কাজটি করে না এমন ব্যবসায়ী বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া বড় মুশকিল। অধিকাংশ ব্যবসায়ী তার পণ্যের দোষ ঢাকার জন্য হাজারো মিথ্যা বলে ও কসম করে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ত্রুটি না জানিয়ে কারো বিক্রি করা বৈধ নয়। ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তা পরিষ্কার বলে না দিয়ে গোপন রাখা অবৈধ।"[১২৪] মালপত্র বিক্রি করার সময় খরিদ্দারের নিকট জিনিসের দোষ-ত্রুটির কথা গোপন না রেখে খুলে বলে দেয়ার জন্য ইসলাম উপদেশ দিয়েছে। ইসলামে মূল্যবোধের গুরুত্ব এত বেশী যে, কোন পণ্যের ত্রুটির ব্যাপারে যে ব্যক্তিরই জানা থাক না কেন অন্যদের তা জানিয়ে দেয়া তার ঈমানী দায়িত্ব। একদা রাসূলুল্লাহ্ (স.) বাজারে এক ব্যবসায়ীর নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, সে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করছে। স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পেলেন তা ভিজা। কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বললো, বৃষ্টিতে মাল ভিজে গিয়েছিলো। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, "ভিজাগুলো ওপরে রাখলে না কেন?" এ কথা বলে তিনি ঘোষণা করলেন, "যারা আমাদের সংগে প্রতারণা করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১২৫]

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে মূল্যবোধ

বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ঢেউ এসে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কেও লেগেছে। মালিকরা সর্বোচ্চ খাটিয়ে সর্বনিম্ন মজুরী দিতে চায়। আবার শ্রমিকরা কম মজুরী খাটিয়ে আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক পেতে চায়। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার দায়িত্বে অবহেলা করছে। কোন পক্ষ মানবিক মূল্যবোধের তোয়াক্কা করছে না। শ্রমিকের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে মানবতাবাদী রাসূল (স.) বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পাওনা চুকিয়ে দাও।"[১২৬] মজুর বা শ্রমিক তাদেরই বলে যারা নিজের ও ছেলে-মেয়ের দু'মুঠো খাবার সংস্থানের জন্য দিন মজুরি করে থাকে। যদি তার মজুরি আজ না দিয়ে আগামীকাল দেয়ার কথা বলে অথবা একেবারেই না দেয় তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে আর যাই হোক মানুষ বলা যায় না। কারণ তার এ পারিশ্রমিকের ওপর তার পরিবারবর্গের খাদ্যের সংস্থান নির্ভর করে। সময় মত মজুরি না পেলে তার সংসারের সদস্যরা অভুক্ত থাকবে।

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা কয়েক শ্রেণীর লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবেন; যাদের মধ্যে মজুরের মজুরি নিয়ে যারা টালবাহানা করে তারাও রয়েছে। এরা মহান আল্লাহ্র কতটা ক্রোধের পাত্র তা হাদীস থেকে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেন, শেষ বিচারের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে আমার ঝগড়া হবে। (১) এমন লোক যে আমার নামে দান করে ফিরিয়ে নেয়। (২) এমন ব্যক্তি যে কোন আযাদ লোককে (ধরে নিয়ে) বিক্রি করে অর্জিত অর্থ ভোগ করে এবং (৩) এমন লোক যে শ্রমিক নিয়োগ করে পুরো কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পাওনা তাকে দেয় না।"[১২৭]

বিচার-ফয়সালায় মানবিক মূল্যবোধ

ইসলামে বিচার-ফয়সালার ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর একটি ব্যাপার। সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকলে বিভিন্ন ধরনের অনাচার, দূরাচার, বাড়াবাড়ি, অসন্তোষ, আইন অমান্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেকে তখন দেশকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে। তখন মানবিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মানুষকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্তমানে বিচারের ক্ষেত্রে যেসব দূরাচার ও অনাচার সংঘটিত হচ্ছে এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে পূর্বেই ইসলাম মানুষকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। বিচারে ভাল ব্যক্তিকেই ইসলাম সত্যিকারের

---

[১২৩] . আল-কুর'আন, ৮৩:১-৩ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون

[১২৪] . রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১০০ لا يحلّ لاحد ان يَبيع شيئا الا بين ما فيه ، ولا يحلّ لاحد يعلم ذالك الا بيّنه

[১২৫] . রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১০১

[১২৬] . ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রাহুন (الرهون), বাব নং- ৪ اعطوا الاجير اجره قبل ان يَجفّ عرقه

[১২৭] . قال رسول الله (ص) قال الله تعالى: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ، رجل اعطى بى ثمّ غدر ، ورجل باع حرًا فاكل ثمنه ، ورجل استاجر اجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه اجره রাহে আমল, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভাল লোক বলে আখ্যায়িত করেছে। মুহাম্মাদ (স.) বলেন, "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে মানুষের মধ্যে বিচারে উত্তম।"[১২৮] এমনি ধরনের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে বিচারে সর্বোত্তম।"[১২৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "মুসলিমদের মধ্যে সে উত্তম যে বিচারে উত্তম।"[১৩০] আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র আবিদদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালায় সর্বোত্তম।"[১৩১]

ইসলামী মূল্যবোধে বিচারককে কিছু নিয়ম মানতে হয়। রায় প্রদানের সময় তাকে মানসিক ভারসাম্য হারালে চলবে না। বিশেষতঃ ক্রোধাবস্থায় বিচার করা যাবে না। তাহলে অনাকাংখিত ও অপ্রত্যাশিত রায় হয়ে যেতে পারে। মানুষ সুবিচার নাও পেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এই প্রসংগটিও বাদ দেননি। তিনি বলেন, "এমতাবস্থায় তুমি দু'পক্ষের মধ্যে রায় দিও না যে, তখন তুমি ক্রোধান্বিত।"[১৩২] বিচার-ফয়সালা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। বিচারকের সামান্য অমনোযোগের ফলে যথাযথ রায় না-ও হতে পারে। এ জন্য বিচারকদেরকে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। বিচারকালিন সময়ে মেজাজের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ক্রোধাবস্থায় দু'পক্ষের মধ্যে বিচার করা বিচারক বা কাযীর জন্য শোভনীয় নয়।"[১৩৩] আল্লাহ্ভীতি মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে থাকে। বিচার-ফয়সালায় মহান আল্লাহ্কে ভয় করে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। তাহলে অবিচারের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তুমি যখন তোমার বিচারের সময় রায় দিবে তখন আল্লাহ্কে ভয় কর।"[১৩৪]

সমাজে যেসব কারণে রক্তপাত সংঘটিত হয় তার মধ্যে একটি হলো সুবিচার অনুপস্থিত থাকা। কেউ সুবিচার না পেলে দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে যে কোন কিছু ঘটিয়ে দিতে পারে। এ জন্য যে কোন মূল্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন জাতির মধ্যে যদি সুবিচার করা না হয়; তাহলে তাদের মধ্যে রক্তারক্তি ছড়িয়ে পড়ে।"[১৩৫]

আজকাল অর্থের বিনিময়ে রায় পাল্টানোর কথা শুনা যায়। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ঘুষ এমনিতেই জঘন্য পাপের অন্যতম। বিচারের ক্ষেত্রে তা আরো ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ ব্যাপারেও সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিচারে ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন।"[১৩৬] স্বজনপ্রীতি ও দলপ্রীতির কারণে অনেক সময় বিচারক নিয়োগে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়া হয়। অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যার ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। বিচারালয়ে নৈরাজ্য দেখা যায়। বিচারক নিয়োগে অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অভিজ্ঞতা ব্যতীত কেউ বিচারক হতে পারে না।"[১৩৭]

ইসলামে বিচার-ফয়সালার ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলের মত মহান ব্যক্তিত্বও দু'আর মধ্যে ভুল বিচার করা হতে পানা চাইতেন। জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "মহানবী (স.) ভুল বিচার করা হতে পানা চাইতেন।"[১৩৮] বাংলাদেশে প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায় যে, ভুল রায়ে নিরপরাধ লোক বহু বছর ধরে জেল খাটছে।

খাওয়া-দাওয়ার মানবিক মূল্যবোধ

---

১২৮ خير الناس خيرهم قضاء. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ১১৮-১২২

১২৯ خياركم محاسنكم قضاء. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ১১৮-১২০, ১২১

১৩০ فانّ خير المسلمين احسنهم قضاء . ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ু', বাব নং- ৬৪

১৩১ فانّ خير عباد الله احسنهم قضاء . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং- ১১৯

১৩২ لا تحكم بين اثنين وانت غضبان . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আকযিয়া, হাদীস নং- ১৬

১৩৩ لا ينبغى للقاضى ، للحاكم ان يحكم بين اثنين وهو غضبان . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আকযিয়া, হাদীস নং- ৯

১৩৪ فاتق الله عند حكمك اذا حكمت . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ১

১৩৫ لا حكم قوم بغير الحق الا فشا فيهم الدم . ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ২৬

১৩৬ لعن الله الراشى والمرتشى فى الحكم . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৩৮৭, ৩৮৮

১৩৭ لا حكيم الا ذو تجربة . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব নং- ৮৩

১৩৮ كان النبى (ص) يتعوذ...من سوء القضاء. ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতি'আযাহ্, বাব নং- ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পানাহারে কিছু মূল্যবোধ রয়েছে। মানুষ যে সব কারণে সৃষ্টির সেরা তার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া একটি। মানুষকে অনেক কিছু চিন্তা করে খেতে হয়। পানাহারের মধ্যে একটি মূল্যবোধ হলো পরিমিত খাওয়া। এ কাজটি করলে সকলে উপকৃত হয়। বাংলাদেশে ধনী-গরীব সবাই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। কারণ ধনীরা অতিরিক্ত খেয়ে অসুস্থ হচ্ছে। আর দরিদ্র শ্রেণী পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে অসুস্থ হচ্ছে। ইসলামী সমাজে এমন অবস্থা গ্রহনযোগ্য নয়। ইসলামের খাওয়ার রীতি অতি বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থসম্মত। এটি অনুসরণ করলে ব্যক্তি, দেশ ও সমাজ সবাই উপকৃত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী (স.)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো। আবূ কারীমা মিকদাদ ইবন মা'আদীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছিঃ "মানুষের ভরা পেটের চেয়ে খারাপ পাত্র আর নেই। আদম সন্তানের কোমর সোজা রাখার জন্য কয়েকটি গ্রাসই যথেষ্ট। এর চেয়ে কিছু ভরা যদি প্রয়োজনই হয়, তবে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে নিবে। এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য বাকী এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের জন্য রেখে দিবে।"[১৩৯]

মু'মিন ব্যক্তি অন্য পাঁচ ব্যক্তির নন। তার জীবনাচারের মাধ্যমেই বুঝা যাবে যে, লোকটি মু'মিন। সে অন্যদের মত ভোজনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। খাওয়া-দাওয়ায় তার আলাদা কিছু মূল্যবোধ রয়েছে। অন্যতম একটি মূল্যবোধ এই যে, সে পুরো পেট ভরে খায় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি পুরো পেট ভরে খায় না।"[১৪০] ইসলামের খাদ্যনীতি শুধু মানবিকই নয়, তা ১০০% স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। ঈমানদার ব্যক্তি খাওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, তার পেট একটিই। এ কথা এজন্য বলা হয় যে, অনেকে এমনভাবে খায় যে, মনে হয় তার একাধিক পেট রয়েছে এবং জীবনে এই প্রথম খাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি এক পাকস্থলিতেই খায় আর কাফির সাত পেটে খায়।"[১৪১]

ইসলামে খাওয়া-দাওয়ার প্রধান মূল্যবোধ হলো সবাইকে নিয়ে খাওয়া এবং কম খাওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (স.) উদাহরণ দিয়ে বলেন, "একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট। চার জনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট।"[১৪২] ইসলামের খাদ্যনীতি অনুসরণ করলে যেমনিভাবে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করা যাবে।

---

১৩৯. ما ملأ ادمى وعاء شرًا من بطن ، بحسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه ، فان كان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৩২

১৪০. المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة امعاء ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ওয়াসায়া (الوصايا), বাব নং- ১

১৪১. المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة امعاء ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু সিফাতিন্ নাবিয়্যি, হাদীস নং- ১০/ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২১, ৪৩, ৭৪

১৪২. طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الاربعة وطعام الاربعة يكفى الثمانية ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আত'য়িমা, বাব নং- ১৪

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

ইসলামে মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নের উপায় বা পথসমূহ

মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং তা জাগ্রত করার জন্য ইসলামের কিছু স্থায়ী কর্মসূচী রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন যুগে মানবতা উপকৃত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ

তাকওয়া

ইসলামে বিশ্বাস কোন ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা আল্লাহ্‌ভীরু বা মুত্তাকী করে তোলে। সে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিতি অনুভব করে। মানুষের কোন কাজ, এমন কি কোন চিন্তা ভাবনাই আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরে থাকে না। এ অনুভূতি মানুষকে সব রকম পাপ কর্ম থেকে বিরত রাখে। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া থেকে উৎসারিত সৎ গুণাবলীই সত্যিকার সৎ গুণ। যার মধ্যে তাকওয়া থাকে তার মধ্যে সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা, শোকর, ইহসান, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সৎ গুণের সমাবেশ ঘটে।

তাকওয়া শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌ভীতি, পরহেযগারী, আত্মশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, বিরত থাকা এবং নিজেকে সব রকম বিপদ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা। ইসলামী 'শারী'আতের পরিভাষায় মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে সব রকম অন্যায়, অনাচার, পাপাচার বর্জন করে কুর'আন ও সুন্নাহর নির্দেশমত পূত পবিত্র জীবন যাপন করাকে তাকওয়া বলে। অন্যত্র অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে, "ইসলামী পরিভাষায় পাপাচার হইতে আত্মরক্ষা করার নাম তাকওয়া।"[১] ড. রাবী' ইবন হাদী আল মাদখিলী বলেন, "তাকওয়া হলো যার ক্ষতির আশংকা তুমি কর তার অকল্যাণ হতে বিরত রাখা ও রক্ষা করা।"[২] তাকওয়ার সংজ্ঞা হতেই এ কথা অনুধাবন করা যায় যে, সকল প্রকার অমানবিক ও মূল্যবোধবিরোধী অন্যায় ও অপকর্ম হতে তাকওয়া নামক ঢাল ও প্রাচীরই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার মানে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। মানুষ তাঁর দয়ায় বেঁচে আছে এবং তাঁর ইচ্ছায়ই মানুষের মৃত্যু হবে। তিনি সব কিছু দেখেন, সব কিছু জানেন। তিনি মানুষের অন্তরের খবরও জানেন। শেষ বিচারের দিনে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে, ভাল-মন্দ কাজের হিসেব দিতে হবে। ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। যার মধ্যে তাকওয়া আছে, সে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে পাপ কাজ ও পাপ চিন্তা থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে; জান্নাতই হবে তার আবাস।"[৩]

যে ব্যক্তি তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত তাকে মুত্তাকী বলে। তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবনের ভূষণ। তাকওয়াই মু'মিনের বদান্যতা। অর্থাৎ তাকওয়ার মাধ্যমে মু'মিনের জীবনে বদান্যতা, উদারতা, মহত্ত্ব, দানশীলতা, অনুগ্রহসহ সকল মানবীয় গুণের সন্নিবেশ ঘটে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিনের বদান্যতা হলো তার তাকওয়া।"[৪] তাকওয়া মানব জীবনে এমন একটি গুণ, যা মানুষকে সব রকম অপকর্ম থেকে রক্ষা করে, কলুষমুক্ত রাখে এবং সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার পথে পরিচালিত করে। এতে ব্যক্তি জীবন পূত পবিত্র হয়, সমাজ জীবনও সুখময় এবং শান্তিময় হয়।

কুর'আনের হিদায়াত মুত্তাকীদের জন্যই সুফল বয়ে আনে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এটি সে কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটি পথনির্দেশ।"[৫] যারা মুত্তাকী তাঁরা সব সময় নিজেদের কলুষমুক্ত রাখেন। তাঁরা যাবতীয় অন্যায়, অনাচার ও পাপাচার থেকে বিরত থাকেন এবং ভাল কাজের অনুশীলন করেন। তাঁরা যাবতীয় সুন্দর গুণের অধিকারী। কুরআনে তাদের কতকগুলো গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১. আল-কুরআনুল-করীম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮, পৃ. ৪

২. ড. রাবী' ইবন হাদী উমাইর আল মাদখিলী, *মুযাক্কারাতুল হাদীসিল নাববী (স.)*, আরবী ভাষা বিভাগ, মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, হিঃ ১৪০৬, পৃ. ৩৩

৩. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فان الجنة هى الماوى আল-কুর'আন, ৭৯ঃ৪০-৪১

৪. كرم المؤمن تقواه ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৩৭০ হি. ১৯৫১ খ্রী. কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ৩৫

৫. ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين আল-কুর'আন, ২ঃ২

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ও মহানবী (স.)-এর আদর্শ অনুসারে যে সদগুণাবলী তা-ই ইসলামী আখলাক বা সত্যিকার সচ্চরিত্র। মানুষের কথায় ও কাজে, চিন্তা-চেতনায় ও আচার-আচরণে, ভেতরে-বাইরে যখন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, তখন তার মধ্যে একটি পবিত্র শক্তি জেগে ওঠে, এর নামই তাকওয়া। এ এমন এক শক্তি যার সাহায্যে মানুষ সত্য, ধর্ম ও ন্যায় পথে অটল ও অবিচল থাকে। শত বাঁধা-বিপত্তি ও প্রলোভন তাকে বিচলিত ও বিচ্যুত করতে পারে না। যার মধ্যে সত্য, ধর্ম ও ন্যায় পথে চলার দৃঢ়তা ও অবিচলতা বিদ্যমান তিনিই প্রকৃত পক্ষে চরিত্রবান। ইসলামের জীবন দর্শনে তাকওয়াই সকল সদগুণের মূল। ইসলামী জীবনে তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের চরিত্র গঠনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। যে মু'মিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোন অবস্থায়ই প্রলোভনে পরে না এবং নির্জন থেকে নির্জন স্থানেও পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। কারণ সে জানে যে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেয়া গেলেও আল্লাহ্ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়া যায় না। চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় দূর্গ স্বরূপ। যার অন্তরে তাকওয়া আছে, সে সর্বত্রই আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিতি অনুভব করে। আর যে আল্লাহ্ তা'আলাকে হাযির-নাযির জানে সে পাপ কাজ করতে পারে না। সুতরাং তাকওয়া হলো সৎকর্মশীল জীবন যাপনের মূল কথা। পক্ষান্তরে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল হতে পারে না। তার সব কাজ-কর্মই লোক দেখানো, ভন্ডামী এবং অসদুদ্দেশ্যে হয়ে তাকে। অন্তরে তাকওয়া না থাকলে মানুষ যে কোন দুর্বল মুহূর্তে পাপ কর্মে লিপ্ত হতে পারে।

যে সব কাজের সাথে হৃদয়ের সংযোগ ও আন্তরিকতা থাকে সে সব কাজই আল্লাহ্ পছন্দ করেন। হৃদয় নিংড়ানো আল্লাহ্ভীতির মর্যাদাই আলাদা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাকওয়ার বর্ণনাকালে হৃদয়ের দিকে ইশারা করে বলেছেন, "তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে।"[৬] মানবতাবাদী কার্যকলাপের সাথে অন্তরের বিরাট যোগসূত্র থাকে। হৃদয়ের উষ্ণতা ছাড়া মানুষের জন্য কিছু করা যায় না। আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রদের মধ্যে মুত্তাকীদের স্থান সকলের ওপরে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানিত আল্লাহ মুত্তাকী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন।"[৭] আরেক হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ ভালো লোকদের এবং মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।"[৮] তাকওয়া হলো ইবাদতের সারবস্তু। তাকওয়া বিহীন ইবাদতের কোন মূল্য নেই। এ ধরনের ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পৌঁছে না। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্র নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।"[৯] কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তাকওয়া ছাড়া তা কবুল হয় না।

অন্যদিকে মু'মিনের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে শুধু তাকওয়ার মাধ্যমে। যথাযথ আল্লাহ্ভীতি বা তাকওয়া ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না।"[১০] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মু'মিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাকওয়ার স্থান সবার উর্ধ্বে। আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল হলো তাকওয়া। কারণ তাকওয়া নামক নিয়ামক শক্তিই চলার পথে হিদায়াত ও মানবতার পথ দেখায়। কারণ তাকওয়া হলো মু'মিনের জন্য ভাল-মন্দ পরিমাপের সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্র। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।"[১১] এবং সকল সৎগুণ উৎসারিত হয় তাকওয়া থেকেই।

---

[৬] . التقوى هيهنا ، التقوى هيهنا ، التقوى هيهنا মুসলিম ইবন্ আল্ হাজ্জাজ আল্-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী ঃ আল্ মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি. কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৩২

[৭] . التقى...[العبد] ان الله عزّ وجلّ يحبّ ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ১১

[৮] . আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইব্ন মাজা আল্-কাযবীনী, *আস্সুনান লিবন্ মাজা*, দেওবন্দঃ আল্-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল ফিতান, বাব নং- ১৬

[৯] . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم আল কুর'আন, ২২ঃ৩৭

[১০] . يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون আল-কুর'আন, ৩ঃ১০২

[১১] . وتزودوا فان خير الزاد التقوى আল-কুর'আন, ২ঃ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়ার অপরিসীম মানবতাবাদী গুরুত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (স.) পরহেযগারি জীবনের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, "আমি তোমার কাছে পরহেযগারি জীবন ও স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করি।"[১২] রাসূলুল্লাহ্ (স.) অন্য দু'আতে বলেন, "আমি তোমার কাছে পথনির্দেশনা এবং বেঁচে থাকার শক্তি চাই।"[১৩] তাকওয়ার সীমাহীন গুরুত্বের কারণে তাকওয়াকে পরকালীন মুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "দুটো চোখ জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। একটি চোখ যা আল্লাহ্ ভয়ে ক্রন্দন করে, আর একটি চোখ যা সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে।"[১৪] তাকওয়ার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার কারণে মুত্তাকীদেরকে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।"[১৫] আর মুত্তাকীদের জন্য সফলতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য।"[১৬]

ইসলামে মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলোর সাথে তাকওয়াকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন 'আদল বা ন্যায় বিচারের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "সুবিচার কর, কারণ এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।"[১৭] আবার ক্ষমার গুণকেও তাকওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করে বলা হয়েছে, "মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হয়ো না।"[১৮] একটি আয়াতে ধৈর্যকে তাকওয়ার সাথে একাত্ম করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।"[১৯] অর্থাৎ ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই মুত্তাকী হওয়া সম্ভব। আর মুত্তাকীদের জন্যই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা রয়েছে। আসলে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে মানুষের অধৈর্যের ফলেই অনেক ধরনের অমানবিক ঘটনা জন্ম লাভ করে থাকে। আসলে সকল মানবীয় ব্যাপার তাকওয়া থেকেই বেরিয়ে আসে। যেসব কর্মে তাকওয়া আছে সে সব কর্মেই শুধু পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাকওয়াবিরোধী কাজে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা বৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।"[২০]

মুত্তাকীদের দ্বারা কোন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে না। তাকওয়ার মত অস্ত্রের মালিক হতে না পারলে মানুষের দ্বারা যে কোন সময় মানবিক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?"[২১]

মুত্তাকীর সকল কর্মকান্ডের সাথে মূল্যবোধ মিশে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই

---

[১২] . اسألك عيشة نقية وميتة سوية ইমাম আহ্মাদ ইব্ন্ মুহাম্মদ ইব্ন্ হাম্বল, আল্-মুসনাদ, কায়রোঃ মাত্ব'আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া, ১৩১৩হি, ১৮৯৫খ্রী, খন্ড- ৪, পৃ. ৩৮১

[১৩] . اسألك الهدى والتقى ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিক্র, হাদীস নং- ৭২

[১৪] . আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন্ 'ঈসা , জামি'উত্ তিরমিযী, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, ২০০০, কিতাবু ফাযায়িলিল জিহাদ, বাব নং- ১২

[১৫] . انّ اكرمكم عند الله اتقاكمْ আল-কুর'আন, ৪৯ঃ১৩

[১৬] . ان للمتقين مفازا আল-কুর'আন, ৭৮ঃ৩১

[১৭] . اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللهَ আল-কুর'আন, ৫ঃ৮

[১৮] . و ان تعفوا اقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكمْ আল-কুর'আন, ২ঃ২৩৭

[১৯] . فاصبر ان العاقبة للمتقينَ আল-কুর'আন, ১১ঃ৪৯

[২০] . وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان আল-কুর'আন, ৫ঃ২

[২১] . ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار. আল-কুর'আন, ৩৮ঃ২৮

Dhaka University Institutional Repository

মুত্তাকী।"[২২] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদেরকেই মুত্তাকী মনে করা হয় যারা উপরোক্ত কর্মকান্ডসহ সকল প্রকার সামাজিক কাজ হতে বিরত থাকে।

ইবাদত

অমানবিকতা, পাশবিকতা, নৃশংসতাসহ সকল প্রকার অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে এক মহৌষধ হলো ইবাদত। বলা যায়, এটি হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ও চিকিৎসা। ইবাদত মানুষকে মুত্তাকী তথা সংযমী বানায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা সংযমী হতে পার।"[২৩] সংযমী ব্যক্তিরা বিচার-বিবেচনা করে সকল কাজ করে। তারা সকল প্রকার অমানবিক ও অনৈতিক কাজ হতে নিজে বাঁচে এবং অন্যকে বাঁচায়। একজন সংযমী লোক সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় সম্পদ। ইসলামের প্রতিটি ইবাদত মানব মনে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্যে দেখা যায়, যে যত বড় আবিদ সে তত বড় ভাল মানুষ। বিশেষত জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় তথা যৌবন কালে ইবাদতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার অনেক মর্যাদা। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, কিয়ামতের মর্মান্তিক মুহূর্তে মহান আল্লাহ সে সব লোককে তাঁর রহমতের ছায়ায় ঢেকে দিবেন, যারা যৌবন কাটিয়েছে আল্লাহ্র ইবাদতে। মহানবী (স.) বলেছেন,

> "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সে দিন ছায়ায় ঢেকে দিবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হলো) (১) ন্যায়পরায়ণ নেতা (শাসক)। (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদাতে বেড়ে ওঠেছে। (৩) এমন ব্যক্তি যার মন মসজিদের সাথে লেগে থাকে। (৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্র জন্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন পদস্থ ও সুন্দরী নারী আহবান করলে সে বলে: আমি আল্লাহ্কে ভয় পাই। (৬) এমন ব্যক্তি যে দানে এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করে যে, তার ডান হাত ব্যয় করলে তা তার বাম হাত তা জানে না। এবং (৭) এমন ব্যক্তি যে সংগোপনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চোখ পানিতে ভেসে যায়।"[২৪]

ইসলামের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে মৌলিক ইবাদত হলো সালাত। সালাতের একটি কাজ হলো অমানবিক কর্মকান্ড হতে ব্যক্তিকে দুরে রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সালাত অবশ্য বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে।"[২৫] আবার ইসলামে সে সালাতকে সমষ্টিগতভাবে পালনের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এতে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিগ্রহ করে। কারণ ব্যক্তিগত সালাত পালন যেখানে মানুষকে একাকী, বৈরাগ্যবাদের দিকে ঠেলে দেয় সেখানে সমষ্টিগত সালাত পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে অনেক মানবীয় গুণের সৃষ্টি করে। যেমন- ঐক্য, সমতাবোধ, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, দায়িত্ববোধ, সময়ানুবর্তিতা, সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি। সালাতের মাধ্যমে মনে প্রশান্তি নেমে আসে। অমানবিকতার হুড়াহুড়ির পেছনে একটি কারণ হলো মনের অশান্তি। সালাত মানব-মনে প্রশান্তি এনে দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "জেনে রেখো! আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[২৬] সালাত হলো সবচেয়ে বড় যিকর বা স্মরণ।

বস্তুবাদী ও নাস্তিক লোকেরা যে মানসিক প্রশান্তি ও স্থৈর্য থেকে বঞ্চিত, মু'মিনরা তা লাভ করে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কদমে। মু'মিন লোক দিন-রাত ২৪ ঘন্টায় অন্তত পাঁচবার করে নামাযে আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়ায়, তাঁর নিকট সুগভীর আন্তরিকতা সহকারে কাতর প্রার্থনা জানায় এবং এর মাধ্যমেই সে লাভ করে মনের সুগভীর প্রশান্তি ও স্থৈর্য। দুনিয়ার সমস্ত ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মু'মিন যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার আত্মার উৎকর্ষ ঘটে। তখন বান্দা ও মহান আল্লাহ্র মাঝে থাকে না কোন প্রাচীর, কোন প্রতিবন্ধক, কোন মাধ্যম, কোন আবরণ। সবকিছু দূরীভূত হয়ে যায় তখন। সে নিজ সত্তা ও হৃদয়-মন নিয়ে সরাসরিভাবে আল্লাহ্র সম্মুখবর্তী হয়ে যায়। তখন তার হৃদয়-মন এক আকুল ভাবধারায় পরিপূর্ণ ও উচ্ছলিত হয়ে ওঠে।

---

[২২]. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصبرين فى الباساء والضراء وحين البأس ، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون আল-কুর'আন, ২ঃ১৭৭

[২৩]. يا ايها الناس! اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون আল-কুর'আন, ২ঃ২১

[২৪]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯১

[২৫]. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر আল-কুর'আন, ২৯ঃ৪৫

[২৬]. الا بذكر الله تطمئن القلوب আল-কুর'আন, ১৩ঃ২৮

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া সালাতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নিম্নোক্ত মূল্যবোধগুলো জাগরিত হয়ঃ

১. অশ্লীলতা হতে বিরত রাখে। মানুষকে শালীন হতে সহায়তা করে।
২. অন্যায় হতে ফেরায়।
৩. হৃদয়ে প্রশান্তি নেমে আসে। অস্থিরতা দূরীভূত হয়। আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়।
৪. সময়ানুবর্তিতার অনুশীলন হয়ে যায়।
৫. নিষ্ঠার সৃষ্টি হয়।
৬. ধৈর্যের শিক্ষা লাভ করে। তাছাড়া আরো অনেক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।

সাওম ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। সাওমের মাধ্যমে ব্যক্তি অন্যায়, অপকর্ম ও অমানবিক আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষার এক মহড়া হয়ে যায়। সাওমের সংজ্ঞাই প্রমাণ করে যে, এর প্রধান কাজই হলো মানুষকে পাশবিকতা থেকে দূরে রাখা। এর আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে, صوم অর্থ বিরত থাকা, বর্জন করা, ছেড়ে দেয়া, ত্যাগ করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যত সহকারে পানাহার এবং যৌনাচার থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোযা বলা হয়।[২৭] সাওম ফরয হয়েছে যে আয়াতের মাধ্যমে সেখানে উদ্দেশ্য হিসেবে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তাকওয়া হলো অমানবিকতা হতে বাঁচার জন্য এক মহান বর্ম। ইসলামের মূল কথাই বর্জন। ইসলামের কালিমার প্রথম কথাই لا 'লা' অর্থাৎ না। অবাস্তব, অসত্য, ভিত্তিহীন, মিথ্যা, অমানবিকতাসহ সকল প্রকার নেতিবাচক কর্মকান্ডকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে একটি লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাছাড়া ইসলামের অনেক পরিভাষার অর্থ বর্জন। যেমন- তাকওয়া, সাওম ইত্যাদি। সাওমের মাধ্যমে মানুষ মন্দ কাজ বর্জন করায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। সাওম মানুষকে সংযমী করে তোলে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমী হতে পার।"[২৮] সাওমের অমানবিকতা বর্জন কর্মসূচি জানার জন্য একটি হাদীসের শিক্ষাই যথেষ্ট। মহানবী (স.) বলেন যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার; তবে ব্যতিক্রম সাওমে। সাওম আমার জন্য এবং আমি এর প্রতিদান দেব। সাওম ঢালস্বরূপ। তোমাদের কারো রোযার দিন এলে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে, হট্টগোল না করে (গন্ডগোল) এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ (জাহিলী আচরণ) না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় অথবা বধ করতে চায় তাহলে সে যেন দু'বার বলে: আমি রোযাদার।"[২৯] ইবাদত এভাবেই অমানবিকতার বিনাশ ঘটায়। 'আবিদ ব্যক্তি নিজে অমানবিক কাজে লিপ্ত হবে না শুধু তাই নয় বরং সে অমানবিক আচরণে আগ্রহী ব্যক্তিকেও কোনরূপ সুযোগ দিবে না। একটি লোক যদি এক মাস এভাবে এসব অমানবিক আচরণ ত্যাগের মহড়া দেয়; তাহলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এত সব অমানবিকতা ও মূল্যবোধহীনতা টিকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) সাওমের ভূমিকা প্রসংগে আরো বলেছেন, "সালাত হলো প্রমাণ আর সাওম হলো সুরক্ষিত (সুদৃঢ়) ঢাল (বর্ম)।"[৩০] ঢাল যেমনি মানুষকে শত্রুর সকল প্রকার আঘাত থেকে রক্ষা করে সাওমও তেমনি মু'মিন ব্যক্তিকে সকল প্রকার অমানবিক ও অনৈতিক কাজ হতে রক্ষা করে। সাওমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সারা বছর তা জীবনে কার্যকর করে। অন্য আরেকটি হাদীসে রাসূল কারীম (স.) বলেছেন, "সাওম ব্যক্তির জন্য প্রতিবন্ধক।"[৩১] এ জন্য রমযান মাস শুরু হলে ফেরেশতাগণ মানুষকে ডেকে বলে থাকেন, "হে কল্যাণকামী! 'এগিয়ে যাও'। হে মন্দকামী! 'থমকে দাঁড়াও'।"[৩২] রমযানে অকল্যাণের প্ররোচনা থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানকে আটকে রাখা হয়। এটিও সাওমের সম্মানে করা হয়।

চারিত্রিক মহত্ত্ব, নৈতিক পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, আত্মিক পবিত্রতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো সাওম। সাওমের মাধ্যমে এ কাজগুলো না হলে এ উপবাসে কোন লাভ নেই। রাসূলুল্লাহ্

---

[২৭]. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ.২৯৭

[২৮]. يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون আল-কুর'আন, ২ঃ১৮৩

[২৯]. كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لى وانا اجزى به ، والصيام جنة ، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ، فان شاتمه احدُ او قاتله فليقل: انى صائم ، مرتين ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সিয়াম, হাদীস নং- ১৬১, ১৬২/ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সিয়াম, হাদীস নং- ৫৭

[৩০]. الصلاة برهان والصوم جنة حصينة ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জুমু'আ, বাব নং- ৭৯

[৩১]. فان الصوم له وجاء ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ, বাব নং- ১

[৩২]. هلمّ ويا طالب الشر! امسك يا طالب الخير! ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৩১২

Dhaka University Institutional Repository

(স.) বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী বাস্তবায়ন বর্জন করেনি তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই।"[৩৩] রোযার অনেকগুলো উপকারিতা রয়েছে। এর অধিকাংশই মানুষকে আসল মানুষ বানাতে সাহায্য করে। এগুলো সম্বন্ধে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) *"আহকামে ইসলাম আকল কী নযর মে"* নামক গ্রন্থে দীর্ঘ আলোকপাত করেছেন।[৩৪] এর মধ্য থেকে কতিপয় বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. রোযার দ্বারা প্রবৃত্তির উপর আক্লের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা মানুষের পাশবিক শক্তি অবদমিত হয় এবং রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা ক্ষুধা ও পিপাসার কারণে মানুষের জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছা হ্রাস পায়। এতে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় এবং অন্তর বিগলিত হয় মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়।

২. রোযার দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি এবং তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যাতে তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে সক্ষম হও।"[৩৫]

৩. রোযার দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে আল্লাহ্ তা'আলার আযমত ও মহানত্বের ধারণা জাগ্রত হয়।

৪. মানুষের দূরদর্শিতা আরো প্রখর হয়।

৫. রোযার দ্বারা মানব মনে এমন এক নূরানী শক্তি সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা মানুষ সৃষ্টির এবং বস্তুর গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হয়।

৬. রোযার বরকতে মানুষ ফিরিশতা চরিত্রের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে।

৭. রোযার বরকতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা যে ব্যক্তি কোন দিনও ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকেনি সে কখনো ক্ষুধার্ত মানুষের দুঃখ, কষ্ট বুঝতে পারে না। অপর দিকে কোন ব্যক্তি যখন রোযা রাখে এবং উপবাস থাকে তখন সে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, যারা অনাহারে-অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তারা যে কত দুঃখ কষ্টে দিনাতিপাত করছে। আর তখনই অনাহারক্লিষ্ট মানুষের প্রতি তার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

৮. রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। তাই রোযা মানুষকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হিফাযত করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ দেশের অধিকাংশ মানুষ রোযা পালন করে থাকে আবার তাদের দ্বারাই প্রচলিত সকল অমানবিকতা ও পাশবিকতা সংঘটিত হচ্ছে। ব্যাপারটি খুবই উদ্বেগজনক। কারণ তাহলে আর কিসের মাধ্যমে এদেরকে মানুষ বানানো যাবে? কিসের মাধ্যমে মানবিকতায় ফিরিয়ে আনা যাবে? এদের ব্যাপারে হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে, "কত রোযাদার আছে যারা রোযার দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই পায় না।"[৩৬] রমযানের অনেকগুলো মানবিক কর্মসূচী রয়েছে। একটি কর্মসূচি হলো তা মানুষকে অতি মানবিক করে তোলে। বিশেষত ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও সমবেদনা গুণ সৃষ্টি করে। বিশ্বনবী (স.) বলেন, বস্তুত রমযান হলো ধৈর্যের মাস এবং এ ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। আর এ মাস মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের মাস।"[৩৭] সাওম প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরেক বার বলেছেন, "সাওম ধৈর্যের অর্ধাংশ।"[৩৮]

যাকাত ইসলামের প্রধান স্তম্ভের অন্যতম। যাকাতের সংজ্ঞার মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ লুকিয়ে আছে। আরবী 'যাকাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা অর্জন, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, অন্তরের প্রবৃদ্ধি, মানবীয় বিকাশ, পরিশোধন ইত্যাদি। কুরআনে এর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তাদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।"[৩৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.) এক মহিলাকে

---

৩৩. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ২৯৯ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

৩৪. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ৩০১

৩৫. আল-কুর'আন, ২ঃ১৮৩ لعلكم تتقون

৩৬. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সিয়াম, বাব নং-২১/আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش

৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ৩০০

৩৮. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সিয়াম, বাব নং- ৪৪ الصوم نصف الصبر

৩৯. আল-কুর'আন, ৯ঃ১০৩ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি তোমার আত্মাকে বিশুদ্ধ করার জন্য যাকাত প্রদান কর।"[৪০] যাকাতকে পরিশোধন কর্মসূচি বললে অত্যুক্তি হবে না।

অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় হজ্জের মত মৌলিক ইবাদতও মূল্যবোধবিরোধী কাজ হতে ফিরে থাকার এক বিরাট অনুশীলন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হজ্জ হয় সুবিদিত মাসসমূহে। অতঃপর যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।"[৪১] এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ইবাদতের কথা তুলে ধরা হলো। ইসলামের প্রতিটি ইবাদতই মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে বিরাট ও অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ

মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবিক মূল্যবোধে বিকশিত পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামাজিক অসমতা দূর করেন, নারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেন, ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতি বিধান করেন এবং মদ্য পান, জুয়া, রক্তপাত প্রভৃতি যে সব অসামাজিক প্রথা তার নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে প্রচলিত ছিল, সেগুলো সবই কঠোর হাতে দমন ও দূর করেন। একজন ব্যক্তির একলার পক্ষে তাঁর জীবদ্দশায় সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে এতগুলো সংস্কার সম্পন্ন করা কি করে সম্ভব হলো, তা ভাবতে গেলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। তাঁর ধারণাবলী ছিল প্রগতিশীল এবং তাঁর কার্যকলাপ পরিচালিত ছিল মানবতার কল্যাণে। মানব জাতির মুক্তি ছিল তাঁর লক্ষ্য। এবং আন্তরিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও সততার মত মানবীয় গুণ ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

মানবতার মহান শিক্ষক ও বন্ধু মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে আবার এ পৃথিবীতে মানবিক মূল্যবোধ পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ তিনিই মানুষ হিসেবে কিভাবে অতি মানবিক হওয়া যায় তা শিখিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেনি। তাঁর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কিছু ছিল মানবতার কল্যাণের জন্য। হাদীসে বর্ণিত আছে, "নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদ (স.) কল্যাণের শুরু এবং শেষ দু'টোই শিখিয়েছেন।"[৪২] অর্থাৎ তাঁর শিক্ষার পুরোটাই কল্যাণে ভরপুর। এ হাদীস থেকে যা বুঝা যায়, তাহলো কোন মুসলিম কল্যাণকর কাজের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। তাঁর চিন্তা-চেতনার পুরোটা জুড়ে থাকবে কল্যাণকর ভাবনা। তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু কল্যাণের ভাবনাই থাকবে। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের মত মর্যাদা প্রদানের জন্যই। তাঁকে এমন সময় এমন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন যেখানে মানবতা ছিল বিপর্যস্ত ও ভূলুণ্ঠিত। সে সমাজকে তিনি ভালবাসার মাধ্যমে সর্বকালের সেরা সমাজে রূপান্তরিত করেছিলেন। যখনই যে সমাজে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শকে অমান্য করা হয়েছে; সেখানেই মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে, মানুষ অপমাণিত হয়েছে এবং নিগৃহিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রেক্ষিতে বলেছেন, "যে আমার আদর্শের খেলাফ করবে তাঁর জন্য এটি অপমাণ ও ছোট হওয়ার (অসম্মানের) কারণ হবে।"[৪৩]

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মুহাম্মদ (স.) কে অনুসরণ করাও ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।"[৪৪] আল-কুর'আনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মহান চরিত্রের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৪৫] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[৪৬] রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে অনুসরণ করা ঈমানের অন্যতম অংগ। আল-কুর'আনে বলা

---

৪০ . واعطى الزكاة طيبة بها نفسه আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল্-আশ'আস আস্-সাজিস্তানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুর ঃ আল্-মাত্বা আল্-মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুস্ সালাত, বাব নং- ৯

৪১ . الحج اشهر معلومات ، فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج আল-কুর'আন, ২ঃ১৯৭

৪২ . انّ محمدًا علم فواتح الخير وخواتمه ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ্, বাব নং- ১৯

৪৩ . جعل الذلة والصغار على من خالف امرى ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৫০

৪৪ . ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا আল-কুর'আন, ৫৯ঃ৭

৪৫ . لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمَن كان يرجوا اللهَ واليوم الاخر وذكر الله كثيرا আল-কুর'আন, ৩৩ঃ২১

৪৬ . وانك لعلى خلق عظيم আল-কুর'আন, ৬৮ঃ৪

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।"[৪৭] রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে জীবনের সকল ব্যাপারে মেনে নিতে হবে। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। এ জন্য মানুষ এসে তাঁর কাছে আশ্রয় নিত। তিনি ছিলেন অসহায়, বঞ্চিত ও নির্যাতিতের শেষ আশ্রয়স্থল। তাঁর কোমল মনের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।"[৪৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং তাঁর সংগীদের পারস্পরিক দয়ার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।"[৪৯] আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, "নিশ্চিতভাবেই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং অজ্ঞদের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে।"[৫০] সরলতা ছিল তাঁর অন্যতম গুণ। তাঁর সাথে যত সহজে মেশা যেত বা যত সহজে কথা বলা যেত তেমন আর কারো সাথে পারা যেত না। জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) সহজ-সরল লোক ছিলেন।"[৫১] তা-ই তাঁর চারপাশে সর্বদা লোকের ভীড় লেগেই থাকত। সৃষ্টিজীবের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স.) সবচেয়ে সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন। সাথে সাথে তিনি সবচেয়ে বেশী সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে জনৈক সাহাবী (রা.) বলেছেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল (স.)! আপনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সদাচারী এবং সম্পর্ক রক্ষাকারী।"[৫২]

মানুষের সাথে রাসূলের ব্যবহারে ভূমিকা কি ধরনের হবে তা-ও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।"[৫৩] রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে নিজের ভূমিকা স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ আমাকে একজন প্রচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে শক্তি (জোর) প্রদর্শনের জন্য পাঠাননি।"[৫৪]

মুহাম্মাদ (স.) মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এভাবেও বলা যায় যে, তিনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) চরিত্রের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন।"[৫৫] আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "মহানবী (স.) চরিত্রে সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন।"[৫৬] জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "মহানবী (স.) চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন।"[৫৭] আরো এগিয়ে বলা যায়, তিনি আল-কুর'আনের চরিত্রের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। অর্থাৎ কুর'আন যে মানের মানুষ প্রত্যাশা করে তিনি ছিলেন তার জ্বলন্ত সাক্ষী। কুর'আনের এমন কোন মানবীয় আচরণ নেই যেটি তিনি পূর্ণমাত্রায় ধারণ করেননি বা আয়ত্ত করেননি। 'আয়িশা (রা.) বলেন,

---

৪৭. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما আল-কুর'আন, ৪ঃ৬৫

৪৮. فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر ، فاذا عزمت فتوكل على الله ، ان الله يحب المتوكلين আল-কুর'আন, ৩ঃ১৫৯

৪৯. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم আল-কুর'আন, ৪৮ঃ২৯

৫০. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للامين ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, দারুস্ সালাম,সাউদী আরব, ২০০০, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ৪৮

৫১. وكان رسول الله (ص) رجلا سهلا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং- ১৩৭

৫২. انت ابر الناس واوصل الناس يا رسول الله (ص)! ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ১৬৭

৫৩. لست عليهم بمصيطر আল-কুর'আন, ৮৮ঃ২২

৫৪. انما بعثنى الله مبلغا ولم يبعثنى معنتا ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু তাফসীরি সূরা, বাব নং- ৬৬

৫৫. كان رسول الله (ص) احسن الناس خلقا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং- ২৬৭

৫৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং- ৩০

৫৭. النبى كان احسن الناس خلقا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং- ৩০

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্‌র নবীর চরিত্র ছিল আল-কুর'আন।"[৫৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজের ব্যাপারে নিজেই বলেন, "খোদার কসম! আমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সদাচারী এবং খোদাভীরু।"[৫৯] "নিশ্চিতভাবেই আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান, সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বেশি সদাচারী।"[৬০] "মানুষের হতাশায় ও নিরাশায় আমি আশার সঞ্চারকারী।"[৬১]

ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ (যিনি 'আলী (রা.) এর বংশধর) বলেন, 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) যখন নবী (স.) এর সুন্দরতম গুণাবলী বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন যে, তিনি সবচেয়ে উদারহস্ত, সবচেয়ে সাহসী-হৃদয়, সবচেয়ে সত্যভাষী, সবচেয়ে ওয়াদা পালনকারী, সবচেয়ে নম্র-স্বভাব এবং সবচেয়ে ভদ্র জীবন যাপনকারী ছিলেন। যে ব্যক্তি হঠাৎ তাঁকে দেখে ফেলত, তাঁর উপর ভীতির সঞ্চার হতো এবং যে ব্যক্তি তাঁর সাহচর্য লাভ করতো ও তাঁর অতুলনীয় স্বভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতো, সে তাঁকে অপরিসীম ভালবাসতে শুরু করতো। আমি তার পূর্বে কখনো তাঁর মতো (সর্বগুণে গুণান্বিত) মানুষ দেখিনি এবং তাঁর পরেও দেখিনি।[৬২]

ভদ্রতা ও দয়ার জন্য তিনি মানব জাতির জন্য আদর্শ মানুষ। আনাস ইবন মালিক (রা.) একবার নবী (স.) এর আলোচনা প্রসংগে বলেন, "তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র ও দয়ালু।"[৬৩] উল্লেখ্য আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর গৃহে দীর্ঘ দশ বছর কাটিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। তিনি বলেন, "আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী (স.) এর সেবা করেছি। (কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময়ে) তিনি আমাকে কখনো মারেননি, কোন দিন আমাকে ধমকাননি এবং কোন দিন আমার সাথে রুক্ষ ব্যবহার করেননি।"[৬৪] আনাস (রা.) আরো বলেছেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি কখনো আমাকে 'উহ' বলেননি।"[৬৫] জনৈক সাহাবী বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে (কখনো) কাউকে গালি দিতে দেখিনি।"[৬৬] তাঁর দয়ার গুণের ব্যাপারে আরো কিছু হাদীস বর্ণনা করা না হলে রাসূলের প্রতি অন্যায় করা হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) দয়ালু ও বন্ধুসুলভ ছিলেন।"[৬৭] "আমি মুহাম্মদ এবং আমি দয়ার নবী।"[৬৮] "আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি বরং আমাকে রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে।"[৬৯] "আমি সৃষ্ট জাহানের জন্য প্রেরিত রহমত।"[৭০]

ভাল মানুষের পরিচিতি, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে হলে মানুষকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জীবন অনুসরণ করতে হবে। আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন সবচেয়ে ভাল মানুষ, সর্বাধিক সাহসী এবং সর্বোচ্চ দয়া-দাক্ষিণ্যের অধিকারী।"[৭১] আলোচ্য হাদীস হতে রাসূলের মহান তিনটি গুণের কথা জানা যায়। ভাল মানুষ বলতে যা বুঝায় তা তিনি পূর্ণ মাত্রায় ছিলেন। আরো বাড়িয়ে বলা যায়, তাঁর সংস্পর্শে এসে আরবের সর্বনিকৃষ্ট লোকগুলো সোনার মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল। অন্য দিকে তিনি ছিলেন অসিম সাহসের অধিকারী। যাদের কোন মানবীয় দুর্বলতা থাকে না, তারা এমনিতেই মানসিকভাবে দৃঢ় চিত্তের

---

[৫৮]. فانّ خلق نبى الله (ص) كان القران ইমাম মুসলিম, সহীহ, কিতাবুল মুসাফিরীন, হাদীস নং- ১৩৯

[৫৯]. والله لانا ابرّ واتقى لله عزّ وجلّ منهم ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ্ শিরকাহ্ (الشركة), বাব নং- ১৫

[৬০]. انى اتقاكم لله واصدقكم وابركم ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাজ্জ (حج), হাদীস নং- ১৪১

[৬১]. انا مبشرهم اذا ايسوا ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব (المناقب), বাব নং- ১

[৬২]. عن عمربن عبد الله مولى غفرة حدّثنى ابراهيم ابن محمّد من ولد على قال: كان علىّ بن ابى طالب اذا وصف النبىّ (ص) قال: كان اجود الناس كفا واجرا الناس صدرًا واصدق الناس لهجة واوفاهم بذمّة والينهم عريكة واكرمهم عشرةً من راه بديهة هابه ، ومن خالطه فعرفه احبّه لم ار قبله ولا بعده مثله ইমাম তিরমিযী, সুনান, কিতাবুল মানাকিব, বাব নং- ৮

[৬৩]. عن انس بن مالك انه ذكر النبىّ (ص) فقال: كان اكرم الناس *আখলাকুন নবী (স.)* প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৯, পৃ. ২৩

[৬৪]. عن انس بن مالك قال: خدمتُ النبىّ (ص) عشر سنين لم يضربنى قطّ ، ولم ينتهرنى يومًا قطّ ، ولم يعبس وجهه علىّ يومًا قط ইমাম নাসায়ী, সুনান, কিতাবুস্ সাহবি (السهو), বাব নং- ২০

[৬৫]. والله ما قال لى افًا قط ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ৫১

[৬৬]. ما رايت رسول الله (ص) يسبّ احدًا ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল্ লিবাস, বাব নং- ১

[৬৭]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আযান, বাব নং- ১৭, ১৮, ৪৯

[৬৮]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ১২৬

[৬৯]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ৮৭

[৭০]. انا رحمة مُهْدَاةٌ *আখলাকুন নবী (স.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[৭১]. كان رسول الله(ص) احسن الناس واشجع الناس واجود الناس ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ৪৮/ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, বাব নং- ৮২

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী হয়ে থাকে। নড়বড়ে চিত্তের হয়ে থাকে সে সব লোক, যারা সর্বদা অমানবিক আচরণ করে থাকে। রাসূলের জীবনে অমানবিকতার একটি ঘটনাও নেই। দানে তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। দানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে অনেকগুলো ভাল গুণের সমাবেশ ঘটে থাকে। মুহাম্মাদ (স.) এত বেশি দান করতেন যে, তিনি কাউকে কখনো ফিরিয়ে দেননি। 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (স.) এর নিকট কোনো বস্তু প্রার্থনা করা হয়েছে এবং তিনি তা নিষেধ করেছেন এরূপ কখনো হয়নি।"[৭২] ওপরের হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা ও অভাবগ্রস্তের অভাব পূরণ করা ছিল নবী (স.) এর প্রকৃতি ও স্বভাবের অর্ন্তগত। তিনি কাউকে শূন্যহাতে ও নিরাশ করে ফিরিয়ে দেননি। কখনো মুখে 'না' শব্দ উচ্চারণ করেননি। তাঁর এই স্বর্গীয় গুণের কথাই আরব কবি এভাবে উল্লেখ করেছেন- "কালিমা শাহাদাত ছাড়া তিনি কখনো 'লা' (না) বলেননি। কালিমা শাহাদাত যদি না হতো তবে তার 'লা' (না) ও 'না'আম' (হাঁ) হয়ে যেতো।"[৭৩] এই মর্মেই ফারসী কবি নিম্নোক্ত চরণে ব্যক্ত করেছেনঃ

"তাঁর যবান মুবারকে কখনো 'না' শব্দ উচ্চারিত হয়নি। যদি হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে কালিমা শাহাদত ' اشهد ان لا اله الا الله' -এর মধ্যে।"[৭৪]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) মানবতা, মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অনেক কিছু বিসর্জন দিতেন। আর বাংলাদেশের মানুষের ব্যাপার হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা হলো এই মানুষগুলো স্বার্থের জন্য যে কোন অমানবিক ও বিবেকবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। 'আলী ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবী (স.) সালাত পড়ালেন এবং সালাত খুব দ্রুত শেষ করলেন। তারপর বললেনঃ "আমি সালাত ত্বরা করে শেষ করার কারণ হল এই যে, সালাতে আমি যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি তখন আমার আশংকা হয় যে, শিশুটির এ কান্নার দরুন তার মাতা-পিতার মনে কোন কষ্টের উদ্রেক হয় কি না।"[৭৫] এ হাদীস হতে রাসূলের মানবিকতার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। 'ইবাদত যাতে মানুষের কষ্টের কারণ না হয় তিনি তা খেয়াল রাখতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ্ (স.) সালাতরত অবস্থায় যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শোনতেন তখন (শিশুটির মায়ের মনে কোন অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে এ আশংকায় তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে) ছোট একটি আয়াত কিংবা ছোট একটি সূরা তিলাওয়াতের মাধ্যমে সালাত শেষ করে নিতেন।"[৭৬]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) সকল ব্যাপারে আদর্শ ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ায় পুরো জীবনে একবারও অপচয় বা অপব্যয় করেননি। বরং রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেও উপবাস যাপন করেছেন। একজন সাহাবী (রা.) বলেন, "আল্লাহ্র নবী (স.) একাধারে তিন দিন তৃপ্তি সহকারে খাননি।"[৭৭] এ হাদীস থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলমানরা তাদের মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এক মহান বিপ্লব ঘটাতে পারে। আজকাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, অভিজাত গোষ্ঠী অনেক খাদ্য নষ্ট ও অপচয় করছে। অন্যদিকে এই সমাজেই অনেক লোক এখনো অভুক্ত থাকছে। এ ধরনের আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। একদিকে বেশি ভোজনের দরুন অনেকেই রোগাক্রান্ত হচ্ছে; আবার দেশের অধিকাংশ লোক পুষ্টির অভাবে ভুগছে। ইসলামের সোনালী যুগে মানবিক মূল্যবোধ এতটাই মজবুত ছিল যে, মানুষের পেটে পরিপূর্ণ তৃপ্তি না থাকলেও মনে ঠিকই পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্তি ছিল। আরেক জন সাহাবী (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর পরিবার-পরিজনকে তিন দিন তৃপ্তিসহ খাওয়াতে পারেননি।"[৭৮]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) অতি মাত্রায় সামাজিক ছিলেন। একা থাকা, একঘরে হয়ে থাকা, একা চলা অসামাজিকতা ইত্যাদি তার চরিত্রের মধ্যে ছিল না। তিনি সকল শুভ কাজে মানুষের সাথে মিশে যেতেন। তিনি ছিলেন সমানুভূতিসম্পন্ন

---

[৭২] عن عائشة (رض) قالت: ما سئل النبى شيئا قط فمنعه . হাফিজ আবূ শায়খ আল-ইসফাহানী (র.), *আখলাকুন্নবী স.*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, অক্টোবর' ১৯৯৪, হাদীস নং- ৯০, পৃ. ৫০

[৭৩] ما قال لا قط الا فى تشهده + لولا التشهد كانت لاؤه نعم. *আখলাকুন্ নবী (স.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৭৪] نزفت لا بزمان مباركش هركز+ مگربه اشهد ان لا اله الا الله . *আখলাকুন্ নবী স.* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৭৫] عن على بن حسين ان رسول الله (ص) صلى صلاة فعجل فيها ،فقال النبى (ص) انما عجلتُ انى سمعت صبيا يبكى . فخشيت ان يشق ذالك على ابويه *আখলাকুন্ নবী (স.)*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬০, পৃ. ১০৬

[৭৬] عن انس انّ النبى (ص) كان يسمع بكاء الصبى وهو في الصّلاة فيقرا بالسورة القصيرة والسورة الخفيفة . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুস্ সালাত, হাদীস নং- ১৯১

[৭৭] ما شبع نبى الله (ص) ثلاثة ايام تباعا . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আত'য়িমাহ্, বাব নং- ৪৮

[৭৮] ما اشبع رسول الله (ص) اهله ثلاثة ايام . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ৩২, ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ। ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন হানাফীয়া বলেন, "আলী যখনই রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর গুণাবলী বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) সবচেয়ে দানশীল ও উদার হস্ত বিশিষ্ট ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সবচেয়ে অধিক সুসামাজিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাই যে কেউ তাঁর সাথে মেলামেশা করতো এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হতো, সে-ই তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতো।"[৭৯]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) মানুষের সুখে সুখী হতেন। আবার তাদের দুঃখে দুঃখী হতেন। মানুষের কষ্টের কথা চিন্তা করে তাদের মুক্তির জন্য তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ওহী প্রাপ্ত হয়ে ফিরে এসে খাদীজা (রা.) কে সব বললেন। খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে যা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তা প্রনিধাণযোগ্য। খাদীজা (রা.) বলেছিলেন, "কখনো নয়, আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চিতভাবেই আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। আপনি লোকদের বোঝা লাঘব করেন। আপনি অতিথি-সেবা করেন। আপনি নিঃস্বের জন্য উপার্জন করে দেন। আপনি সত্য-প্রতিষ্ঠায় ব্রতদের পাশে দাড়ান।"[৮০] তিনি মানুষের সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতেন। সকলের সাথে শ্রমে যোগ দিতেন। বারায়া ইবন 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজে মাটি বহন করেছেন আর ধুলায় তাঁর বুকের পশমগুলো ঢেকে পড়েছিল। তিনি বলেন, আমি আরো দেখেছি যে, খন্দকের সে দিন প্রিয় নবী (স.) উদ্দীপনা বর্ধক কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর সাহাবীগণ পরিখা খনন করে যাচ্ছেন। এ সময় তিনিও অন্যদের সংগে মাটি বহন করতেন। এমনকি বালির কারণে তাঁর পেটের চামড়া আবৃত হয়ে গিয়েছিল।[৮১] একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী বলেন, "মহানবী (স.) আহ্যাবের দিন আমাদের সাথে মাটি স্থানান্তর করেছেন।"[৮২] এ হাদীস থেকে নিজের হাতে কাজ করার এক মহান শিক্ষা মানুষ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছ থেকে জানতে পারে। উপরোক্ত হাদীস হতে প্রমাণিত হলো যে, যে পর্যায়ের লোকই হোক না কেন সকল কাজে নিজেকে শামিল করতে হবে। কিছু লোককে কাজে লাগিয়ে নিজে আরাম করা ইসলামের শিক্ষা নয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি অন্যদের সাথে কাজে শরীক হলে অনেক ধরনের উপকার হয়। যেমন, কাজে একটি গতি আসে ও কাজটি সহজে হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন মানুষের নিরাপত্তা বিধায়ক। তাঁর দ্বারা কারোর কোনরূপ ক্ষতির আশংকা ছিল না। মক্কা বিজয়ের দিনও তিনি মানুষকে পূর্ণমাত্রায় নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। অথচ এ লোকগুলোই রাসূলের প্রতি অমানবিক আচরণে মেতে ওঠেছিল। হাদীসে বলা হয়েছে, "মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্র রাসূল (স.) মানুষকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিলেন।"[৮৩]

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কথা-বার্তার প্রকৃতি ছিল মানবতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ তিনি কোনদিন তার বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেননি। তিনি কখনো কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে বিরক্তির উদ্রেক করেননি। বরং তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে সকলের মনের ব্যাথা দূর হয়ে যেত। এমন অনেক লোক আছেন যারা তাদের কথাকে এত বেশী দীর্ঘ করেন যে, মানুষজন অতিষ্ঠ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন ব্যতিক্রম। 'আলী (রা.) বলেন, "তিনি মানুষের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতেন যাতে তারা অমনোযোগী না হয়ে পড়ে কিংবা অতিষ্ঠ হয়ে না ওঠে। প্রত্যেক অবস্থার জন্যই তাঁর নিকট তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতো।"[৮৪] মানুষ না চাইলে তিনি কোন কিছুতে অগ্রসর হতেন না। তিনি মানুষের মনের অবস্থা বুঝতে পারতেন। যেহেতু তিনি মানুষের নবী এবং মানুষ নবী।

---

[৭৯] . عن عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثنى ابراهيم بن سحمد بن الحنفية من ولد على قال: كان على بن ابى طالب (رض) اذا نعت رسول الله (ص) قال: كان رسول الله (ص) اجود الناس كفا واكرمهم عشرة من خالطه فعرفه احبه *আখলাকুন্ নবী (স.)*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮১, পৃ. ৪৪

[৮০] . كلا والله ما يخزيك الله ابدا ، انك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرئ الضيف ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৫২

[৮১] . عن البراء قال: رايت رسول الله (ص) يوم الخندق ينقل التراب حتى وارى الغبار شعر صدره ورايت النبى (ص) يرتجز يوم الخندق وهم يحفرون وهو ينقل التراب حتى وارى جلدة بطنه ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ১২৫/ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক, বাব নং- ১

[৮২] . كان النبى (ص) ينقل معنا التراب يوم الاحزاب ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ১২৫

[৮৩] . لمّا كان يوم فتح مكة امّن رسول الله (ص) الناس আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আননাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*, ১৯৫১, লাহোরঃ মাকতাবা সালফিয়া, ১৯৮২, কিতাবুত্ তাহরীম, বাব নং- ১৪

[৮৪] . لا يغفل مخافة ان يُغفلوا او يملوا ، لكلّ حال عنده عتاد *আখলাকুন্ নবী স.* প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭, পৃ. ৬, ৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন ধৈর্যের প্রতীক। বিশেষত প্রতিকূল অবস্থায় তিনি এবং সাহাবীরা ধৈর্য ধারণ করতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং তাঁর সংগীরা কষ্টে ধৈর্য ধরতেন।"[৮৫] ধৈর্যের একটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য হলো অস্থিরতা। মহানবী (স.)-এর জীবনে অস্থিরতার লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয়নি। মানুষের সামনে নিজেকে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপনের জন্য অনেক মানবিক হতে হয়। অনেক হিসেব করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। অস্থিরতা একটি মানবিক মূল্যবোধ-বিরোধী বাজে অভ্যাস। অপরাধী লোকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অস্থিরতা। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হিন্দ ইবন আবী হালা (রা.) বলেন, "সামান্য পরিমাণের অস্থিরতাও রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর ছিল না।"[৮৬] সর্বোপরি সকল ধরণের ইতিবাচক ও কল্যাণকর কাজের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সংশ্লিষ্টতা ছিল। আর সকল প্রকার অন্যায় ও অমানবিক কাজ থেকে তিনি পুরো জীবন দুরে ছিলেন এবং অন্যদেরকে দুরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

বিপরীত পক্ষে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (স.) কোন ধরনের অমানবিক, অসামাজিক, অনৈতিক কাজ কখনো করেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি কখনো কাউকে গালি দেননি। হাদীসে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) কাউকে গালি প্রদানকারী ও অভিসম্পাতকারী ছিলেন না।"[৮৭] বিখ্যাত সাহাবী আনাস (রা.) শৈশব কালে দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং কাজ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মানবিক চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেন, "তিনি আমাকে কখনো ধমকাননি, প্রহার করেননি এবং গালি দেননি।"[৮৮] তিনি কখনো অশ্লীল কথা বলেননি, অশ্লীল আচরণ করেননি, অশ্লীল পোশাক পড়েননি। আনাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) গালি প্রদানকারী ছিলেন না এবং অশ্লীল ব্যক্তিও ছিলেন না।"[৮৯] তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ একজন শ্লীল ব্যক্তি। তিনি ছিলেন শালীনতার মূর্তপ্রতীক।

মহানবী (স.) এর মহান আদর্শ হতে দূরে চলে আসার ফলে মানব সমাজে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের অমানবিকতা ও অরাজকতা। মানুষ তাঁর আদর্শ-বিচ্যুত হয়ে অপমানিত ও নিগৃহিত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) স্বয়ং বলেছেন, "যে আমার আদর্শের পরিপন্থী কাজ করবে সে অপমানিত ও নিগৃহিত হবে।"[৯০]

আমাদের সমস্যা হলো এই যে, আমাদের দেশে মুহাম্মাদ (স.) কে যে, স্মরণ করা হয় না ব্যাপারটি তা নয়। স্মরণ করা হয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। মুসলমানগণ রাসূলের আদর্শকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমদ্ধ করে ফেলেছে। তারা সবাই যদি বাস্তব জীবনে মুহাম্মাদ (স.) কে মেনে নিত; তাহলে চতুর্দিকে এত অমানবিকতার প্রতিযোগিতা চলতে পারতো না। অনুষ্ঠানসর্বস্ব নবীপ্রেম ফলোদয় হচ্ছে না। ব্যক্তি ও সমাজে নবীপ্রেমের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। ভাল মানুষ হওয়ার জন্য বিশ্বনবীকে স্মরণ করা হয় না। তাঁকে যদি আংশিকও মানা যেত তাহলে মানুষ এত অমানবিক হতে পারতো না। রাসূলকে কেন পাঠানো হলো? তাঁকে কেন অনুসরণ করতে হবে? কিভাবে অনুসরণ করতে হবে তা ওপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট হলো। মূল কথা হলো ভাল মানুষ হতে হবে। তাহলেই মানবিক মূল্যবোধ জাগরিত হবে। ইসলাম, মুহাম্মাদ (স.) এবং কুর'আন এসব মানবতার জন্যই।

চরিত্রের বলিষ্ঠতা

বাংলাদেশে বর্তমানে চরিত্রের খরা চলছে। মানুষের সব আছে শুধু চরিত্র নেই। মানুষ পার্থিব সুযোগ-সুবিধার জন্য চরিত্রের মত মহামূল্যবান সম্পদ বিকিয়ে দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন একটি অবস্থার ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "অনেক জাতি পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে তাদের চরিত্র বিক্রি করে দেয়।"[৯১] মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও বিকাশে উত্তম চরিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। উন্নত মানবীয় চরিত্র দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব।

---

[৮৫] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১১০

[৮৬] . ليست له راحة *আখলাকুন্ নবী স.* প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯৬, পৃ. ১৩৮

[৮৭] . لم يكن رسول الله(ص) سبّابا ولا لعّانا ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৩৮, ৪৪

[৮৮] . ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং- ৩৩

[৮৯] . لم يكن رسول الله (ص) سبّابا ولا فحّاشا *আখলাকুন্ নবী স.*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫১, পৃ. ২১

[৯০] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৫০

[৯১] . يبيع اقوام اخلاقهم بعرض من الدنيا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের চরিত্র মাধুর্য অন্যের ওপর প্রভাব ফেলতে সহায়তা করে। মানুষকে উদার হৃদয় ও বিপুল সাহসের অধিকারী হতে হবে, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবতার দরদী হতে হবে। তাদের হতে হবে ভদ্র ও কোমল স্বভাবসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল ও কষ্টসহিষ্ণু, মিষ্টভাষী ও সদালাপী। তাদের দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হবে এমন কোনো ধারণাও যেন কেউ পোষন করতে না পারে এবং তাদের নিকট থেকে কল্যাণ ও উপকার সবাই কামনা করবে। তারা নিজেদের প্রাপ্যের চেয়ে কমের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দিতে প্রস্তুত থাকবে। তারা মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিবে অথবা কমপক্ষে মন্দ দিয়ে দিবে না। তারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করবে এবং অন্যের গুণাবলীর কদর করবে। তারা অন্যের দুর্বলতার প্রতি নজর না দেওয়ার মত বিরাট হৃদয়পটের অধিকারী হবে, অন্যের দোষ-ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দিবে এবং নিজের জন্য কারোর ওপর প্রতিশোধ নিবে না। তারা অন্যের সেবা গ্রহণ করে নয় বরং অন্যকে সেবা করে আনন্দিত হবে। তারা নিজের স্বার্থে নয় বরং অন্যের ভালোর জন্যে কাজ করবে। কোন প্রকার প্রশংসার অপেক্ষা না করে এবং কোন প্রকার নিন্দাবাদের তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারোর পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি দিবে না। তাদেরকে বল প্রয়োগে দমন করা যাবে না কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে তারা নির্দ্বিধায় ঝুঁকে পড়বে। তাদের শত্রুরাও তাদের ওপর এ বিশ্বাস রাখবে যে, কোন অবস্থায়ই তারা ভদ্রতা ও ন্যায়নীতি বিরোধী কোন কাজ করবে না। এ চারিত্রিক গুণাবলী মানুষের মন জয় করে নেয়। এগুলো তলোয়ারের চেয়েও ধারালো এবং হীরা, মনি-মুক্তার চেয়েও মূল্যবান। এমন চারিত্রিক মাধুর্যতা এবং বলিষ্ঠতা যাদের থাকবে তাদের দ্বারা মানবতা উপকৃত না হয়ে পারে না।

আখলাক বা চরিত্রের সাথে মানবিক মূল্যবোধের গভীরতর সম্পর্ক। আখলাক সুন্দর হলে সকল কর্মকান্ড সুন্দর হয়। এ জন্য ইসলামে আখলাকের এত গুরুত্ব। এমনকি আখলাকের উপরই ঈমান নির্ভর করে। ঈমানের পূর্ণতা উন্নত নৈতিক চরিত্রের উপরই নির্ভরশীল। অতএব নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে যতদূর উন্নত, তাঁর ঈমান ততদূর পরিপূর্ণ। অন্য কথায় বলা যায়, উন্নত নৈতিক চরিত্র পূর্ণ ঈমানের অনিবার্য ফল বিশেষ। অতএব যার ঈমান যত কামেল, তাঁর চরিত্রও তত উন্নত হবে এবং যার চরিত্র উন্নত, মনে করতে হবে যে, সে একজন কামেল ঈমানদার ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যার ঈমান কামেল হয়েছে, তার চরিত্র উন্নত না হয়েই পারে না; আবার যার উন্নত মানের চরিত্র নেই, তার ঈমান পূর্ণ হবার কোন প্রমাণই নেই। ইসলামে চরিত্রের যে কতদূর গুরুত্ব রয়েছে তা নিম্নের ক্ষুদ্রাকার হাদীস হতে সহজেই প্রমাণিত হবে। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ ঈমানদার সে ব্যক্তি, যার নৈতিক চরিত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। আর যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল সে তোমাদের মধ্যে উত্তম।"[৯২] ইসলামের দৃষ্টিতে যার চরিত্র যত সুন্দর সে তত ভাল মানুষ। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে চরিত্রে সুন্দর সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"[৯৩]

মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এদেরকে পাঠানোর অন্যতম সেরা উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে চরিত্রবান করা। এ প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সৎচরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।"[৯৪] পৃথিবীতে যে স্থানে এবং যে যুগে চরিত্রের আকাল পড়েছিল; ঠিক সে স্থানে এবং সে যুগেই মুহাম্মদ (স.) কে রাসূল করে পাঠানো হয়েছিল। তিনি এ কাজে সমর্থ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আবির্ভাবকালে আরবের লোকদের চরিত্র বলতে কিছু ছিল না; কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি সেখানে চরিত্রের ভিত্তিতে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উন্নত চরিত্রের সংজ্ঞা রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজের ভাষায় দিয়েছেন। নাওয়াস ইবন সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সদাচারই সচ্চরিত্র। আর পাপ তা-ই যা তোমার অন্তরে উদ্বেগের সৃষ্টি করে এবং তুমি অপছন্দ কর যে, মানুষ তা জেনে ফেলুক।"[৯৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে সব কিছুর জন্য দু'আ করতেন এবং তাঁর অনুসারীদের দু'আ শিখিয়ে গেছেন তার অন্যতম হলো সুন্দর চরিত্র। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতেন,

---

[৯২] . اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, হাদীস নং- ২৭৮, পৃ. ২১৭, ২১৮

[৯৩] . ان خياركم احاسنكم اخلاقا ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ৬৮

[৯৪] . بعثت لاتمم حسن الاخلاق ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং- ৮

[৯৫] . البرّ حسن الخلق ، والاثم ما حاك فى نفسك ، وكرهت ان يطلع عليه الناس ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১৪, ১৫

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার অবয়বকে সুন্দর করেছো, এবার আমার চরিত্র সুন্দর কর।"[৯৬] আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে আরেক বার সুন্দর চরিত্রের গুরুত্ব প্রকাশিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ঘৃণিত কাজ এবং ঘৃণিত চরিত্র হতে বাঁচাও।"[৯৭]

ঈমানের সাথে চরিত্রের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ঈমানের অনেকগুলো দিক রয়েছে। যেমন- পবিত্রতা, লজ্জা, ধৈর্য, চরিত্র ইত্যাদি। চরিত্র ঈমানের একটি দিক এবং সবচেয়ে উত্তম দিক। মহানবী (স.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ঈমান সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন, "উত্তম চরিত্র।"[৯৮]

চরিত্র খোদার সেরা দান। মহান আল্লাহ্ মানুষকে অনেক কিছু দিয়ে মহিমান্বিত করেছেন। যেমন- শিক্ষা, সুস্থতা, অর্থ, সৌন্দর্য, চরিত্র ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে চরিত্রের স্থান সবার ওপর। রাসূল করীম (স.) বলেছেন, "মানুষকে সর্বোত্তম যা দেয়া হয়েছে তা উত্তম চরিত্র।"[৯৯] অপরদিকে মন্দ চরিত্র চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ভাল মেধা সৌভাগ্যের প্রতীক আর মন্দ চরিত্র দূর্ভাগ্যের প্রতীক।"[১০০] যার চরিত্র যত সুন্দর সে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর তত বেশী প্রিয় ব্যক্তি। তিনি এ প্রসংগে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে বেশী সুন্দর সে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।"[১০১]

চরিত্রের দু'টি দিক রয়েছে। একটি প্রকাশ্য যা মানুষের সাথে লেনদেনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি কম প্রকাশিত হয়। মানুষের সাথে চরিত্রের যে দিকটি জড়িত ইসলাম সেটিকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। অর্থাৎ মানুষের জন্য এবং মানুষের স্বার্থে চরিত্রকে সুন্দর করতে হবে। মহানবী (স.) বিশিষ্ট সাহাবী মু'আয ইবন জাবালকে একবার বলেন, "হে মু'আয ইবন জাবাল! তুমি মানুষের জন্য তোমার চরিত্রকে সুন্দর কর।"[১০২]

আখলাক বা চরিত্র ইসলামে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা একবার খারাপের দিকে মোড় নিলে ব্যক্তির পূর্বের গ্রহনযোগ্যতা ও সমস্ত অর্জন ধুলিস্যাত হয়ে যায়। তবে তা অর্জন করতে হয় বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে। এক কথায় বলা যায়, চরিত্র এমন একটি অর্জন যা কারো প্রশংসায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং অনেক দিনের সাধনায় তিলে তিলে তা অর্জন করতে হয়। তবে তা হারাতে খুব বেশি সময় লাগেনা। সচ্চরিত্র বিরোধী একটি অন্যায়ই এ জন্য যথেষ্ট। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা যখন শুনবে যে, কোন ব্যক্তি তার সৎ চরিত্র হতে সরে এসেছে; তখন তাকে আর বিশ্বাস করবে না।"[১০৩]

ইসলামের চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা.) তাঁর পুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছেন; তার পুরোটা জুড়ে মানবতা, সততা এবং শিষ্টাচারের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি তাঁর পুত্র হুসায়নকে উপদেশ দান করছেন এভাবেঃ 'ওহে হুসায়ন! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমাকে আদব শিখাচ্ছি; মন দিয়ে শোন! কারণ, বুদ্ধিমান সেই যে শিষ্টাচারী হয়। তোমার স্নেহশীল পিতার উপদেশ স্মরণ রাখবে, যিনি তোমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে তোমার পদস্খলন না হয়। আমার প্রিয় ছেলে! জেনে রাখ, তোমার রুযী-রোযেক নির্ধারিত আছে। সুতরাং উপার্জন যাই কর, সৎ ভাবে করবে। অর্থ-সম্পদ উপার্জনকে তোমার পেশা বানাবে না। বরং আল্লাহ্ভীতিকেই তোমার উপার্জনের লক্ষ্য বানাবে।'[১০৪]

ইসলামে লজ্জাকে চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত একটি লোকের চরিত্র হতে লজ্জা চলে গেলে; সে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। হাদীসে লজ্জাকে ইসলামের চরিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চরিত্রের মহান শিক্ষক ও আদর্শ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবশ্যই প্রতিটি দীনের চরিত্র রয়েছে।

---

[৯৬] . اللهمّ احسنت خلقي واحسن خلقي ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০৩

[৯৭] . وقني سيئ الاعمال وسيئ الاخلاق ইমাম নাসায়ী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইফতিতাহ (افتتاح), বাব নং- ১৬

[৯৮] . اىّ الايمان افضل؟ قال: خلق حسن ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৩৮৫

[৯৯] . خير ما اعطى الناس خلق حسن ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৭৮

[১০০] . حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাব নং- ১২৪

[১০১] . ان من احبّكم الىّ احسنكم اخلاقا ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ১৯৩

[১০২] . احسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং- ১

[১০৩] . واذا سمعتم برجل تغيّر عن خلقه فلا تصدقوا به ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৬, পৃ. ৪৪৩

[১০৪] . *দীওয়ান-ই-আলী (রা.)*, ঢাকাঃ র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২, ১/৪৫/ড. মুসতাফা মাহমুদ ইউনুস, *আদাবুল দা'ওয়াতি আল-ইসলামিয়্যা*, কায়রোঃ মাতবা'আতু কাসিদি আল-খায়র, পৃ, ৩২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা।"[১০৫] ইসলম তার চরিত্র হিসেবে এমন একটি বিষয়কে বেঁচে নিয়েছে যে, এতে করে চরিত্রের অন্য সকল দিক পরিশুদ্ধ হতে বাধ্য। বিচার দিবসে চরিত্র মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে মু'মিনের দাড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে বেশি ভারী আর কিছু হবে না।"[১০৬]

আখিরাতকে বেশী গুরুত্ব ও প্রাধান্য প্রদান

অমানবিকতার প্রাদুর্ভাবের পেছনে যে ব্যাপারগুলো বেশী ইন্ধন যোগায় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো দুনিয়া-প্রেম এবং সাথে সাথে আখিরাতের জীবনকে তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান। দুনিয়ার সাময়িক জীবনের মোহ, সুখ ও আরামকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেকে পরকালকে ভুলেই যায়। এবং এমন সব কাজে জড়িয়ে পড়ে যা মানবতার জন্য বড়ই বেমানান ও বেদনাদায়ক। মৃত্যু ও আখিরাতের ভয় না থাকলে মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তখন সে যেকোন কাজই করে থাকে। মৃত্যু পথযাত্রী পর্যন্ত অমানবিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের তিনটি মূল বিশ্বাসের একটি হলো আখিরাত। বাকী দু'টি হলো তাওহীদ ও রিসালাত। কুর'আন ও হাদীসের বিরাট স্থান জুড়ে পার্থিব জীবনের চেয়ে পারলৌকিক জীবনকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে সহীহ বুখারীর কিতাবুর্ রিকাক (كتاب الرقاق) অধ্যায় এ পরিপ্রেক্ষিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে অন্তর বিগলিত করে দেয়ার মত প্রচুর হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। আখিরাতে ভয়ের ব্যাপারটি না থাকলে মানুষ আরো বেশি বেপরোয়া ও উদ্ধত হয়ে ওঠত। আল-কুর'আনে মহান আল্লাহ্ আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিতে আদেশ করেছেন। আখিরাতকেন্দ্রিক জীবন গড়তে আহবান জানিয়েছেন। আখিরাতকে কেন্দ্র করে এবং আখিরাতকে টার্গেট করে যারা জীবন পরিচালনা করে তারা ভাল মানুষে রূপান্তরিত হয়, তাদের জীবনের ধারাই আলাদা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে তখন বাসা বাঁধে সততা, ধৈর্য, দয়া, ভালবাসা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, ত্যাগ, পরোপকার, দায়িত্বানুভূতি, নিষ্ঠাসহ সকল মানবীয় গুণ। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমার জন্য প্রথম জীবনের চেয়ে পরজীবন অনেক বেশী কল্যাণকর।"[১০৭]

এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা যে, কেউ দু'দিক সমভাবে পায় না। দুনিয়ার জীবনে ভোগের নেশায় থাকলে পরজীবনে তার সুখ কমিয়ে দেয়া হবে। আবার আখিরাতের আশায় ইহজীবনে দায়সারা গোছের জীবন পরিচালনা করলে আখিরাতে তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) সে কথা নিম্নোক্ত হাদীসে বলেছেন, "যে ব্যক্তি পার্থিব জগতকে বেশী ভালবাসবে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবাসবে তার দুনিয়ার জীবনকে দুর্বিসহ করে দেয়া হবে।"[১০৮] মু'মিন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতের অধিক লাভের আশায় আরাম বিসর্জন দিবে, এটিই স্বাভাবিক। এজন্য মহানবী (স.) মু'মিন ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন, "দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত।"[১০৯] অতএব মু'মিন লোকদের দুনিয়াকে এভাবেই গ্রহণ করতে হবে। দুনিয়ায় মানুষ কিভাবে বসবাস করবে তা নিম্নোক্ত ভাষায় মহানবী (স.) বলেছেন, "তুমি পৃথিবীতে গরীব অথবা পর্যটকের ন্যায় থাক।"[১১০] পৃথিবীতে হয় দীনহীনভাবে থাকতে হবে নতুবা সাময়িক মনে করে যেনতেনভাবে থাকতে হবে। এটিকে স্থায়ী মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। আখিরাতকে বেশি প্রাধান্য দেয়ার অর্থ নিম্নোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কষ্টকর বস্তুসমূহ দিয়ে জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর জৈব আকাংখা (উচ্চাভিলাস) দিয়ে জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে।"[১১১] অতএব কষ্ট মাড়িয়ে জান্নাতে যেতে হবে। আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দুনিয়ার মজা হল আখিরাতের তিক্ততা। আর দুনিয়ার তিক্ততা হল আখিরাতের মজা।"[১১২]

---

১০৫. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং- ৯ ان لكل دين خُلقا ، وخُلق الاسلام الحياء

১০৬. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৭ ما شئ اثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن

১০৭. আল-কুর'আন, ৯৩:৪ وللاخرة خير لك من الاولى

১০৮. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৪১২ من احبّ دنياه اضرّ باخرته ومن احبّ اخرته اضرّ بدنياه

১০৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ১ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

১১০. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর্ রিকাক, বাব নং- ৩ كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل

১১১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জান্নাত, হাদীস নং- ১ حُفّت الجنة بالمكاره وحُفّت النار بالشهوات

১১২. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩৪২ حلوة الدنيا مرة الاخرة ومرة الدنيا حلوة الاخرة

Dhaka University Institutional Repository

কোন জীবনকে প্রাধান্য দিবে সে এখতিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের রয়েছে। তবে কেউ সাময়িক জীবনকে বেছে নিলে তার চেয়ে হতভাগা আর কেউ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সে লোক সর্বনিকৃষ্ট যে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দীনকে ধ্বংস করে দেয়।"[১১৩]

ইসলাম যেমনিভাবে পরকালিন জীবনের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলেছে; তেমনিভাবে দুনিয়াদারির ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছে। যে যত দুনিয়াবিমুখ সে ততটা মানবিক হয়ে থাকে। আর যে যত পরিমাণ দুনিয়াপ্রেমিক সে তত বেশী বেপরোয়া ও অমানবিক হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) দুনিয়া-প্রেমের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে দুনিয়ার প্রভাবের ভয় করছি। যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করেছিল।"[১১৪] অনেকে দুনিয়ার মোহ ও মায়াজালে পড়ে দুনিয়ার গোলাম বনে যায়। এদের প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা দুনিয়ার সন্তান হয়ে যেও না।"[১১৫] আবার বলা হয়েছে, "দুনিয়াকে বর্জন কর।"[১১৬] অনেকের পতনের কারণ দুনিয়াসক্তি। দুনিয়াকে যে যত বর্জন করবে সে তত বেশী সফলকাম হবে। সফল ব্যক্তিদের জীবন ও ইতিহাস তা-ই বলে। মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য, সন্তোষ ও ভালবাসা পেতে হলে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতেই হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরেক হাদীসে বলেছেন, "তুমি দুনিয়াবিমুখ হও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন।"[১১৭] কেউ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হলে বুঝে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ্ তার কল্যাণ চেয়েছেন এবং কল্যাণ করেছেন। পক্ষান্তরে কেউ দুনিয়াসক্ত হয়ে পড়লে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ্ তার প্রতি বিরাগভাজন হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসতে চান, তখন তাকে দুনিয়া থেকে রক্ষা করেন।"[১১৮]

দুনিয়াসক্তি অতি সতর্ক ও পরিণামদর্শী ব্যক্তিদেরও পেয়ে বসতে পারে এবং কাবু করে ফেলতে পারে। এজন্য সদা সতর্ক থাকতে হয়। সর্বদা মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। বিশ্বনবী (স.) প্রায়ই এ আসক্তি থেকে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে পরিত্রাণ চাইতেন এবং কায়মনো বাক্যে দু'আ করতেন। যেমন তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দুনিয়ার পরীক্ষা (ফাঁদ) থেকে রেহাই চাই।"[১১৯] অনেকের চিন্তার পূরোটা জুড়ে থাকে শুধু দুনিয়া। তাদের অলোচনার বিষয় শুধু দুনিয়া আর দুনিয়া। তারা প্রতিটি পদক্ষেপ দুনিয়ার জন্য নিয়ে থাকে। তাদের চিন্তার জগতে আখিরাতের স্থান লেশমাত্রও নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন অবস্থা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে বলতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য দুনিয়াকে প্রধান উৎকণ্ঠার (চিন্তার, উদ্বেগের ও ইচ্ছার) ব্যাপার করে দিও না।"[১২০]

কবর যিয়ারত

এক সময় কবর যিয়ারতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরবর্তীতে তার অনুমতি দেয়া হয়। কারণ ভালো মানুষ তৈরীতে কবর যিয়ারত কিঞ্চিত হলেও ভূমিকা পালন করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে (পূর্বে) বারণ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর।"[১২১] কবর যিয়ারত মানুষের মনকে নরম করে দেয়, দুনিয়ার মোহে ভাটা পড়ে, মানুষকে আখিরাতমুখী করে, সর্বোপরি ভাল মানুষ হতে সহায়তা করে। কারণ কবরের কাছে গেলে পাষাণ ব্যক্তিরও মন বিগলিত হয়, তার চিন্তার জগতে নাড়া দেয় এবং মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। নবী করীম (স.) বলেছেন, "তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা দুনিয়াবিমুখ করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১২২] এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঘোষণা করেছেন, "নিশ্চয়ই কবর

---

[১১৩] بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ১৭

[১১৪] ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ৬/ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিযিয়া, বাব নং- ১

[১১৫] ولا تكونوا من ابناء الدنيا . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর্ রিকাক, বাব নং- ৪

[১১৬] اتقوا الدنيا . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর, হাদীস নং- ৯৯

[১১৭] ازهد فى الدنيا يحبك الله . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ১

[১১৮] اذا احب الله عبدًا حماه الدنيا . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তিব্ব, বাব নং- ১

[১১৯] واعوذ بك من فتنة الدنيا . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর, হাদীস নং- ৭৬

[১২০] لا تجعل الدنيا اكبر همنا . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ্ দাও'আত, বাব নং- ৭৯

[১২১] كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং- ১০৬

[১২২] فزوروها فانها تزهد فى الدنيا وتذكر الاخرة . ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

যিয়ারতে উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে।"[১২৩] এজন্য দেখা যায় যে, পরিবারের কেউ বা নিকট আত্মীয় কেউ মারা গেলে কোন কোন ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন চলে আসে। নবী করীম (স.) আরো বলেছেন, "কবর যিয়ারতের মধ্যে উপদেশ রয়েছে।"[১২৪] কবর যিয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নবী করীম (স.) সে প্রসংগে বলেছেন, "তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত কর। নিশ্চয়ই তা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১২৫] সর্বোপরি কবর যিয়ারত মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে শানিত করতে সহায়তা করে থাকে।

তাওবা

التوبة 'তাওবা' বা অনুশোচনার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Repentance । অনুশোচনার মানসিকতা মানুষকে ভালো মানুষে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে। এটি প্রচলিত দেশীয় গতানুগতিক তাওবা নয়। বরং তাওবার অভিধানগত যে অর্থ তা করতে হবে। বাংলাদেশে তাওবাহসহ ইসলামের বিভিন্ন পরিভাষাগুলো তাদের চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। এটিও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি লক্ষণ। এ দেশে তাওবাহ করা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। মুখে নির্দিষ্ট আরবী শব্দমালা উচ্চারণ করা হয়। বাস্তবে পাপ থেকে ফিরে আসা হয় না। মূলত তাওবা অর্থ ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে অন্যায়টি না করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। ড. খলীল ইবরাহীম মোল্লা খাতির বলেন, "ইসলামে তাওবা হলো অনুশোচনা, পাপ হতে ফিরে আসা, ক্ষমা প্রার্থনা এবং পুণরায় সে কাজ না করা।"[১২৬] উপরিউক্ত সংজ্ঞায় আলোকে কোন ব্যক্তি তাওবা করতে পারলে তার মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত না হয়ে পারে না। তাওবার ধরণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তাওবা করে, এরাই তারা, যাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তাওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।"[১২৭]

'তাওবা' দ্বারা যে অনুশোচনা ও অনুতাপের উৎপত্তি হয়, মনুষ্য স্বভাবকে মন্দ দিক থেকে ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে তার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, এর দ্বারা পাপীর মনে পাপের নিকৃষ্টতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং পাপীর কাছে পাপের পরিণাম-ফল আর এর অশুভ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতএব, তাওবা হলো ঐ প্রকৃত পরিবর্তন ও অনুতাপ যা মানুষকে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করে। তার কলুষিত জীবনকে পাপমুক্ত জীবনে রূপান্তরিত করে দেয়। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "প্রকৃত অনুশোচনাই তাওবা।"[১২৮] অনুশোচনা ও অনুতাপ যে মানুষকে কতটা ভাল মানুষে রূপান্তরিত করে তা শতভাগ প্রমাণিত। ইসলামের তাওবাতে কোন পরাজয় নেই। বরং তাওবা বান্দাহকে অনেক ওপরে তুলতে সহায়তা করে থাকে। 'তাওবা' হচ্ছে নেকীর পথে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। তা নফসকে পাপ ও অপরাধ থেকে পবিত্র করার একটি পদ্ধতি। তাওবা হচ্ছে ক্ষমায় প্রবেশের পথ। চারিত্রিক, সামাজিক ও আত্মিক নিয়মের বিরুদ্ধে সংঘটিত কার্যাদি মানুষের মধ্যে যে যাতনা ও চাপ সৃষ্টি করে তাওবা তাকে হালকা করে দেয়।

মানুষ মাত্রই ভুল করে। এ জন্যই ইসলামে তাওবাহর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে ভুলের পর ক্ষমা চেয়ে নেয়া, অনুশোচনা করা এবং লজ্জিত হওয়ার চেতনাকে মহান আল্লাহ্ খুব পছন্দ করেন। নবী করীম (স.) বলেন, "প্রত্যেকটি আদম সন্তানই ভুল করে। তবে অনুশোচনাকারীরা ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম।"[১২৯] কুর'আন ও হাদীসের

---

[১২৩] . فانّ فى زيارتها عظة وعبرة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫, পৃ. ৩৫৬

[১২৪] . فانّ فى زيارتها تذكرة ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৭৭

[১২৫] . فزوروا القبور فانّها تذكرة الموت ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং- ১০৮

[১২৬] . التوبة فى الاسلام: الندم ، والاقلاع عن الذنب ، والاستغفار ، وعدم العقوبة اليه ড. খলীল ইবরাহীম মোল্লা খাতির, *আযীম কাদরিহি (সা.) ওয়া রাফ'আতু মাকানাতিহি ইনদা রাব্বিহি আযযা ওয়া জাল্লা*, জেদ্দাঃ দারুল কিবলা লিস্ সাকাফাতিল ইসলামিয়া, ১৪০৪ হি, পৃ. ১১৩

[১২৭] . انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب عليهم ، وكان الله عليما حكيما ، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار ، اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما আল-কুর'আন, ৪:১৭, ১৮

[১২৮] . الندم توبة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ১, পৃ. ৩৭৬, ৪২৩, ৪৩৩

[১২৯] . كلّ ابن ادم خطّاء وخير الخطّائين التوّابون ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য স্থানে অত্যধিক গুরুত্বের কারণে তাওবা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তিনি তো তাওবা কবুলকারী।"[১০০] এক আয়াতে তাওবাকে সফলতার পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"[১০১]

সফলকেই তাওবা করতে হয়। কেউ পাপের উর্ধ্বে নয়। মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর- বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মুছে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে।"[১০২] তাওবার মাধ্যমে মানব মনে মানবীয় গুণাবলী জায়গা করে নেয়। মানুষ হয়ে ওঠে বিনয়ী। তাওবাকারী থেকে অনেক মানবতাবিরোধী বৈশিষ্ট্য দূরীভূত হয়। যেমনঃ মিথ্যা, অহংকার, তিরস্কার, প্রদর্শনেচ্ছা, ঔদ্ধত্য, লোভ-লালসা, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, কপটতা, প্রতারণা, দুর্নীতি, অশ্লীলতা প্রভৃতি।

মহান আল্লাহ্র পছন্দের তালিকায় তাওবাকারীদের স্থান রয়েছে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে ভালবাসেন।"[১০৩] আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে তাওবা করার আদেশ করে বলেছেন, এতেই তাদের সফলতা অন্তর্নিহিত রয়েছে। "হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১০৪]

তাওবা করার সাথে সাথে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে তাহলেই ক্ষমা আশা করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি পথ অতিক্রমকালে চলার পথে কাঁটাযুক্ত একটা ডাল দেখতে পেল, সে তা অপসারিত করল। আল্লাহ্ তার এ কাজটি পছন্দ করলেন, আর তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"[১০৫] তাওবার বহুবিধ দিক রয়েছে যা মানুষকে ব্যক্তি-সচেতন করে তুলতে সহায়তা করে। তাওবা মানুষের সম্মুখে এমন এক অনুতাপের সৃষ্টি করে যা তার পাপ মিটিয়ে দেয় এবং গর্হিত কাজ হতে তার নফসকে পবিত্র করার আকাঙ্খা সৃষ্টি করে। আর এ আকাঙ্খাই তাকে আত্মিক শান্তি দান করে ভয়, হতাশা ও নৈরাশ্য হতে তাকে আশার আলোর দিকে পথ দেখায়। তাওবা তাওবাকারীকে সম্মানিত করে এবং এ মর্যাদাবোধ তার ভেতরে আত্মপরিচয়ের শক্তি সঞ্চয় করে। তাওবা তাওবাকারীকে ব্যক্তিত্ব সচেতন করে তোলে আর উন্নত চরিত্র গঠন ও মানসিক সুস্থতা অর্জনে তার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য।

গর্হিত কাজ, অন্যায় ও পাপ করার দরুন নিজকে নীচ, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত মনে করার পর তাওবাকারী তাওবা দ্বারা বিবেকের তাড়না হতে মুক্তি লাভ করে। আর যে ব্যক্তি পাপ পরিহার করে সৎ পথে চলার এবং নিজকে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অংগীকার করে সে কখনও আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয় না। বরং স্বীয় ব্যক্তিগত বিপদাপদে ধৈর্য ও সাহসিকতার সঠিক পদ্ধতি দ্বারা তার মুকাবিলা করে। তার নিজের, কার্যকলাপের ও শক্তি সামর্থ্যের সম্মুখে প্রতিকূলতা যত কিছুই আসুক না কেন, তা যত কষ্টসাধ্যই হোক না কেন তার মুকাবিলা করতে কখনো পিছপা হয় না। বিপদসংকুল অবস্থায় শত্রুর সম্মুখীন হতে তার একজন প্রকৃত সাহায্যকারী সহায়ক আছে বলে সে উপলব্ধি করে। তাওবা মানুষকে পাপের চিন্তা ও ভয় হতে মুক্তি দান করে। কেননা পাপী ব্যক্তি ঐ সকল সর্বনাশ ও পাপের অনিবার্য প্রতিকূলতা প্রত্যক্ষ করে যা তার পাপের দরুন তার অন্তরকে নাড়া দেয়। তাওবা না করা বড় ধরণের অপরাধ। এমন কি ইসলামে এটিকে যুলম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যারা তাওবা করে না তারা-ই যালিম।"[১০৬]

---

[১০০] . فسبّح بحمد ربّك واستغفره ، انه كان توابا আল-কুর'আন, ১১০:৩

[১০১] . فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين আল-কুর'আন, ২৮:৬৭

[১০২] . يا ايها الذين امنوا ! توبوا الى الله توبة نصوحا ، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات আল-কুর'আন, ৬৬:৮

[১০৩] . ان الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين আল-কুর'আন, ২:২২২

[১০৪] . وتوبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون আল-কুর'আন, ২৪:৩১

[১০৫] . بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ১২৭/ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ২৮৬

[১০৬] . ومن لم يتب فاولئك هم الظّالمون আল-কুর'আন, ৪৯:১১

Dhaka University Institutional Repository

হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের অপকারিতাঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হালাল ও হারামের প্রভাব সম্পূর্ণ আলাদা। হালাল খাদ্যের মাধ্যমে গঠিত শরীরের চিন্তা, কর্ম, প্রতিক্রিয়া আর হারাম খাদ্যের মাধ্যমে গঠিত শরীরের চিন্তা, কর্ম ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়া এক রকম হতে পারে না। একজন লোক সারা জীবন হালাল খেয়েছে, হালাল উপার্জন করেছে, হালাল চিন্তা করেছে। তার ঔরসে যে সন্তান আসবে; সে সন্তানের চরিত্র আর যে ব্যক্তি সারা জীবন সবই হারাম করেছে; তার সন্তানের চরিত্র এক রকম হতে পারে না। হালাল জিনিসে মানসিক প্রশান্তি রয়েছে। আর হারাম জিনিসে ছটফটানি ভাব থেকেই যায়। হালালের সংখ্যা যত কম হোক না কেন তার বৈধতা রয়েছে। কিন্তু হারাম যত বেশিই হোক তাতে অবৈধতা থেকেই যায়। এ জন্যই ইসলামে হালাল উপার্জনের এত গুরুত্ব। হালালের মাধ্যমে গঠিত শিক্ষা, মন ও শরীর থেকে মানবিকতা প্রকাশ পায় এবং মূল্যবোধ প্রকাশ পায়। এমনিভাবে সকল প্রকার কল্যাণ আর ভালোই বেরিয়ে আসে। পবিত্রতা হতেই হালালের উৎপত্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"[১৩৭]

ইসলামে উপার্জনের গুরুত্ব অনেক। তবে তা হালাল উপায়ে হওয়া আবশ্যক। কুর'আন ও হাদীসে এ সম্পর্কে বিশেষ তাকীদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদেরকে ভাল যা দান করেছি তা হতে আহার কর।"[১৩৮] মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[১৩৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয।"[১৪০] তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ পবিত্র; তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।"[১৪১] আল্লাহ্ তা'আলা আবার বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর।"[১৪২] আহারের ব্যাপারে নবী-রাসূলগণকে যে রূপ হুকুম করেছেন মু'মিনদেরকেও অনুরূপ হুকুম করেছেন। তিনি নবী-রাসূলগণকে সম্বোধন করে বলেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।"[১৪৩] আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা, "হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর।"[১৪৪] হাদীসেও হালাল গ্রহণ এবং হারাম বর্জনের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে। যেমন মহানবী (স.) বলেছেন, "যা বৈধ করা হয়েছে তা আকড়ে ধর আর যা অবৈধ করা হয়েছে তা বর্জন কর।"[১৪৫]

হালাল ও হারাম কখনো সমান হতে পারে না। কেননা দু'টির মধ্যে সকল ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে। হালাল সাধারণত পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত হয় আর হারাম সাধারণত বিনা পরিশ্রমে লাভ করা যায়। ইসলামে পরিশ্রমের খুব মর্যাদা। তথা হালালের খুব মর্যাদা। হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম দরকার। আর একটি লোক পরিশ্রমী হলে তার জীবনযাত্রায় স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন আসতে বাধ্য। পরিশ্রমী ব্যক্তি এবং পরিশ্রমবিমুখ ব্যক্তির মধ্যে বিরাট তফাৎ। দু'জনের চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রা কখনো এক হতে পারে না। একজন পরিশ্রমী লোকের দ্বারা তুলনামূলকভাবে মানবতাবিরোধী কাজ কম হয়ে থাকে। কারণ সে অন্যের ক্ষতি করার সময় ও সুযোগ কম পেয়ে থাকে। অপরদিকে বেকার ও অলস ব্যক্তিরা বাজে চিন্তাই বেশি করে থাকে। এ জন্য বলা হয়, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা'। এমনি নানাবিধ কারণে ইসলাম পরিশ্রমের ওপর খুব গুরুত্বারোপ করেছে।

---

১৩৭. يسئلونك ماذا أحلّ لهم؟ قل احلّ لكم الطيبات আল-কুর'আন, ৫:৪, ৫

১৩৮. كلوا من طيّبات ما رزقناكم আল-কুর'আন, ২:৫৭, ৭:১৬০, ২০:৮১

১৩৯. يا ايّها الناس كلوا ممّا فى الارض حلالاً طيّبًا ، ولا تتّبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدوّ مبين আল-কুর'আন, ২:১৬৮

১৪০. মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

১৪১. ان الله طيب ، لا يقبل الله الا الطيب ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং-৬৫

১৪২. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيّبًا আল-কুর'আন, ৫:৮৮, ১৬:১১৪

১৪৩. يا ايّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحًا ، انّى بما تعملون عليم আল-কুরআন, ২৩:৫১, ২৩:৫১

১৪৪. يا ايّها الذين امنوا! كلوا من طيّبات ما رزقناكم ، واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون আল-কুর'আন, ২:১৭২

১৪৫. خذوا ما حلّ ودعوا ما حرُم ইমাম ইবন মাজা, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তিজারাত, বাব নং- ২

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "নিজের পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাবার তোমাদের কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ.) নিজের দু'হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।"[১৪৬]

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) জনৈক ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে উস্কু খুস্কো অবস্থায় উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে মুনাজাত করে বলল, হে আমার রব, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভূ! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় বস্তু হারাম, তার লেবাস-পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিত পালিত। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির দু'আ কেমন করে কবুল হবে ?[১৪৭] অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট ব্যক্তি স্রষ্টা ও সৃষ্টি কারো প্রতিই তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারে না। অন্য হাদীসে আছে, "যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত-পালিত তা কখনো জান্নাতে যাবে না এবং জাহান্নামই এর জন্য উপযুক্ত ঠিকানা।"[১৪৮]

ভাল মানুষ, ভাল বান্দা ও মানবিক ব্যক্তি হওয়া সম্ভব শুধু হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের মাধ্যমে। হারাম গ্রহণ করে কোন দিন ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবৈধ বস্তু ও ব্যাপারসমূহ হতে বেঁচে থাক; তাহলেই মানুষের মধ্যে সেরা বান্দা হতে পারবে।"[১৪৯] হারাম ব্যাপার ও বস্তুসমূহ বর্জনের মাধ্যমেই কুর'আনের প্রতি ঈমানের প্রমাণ মেলে। বিপরীত পক্ষে হারামকে হালাল মনে করে গ্রহণ করলে কুর'আনের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অবৈধ ব্যাপারগুলোকে বৈধ করে নেয়, সে কুর'আনে বিশ্বাস করেনি।"[১৫০]

ইসলামে যেমনি হারামকে হালাল করা যায় না; তেমনি হালালকেও হারাম করা যায় না। কারণ প্রত্যেকটি হালালের মধ্যে আলাদা আলাদা উপকারিতা রয়েছে। একটির কাজ আরেকটি দিয়ে হয় না। এক একটি হালাল থেকে এক একটি মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। অতএব কোন একটি হালাল জিনিস আস্বাদন না করলে সে নির্দিষ্ট হালালটির ভাল প্রতিক্রিয়া ও বহিঃপ্রকাশ থেকে মানবতা বঞ্চিত হয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সে সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না।"[১৫১]

হারামে যতই চমক ও আকর্ষণ থাক না কেন তাতে পরিত্রাণ নেই। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হারাম করা কোন কিছুতে তোমাদের জন্য পরিত্রাণ (নিষ্কৃতি, রোগমুক্তি, আরোগ্য) রাখেননি।"[১৫২] অনেকে ঔষধের নামে মাদক গ্রহণ করে থাকে; এটি বাঞ্চনীয় নয়। হারামের প্রভাব এত ভয়াবহ যে, এর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করতেও ইসলামে বারণ করা হয়েছে। আজকাল মানুষ চিকিৎসার কথা বলে হারাম গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু ইসলামে এমন কাজের অনুমোদন নেই। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ প্রতিটি রোগের প্রতিষেধক দিয়েছেন। অতএব তোমরা হালাল পন্থায় চিকিৎসা কর। তোমরা হারাম পন্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করো না।"[১৫৩] চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কোন দিন এমন কথা বলেননি যে, হারাম প্রকিষেধক ছাড়া কোন রোগ ভাল হয় না। বরং সুস্থ থাকার জন্য তারা প্রতিনিয়ত হালাল জীবন যাপনের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে থাকেন। অতএব হারাম বস্তুর মাধ্যমে ভাল হওয়ার অজুহাত গ্রহনযোগ্য নয়। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের অপকারিতা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়।

---

১৪৬. ما اكل احد طعامًا قطّ خيرًا من ان يّاكل من عمل يديه ، وانّ نبىّ الله داود (ع) كان ياكل من عمل يديه আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে আমল*, (অনুবাদঃ এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার) খন্ড- ১, ঢাকাঃ মুরাদ পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ৯১

১৪৭. ثمّ ذكر الرجلَ يُطيلُ السّفر اشعثُ اغبر يمُدُّ يديه الى السّماء يا ربّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِى بالحرام فانّى يستجاب لذلك؟ ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৬৫

১৪৮. *মিশকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

১৪৯. اتق المحارم تكن اعبدَ الناس ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, বাব নং- ২

১৫০. ما امن بالقران من استحلّ محارمهُ ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবু সাওয়াবিল কুর'আন, বাব নং- ২০

১৫১. আল-কুর'আন, ৫ঃ৮৭ يا ايّها الذين امنوا لا تُحرّموا طيّبات ما احلّ الله لكم

১৫২. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আশরিবাহ, বাব নং- ১৫ انّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم

১৫৩. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তিব্ব, হাদীস নং- ১১ وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানুষের মধ্য হতে মানবিক মূল্যবোধ লোপ পাওয়ার একটি কারণ এই যে, এ দেশের অধিকাংশ লোকের উপার্জন হালাল নয়। মহানবী (স.) হারাম গ্রহণের হিড়িক পড়ার একটি আশংকা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা অর্থ উপার্জনে হারাম গ্রহণ করছে না কি হালাল গ্রহণ করছে তার পরোয়া করবে না।"[১৫৪] হালাল চিন্তা, কাজ ও উপার্জনের মাধ্যমে যে শরীর হয় তা থেকে কল্যাণই বেরিয়ে আসে এবং অকল্যাণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। আর হারামের মাধ্যমে গঠিত শরীর ও আত্মায় পাশবিকতা জায়গা করে নেয়। এ জন্য ইসলামে হালাল উপার্জনের খুব গুরুত্ব। হালাল উপার্জনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু আছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশীল কার্যের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।"[১৫৫] হারাম গ্রহণের মাধ্যমে প্রকারান্তরে শয়তানেরই অনুসরণ করা হয়। আর সে সর্বদা নেতিবাচক নির্দেশই দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।"[১৫৬] অন্যত্র আরো বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা হতে তোমরা আহার কর।"[১৫৭]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) সারা জীবন হালাল ও পবিত্র চিন্তা করেছেন, হালাল ভাবে তাকিয়েছেন, হালাল উপার্জন করেছেন, হালাল ভোগ করেছেন এবং হালালের ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ পবিত্র। পবিত্র জিনিস ব্যতীত তিনি অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।"[১৫৮] তিনি আরো বলেন, "কারো নিজ হাতের কামাই অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতের কামাই খেতেন।"[১৫৯] তিনি আরো বলেন, "হারাম দ্বারা বর্ধিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৬০]

মুহাম্মাদ (স.) এর পবিত্র জীবনের ব্যাপারে কাফিররাও কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। আবূ সুফিয়ানের মত কাফির নেতার বক্তব্য এখানে উলেখ করা হলো। আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে (তখন তিনি কাফির ছিলেন) জিজ্ঞেস করল, তিনি (নবী স.) তোমাদের কি হুকুম করেন? আবূ সুফিয়ান বলেন, "তিনি (নবী স.) আমাদের নামায, সত্যবাদিতা, পবিত্র জীবন যাপন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দেন।"[১৬১]

দা'য়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন

কোন জিনিসের প্রতি আহবানকারী সেই জিনিসের সৌন্দর্য ও প্রভাব, সেই কাজের মূল্য এবং তা ত্যাগ করার ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে পরিস্কার বর্ণনা করবে। ইসলামের দাওয়াতদানকারী অবশ্যই ইসলামের মানবিক ও সামাজিক সুবিচার, দয়া, করুণা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন। পক্ষান্তরে, দাওয়াতদানকারী নিজে যদি সেই জিনিসের ভাল আদর্শ ও মূর্ত প্রতীক না হন, নিজে ইসলামের মানবিক ও সামাজিক কর্তব্য পালন এবং লোকজনের সাথে ইসলামী আচরণ না করেন, তাহলে লোকেরা তাঁকে এবং তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে। হ্যাঁ যদি তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সমাজের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য, সুবিচার ও দয়ার বাস্তব নমুনা পেশ করেন তাহলে তাঁদের কাজ হবে সত্যের সাক্ষ্য, যার দিকে মানুষ আকৃষ্ট হবে।

---

১৫৪. ويأتى على الناس زمان لا يبالى المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. রাহে আমল, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৯২

১৫৫. يايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدوّ مبين ، انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون আল-কুর'আন, ২:১৬৮, ১৬৯

১৫৬. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذى انتم به مؤمنون. আল-কুর'আন, ৫:৮৮

১৫৭. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا আল-কুর'আন, ১৬:১১৪

১৫৮. ان الله طيّب ، لا يقبل الا الطيب ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ৬৫

১৫৯. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হিঃ, ১৯৮৫ খ্রী, খন্ড- ২, পৃ.৮৪২, হাদীস নং-২৭৫৯

১৬০. *মিশকাত*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ২, পৃ. ৮৪৭, হাদীস নং- ২৭৮৭/শায়খ মুহাম্মাদ নাছির উদ্দীন আলবানী, *তাখরীজ*, কায়রোঃ দারু ইবন 'আফ্ফান, ১৪২২হিঃ, ২০০১ খ্রী. ৩য় খন্ড, পৃ. ১৪০-১৪১

১৬১. يامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র), *রিয়াদুস সালেহীন*, প্রথম খন্ড, (সম্পাদনায়ঃ আবদুল মান্নান তালিব, অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী) ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন' ১৯৮৫, খন্ড- ১, হাদীস নং- ৩২৭, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক নবী-রাসূল দা'য়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন। এটি তাদের প্রত্যেকের প্রধান কাজ ছিল। মহান আল্লাহ্ মহানবী (স.) কে বলেন, "অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর।"[১৬২] মক্কার সকল লোক নবুওয়্যাতের পূর্বে মুহাম্মদ (স.) কে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হিসেবে দেখেছে। তারা আরো দেখেছে যে, তিনি ছিলেন লোকদের প্রতি দয়ালু, দুঃস্থ মানুষের সহযোগী, অতিথিপরায়ণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় লোকদের সাহায্যকারী। শু'আইব (আ.) নিজ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছে করি না। আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কারই করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্রই সাহায্যে; আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।"[১৬৩] এখানে ২টি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

(১) লোকদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলা।

(২) মানুষের সাথে খারাপ আচরণ না করা। খারাপ আচরণ করলে ব্যক্তি ও তার আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন না। অনুরূপভাবে মানুষও সন্তুষ্ট হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।"[১৬৪] কোন ব্যক্তিকে মন্দ কথা ও কাজ হতে ফিরিয়ে দেয়া বড় ধরনের দানের মত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন মুসলিম যদি কাউকে তার মন্দ অনিষ্ট হতে ফেরায়; তাহলে এটি তার জন্য সাদাকা।"[১৬৫]

মানুষকে মহান আল্লাহ্র পথে আহবানের আরেকটি পরিভাষা হলো সত্যের সাক্ষ্য দেয়া। কুর'আনের বহুস্থানে মানুষকে সত্যের সাক্ষী হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষ যেন দেখেই বুঝতে পারে যে, লোকটি সত্যের ওপর টিকে আছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ হবে।"[১৬৬]

আত্মসমালোচনা

আত্মসমালোচনা অর্থ আত্মোপলব্ধি (Self-Realisation), আত্মসমীক্ষা। মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে শানিত করার জন্য ইসলামের অন্যতম স্থায়ী কর্মসূচী হল আত্মসমালোচনা। এ জন্য সাওম পালনের সাথে ক্ষমার ব্যাপারটিকে ইসলাম আত্মসমালোচনার সাথে জুড়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে সাওম পালন করবে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১৬৭] অতএব এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আনুষ্ঠানিকতাই মুখ্য নয় বরং আত্মবিচার ও আত্মসমালোচনাই আসল ব্যাপার। নিজের হিসেব নিজে নেয়ার এ ধরনের মানসিকতাই মানুষকে মূল্যবোধ সম্পন্ন ও মানবিক প্রাণীতে রূপান্তরিত করতে পারে। তাই ইসলামে ইহতিসাব বা আত্মসমালোচনার এত গুরুত্ব ও প্রভাব। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কাজ-কর্ম হবে অবশ্যই আত্মসমালোচনার সাথে আর বিপদ আপতিত হওয়ার সময় অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।"[১৬৮] বিপদ-আপদ হতেও শিক্ষা নিতে পারে আত্মসমালোচনার মানসিকতাসম্পন্ন মানুষেরা। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মুসিবত থেকে শিক্ষা/লাভ গ্রহণ করতে পারে সে ব্যক্তিই যে আত্মসমালোচনা করতে পারে।"[১৬৯] যদি কোন একটি বিষয়কে মূল্যায়ণ করা যায় তাহলে একটি বিপর্যয়ও পরবর্তীতে শুভ পরিণাম বয়ে আনতে পারে, সচেতন করতে পারে এবং সাবধান করতে পারে। উহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত রচনা করেছিল। এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা অনেক উপকৃত হয়েছিল।

---

[১৬২] . فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين আল-কুর'আন, ১৫:৯৪

[১৬৩] . وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب আল-কুর'আন, ১১:৮৮

[১৬৪] . يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون ، كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون আল-কুর'আন, ৬১:২, ৩

[১৬৫] . كل مسلم يسلك عن الشر فانه له صدقة ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৫৫

[১৬৬] . وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا আল-কুর'আন, ২:১৪৩

[১৬৭] . من صام رمضان ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাফিরীন, হাদীস নং- ১৭৩-১৭৬

[১৬৮] . الامر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ইমাম নাসায়ী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ২২

[১৬৯] . ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা, নিজেকে নিজে সমালোচনা করা, নিজেকে নিজে মূল্যায়ণ করা এবং নিজেকে নিজে কাঠগড়ায় দাড় করানো রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সুন্নাত। আত্মসমালোচনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর বৈশিষ্টের ব্যাপারে জনৈক সাহাবী বলেন, "রাসূলের জীবনে যখন বিপদ আসত তখন তিনি আত্মসমালোচনা করতেন এবং ধৈর্য ধারণ করতেন।"[১৭০] বিপদ-আপদও আর্শীবাদ হতে পারে যদি তার মূল্যায়ণ করে ভবিষ্যত নির্ধারণ করা হয়। বুদ্ধিমানেরা ব্যর্থতাকে গনীমত মনে করে সংশোধিত হয় এবং আত্মজিজ্ঞাসায় নেমে পড়ে। এদের ভবিষ্যত বহুগুণ কল্যাণজনক হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "বিপদের শিক্ষা তখনই অর্জিত হয় যখন আত্মসমালোচনা করা হয়।"[১৭১] নিজে নিজেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগরিত হতে পারে। আত্মসমালোচনার মাধ্যমেই মু'মিন জীবনে সম্বিত ফিরে আসে। সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে তার নিজের সমালোচনা করতে পারে। এ পদ্ধতিতে মানব হৃদয়ে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তা আর কোনভাবে হয় না। এ জন্যই ইসলামে এ কর্মটির প্রতি এত জোর দেয়া হয়েছে।

ইসলাম মুত্তাকী তথা আল্লাহ্ভীরু হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার জন্য কিছু পূর্বশর্ত ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে একটি হলো আত্মসমালোচনা। নিজের সমালোচনা ও ভালো-মন্দের বিচার করতে না পারলে পরহেযগার হওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রেক্ষিতে বলেছেন, "স্বীয় হিসেব নেয়ার পূর্বে কেউ মুত্তাকী হতে পারে না।"[১৭২]

আত্মসমালোচনার বহুমাত্রিক উপকারিতার কারণে মহানবী (স.) আসল হিসাবের পূর্বে প্রত্যেককে এখনই নিজের হিসাব নিজে নেয়ার জন্য বলেছেন। এতে আসল হিসাবটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের হিসাব নেয়ার পূর্বেই তোমরা তোমাদের নিজেদের হিসাব নিজেরা নিয়ে নাও।"[১৭৩]

জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। ইসলামের জন্য জীবন দেয়া অনেক মর্যাদার ব্যাপার। সেটিও তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন নিজের সমালোচনা করা যাবে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে আল্লাহর জন্য নিজে নিজের সমালোচনা করতে পারে সে-ই শহীদ।"[১৭৪]

কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ পাঠ

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ যা পড়ে, যা ভাবে, যা চিন্তা করে তার একটি প্রতিক্রিয়া তার কর্মে পরিলক্ষিত হয়। মানব মনে অনেক কিছুই মূল্যবোধ ও মানবিকতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষত গ্রন্থের একটি ভূমিকা মানব জীবনে রয়েছে। এমনকি কোন ব্যক্তিকে তার মনের বিরুদ্ধে অনেক দিন ক্রমাগত একটি আদর্শিক বই থেকে শুনালে তারও আত্মসমর্পণ করার ঘটনা ইতিহাসে রয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে অনেক বড় মাপের ইসলামবিরোধী ব্যক্তিবর্গ কুর'আন শুনে ইসলামে দিক্ষিত হয়েছে। এ প্রসংগে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.)-এর কথা না বললেই নয়। তিনি যেখানে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে হত্যার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন; সেখানে পথিমধ্যে কুর'আন শুনে ইসলামের সেবক হিসেবে পরিণত হলেন। এমন আরো অনেকের নাম উল্লেখ করা যাবে, যারা একদা ছিলেন অমানবিক ও মূল্যবোধে তোয়াক্কা না করার মত ব্যক্তি। পরবর্তীতে তারা এক এক জন মানবতার মহান শিক্ষকে রূপান্তরিত হলেন। মূল্যবোধের ধারক ও বাহকে পরিণত হলেন। সারা বিশ্ব ও মানবতা অবাক বিস্ময়ে এসব লক্ষ্য করল। মানব মনে যে গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে তা হলো আল-কুর'আন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।"[১৭৫] আল-কুর'আনের প্রভাব সম্পর্কে মুসলমানদের চেয়ে অমুসলিমগণ বেশী সচেতন ও সতর্ক। এ জন্য তারা তাদের অনুসারীদের কুর'আন শুনতে বারণ করত। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "কাফিররা বলে, 'তোমরা এই কুর'আন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে

---

[১৭০] واذا اصابته مصيبة احتسب وصبر . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১৭৭, ১৮২

[১৭১] فضل المصيبة اذا احتسب . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৩৬

[১৭২] لا يكون العبد تقيا حتى يُحاسب نفسه . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ২৫

[১৭৩] حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ২৫

[১৭৪] والشهيد من احتسب نفسه على الله . ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৩৫

[১৭৫] واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا . আল-কুর'আন, ৮:২

Dhaka University Institutional Repository

পার।"[১৭৬] ইতিহাস হতে এ কথাও জানা যায় যে, বারণকারী ব্যক্তিরা নিজেরা রাতের অন্ধকারে কুর'আন শুনতে নিজেরা বেরিয়ে পড়ত। কারণ কেউ কুর'আনের প্রভাব হতে মুক্ত নয়।

কুর'আনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের কারণে মহান আল্লাহ বেশি বেশি কুর'আন পড়তে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "কাজেই কুর'আনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর।"[১৭৭] আল-কুর'আন তাঁর অনুসারীদের উর্ধ্বে তুলে আবার তার বিরোধিতাকারীদের পতন ত্বরান্বিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ এই কুর'আন তথা এই কিতাবের মাধ্যমে অনেক জাতিকে উর্ধ্বে তুলেছেন আবার অবশিষ্টদের ধ্বংস করেছেন।"[১৭৮] কুর'আন অধ্যয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুধু মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে না। জীবনের প্রতিটি দিক ও শাখায় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আত্মশুদ্ধি

কুরআনের পরিভাষায় 'তাযকিয়াতুন্ নাফস' কর্মসূচীর মাধ্যমে সত্যিকারের পরিশুদ্ধি আসে। যে কাজটি নবীগণ, সাহাবীগন, তাবিঈগন, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়ালীগণ করেছেন। শুধু ভাল কাজের মাধ্যমেই একজন মানুষ পারে অপরাপর মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে। এ কথা ঠিক যে, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা প্রার্থনার এক প্রারম্ভিক শর্ত, কিন্তু হৃদয় বা অন্তরাত্মার পরিচ্ছন্নতা তার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয়। নিছক দৈহিক পবিত্রতা প্রকৃত ধর্মানুরাগের নির্দেশক নয়। অন্তর যদি অশুভ চিন্তায় ভরপুর থাকে, তাহলে দৈহিক পরিচ্ছন্নতার কোন অর্থ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলাকে জানা এবং উন্নততর জীবনের সংগ্রামে তাঁর সাহায্য কামনা করাই 'ইবাদতের লক্ষ্য। আত্মোপলব্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে এমন এক সীমাহীন বিবর্তন প্রক্রিয়া জড়িত যার সূত্রপাত ঘটে ব্যক্তির জীবনে, কিন্তু যা পরিব্যপ্ত হয় তার মৃত্যু পর্যন্ত। আত্মার বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি আবশ্যক। বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থায় পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রচেষ্টায় মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করে 'ইবাদতের মাধ্যমে। মানুষের জীবনে এটি একটি প্রানবন্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। 'ইবাদতকালে ব্যক্তির উচিত নিজেকে এক ধরনের আত্মসমালোচনায় উপস্থাপিত করা, তার অতীত কার্যকলাপের হিসেব নিকেশ করা, এবং তার নিজের কাছে, সমাজের কাছে ও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার দায়িত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করা। এ থেকে বোঝা যায় যে, 'ইবাদত শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যান্ত্রিক সঞ্চালনই নয়, বরং এমন একটি সচেতন মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা যার লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে জানা, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং জীবনে ব্যক্তির আচরণকে পর্যালোচনা করা। বিশেষত সালাত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে কর্মময় জীবনের ওপর। কারণ যেখানে কর্ম নেই সেখানে উল্লিখিত পর্যালোচনারও কোনো অবকাশ নেই। সুপরিচালিত কর্ম এবং এর আনুষঙ্গিক শক্তি অর্জন 'ইবাদতের একটি আবশ্যিক দিক। আত্মিক পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে আল্লাহ্র স্মরণের ওপর। মন প্রশান্তি লাভ করে মহান আল্লাহ্কে স্মরণের মাধ্যমেই। অন্য কিছুর মাধ্যমে আত্মা পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[১৭৯]

সমাজের চারিদিকে এত অমানবিকতা ও মূল্যবোধহীনতার পেছনে বড় একটি কারণ হলো মানুষের অন্তরের কলুষতা। মানুষ আজকাল সাদাসিধা ভাবে না, নিষ্কলুষ চিন্তা করে না, আত্মা পরিশুদ্ধ করে না। এখনকার সব কিছু লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলামের মূল ব্যাপার আত্মশুদ্ধিই। মনের গহীণ কোনে একটি পবিত্র আত্মা থাকতে হবে। তাহলেই সব কিছু সুন্দর হতে বাধ্য।

ভীতিহীন, নিষ্কন্টক ও মানসিক যন্ত্রণামুক্ত জীবনের জন্য আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংশোধনের কোন বিকল্প নেই। যে ব্যক্তি যত নিখুত ও নির্ভেজাল জীবন যাপন করে; সে তত বড় সুখী মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "কেউ ঈমান আনলে ও নিজকে সংশোধন করলে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।"[১৮০]

---

[১৭৬] . وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون আল-কুর'আন, ৪১:২৬

[১৭৭] . فاقرءوا ما تيسّر من القران আল-কুর'আন, ৭৩:২০

[১৭৮] . ان الله يرفع بهذا القرآن ، الكتاب اقوامًا ويضع آخرين ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুসাফিরীন, হাদীস নং-২৬৯

[১৭৯] . الا بذكر الله تطمئنّ القلوب আল-কুর'আন, ১৩:২৮

[১৮০] . فمن امن و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون আল-কুর'আন, ৬:৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে আত্মসংশোধনের খুব গুরুত্ব। ক্ষমা তো এমন লোকদের জন্যই। তাওবা তো এ প্রকৃতির লোকদের জন্যই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যারা তাওবা করে এবং নিজদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবুল করি।"[১৮১] মহান আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, "যদি তোমরা নিজদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৮২] আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, "সীমালংঘন করার পর কেউ তাওবা করলে ও নিজকে সংশোধন করলে অবশ্যই আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন; আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৮৩] মহান আল্লাহ্ আবার বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অতঃপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৮৪] যারা নিজদেরকে সংশোধন করে পরিশুদ্ধ হয়েছে, তাদের জন্য বহুমূখী উপকারিতা। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "যারা তাওবা করে, নিজদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা মু'মিনদের সংগে থাকবে এবং মু'মিনগণকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন।"[১৮৫] পরকালিন সফলতা মু'মিন জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা। এটিও পরিশুদ্ধ লোকদের জন্য নির্ধারিত। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা, স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র।"[১৮৬]

মহান আল্লাহ্ অনেকগুলো কারণে নবী-রাসূল পাঠাতেন। একটি কারণ ছিল এই যে, তারা মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করবেন। অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল, মানুষকে পবিত্র করা। আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে মানুষের আর্তি প্রকাশিত হয়েছে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে।"[১৮৭] মানুষকে পরিশুদ্ধ করা নবী-রাসূলগণের স্থায়ী কর্মসূচির অন্যতম ছিল।

সত্যিকারের মানসিক শান্তি ও সফলতা পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ লোকদের জন্য। মহান আল্লাহ্ এ প্রসংগে ঘোষণা দিয়ে বলেন, "যে পরিশুদ্ধ হলো সফলতা তার জন্যই।"[১৮৮] আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "সে-ই সফল হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।"[১৮৯] রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও নিষ্কলুষ ও পবিত্র মনের মানুষের জন্য সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "পবিত্র মনের লোকের জন্য সাধুবাদ (মোবারকবাদ)।"[১৯০] পবিত্র ও নিষ্কলুষ মনের লোকদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন। মহানবী (স.) এ প্রসংগে বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ পবিত্রতা পছন্দ করেন।"[১৯১]

মনের ও শরীরের পবিত্রতার সাথে ঈমানের গভীর ও ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কেউ নিষ্কন্টক মন ছাড়া ঈমানদার হতে পারে না। ঈমান গ্রহণের পূর্বেই একটি লোককে তার হৃদয় নিষ্কলুষ করে নিতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অংগ।"[১৯২] বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অবস্থা এতটাই খারাপ পর্যায়ে রয়েছে যে, মানুষ ইসলামের পরিভাষাগুলোকে নিজের মত করে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেকেই পবিত্রতা দিয়ে সুগন্ধি লাগানো, অযু, গোসল ইত্যাদিকে মনে করে নিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট কথা এই যে, কারো বাইরের

---

[১৮১] . الذين تابوا واصلحوا وبيّنوا فاولئك اتوب عليهم আল-কুর'আন, ২ঃ১৬০

[১৮২] . وان تصلحوا وتتّقوا فانّ الله كان غفورًا رحيمًا আল-কুর'আন, ৪ঃ১২৯

[১৮৩] . فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فانّ الله يتوب عليه ، انّ الله غفور رحيم আল-কুর'আন, ৫ঃ৩৯

[১৮৪] . من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم আল-কুর'আন, ৬ঃ৫৪

[১৮৫] . الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين ، وسوف يؤت الله المؤمنين اجرًا عظيمًا আল-কুর'আন, ৪ঃ১৪৬

[১৮৬] . جنّت عدن تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ، وذالك جزاء من تزكى আল-কুর'আন, ২০ঃ৭৫, ৭৬

[১৮৭] . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم আল-কুর'আন, ২ঃ১২৯, ১৫১

[১৮৮] . قد افلح من تزكى আল-কুর'আন, ৮৭ঃ১৪

[১৮৯] . قد افلح من زكها আল-কুর'আন, ৯১ঃ৯

[১৯০] . مرحبًا بالنفس الطيبة ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যুহদ, বাব নং- ৩১

[১৯১] . ان الله يحبّ الطيب ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ৪১

[১৯২] . الطهور شطر الايمان ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাহারাত, হাদীস নং- ১

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্রতা যতই হোক না কেন আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা না থাকলে ইসলামে তার কোন মূল্য নেই। ইসলামে পবিত্রতা দ্বারা ভিতর-বাইর দুটিকেই বুঝানো হয়। অতএব হালাল খাওয়া, হালাল চিন্তা করা ও হালাল কাজ করা এসবই পবিত্রতার অপরিহার্য অংশ। আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।"[১৯৩]

এ কথা অত্যন্ত পরিস্কার যে, কেউ পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ এবং সংশোধিত হয় নিজের জন্যই। এর যেমনি পার্থিব কল্যাণ রয়েছে, তেমনি পরকালিন কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "যে কেউ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য।"[১৯৪]

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য কিছু কাজ করতে হয়, কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যেমন ইবাদত পালন করতে হয়, দান করতে হয়, মনের কৃপণতা দূর করতে হয় ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতের কথা বলা যায়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তুমি ওদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ কর। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।"[১৯৫] অর্থাৎ দানের মাধ্যমে এবং ত্যাগের মাধ্যমেই আত্মায় পরিশুদ্ধি আসে। যাদের মন পরিশুদ্ধ হয় তারা অনেক উদার হয়ে থাকে। সংকীর্ণতার মত নীচু বৈশিষ্ট্য থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করেন। আর সত্যিকারের সফলতা এমন লোকদের জন্যই যাদের হৃদয় সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"[১৯৬]

পরকালিন জীবনে ধন-সম্পদে কোন কাজ হবে না। সেদিন কাজে আসবে শুধু বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র নিকট বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।"[১৯৭] সুন্দর, নির্মল, পরিচ্ছন্ন, পরিশোধিত ও পরিশুদ্ধ একটি আত্মা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিরাট সম্পদ। এমন আত্মাবিশিষ্ট্য ব্যক্তির দ্বারা মানবিকতার চর্চা হয় এবং মানবতা বিজয়ী হয়।

শিক্ষা

মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় বিভিন্নভাবে। বিশেষত শিক্ষা মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণ সৃষ্টিতে শিক্ষার অতুলনীয় ভূমিকার জন্য ইসলামে শিক্ষার প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধগুলোকে জাগিয়ে তোলে। শিক্ষা মানুষকে মানবীয় প্রাণীতে রূপান্তরিত করে এবং মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করে। সমাজের প্রত্যাশা এমনটিই। এ জন্য দেখা যায়, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কোন অন্যায় ও অমানবিক কাজ করলে অন্য লোকেরা বলে থাকে, 'শিক্ষিত এ লোকটি এ কী কান্ড করল?' বাস্তবে দেখা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকাংশ অন্যায় ও অমানবিক কাজ শিক্ষিত লোক দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। এ জন্যই শিক্ষার সাথে মূল্যবোধের সমন্বয় অতি জরুরী। আর এ সমন্বয় ইসলামের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলামের ভিত্তিতে যে শিক্ষা তা মানবতার জন্য নিঃসন্দেহে উপকারী। কিন্তু যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কোন বালাই নেই তা মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী করে থাকে। বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যার মধ্যে এটি একটি। এখানকার অধিকাংশ দুর্নীতি ও মানবতা-বিরোধী কর্মকান্ডের সাথে শিক্ষিত ব্যক্তিরা জড়িত। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি হলো শিক্ষাবিভাগ। তাই বলা যায়, শিক্ষা মানেই মানবিক নয়। শিক্ষা মানেই কল্যাণকর নয়। এজন্য মহানবী (স.) এবং বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ কল্যাণকর শিক্ষার জন্য দু'আ করতেন। আর অকল্যাণকর শিক্ষা থেকে মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে উপকারী শিক্ষা, পবিত্র জীবনোপকরণ এবং গ্রহণযোগ্য আমল করার সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[১৯৮]আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হে আল্লাহ্!

---

[১৯৩] . الطهور نصف الايمان ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ দাওআত, বাব নং- ৮৬

[১৯৪] . ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه আল-কুর'আন, ৩৫:১৮

[১৯৫] . خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها আল-কুর'আন, ৯:১০৩

[১৯৬] . ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون আল-কুর'আন, ৫৯:৯

[১৯৭] . يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم আল-কুর'আন, ২৬:৮৮, ৮৯

[১৯৮] . اللهم! انى اسئلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্, *মহানবীর (স.) যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা*, (অনুবাদকঃ আ. ক. ম. আবদুল কাদের), চট্টগ্রামঃ শাহীন প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং তোমরাও আশ্রয় চাও ...এমন শিক্ষা হতে যা কোন উপকারে আসে না।"[১৯৯] শিক্ষার এ দুরবস্থা দেখে পন্ডিত ও ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, "আমাদের বিদ্যালয় মন্ত্রী, গভর্ণর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবি, প্রশাসক সবই প্রসব করেছে, কিন্তু মানুষ প্রসব করেছে কম।"[২০০] শিক্ষার সাথে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সংযোগ সাধিত না হলে সমস্যা থেকেই যায়। সে শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে তখন মানবিক মূল্যবোধ আশা করা অমূলক। শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সংযোগ ইসলামেই পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। এ প্রসংগে 'আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "একজন ব্যক্তির জীবন নির্ভর করছে আত্মা ও দেহের সম্পর্কের ওপর আর একটি জাতির জীবন নির্ভর করছে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর। আত্মার জীবন প্রবাহ বন্ধ হলে ব্যক্তির জীবন প্রবাহ হয় মৃত। জাতি মৃত্যুবরণ করে যদি তার আদর্শ হয় পদদলিত।"[২০১]

এত কিছুর পরও শিক্ষা মানুষের মনে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের আলো জ্বালায়। যুগে যুগে শিক্ষিত জনেরাই মানুষকে এবং মানবতাকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। শিক্ষা না থাকলে সমগ্র দুনিয়া একটি বিশাল চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কিছুই হতো না। শিক্ষাই মানুষকে জীব-জন্তু থেকে আলাদা করেছে এবং স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের সুপ্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে এবং কুপ্রবৃত্তি অবদমিত হয়। ফলে মানুষ ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম হয় এবং পাপের কাজ পরিহার করে চলে। এমন শিক্ষার ব্যাপারেই বলা হয়, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। এ জন্য গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, "জ্ঞান বা শিক্ষা থেকেই আসে পূণ্য এবং কল্যাণ; অজ্ঞতা থেকে আসে যা কিছু পাপ। কোন লোকই স্বেচ্ছায় যা কিছু খারাপ তা পছন্দ করে না, সে পাপ করে অজ্ঞতার কারণে।[২০২] শিক্ষা যে, মানুষের মধ্যে মূল্যবোধসহ অন্যান্য ভাল গুণগুলোকে জাগিয়ে তোলে সে প্রসংগে *World book of Encyclopaedia* তে বলা হয়েছে,[২০৩] "শিক্ষা এমন একটি পদ্ধতির নাম যার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান, দক্ষতা, অভ্যাস, মূল্যবোধ কিংবা আচরণ আয়ত্ত করে থাকে।"

মূলত মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীব হিসেবে মনুষত্ব ও মানবিক মূল্যবোধে বিকশিত করে তোলার পাশাপাশি দুনিয়াদারির দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে তৈরী করার জন্য পরিচালিত প্রয়াসের নামই শিক্ষা। এ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ এডিসনের উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২০৪] তাঁর মতে, "শিক্ষা যখন মানুষের মনে কাজ করে তখন তার মনের অন্তর্নিহিত স্থান থেকে সমস্ত অব্যক্ত গুণাবলী ও পূর্ণতাকে বের করে আনে। কারণ শিক্ষার সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্পূর্ণ করা অসম্ভব।" আসলে প্রত্যেকটি মানুষেরই ভিতরে একটি ভাল মানুষ রয়েছে। আর সে মানুষটি আর্বিভূত হয় শিক্ষার মাধ্যমেই। এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্ত র্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ।"[২০৫]

শিক্ষা যে মানুষকে অতি মাত্রায় মানবীয় আচরণের প্রতি উৎসাহিত করে তা নিম্নোক্ত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।"[২০৬] সত্যিকার অর্থে যদি মানুষের জীবন থেকে মিথ্যার অপসারণ ঘটানো যায়; তাহলে সমাজ অনেক অমানবিকতা হতে

---

[১৯৯]. اللهم انى اعوذ بك وتعوّذوا بالله من...علم لا ينفع ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর, হাদীস নং- ৭৩

[২০০]. মুহাম্মদ নাজমুল হুদা, "আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ ঃ উত্তরণের উপায়", *শারী'আহ ফ্যাকাল্টি জার্ণাল*, ২০০৩, চিটাগাংঃ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৮২

[২০১]. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি*, (অনুবাদঃ অধ্যাপক নাজির আহমদ), ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ১০

[২০২]. নূরুল ইসলাম, 'ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা" *মাসিক পৃথিবী*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ৪১

[২০৩]. "Education is the process by which people acquire knowledge, skills, habits, values or attitudes." - *World Book of Encyclopaedia,* United states. Vol. 3 , p. 561

[২০৪]. "Education when it works upon a noble mind, draws out to view every latent virtue and perfection, which without such help are never able to make appearance." ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, ডঃ আজাহার আলী, মোঃ আব্দুস সামাদ ও মোঃ মিজানুর রহমান, *শিক্ষায় ভিত্তি*, ঢাকাঃ সামাদ পাবলিকেশন এন্ড রিচার্স, ১৯৯৯ পৃ. ৬৩

[২০৫]. "Education is the menifestation of the perfection already in man."- ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

[২০৬]. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বেঁচে যাবে। সে কাজটি আসলে শিক্ষা করে থাকে। কমোনিয়াসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।"[২০৭] নৈতিক উন্নতি মানে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। আর ইহলোক ও পরলোকের প্রস্তুতির মাধ্যমে একজন লোক ভাল লোকে রূপান্তরিত হয়। ফ্রেডারিক হার্বার্ট এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভা ও অনুরাগের সুষ্ঠু প্রকাশ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।"[২০৮] উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় যে, শিক্ষার কাজ হলো মানুষের মধ্যে নৈতিক চরিত্র গঠন করা। ব্যাপারটি যদি তাই হয় তাহলে শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সঞ্জীবনীর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। চরিত্র বলতে শুধু নৈতিক চরিত্রকেই বুঝায় না, যে কোন মানুষের আচার-ব্যবহারও এর অন্তর্ভূক্ত। যে মানুষ বিচার, বিশ্বাস, সততা ও দক্ষতার ওপর নির্ভর পূর্বক প্রতিটি কাজ সম্পাদন করে সে-ই প্রকৃত চরিত্রবান। শিক্ষার সাহায্যে এ চরিত্র গঠন করা যায়। মহৎ জীবন যাপন করা, কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হওয়া সবই উত্তম চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। তাই উত্তম চরিত্র গঠনকে শিক্ষার পবিত্রতম উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা মানুষের অমূল্য সম্পদ যা মানুষের মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করে। এ গুণাবলীই তাকে তার সত্তার সাথে পরিচিত করে। কাজেই আত্মোপলব্ধি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত। ব্যক্তির উন্নতির ওপরই নির্ভর করে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি। কাজেই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানবিদদের মতে, মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বলতে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক, নৈতিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনকেই বুঝায়।

অন্যদিকে ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেলের মতে, "সুন্দর, বিশ্বস্ত এবং পবিত্র জীবন উপলব্ধি হল শিক্ষা।"[২০৯] দার্শনিক রাসেলের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে কতিপয় মানবিক গুণের তথা সাহস, উদ্যম, অনুভূতিশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির বিকাশ সাধন।"[২১০] শিক্ষা যে মানবিক গুণের স্ফুরণ ঘটায় তা আলোচ্য সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। কান্টের মতে, "আদর্শ মনুষ্যত্ব অর্জনই শিক্ষা।"[২১১] হার্বার্ট রীডের মতে, "মানুষকে মানুষ করাই শিক্ষা। স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য সম্যক উপলব্ধি করতে যা সাহায্য করে তা-ই শিক্ষা।"[২১২] অতএব পরিবেশের আওতায় বহুবিধ মানবিক গুণাবলীর বিকাশই মানুষের শিক্ষার কাজ। আসলে শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষা মানে ভাল মানুষ তৈরীর একটি প্রয়াস।

অনেক শিক্ষাবিদের মতে, 'শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠন' শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। জার্মান শিক্ষাবিদ হার্বার্ট এ মতবাদের মূল উদ্যোক্তা।[২১৩] তাঁর মতে, "শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠন।" দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন লকের মতেও শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন।[২১৪] প্লেটোর শিক্ষা চিন্তার মধ্যেও এ ধারণা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন, "নৈতিক গুণাবলী বিকাশের পরিপন্থী কোন কিছু শিক্ষার মধ্যে থাকবে না।"[২১৫] শিক্ষার বেশ কিছু কাজ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কাজ হলো মানুষের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুন নূর এ প্রসংগে বলেছেন, "ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশনাবলীতে নিম্নোক্ত তিনটি মাত্রা (Dimension) সংযোজিত হয়েছেঃ

১. আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাশিকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টি।

---

২০৭. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
২০৮. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
২০৯. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
২১০. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
২১১. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
২১২. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
২১৩. "The one and the whole work of education which is a long and complex training may be summed up in the conception morality." -ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯
২১৪. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯
২১৫. Nothing should be admitted in education which does not conduct to the promotion of virtue. ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

২. বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য ও প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার (Observation and analysis) মাধ্যমে এসবের পশ্চাতে সক্রিয় চিরন্তন সত্যের (Ultimate truth) উপলব্ধি এবং

৩. পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত ভূমিকা পালনার্থে প্রয়োজনীয় আত্মিক বিকাশ বা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ।"[২১৬]

জাতিসংঘের অন্যতম একটি শাখা হলো UNDP । তারা অনেকগুলো কাজ করে থাকে। তাদের কাজের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। তাদের ভাষ্যানুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর 'নীতি ও মূল্যায়ন' শাখার সহকারী পরিচালক প্রফেসর Ryokichi Hirono-এর মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানত দু'টি (১) মানুষের দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং (২) ব্যক্তির মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও চরিত্র গঠন বা আবেগের শৃংখলা (Emotional discipline) সৃষ্টি।[২১৭]

সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কল্যাণমুখী সমাজ গড়তে হলে মানুষকে হতে হবে একই সাথে উৎপাদনক্ষম ও মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন। একই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato)। তাঁরই সার্থক উত্তরসূরি এরিস্টোটল (Aristotle)-এর মতে, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যখন পরিশোধিত হয়, তখন সে হয় প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু 'নমোচ' (সততা) ও 'ভাইকে' (ন্যায়বোধ) বিবর্জিত মানুষ হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট।[২১৮]

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো থেকে বুঝা যায় যে, শিক্ষা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করবে দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, কল্যাণ, সরলতা, ধৈর্য, প্রতিশ্রুতি, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি, শিষ্টাচার, ইহসান, পরোপকার, সাহায্য-সহযোগিতা, ক্ষমা, কল্যাণ কামনা, দায়িত্বানুভূতি, সততা, নিষ্ঠা, সাম্য-মৈত্রী, আমানত, ন্যায়বোধ, আতিথেয়তা, সময়ানুবর্তিতা, সামাজিকতা, লজ্জা, অল্পতুষ্টি, তাওয়াক্কুল, শোকরসহ সকল প্রকার মানবীয় গুণাবলী। সাথে সাথে বিরত রাখবে মিথ্যা, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা, তিরস্কার, গালি, ঝগড়া-বিবাদ, লোভ-লালসা, অপবাদ, কুচিন্তা-কুধারণা, বেশী বেশী অনুমান, তোষামোদ, চাটুকারিতা, গীবত, চোগলখুরি, কানাকানি-ফিসফিসানি, প্রদর্শনেচ্ছা, একগুঁয়েমি, একদেশদর্শিতা, সংকীর্ণতা, কপটতা, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, যুলম, নিষ্ঠুরতা, ছিনতাই, রাহাজানি, অরাজকতা, বিশৃংখলা, সীমালংঘন, হত্যাসহ সকল প্রকার মানবতাবিরোধী কর্মকান্ড থেকে।

শিক্ষার সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা মানুষকে অতি মানবিক প্রাণীতে রূপান্তরিত করে। এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুস্ শহীদ নাসিম বলেন, "এ পর্যন্ত শিক্ষার যে সব সংজ্ঞা জানা গেছে তার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করলে এর যে উদ্দেশ্য জানা যায় তন্মধ্যে প্রবৃদ্ধি দান করা, উন্নত করা, পূর্ণতা আনয়ন করা, জাগিয়ে তোলা, অভ্যাস করানো, উপদেশ দেয়া, অনাকাঙ্খিত আচরণ থেকে নিবৃত রাখা, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা, সম্প্রসারিত করা, পথ প্রদর্শন করা, প্রেরণা দান করা, সন্ধান দেয়া, নিয়মানুবর্তি করা, সংস্কৃতবান করা, সৌজন্য শেখানো, বিনয়ী ও অমায়িক বানানো, প্রথাসিদ্ধ করা, মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা, বিবেচনা ও বিচার শক্তি বৃদ্ধি করা, উদ্ভাবন করা, গবেষণামুখী করা ইত্যাদি প্রধান।"[২১৯]

শিক্ষিত, জ্ঞানী, পন্ডিত ও বুদ্ধিমানদের যে পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য কুর'আন ও হাদীসে দেওয়া হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ হবেন অতি মানবিক। ভাল মানুষ হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কাজটি করে আল্লাহ্‌ভীতি। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে সে-ই 'আলিম।"[২২০] আরেক হাদীসে বিশ্বনবী

---

২১৬. আবদুন নূর, "শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি", ঢাকাঃ *ইসলামিক এডুকেশন পত্রিকা*, ৩৩বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৪, পৃ. ১৩

২১৭. Ryokichi HIRONO, "Human Resource Development and Mobilization in the Asia-pacific Region" in Technology and Development, No. 2, 1989, P. 5

২১৮. The Politics of Aristotle, Translated by Ernest Barker, London: Oxford University press, 1961, pp. 120-121

২১৯. আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৭০-৭১

২২০. العالم من يَخاف الله ইমাম দারিমী, *সুনানুদ্ দারিমী*, কানপুরঃ ১২৯৩ হি./বেরূতঃ দারু ইহইয়ায়িস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়া, মুকাদ্দামা, বাব নং- ২৭

Dhaka University Institutional Repository

(স.) বলেছেন, "যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে সে-ই 'আলিম।"[২২১] গভীর জ্ঞানীদের জন্য 'আরবীতে 'ফকীহ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'ফকীহ্' ব্যক্তি প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় পায়; সে গভীর জ্ঞানী।"[২২২] ফকীহ্ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "গভীর জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে থাকেন।"[২২৩] মানুষকে অমানবিক কাজে প্ররোচিত করে যে ব্যাপারগুলো তন্মধ্যে একটি হলো দুনিয়া-প্রেম। পাশাপাশি পরকালিন জীবনকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব প্রদান। যারা পার্থিব জীবনকে স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তারা তা অর্জনের জন্য বৈধ-অবৈধ পন্থা বিবেচনা করে না। আরো বেশী পাওয়ার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে থাকে। জগতে মানুষ যত বেশি আখিরাতমুখী হবে তখন ততবেশি মানবিক মূল্যবোধ মানব মনে জাগ্রত হবে।

অন্যকে শিক্ষা দেওয়া, মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজ ইসলামে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায় যখন মানুষ মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয়। এমন কি কল্যাণের শিক্ষা প্রদানকারীদের জন্য সকল প্রাণী দু'আ করতে থাকে। জগতে কল্যাণের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। কল্যাণকারীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় যারা কল্যাণের ধারক ও বাহক হবে তাদের মর্যাদা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের একজন সাধারণ লোকের ওপর আমার যেমন মর্যাদা তেমন মর্যাদা 'আবিদের ওপর 'আলিমের।" তারপর তিনি বললেন, "যারা মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয় আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান ও যমীনের বাসিন্দাগণ, এমন কি গর্তের পিপীলিকা এবং মাছ তাদের জন্য দু'আ করতে থাকে।"[২২৪] যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অকল্যাণের প্রতিযোগিতায় মত্ত তখন কল্যাণের শিক্ষা প্রদান অবশ্যই আরো বেশি গুরুত্ব বহন করে।

ব্যক্তি জীবনের সুষম বিকাশ নির্ভর করে তার নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর। মূলত এ মানবিক মূল্যবোধ অর্জিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। ব্যক্তি জীবনের দু'টি দিক আছে। যথা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। বহির্জগতে মানুষ পরিবেশের সঙ্গে সংগতি সাধন করে বেঁচে থাকতে চায় এবং অন্তর্জগতে তার সে আশা-আকাংখার পরিতৃপ্তি সাধন করতে চায়। এসব আশা-আকাংখা, বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ, প্রবণতা এবং বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তার এসব আশা-আকাংখা প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং শিক্ষার কাজ হচ্ছে ব্যক্তির বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তার সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করা। এ সম্পর্কে J. M. Ross বলেছেন, "Education must be religious, moral, intellectual and aesthetic. None of the aspects may be neglected, is a harmonious balanced personality is to be the result."[২২৫]

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গুণগত বিরাট পরিবর্তন আসে বলেই ইসলামে শিক্ষা ও শিক্ষিতের এত মর্যাদা। এ জন্য দেখা যায়, ইসলামের প্রথম মানুষ ও নবীকে নবুওয়্যাত দেয়ার পূর্বেই জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[২২৬] কুর'আন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে শিক্ষার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[২২৭] জ্ঞান ব্যতীত ঠিকমত মহান স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব পালনও সম্ভব হয়ে ওঠে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।"[২২৮] আল-কুর'আনের এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এবং ফেরেশতাদের পরেই ধারাবাহিকভাবে 'আলিমগণের কথা উল্লেখ

---

[২২১] . من يخشى الله فهو عالم ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব নং- ৩২

[২২২] . انما الفقيه من يخاف الله ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব নং- ২৯

[২২৩] . ...انما الفقيه الزّاهد فى الدنيا ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব নং- ২৯

[২২৪] . فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم ثمّ قال رسول الله (ص): انّ الله وملائكته واهل السّموات والارض حتّى النملة فى حجرها وحتّى الحوت ليصلون على معلمى الناس الخير ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৮৬

[২২৫] . ড: মো: আবদুল আউয়াল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

[২২৬] . وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين আল-কুর'আন, ২:৩১

[২২৭] . يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ، والله بما تعملون خبير আল-কুর'আন, ৫৮:১১

[২২৮] . انما يخشى الله من عباده العلماء আল-কুর'আন, ৩৫:২৮

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানিগণও।"[২২৯]

মানুষ বেশিরভাগ সময় বিপথগামী হয় এবং অমানবিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার দরুন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"[২৩০] আলোচ্য সূরারই অন্য স্থানে বলা হয়েছে যে, মানুষ অজ্ঞতার দরুন অনেক সময় নিজ সন্তানকে হত্যা করার মত অমানবিক কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।"[২৩১] নিম্নোক্ত হাদীসেও এ প্রসংগটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যারা অজ্ঞতাবশত: তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[২৩২]এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শিক্ষার অভাবে অসংখ্য অমানবিক ঘটনা ঘটে থাকে। অজ্ঞানতা এক বিরাট অভিশাপ। অজ্ঞানতার দ্বারা মানুষ যেমনি নিজে বিভ্রান্ত হয় অনুরূপভাবে অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করে থাকে। মহান আল্লাহ্র ভাষায় এ ব্যক্তিরা সবচেয়ে বড় যালিম। এরা কখনো সৎপথের সন্ধান পায় না। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[২৩৩]

ইসলামে অন্ধ-অনুসরণের কোন স্থান ও উপায় নেই। মানুষ অনেক সময় অন্ধ অনুসারী হয়ে বিপথগামী হয়ে যায়। আবার অনেকে মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে রেখে স্বার্থসিদ্ধি করে নেয়। আসলে এদের কোন দলই মুক্তি পাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[২৩৪] অর্থাৎ অজ্ঞতার জন্য পরকালে প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যংগকে ধরা হবে। মানুষ সাধারণত অজ্ঞতাবশতই খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বরং সীমালংঘনকারিগণ অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, সুতরাং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।"[২৩৫]

ইসলামে শিক্ষার প্রতি এতটাই জোর দেয়া হয়েছে যে, হাদীসে শিক্ষা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সুক্ষদর্শীতাকে ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "জ্ঞান হলো ঈমানের অংশ।"[২৩৬] প্রাক-ইসলামী যুগকে অজ্ঞতা ও মূর্খ্যতার যুগ বলা হয়। এর কারণ হলো এই যে, তখন মানুষের ঈমান তথা শিক্ষা ছিল না। অথচ ইসলামী যুগকে সোনালী যুগ বলা হয়ে থাকে। তখন মানব সমাজে ঈমান তথা মানবিক মূল্যবোধ ফিরে এসেছিল। এবং এ দু'যুগের মধ্যে মূল পার্থক্য ছিল মানবতার ওপর ভিত্তি করেই। একদা মানুষের মধ্যে ঈমান, শিক্ষা ও মানবিকতা ছিল না। ইসলামের আগমনের পর তাদের মধ্যে একই সাথে ঈমান, শিক্ষা ও মানবিকতার সমাবেশ ঘটল। একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা জ্ঞানার্জন করেছিল তারা প্রাক-ইসলামী যুগ এবং ইসলামী যুগ- উভয় যুগেরই সেরা ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যারা জ্ঞানার্জন করেছে তারা জাহিলী যুগেও সেরা ইসলামী যুগেও সেরা।"[২৩৭] শিক্ষা এবং শিক্ষিত লোকের মানবোচিত আচরণের জন্য কোন যুগ বিবেচ্য বিষয় নয়। শিক্ষিত লোক যেখানেই থাক না কেন, যে যুগের বাসিন্দা হোক না কেন তাকে মানবিক হতেই হবে।

---

২২৯. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم আল-কুর'আন, ৩ঃ১৮

২৩০. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ، ان ربك هو اعلم بالمعتدين আল-কুর'আন, ৬ঃ১১৯

২৩১. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ، قد ضلوا وما كانوا مهتدين আল-কুর'আন, ৬ঃ১৪০

২৩২. خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাকিব, বাব নং- ১২

২৩৩. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدى القوم الظالمين আল-কুর'আন, ৬ঃ১৪৪

২৩৪. ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا আল-কুর'আন, ১৭ঃ৩৬

২৩৫. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدى من اضل الله؟ وما لهم من ناصرين আল-কুর'আন, ৩০ঃ২৯

২৩৬. الفقه من الايمان ইমাম দারিমী, সুনান, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৪৩

২৩৭. خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে মানবিক হওয়া, মানবিক আচরণ করা ইত্যাদি যেমনি ফরয; শিক্ষার্জনও তেমনি ফরয। মানবতার উপকারে আসে না এমন একটি জিনিসও আল্লাহ্ ফরয করে দেননি। শিক্ষার এত মানবীয় সফলতার জন্যই ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরয করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।"[২৩৮] মহানবী (স.) নির্দেশের সুরে বলেছেন, "মানুষেরা যেন ইলম এর বিস্তৃতি ঘটায়।"[২৩৯]

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শিক্ষা ব্যতীত ইবাদতও গ্রহনযোগ্য হবে না। বরং ইবাদত না করলে যা হতো শিক্ষাবিহীন ইবাদতে তার চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন অবস্থায় ইবাদত করে যেসব ব্যাপার তার মধ্যে সংশোধন সাধন করার কথা, তার অধিকাংশই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। (এলোমেলো করে দেয়)।"[২৪০] যে ইবাদতে শিক্ষার ছোঁয়া নেই তাতে কোন কল্যাণ নেই। এমন ইবাদতে স্বাদ ও পরিতৃপ্তি নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ইবাদতে জ্ঞান নেই; তাতে কোন কল্যাণ নেই।"[২৪১] জ্ঞানহীন ইবাদতে কোনরূপ কল্যাণ নেই। তা শুধু ইবাদতের জন্যই ইবাদত। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে ইবাদাত করে, আর যে ব্যক্তি অন্যকে দেখে ইবাদত করে উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। জ্ঞানের সঠিক আলো ব্যতীত কোন কিছুই ভালোভাবে বুঝা যায় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, অধিকাংশ মুসলিমই ইসলামের মর্ম বুঝে না। অধিকাংশ লোকের কাছে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নামই ইসলাম। মানবিক মূল্যবোধ যে, সকল ইবাদতের বড় ইবাদত তা কখনো চিন্তাও করে না। এ প্রেক্ষিতে মিসরীয় শিক্ষাবিদ, আলিম ও চিন্তাবিদ হাসান আইউব তার الاجتماعى في الاسلام السلوك গ্রন্থে বলেন,

"আপনি কি ঐ 'আবেদকে দেখতে পাচ্ছেন না, যে নামাজ, রোযা, সাদকাহ ইত্যাদির গর্বে গর্বিত এবং যে অজ্ঞতার কারণে বুঝে বসে আছে যে, 'এবাদতের মাত্র দিক একটি এবং তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করা? ফলে সে আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহর অধিকারের প্রতি যত্নবান হয়নি। ছোটদেরকে স্নেহ করেনি এবং বড়দেরকে সম্মান করেনি। তার ঠিকানা হচ্ছে, জাহান্নাম। সে নিজ অজ্ঞতা, ধোঁকা ও গর্ব-অহংকারের কারণে দোজখে প্রবেশ করবে। তার এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া দরকার যে, একজন মহিলা শুধু এই কারণে দোজখে গেছে যে, সে একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিল এবং তাকে কোন খাবার দেয়নি কিংবা খাবার খুঁজে খাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। অপরদিকে আরেক বহুগামী (পতিতা) মহিলা শুধু এই কারণে জান্নাতবাসিনী হয়েছে যে, সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পিপাসায় কাতর দেখে দয়াবশতঃ পানি পান করিয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দিয়েছেন।[২৪২] তাহলে, সৃষ্টির সেরা মানুষ কি সর্বাধিক দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়?

অস্থির চিত্তের অধিকারী লোকেরা যদি কোন পাপী লোককে দেখে গালি-গালাজ না করে কিংবা ফুকরীর ফতোয়া না দিয়ে অথবা না জেনে না শুনে বান্দাহদের মধ্যে বেহেশত-দোজখ বন্টন না করে বরং নিজেদের মধ্যে দয়ার অভাব অনুভব করত এবং আত্মপ্রবঞ্চনা ও অজ্ঞতা বুঝতে পারত তাহলে সেটাই ভাল হত। কেননা, এগুলো নিজের জন্যই সর্বাধিক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক জিনিস। সে অন্যদের খারাপ পরিণতির ব্যাপারে যে ধারণা করছে তা তার নিজের জন্য আরও বেশী ক্ষতিকর পরিণাম বয়ে আনবে। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) কতই না সত্য বলে গেছেন। 'আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বুঝ-জ্ঞান দান করেন।'[২৪৩]

শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষকে অতি মানবিক করে তোলে। তার মধ্যে সৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "শিক্ষার সৌন্দর্য হলো তার ধারকদের ধৈর্য-সহিষ্ণুতা।"[২৪৪] শিক্ষা বা অন্য যে কোন কিছুর একটি প্রকাশ রয়েছে। কোন ব্যক্তির জীবনাচারের মাধ্যমে তার সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। কেউ অতি মাত্রায় ভদ্রতা প্রদর্শন করলে স্বভাবতই বুঝা যায় যে, শিক্ষার আলো তার মধ্যে রয়েছে। আবার অমানবিক কিছু ঘটালে মানুষ বুঝে নেয় যে, লোকটি গন্ড মূর্খ ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে এবং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তির সহজ-সরল জীবন যাপন তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।"[২৪৫] জীবন যাত্রায় কঠোরতা অবলম্বন একটি অমানবিক ব্যাপার। বিপরীত পক্ষে জীবন যাত্রায় সহজ-সরল পন্থা অবলম্বন ভাল মানুষের পরিচয় বহন করে। এই একটি পদ্ধতির মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের ওজন

---

২৩৮. طلب العلم فريضة على كل مسلم ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ১৭

২৩৯. وليفشوا العلم ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম, বাব নং- ৩৪

২৪০. من تعبّد بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح ইমাম দারিমী, *সুনান*, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ২৯

২৪১. لا خَيْرَ فِيْ عِبَادَةٍ لا عِلْمَ فِيْهَا ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ২৯

২৪২. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯০/ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১৮৪

২৪৩. من يُرِد الله به خيرًا يفقهه فى الدين হাসান আইউব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, (অনুবাদঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম) ঢাকাঃ বিশ্ব প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৩৩

২৪৪. زَيْنُ العلم حلم اهله ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৪৮

২৪৫. من فقه الرجل رفقه فى معيشته ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। শিক্ষিত ব্যক্তির জ্ঞানের মাত্রা ও পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। যারা সহজ-সরল জীবন যাপন করে তাদের কাছে লোকজনের যাতায়াত বেড়ে যায়, মানুষের সাথে তাদের হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, তারা অতি সামাজিক হয়ে ওঠে। আর কঠোরতা ও জটিলতা যাদের জীবনের অংশ তাদের কাছ থেকে মানুষ সরে পড়ে, তাদেরকে মানুষ ভয় পায় এবং একসময় এই অস্বাভাবিক ও অসামাজিক লোকগুলো বিচ্ছিন্ন ও সমাজচ্যুত হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) একদিকে ছিলেন সেরা শিক্ষক। কারণ তাঁকে পাঠানোই হয়েছে শিক্ষক হিসেবে। তিনি স্বয়ং বলেছেন, "আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"[২৪৬] আবার তিনি বলেছেন, "চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।"[২৪৭] ওপরের দু'টি বাক্যের মধ্যে সুন্দর মিল লক্ষ্য করা যায়। অন্যতম একটি মিল হলো এই যে, মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে শিক্ষার জন্য যেমনি পাঠিয়েছেন, তেমনি উত্তম চরিত্র সৃষ্টির জন্য পাঠিয়েছেন। অতএব যিনি শিক্ষিত হবেন তিনিই চরিত্রবান হবেন। আবার যিনি চরিত্রবান হবেন তিনিই শিক্ষিত হবেন। তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয়ের মূর্ত-প্রতীক। অর্থাৎ শিক্ষার সাথে কোমলতাসহ সকল মানবীয় মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামে একজন অমানবিক শিক্ষক কল্পনাও করা যায় না। বরং শিক্ষার কারণে সে হবে তুলনামূলক আরো বেশি মানবিক। জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর চেয়ে বেশি কোমল কোন শিক্ষক কখনো দেখিনি।"[২৪৮] রাসূলুল্লাহ্ (স.) সহজ-সরল শিক্ষক ছিলেন। কোন একটি বিষয় তিনি যত সহজে বুঝাতে পারতেন তেমনটি আর কেউ পারত না। তাছাড়া তার কাছে যত সহজে মেশা যেত অন্য কারো সাথে সেভাবে মেশা যেত না। তিনি বলেছেন, "আমাকে সহজকারী শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন (আল্লাহ্)।"[২৪৯]

শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা শয়তান কোন অমানবিক কাজ করিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা নেই এমন ইবাদতকারী সর্বদা একটি ঝুঁকির মধ্যে থেকেই যায়। সে যে কোন সময় শয়তান দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকদের শয়তান সমীহ বা তোয়াক্কা করে না। তাদেরকে সে সহজেই পথভ্রষ্ট করতে পারে। বিপরীত পক্ষে আলিম বা ফকীহকে শয়তান খুবই সমীহ করে তদনুরূপ আচরণ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "শয়তানের মোকাবেলায় একজন পন্ডিত ব্যক্তি হাজার ইবাদাতকারীর চেয়েও বেশি পরাক্রমশালী।"[২৫০] এ কথা অত্যন্ত পরিস্কার যে, প্রত্যেকটি অমানবিক আচরণই শয়তান কর্তৃক সৃষ্ট। তাই বিজ্ঞজনের কাছাকাছি শয়তান না আসতে পারলে তার দ্বারা অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণ করিয়ে নিবে কিভাবে?

যে ব্যক্তিদেরকে ইসলাম চাঁদের সাথে তুলনা করেছে তাদের দ্বারা শোভনীয় কাজই সম্পাদিত হয়। অশোভন, অমার্জিত, দৃষ্টিকটু ও অমানবিক কিছু চাঁদতুল্য আলিমদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন "নিঃসন্দেহে আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা এমন, যেমন সকল তারকার উপর চাঁদের মর্যাদা।"[২৫১] ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষিত লোক মানে মানবিক লোক। এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ পাল্লা দিয়ে শিক্ষিতও হয়েছেন আবার মানবিকতার মানও বৃদ্ধি করেছেন। এ জন্য ইসলামে শিক্ষা ও শিক্ষিত লোকের এত মর্যাদা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আলিমদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম তিনি ভালোর উপর ভাল।"[২৫২]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তুমি বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।"[২৫৩] পৃথিবীতে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার এবং আকাংখিত অনেক কিছু আছে। এত কিছুর মাঝেও আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (স.) কে জ্ঞান বৃদ্ধির দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন এর সুদূর প্রসারী মানবীয় প্রভাব ও ফলাফলের কারণেই। আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, মুহাম্মদ যত জানবে ততই মানবিক হবে।

---

২৪৬. ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ১৭

২৪৭. ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং- ৮

২৪৮. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত, বাব নং- ১৬৭

২৪৯. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ. ৩২৮

২৫০. ইমাম ইবন মাজাহ্, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ১৭

২৫১. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, কিতাবুল 'ইলম, বাব নং- ১

২৫২. ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাব নং- ৩৪

২৫৩. আল-কু'রআন, ২০:১১৪

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজে সতর্ক পথে চলে এবং অন্যকেও সতর্ক করে দেয়। এটি শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য। আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।"[২৫৪] শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সর্বদা মানুষকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তারা যেমন নিজেরা সতর্ক থাকেন; তেমনি অন্যদের সতর্ক করে থাকেন। এটি তাদের নৈতিক দায়িত্ব। মানুষের প্রতি শিক্ষিত লোকের এটি দায়বদ্ধতা।

একটি হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে বলেছেন এবং সাথে সাথেই বলেছেন, মানুষের জন্য সব কিছু সহজ-সরল করে দাও। কোন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করো না। 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা মানুষদেরকে শিখাও এবং তাদের জন্য সহজ করে দাও। এ কথা তিনি তিন বার বললেন (গুরুত্বারোপের জন্য)। আর যখন তোমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হবে; তখন চুপচাপ হয়ে যাও। এ কথা তিনি দু'বার বললেন।"[২৫৫] অতএব মানুষকে শুধু পুথিগত শিক্ষা দিলেই হবে না। বরং মানবিকতার শিক্ষা দিতে হবে। মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষার সাথে মানবিকতা ও মূল্যবোধের ওতপ্রোত যোগসূত্র রয়েছে। নচেৎ শিক্ষার মাধ্যমে গুনাহ্ মাফ হওয়ার কথা নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শিক্ষা অর্জন করে, তা (শিক্ষার্জন) তার অতীত পাপের মার্জনাকারী হবে।"[২৫৬] যে শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তি মানবিক হবে না; তার জন্য এ সুবর্ণ সুযোগ নয়। লজ্জা মানুষ আর পশুর মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। মানুষ তার শিক্ষার কারণে নির্লজ্জ, বেহায়া ও অশালীন হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) একটি হাদীসে সমান্তরালভাবে লজ্জা ও জ্ঞানকে উল্লেখ করেছেন এবং দু'টিকেই ঈমানের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় লজ্জা ও সুক্ষদর্শিতা ঈমানের অংশ।"[২৫৭] হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, যে যত জ্ঞানী হবে সে ততখানি শালীন ও মার্জিত হবে। তার শিক্ষার সাথে সাথে ভদ্রতার মাত্রাও বেড়ে যাবে। সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়ার পর একটি লোক সবচেয়ে ভাল মানুষে রূপান্তরিত হবে এটি ইসলামের শিক্ষা এবং একই সাথে মানুষের প্রত্যাশা।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও কপটতা পরস্পর বিরোধী চরিত্র ও ব্যাপার। একই ব্যক্তির মধ্যে এ দু'টি চরিত্র বর্তমান থাকতে পারে না। মোটকথা শিক্ষা মানুষের মধ্য হতে বিশ্বাসঘাতকতা, নিফাক, কপটতা, দ্বিমুখীভাবসহ এ ধরনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য দূর করে। তাছাড়া শিক্ষা মানুষকে অযথা কথা বলা থেকে ফিরিয়ে রাখে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মুনাফিকের মধ্যে দু'টি স্বভাব একত্রিত হয় না। (তাহলো) উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা এবং দীনের গভীর জ্ঞান।"[২৫৮]

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, মানুষ বেশির ভাগ সময় বিভ্রান্ত ও বিপদগামী হয় এবং অমানবিক ও মূল্যবোধ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় সুশিক্ষার অভাবে। এজন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রত্যেককে শিক্ষার্জন করতে হবে। সে শিক্ষার সাথে নৈতিকতার যোগসূত্র অবশ্যই থাকতে হবে। আর এ শিক্ষা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করবে মানবীয় গুণাবলী। তাহলেই চতুর্দিকে মানবতার বিজয় পরিলক্ষিত হবে।

সংযমী, শৃংখলিত ও নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন

ব্যক্তি ও সমাজে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রয়োজন অত্যধিক। জীবনে শৃংখলা ও সংযমের প্রাধান্য থাকলে মানুষের চরিত্রে অনেক মানবীয় পরিবর্তন আসে। তখন ব্যক্তি প্রত্যেকটি কাজ করে বিবেক দিয়ে। অপরিণামদর্শী হয়ে সে কোন কাজ করে না। এ ব্যাপারটি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি

---

[২৫৪] . وما كان المؤمنون لينفرو كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون আল-কুর'আন, ৯:১২২

[২৫৫] . মাওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*-১, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ১৫৬

[২৫৬] . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম, বাব নং- ২

[২৫৭] . ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা, বাব নং- ৪২

[২৫৮] . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম, বাব নং- ১৯

Dhaka University Institutional Repository

কারণ। অর্থাৎ সংযম, শৃংখলা, সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ইসলামের প্রাণ। বলগাহীনতার কোন স্থান ইসলামে নেই। শৃংখলাপূর্ণ জীবনের প্রতি ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছে। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দুনিয়া হল মু'মিনের জন্য কয়েদখানা স্বরূপ আর কাফিরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।"[২৫৯] পার্থিব জীবনকে হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী গ্রহণ করলে অন্যের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালনের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। নিজে কষ্ট স্বীকার করার অর্থই হল অন্যের জন্য সুযোগ করে দেয়া। এতে চলমান অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং অমানবিক কর্মকান্ড হ্রাস পাবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বিভিন্ন অংগকে সংযতভাবে ব্যবহারের জন্য কখনো কখনো বলেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের দৃষ্টিশক্তিকে অবনত কর এবং তোমাদের হাতগুলোকে সংযত রাখ।"[২৬০] দৃষ্টিকে সংযত করার ফলে অনেক অনিষ্ট হতে সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব। এতে করে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ব্যভিচার, সময়ের অপচয়সহ অনেক ধরনের আপত্তিকর কর্মকান্ড হতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। চোখের সংযম প্রদর্শনের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স.) বলেন, "তোমরা তোমাদের চোখগুলোকে অবনত রাখ।"[২৬১] অর্থাৎ চোখের সংযম মুসলিম জীবনে অপরিহার্য। অন্যদিকে অধিকাংশ অন্যায় সংঘটিত হয় হাতের অপব্যবহারের মাধ্যমে। হাতকে সংযত করতে পারলে তথা যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে অনেক অমানবিকতা থেকে সমাজ বেঁচে যাবে। এখানে পরোক্ষভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন মানুষ যাতে পেশী শক্তিকে ব্যবহার না করে, যুলম না করে এবং হাতের অনাচার হতে বেঁচে থাকে। ইসলামের কোন ব্যাপার দেশীনির্ভর নয়। ইসলামের প্রতিটি ব্যাপার ও পদক্ষেপ হলো যুক্তিনির্ভর ও মানবিকতা নির্ভর। সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে তার দু'চোয়ালের মধ্যস্থিত জিহ্বা এবং দু' পায়ের মধ্যস্থিত লজ্জাস্থানের নিরাপত্তা বিধান করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা বিধান করবো।"[২৬২] আলোচ্য হাদীসটি মানবিক মূল্যবোধের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত সংযত ও সংযমী জীবন যাপনের জন্য একটি মাইলফলক। মানুষের অধিকাংশ পাপ বা গুনাহ মুখ ও লজ্জাস্থান দ্বারা সংঘটিত হয়। মূলত এ দু'স্থানের মাধ্যমে যেসব অপরাধ হয় তা খুবই মারাত্মক। কবীরা গুনাহ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ থেকে বিরত রাখবে। উক্ত স্থান দু'টো থেকে কবীরা গুনাহ সংঘটিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে তার জান্নাতে প্রবেশ করতে কোন বাঁধা থাকবে না। মূলত দলীয় ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যেসব দোষত্রুটি রয়েছে তন্মধ্যে এ দু'টি হচ্ছে অন্যতম। এ দু'টির বিপর্যয় সম্পর্কে পবিত্র কুর'আন ও রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হাদীসে অনেক আলোচনা এসেছে।

জিহ্বা হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের দরজা। এটি হৃদয়ের ভাব-ভাবনা ও সংবাদ ইত্যাদি সরবরাহ করে। এর ক্ষমতা অনেক বেশি। এটি মানুষকে ধ্বংসের অতলেও ডুবাতে পারে। আবার সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন করতে পারে। ঝগড়া-বিবাদ, তিরস্কার, মিথ্যা, তোষামোদ, মুনাফিকী, গীবত, পরনিন্দা, গালি ও অভিশাপ ইত্যাদি পাপকর্ম জিহ্বার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। আবার ভালো কাজের আদেশ, পবিত্র কুর'আন ও রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হাদীস অধ্যয়ন ও দীনের দাওয়াত দানও জিহ্বার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা জিহ্বা সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।"[২৬৩] মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেন। এ ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করেন। তাতে কোন পাপ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক।

লজ্জাস্থানের হিফাযতের ব্যাপারে কুর'আনের অনেক স্থানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা মু'মিনুনের শুরুতেই বলা হয়েছে, "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়কলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাতদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে।"[২৬৪]

মানব জীবনে মানবীয় উন্নয়ন সকলের দাবি। ইসলামের দৃষ্টিতে একটি উন্নত জীবন হচ্ছেঃ দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম আয়েশ ও পরপারে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নাজাত পাওয়া। উপরোক্ত হাদীসে দুনিয়া ও পরপারের

---

[২৫৯] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং- ১

[২৬০] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩২৩

[২৬১] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ৩২৩

[২৬২] . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৭৯

[২৬৩] . আল-কুর'আন, ৫০:১৮

[২৬৪] . قد افلح المؤمنون ، الذين هم فى صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون আল-কুর'আন, ২৩:১-৫

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে উন্নয়নের মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাদীসের প্রথমাংশ অর্থাৎ দু'চোয়ালের মধ্যস্থিত স্থান মুখ বা জিহ্বা সংযত রাখার নির্দেশ দ্বারা নিম্নের জিনিসগুলো হারাম করা হয়েছে:

- গীবত ও চোগলখুরী করা।
- পরনিন্দা ও উপহাস করা।
- কটুভাষণ প্রদান ও গালাগাল করা।
- বিদ্রুপাত্মক হাসি-কৌতুক করা।
- কথা-বার্তায় অসতর্কতা।
- অশ্লীল কথা-বার্তা বলা।
- কুৎসা রটনা ও ছিদ্রান্বেষণ করা।
- মৃতদের দোষ চর্চা করা।
- চাটুকারিতা ও কুধারণা করা।
- যুলম ও নিফাকী।
- ঝগড়া-বিবাদ করা।
- ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনা করা।
- কৃত্রিমতা ও মিথ্যাচার।
- প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।
- অশ্লীলতার প্রসার করা।
- হাদীসে বর্ণিত দু'পায়ের মধ্যস্থিত স্থান যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করার নির্দেশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়াদি হারাম করা হয়েছে:
- যিনা ও ব্যভিচার করা।
- সমকামী হওয়া।
- জীব-জন্তুর সাথে যৌনাচার করা।
- হস্তমৈথুন করা।
- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার আদায় না করা।
- শিষ্টাচার বিবর্জিত আচরণ করা।
- স্বাস্থ্যের হিফাযত না করা।
- অপবিত্র থাকা।
- সুখ-স্বাচ্ছন্দের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীন হওয়া।
- অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা করা।
- পার্থিব জগতের প্রতি অতি আকর্ষণ থাকা।
- যৌনশক্তি নষ্টকারী খাদ্য ও ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করা।
- কুচিন্তা ও কুধারণা করা।
- ইবাদতের প্রতি অমনোযোগী হওয়া।
- যৌন উত্তেজক পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি পড়া।

উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ দেহ, মন ও সমাজকে বিষাক্ত করে তোলে। সমাজের ঐক্য ও শান্তির ভিত ভেঙ্গে দেয়। এজন্য ইসলাম এগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

সুনিয়ন্ত্রিত, পবিত্র, সংযমী ও সুশৃংখল জীবন যাপন করা মানবিক মূল্যবোধের অংশ। ইসলামে বেপরোয়া ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবনের কোন জায়গা নেই। ইসলামের মাধ্যমে 'উমার (রা.) এর মত ব্যক্তিরা সুশৃংখল ও পবিত্র জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠেন। যারা একদা ছিল বেপরোয়া ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পবিত্র জীবনযাপন ইসলামের মৌল শিক্ষার অন্যতম। আবূ সুফিয়ানের মত ব্যক্তিও তার প্রাক-ইসলামী জীবনে একবার তা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, তিনি (নবী স.)

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের কি হুকুম করেন? আবূ সুফিয়ান বলেন, "তিনি আমাদের নামায, সত্যবাদিতা, পবিত্র জীবন যাপন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দেন।"[২৬৫]

ইসলামের অপর নাম নিয়ন্ত্রণ, সংযত, সংকোচন, সীমানার মধ্যে অবস্থান করা ইত্যাদি। আবার এখানে বেপরোয়া ভাব, অসংযত আচরণ, নিয়ন্ত্রণহীনতা, সীমালংঘনের কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার গুণে গুণান্বিত হওয়া

এ গুণ অর্জনের মাধ্যমেও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হতে পারে। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্র নিরানব্বইটি (সিফাতী) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আল্লাহ্ ঐ সত্তা যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।"[২৬৬] মানবিকতা সৃষ্টির মত আল্লাহ্ তা'আলার গুণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. الرحمان 'আর্-রাহমান্' (অসীম দয়াময়), ২. الرحيم 'আর্-রাহীম্' (পরম দয়ালু), ৩. السّلام 'আস্-সালাম্' (শান্তিদাতা), ৪. المؤمن 'আল-মু'মিনু' (নিরাপত্তা বিধায়ক), ৫. المهيمن 'আল-মুহাইমিনু' (রক্ষক), ৬. الغفار 'আল-গাফ্ফারু' (অতি ক্ষমাশীল), ৭. الغفور 'আল-গাফূরু' (অতিশয় ক্ষমাশীল), ৮.الوهّاب 'আল-ওহ্যাবু' (মহাদাতা), ৯. الرزّاق 'আর-রায্যাকু' (রিযকদাতা), ১০. الباسط 'আল-বাসিতু' (সম্প্রসারণকারী, প্রশস্তকারী), ১১. الحكم 'আল-হাকামু' (মীমাংসাকারী) , ১২. العدل 'আল-'আদলু' (ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ), ১৩. الحليم 'আল-হালীমু' (পরম সহনশীল), ১৪. الشّكور 'আশ্-শাকূরু' (গুণগ্রাহী, কৃতজ্ঞ), ১৫. الكريم 'আল-কারীমু' (অনুগ্রহকারী, মহামান্য), ১৬. المجيب 'আল-মুজীবু' (আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী), ১৭. الودود 'আল-ওয়াদূদু' (প্রেমময়), ১৮. الولىّ 'আল্-ওয়ালিয়্যু' (অভিভাবক, দায়িত্বশীল), ১৯. البرّ 'আল-বার্রু' (কৃপাময়), ২০. التّواب 'আত্-তাওয়্যাবু' (তাওবা কবুলকারী, অপরাধ মোচনকারী), ২১. العفوّ 'আল-'আফুয়্যু' (ক্ষমাকারী), ২২. الرّءوف 'আর্-রাউফু' (দয়ার্দ্র), ২৩. ذو الجلال والاكرام 'যুল-জালালি ওয়াল ইকরাম' (মহিমান্বিত ও মহানুভব), ২৪. المقسط 'আল-মুকসিতু' (ন্যায়পরায়ণ), ২৫. المغنى 'আল্-মুগনী' (অভাব মোচনকারী), ২৬. النّافع 'আন্-নাফিউ' (কল্যাণকারী ও উপকারকারী), ২৭. الهادى 'আল-হাদীয়ু' (পথপ্রদর্শক, দিশা প্রদানকারী, দিক নির্দেশক), ২৮. الرّشيد 'আর-রাশীদু' (সুপথ নির্দেশক), ২৯. الصبور 'আস্-সাবূরু' (ধৈর্যশীল)।

ফকীহ আবূ বকর ইবনুল আরাবী বলেছেনঃ[২৬৭]

"আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকুলে মানুষের চাইতে সুন্দর কেউ নেই- কিছু নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জীবন্ত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিদ্যান, শক্তিমান, বাকশক্তি-শ্রবণশক্তি-দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, সুব্যবস্থাপক ও বিচক্ষণ। আর এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের গুণাবলী।"

আল্লাহ্র জন্য মানুষের মনে যে ভালবাসা, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মানবসত্তা ও আল্লাহ্র সত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাদৃশ্য দেখিয়ে ইমাম গাযযালী বলেছেনঃ

> "...এই সম্পর্ক অন্তর্নিহিত। বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও সুরত-শেকেল-এ এই সম্পর্ক ও সাদৃশ্য দেখা যাবে না। তা রয়েছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক দিয়ে। তার কতকটা গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, আর কতকটা লেখাও সমীচীন নয়। যা উদ্ধৃত করা যায়, তা হল, বান্দার সে সব গুণ-বৈশিষ্ট্যে আল্লাহ্র নৈকট্য যা অনুসরণ ও অবলম্বনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কি, বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রবান হও- তাহল রব্বুবিয়তের চরিত্র। আল্লাহ্র মহান গুণাবলীর মধ্যে এও একটি। আরও অর্জনযোগ্য গুণ হল ইলম, নেক কাজ করা, পুণ্যশীলতা, দয়া, অনুগ্রহ স্নেহ বাৎসল্য-কোমলতা, আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি দয়া, কল্যাণ সাধন, তাদের ভাল কাজের উপদেশ দান, মহান সত্যের দিকে তাদের পথ প্রদর্শন, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে তাদের বিরত

---

[২৬৫] . *রিয়াদুস্ সালিহীন*, খন্ড- ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩২৭, পৃ. ২৪২

[২৬৬] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যিকর, হাদীস নং- ৫, ৬

[২৬৭] . ليس لله تعالى خلق احسن من الانسان ، فانّ الله تعالى خلقه حيّا عالمًا قادرًا مُتكلمًا سميعًا بصيرًا مدبّرًا حكيمًا ، وهذه هى صفات الرّبّ جلّ وعلى মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৮০, পৃ. ৯০

[

Dhaka University Institutional Repository

রাখা প্রভৃতি শরীয়াতের দৃষ্টিতে উত্তম কার্যাবলী। এ সব কাজই এমন যা মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়।"[২৬৮]

অনাড়ম্বর জীবন যাপন

দীন-হীনের ন্যায় চলাফেরার ফলে একজন মানুষ ভাল মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে পরিগ্রহ করে সরলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি সে কিছু বাজে বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত থাকার অনুশীলন করে থাকে। যেমন অহংকার, তিরস্কার, লোভ-লালসা, প্রদর্শনেচ্ছা ইত্যাদি। ইসলাম অনাড়ম্বর ও জাকজমকহীন জীবন যাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তুমি পৃথিবীতে এমন হবে যেন তুমি একজন গরীব।"[২৬৯] মানুষ অমানবিক আচরণ করে তখনই, যখন তার চলাফেরা হয় ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বেপরোয়া। যদি জরিপ পরিচালনা করা যায় যে, অমানবিক আচরণকারীদের কতজন অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে আর কতজন জৌলুসপূর্ণ জীবন করে? তাহলে দেখা যাবে যে, জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপনকারীরাই অমানবিকতার হোতা। আড়ম্বরের সাথে যেমনি অমানবিকতার সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি অনাড়ম্বরের সাথে মানবিকতার সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য ইসলাম সাধারন ও সহজ-সরল জীবনযাপনের কথা বলেছে। ইসলামের নবীগণ, সাহাবীগণ এবং ইসলামী যুগের দায়িত্বশীল প্রত্যেকে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন।

সৎ সঙ্গ

ভালো বন্ধু অনেক সময় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। মানুষের ওপর বন্ধুর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে থাকে। এ জন্য ইসলামে ভালো বন্ধু ও সঙ্গীর খুব গুরুত্ব। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা মু'মিন ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।"[২৭০] ইসলামে বন্ধুত্বের গুরুত্ব এত বেশি যে, বন্ধুর কাছে যে সেরা সে মহান আল্লাহ্‌র কাছেও সেরা বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে তার সংগীর কাছে উত্তম, সে আল্লাহ্‌র কাছেও উত্তম।"[২৭১]

সালামের প্রচলন করা

মানব সমাজে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও জাগ্রত করার জন্য ইসলাম বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো পারস্পরিক সালাম বিনিময়। অমুসলিমদের সাথে তাদের রেওয়াজ অনুযায়ী অভিবাদন বিনিময় করাও ইসলামের শিক্ষা। সালাম ও অন্যান্য অভিবাদন বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, দূরত্ব দূরীভূত হয় এবং শত্রু বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়। কয়েক দিন ক্রমাগত শত্রুর সাথে এ কাজটি করলে সে-ও বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটিই মানব প্রকৃতি। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলব না যখন তোমরা সে কাজটি করবে তখন তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। (তাহলো) তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।"[২৭২] এর ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যকার অনেক বদ অভ্যাস ও সম্পর্কছিন্নকারী বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ে যায়। সকলকে সালাম করা, সকলের আগে সালাম দেয়া একটি বিশেষ গুণের পরিচায়ক। এটি মানুষের মন হতে আত্মঅহংকার ও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধ দূর করে। মনে বিনয় ও নম্রতার ভাবধারা জাগায়। সে সংগে এটি লোকদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বস্তুত যারা পরস্পর পরিচ্ছন্ন, অকপট ও নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব সহকারে সালাম প্রদান করে, তারা এর মারফতে একে অপরের প্রতি শান্তি ও সদিচ্ছার বারি বর্ষণ করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সঠিক কল্যাণ কামনা করে। আর এরূপ যারা করে, কোন কৃত্রিমতা ও কুটিলতার সাথে নয়, আন্তরিক নিষ্ঠা ও গভীর

---

[২৬৮] . *উন্নত জীবনের আদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

[২৬৯] . ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক, বাব নং- ৩ كن فى الدنيا كانك غريب.

[২৭০] . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৬ لا تصاحب الا مؤمنا

[২৭১] . ইমাম দারিমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সিয়ার, বাব নং- ৩ خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه

[২৭২] . ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৯৩, ৯৪ والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، اولا ادلكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم

Dhaka University Institutional Repository

মমতা সদিচ্ছার ভিত্তিতে করে, তারা পরস্পরের সাথে কখনই দুশমনি করতে পারে না। একে অপরের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না। এদের কাজ প্রকৃতই সামগ্রিক কল্যাণের জন্য হবে, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ এরূপ লোকদের মধ্যে বাস্তবিকই থাকতে পারে না।[২৭৩] সালামের এ সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (স.) জোর দিয়ে বলেন, "তুমি যাকে চেন আর যাকে চেন না সবাইকে সালাম কর।"[২৭৪] সম্পর্ক সৃষ্টিতে সালামের গুরুত্ব এত বেশি যে সালাম দিয়ে যে কথা বলা শুরু করে তাকে হাদীসে উত্তম ব্যক্তি বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে কথা শুরু করে সে উত্তম।"[২৭৫]

ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে ভালো সে আল্লাহ্র কাছেও ভালো। অতএব যারা সালামের চর্চা করে তারা মহান আল্লাহ্র কাছেও প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে মানুষের সাথে কার্যক্রম শুরু করে সে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম।"[২৭৬] ঈমানের পূর্ণতা নির্ভর করে যে সব কাজের উপর সালাম তার মধ্যে অন্যতম। 'আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি এ তিনটি কাজ এক সংগে সম্পন্ন করল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করে নিল। (তা হচ্ছে) নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা।"[২৭৭]

মানুষের আক্রোশ দূরীকরণে সালাম যে প্রতিবেধকের কাজ করে তা আর অন্য কোনটি করে না। সালামের মাধ্যমে দু'পক্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে মানবিক মূল্যবোধগুলো জায়গা করে নিতে থাকে। পারস্পরিক অমানবিক আচরণগুলো আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে। সালাম মানব সমাজে সম্প্রীতি সৃষ্টিতে জীবনী শক্তির মত কাজ করে। তাই হাদীসে সালাম দেয়াকে সাদাকার সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। গরীবের পক্ষে সাদাকা প্রদান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারা 'সালাম' নামক সাদাকার মাধ্যমে এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "সাক্ষাৎপ্রার্থীকে কারো সালাম দেয়া সাদাকা স্বরূপ। আবার সর্ব সাধারণকে তোমার সালাম প্রদানও সাদাকা।"[২৭৮] আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের পক্ষ হতে মানুষের নিরাপত্তার বিধান করার ব্যাপারটি সাদাকা স্বরূপ। আল্লাহ্র কোন বান্দার ওপর তোমার সালাম দেয়া সাদাকা।"[২৭৯] জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "আমাদের নবী (স.) আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন আমরা যেন সালামের বিস্তৃতি ঘটাই।"[২৮০] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "সালামের প্রসার ঘটাও।"[২৮১]

কথা-বার্তার মাধ্যমে অনেক সময় অনেক অমানবিক ও মূল্যবোধবিরোধী ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্য ইসলাম কথা শুরুর আগেই সালাম দিয়ে অন্য সব করতে বলেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কথার পূর্বেই সালাম হবে।"[২৮২] সালাম হলো ইসলামে নিরাপত্তার বিধান। বিধায় নিরাপত্তার পূর্বে অন্য কিছু শুরু হতে পারে না।[২৮৩]

সালামের জবাব দেয়াও সমান ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অনেকে আছেন যারা সালামের উত্তর দেন না বা ঠিক মত না দিয়ে মাথা নাড়েন বা হাত নাড়েন। এগুলো ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা সালামের প্রত্যুত্তর দাও এবং অত্যাচারিতের সাহায্যে এগিয়ে এসো।"[২৮৪]

---

২৭৩. মওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ-১*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ৬২

২৭৪. ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৬৩

২৭৫. خيركم الذى يبدا بالسّلام ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং- ২৫

২৭৬. انّ اولى الناس بالله من بداهم بالسّلام ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৩৩

২৭৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাব নং- ২০

২৭৮. تسليمة على من لقى صدقة ، وتسليمك على الناس صدقة ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড-৫, পৃ. ১৭৮

২৭৯. كلّ سلامى من الناس(من احدكم) عليه صدقة ، انّ سلامك على عباد الله صدقة ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ৫৬

২৮০. امرنا نبيّنا(ص) ان نُفشى السّلام ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১১

২৮১. افش السلام ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, পৃ. ২২২

২৮২. السلام قبل الكلام ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতীযান, বাব নং- ১১

২৮৩. আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস্ সুন্নাহ্*, খন্ড- ৩, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৩, পৃ. ৬

২৮৪. ردوا السلام ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ২৯১

Dhaka University Institutional Repository

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অমুসলিমদের সাথেও মুসলিম সম্প্রদায় অভিবাদন বিনিময় করবে। যে ধরনের অভিবাদন বিনিময় করলে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে তেমনটিই করা উচিৎ। অমুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করা এবং তা বজায় রাখাও ইসলামের শিক্ষা।

মুসাফাহার বিস্তার ঘটানো

মানব সমাজে মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে যে ব্যাপারগুলো জীবনী শক্তির ন্যায় কাজ করে তার মধ্যে একটি হলো 'মুসাফাহা' (مصافحة) করা। অর্থাৎ করমর্দন করা, একে অন্যের সাথে দেখা-সাক্ষাত হলে হাতে হাত রাখা, হাত মেলানো ইত্যাদি। হাদীসে শুধু মুসলিমদেরকে মুসাফাহা করতে বলা হয়নি। যে কোন দু'জন এ কাজ করলে তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। ইসলামে করমর্দনকে এতটাই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যে, করমর্দন ছাড়া সম্ভাষণই পূর্ণতা লাভ করে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "করমর্দনের মাধ্যমে তোমাদের পারস্পরিক সম্ভাষণ পূর্ণতা পায়।"[২৮৫] সাহাবীগণ সাক্ষাতে এ কাজটি করতেন। তাদের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মুসাফাহা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমরা মুসাফাহা কর, তাহলে তোমাদের মধ্যকার বিদ্বেষ (জট) ভাব দূর হয়ে যাবে। পরস্পর উপহার বিনিময় কর এবং পরস্পর ভালবাস; তাহলে শত্রুভাব কমে যাবে।"[২৮৬]

সাহাবীগণ পরস্পর দেখা-সাক্ষাত হলে বেশ কিছু কাজ করতেন। যেমন- সালাম দেওয়া, মুসাফাহা করা, মু'আনাকা করা এবং খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সাহাবীগণের দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, "যখন দু'জন মুসলিমের মধ্যে সাক্ষাত হতো তখন তারা মুসাফাহা করতেন।"[২৮৭]

মুসাফাহার দ্বারা শুধু আন্তরিকতাই বৃদ্ধি পায় না। বরং তার মাধ্যমে পাপ মোচনও হয়ে যায়। মূলত ইসলামের প্রতিটি মানবিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা পরকালিন জীবনও সুন্দর হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন দু'জন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাত হলো তারপর মুসাফাহা করল; এর দ্বারা উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[২৮৮]

উপহার বিনিময়

যে ব্যাপারগুলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে তার মধ্যে একটি হলো পারস্পরিক উপহার বিনিময়। হয়তো ব্যাপারটিকে খুবই তুচ্ছ মনে হতে পারে। আসলে এ সব ছোট ছোট ব্যাপারগুলো মিলেই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। বিধায় ভাল কাজ যত ছোটই হোক তাকে তাচ্ছিল্য করা ঠিক নয়। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কাউকে কিছু দেয়া হলে, চক্ষুলজ্জা বা যে কোন কারণেই হোক সে সামনা-সামনি ক্ষতিকর কিছু করতে পারবে না। এগুলো মানবীয় স্বভাবের অংশ। এভাবেই পরস্পরের মধ্যে জন্ম নিবে ভালবাসা, হৃদ্যতা, বিনয়-নম্রতা, সমঝোতা, সহানুভূতি, খোঁজখবর নেয়া, আসা-যাওয়ার মত ঘটনাগুলো। আর স্বল্পমাত্রায় হলেও হ্রাস পাবে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, লোভ-লালসা ইত্যাদি। অর্থাৎ মানবীয় দোষ-ত্রুটি থেকে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মানুষকে পরস্পর উপহার আদান-প্রদানের নির্দেশ দিতেন। যেন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি আরো বলতেন: "সবাই যদি সত্যিকার অর্থে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে প্রতিদানের আগ্রহ ছাড়াই যেন উপহার প্রদান করে।"[২৮৯] উপহার যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কাজ করে এবং মানবীয় দুর্বলতা

---

[২৮৫] وتمام تحيتكم بينكم المصافحة . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৬০

[২৮৬] تصافحوا يذهب الغلّ وتهادوا وتحابوا تذهب الشحناء . ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলকি, হাদীস নং- ১৬

[২৮৭] اذا التقى المسلمان فتصافحا . ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৪২

[২৮৮] ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما . ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতি'যান, বাব নং- ৩১

[২৮৯] عن انس ان رسول الله (ص) كان يامر بالهدية صلة بين الناس ، وقال: لو اسلم الناس لتهادوا من غير جوع . *আখলাকুন নবী স.* প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭১১, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

দূর করে তা মহানবী (স.)-এর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তিনি আদেশের সূরে বলেছেন, "তোমরা পরস্পর উপহার (উপঢৌকন) বিনিময় কর এবং ভালবাস; তাহলেই বিদ্বেষভাব দূরীভূত হবে।"[২৯০]

সদ্ভাব ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য যেমনিভাবে উপহার বিনিময় করা দরকার তেমনি কেউ উপহার দিলে তা খুশী মনে গ্রহণ করা উচিৎ; উপহারের মান যত ছোটই হোক না কেন। তাছাড়া মানবিক মূল্যবোধগুলোকে বিকাশ ও জাগ্রত করার জন্য মানুষের দাও'আতে সাড়া দেয়া উচিৎ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা দাও'আতকারীর দাও'আতে সাড়া দাও আর উপহার ফিরিয়ে দিও না।"[২৯১]

দাও'আত দেওয়া এবং দাও'আতে সাড়া দেওয়া

পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে দাও'আত সঞ্জীবনী শক্তির ন্যায় ভূমিকা পালন করে থাকে। দাও'আতব্যবস্থা পাস্পরিক অসন্তোষগুলোকে চাপা দিতে সক্ষম হয়। সাধারণত মানুষ তার চেয়ে নিচু কারো দাও'আতে সাড়া দেয় না। এটি অমানবিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। এমন করা হলে দাও'আত দানকারীর মনে ব্যথা জাগে। তাই সর্বশ্রেণীর লোকের দাও'আতে সাড়া দিতে হবে। মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ্ (স.) সকলের দাও'আতে সাড়া দিতেন। হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) দাস-দাসীর (অধীনস্থদের) দাও'আতেও সাড়া দিতেন।"[২৯২]

দাও'আতে সাড়া দেয়া ইসলামের অপরিহার্য একটি সামাজিক ব্যবস্থা। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের কাউকে যখন দাও'আত দেয়া হয়; সে যেন অবশ্যই তাতে সাড়া দেয়।"[২৯৩] আল্লাহর রাসূল (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা দাও'আতকারীর দাওয়াতে সাড়া দাও।"[২৯৪] ইসলাম দাও'আতে সাড়া দেয়াকে এত বেশী জোর দিয়েছে যে, দাও'আত লংঘনকারীকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য বলে ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দাও'আতে সাড়া দেয় না; সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অবজ্ঞা ও অমান্য করল।"[২৯৫]

সর্ব প্রকার চিন্তা ও কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য হবে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং অকল্যাণের প্রতিরোধ

উল্লেখ্য ওপরের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই ইসলামে জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে বলীয়ান করার জন্য ইসলাম সকল প্রকার আয়োজন করে রেখেছে। প্রত্যেকটি মানুষের সিদ্ধান্ত যদি এই হয় যে, কল্যাণের ব্যাপার হলে স্বাগত জানাবো আর যদি কল্যাণ না থাকে আমি তা সমর্থন করতে পারি না। তাহলে মানবিক মূল্যবোধ টিকে থাকবে। ইসলামের মৌল শিক্ষার মধ্যে এটি একটি। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।"[২৯৬] আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে অন্য মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর।"[২৯৭]

মনুষ্যত্বের বিকাশ

মানুষ যে আশরাফুল মাখলুকাত (সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) সে চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। মানুষ একমাত্র মানবিক প্রাণী। অর্থাৎ মানুষ জন্তু-জানোয়ার ও পশু হতে আলাদা একটি প্রাণী। এ জন্য সে পাশবিক আচরণ থেকে দূরে অবস্থান করবে এটিই কাংখিত ও প্রত্যাশিত। মানুষ হিসেবে তার দায়বদ্ধতা অধিকতর বেশি। অন্য কথায় বলা

---

২৯০ " تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء . " ইমাম মালিক, মু'আত্তা, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং- ১৬

২৯১ اجيبوا الداعى ولا تردوا الهدية . ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০৪

২৯২ كان رسول الله (ص) يجيب دعوة المملوك . ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৩২

২৯৩ اذا دعى احدكم الى الوليمة فليجب . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং- ৯৭

২৯৪ واجيبوا الداعى . ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ২৩

২৯৫ من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله . ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং- ১১০

২৯৬ تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . আল-কুর'আন, ৫:২

২৯৭ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر . আল-কুর'আন, ৩:১১০

Dhaka University Institutional Repository

যায়,বিবেককে জাগ্রত করতে পারলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে। মানুষকে মাঝে মাঝে মনে করতে হবে যে, সে মানুষ, তার পূর্বপুরুষ মানুষ ছিল।

এজন্য দেখতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব যুগে সমাজের যে লোকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদেরকেই বাছাই করে করে নবী-রাসূল করা হয়েছিল। অমানবিক আচরণকারী কোন ব্যক্তিকে কখনো নবী-রাসূল করা হয়নি। কারণ ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের স্থান সর্বাগ্রে।

কাজে ডুবে থাকা

অর্থাৎ অধ্যবসায়ী হওয়া (Perseverance), পরিশ্রমী হওয়া ইত্যাদি। প্রবাদে বলা হয়, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা'। তাই কাজে ও পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকলে মানুষ মানবতা ও মূল্যবোধবিরোধী কাজ করার সময় পাবে না। এ জন্য দেখা যায়, যারা মানবিক কর্মকান্ড পরিত্যাগ করে নৃশংসতায় ব্যস্ত তারা সবাই বেকার অথবা নিজের কাজে ফাঁকি দেয় অথবা তার নিজস্ব কাজটি করে না। অবসর সময় অনেককে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অধিকাংশ মানুষ দু'টি নি'আমতের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। (তাহলো) সুস্থতা ও অবসর।"[২৯৮] মূলত উপরোক্ত দু'টি বড় মাপের নি'আমত। এ দু'টিকে ভিত্তি করে যে কেউ জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারে। কিন্তু যদি এদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা না যায় তাহলে এ দু'টিই গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ জন্য ইসলামে কাজের ও শ্রমের খুব মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[২৯৯] সালাত আদায় করে বসে থাকলে চলবে না। বরং কাজে লেগে যেতে হবে। এ জন্য ইসলামে নিজের হাতের উপার্জনকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। মানুষকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য ইসলাম অনেক কথা বলেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের উপার্জিত অংশ হতে যা তোমরা যা খাও সেটাই সর্বোত্তম।"[৩০০] আরেকটি হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন, "কোন লোক তার নিজের উপার্জন থেকে যা খায় সেটিই উত্তম।"[৩০১]

কাজে ডুবে থাকা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আরাম-আয়েশের সাথে মু'মিন জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন বান্দা দুনিয়ার শ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না।"[৩০২] যারা শরীর ও মনকে কাজে ব্যস্ত রাখে তাদের পরকালিন মর্যাদাও অনেক বেশী। এমন মনের মানুষদের আল্লাহ্ পরকালে শাস্তি না দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "অশ্রু বিসর্জনকারী চোখ এবং চিন্তা-গবেষণায় ব্যস্ত হৃদয়ের কোন শাস্তি হবে না।"[৩০৩] অকর্মঠ, অলস ও ফাঁকিবাজকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। এমন কি তার কোন দু'আও মহান আল্লাহ্ কবুল করেন না। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ অমনোযোগী হৃদয়ের দু'আ কবুল করেন না।"[৩০৪]অর্থাৎ হৃদয়ের ও মনের কাজ রয়েছে। ভাল চিন্তা করলে তার থেকে ভাল ও মানবিক আচরণই বেরিয়ে আসে। আবার বিপরীত চিন্তা করলেও সে ধরনের ফলাফলই বেরিয়ে আসে।

বেশি নিদ্রার ফলে অলসতার সৃষ্টি হয়। এ জন্য অতি নিদ্রা নিষিদ্ধ। জীবনে যারা স্মরণীয়, বরণীয়, বড় কিছু হয়েছেন তাদের কেউ অধিক ঘুমাননি। বরং তারা প্রয়োজনীয় ঘুমও ঘুমাননি। বেশী ঘুম মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করে ছাড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবশ্যই রাতে অধিক নিদ্রা ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে ফকীর করে ছাড়বে।"[৩০৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) খুব কম ঘুমাতেন। তাঁর ঘুমের ব্যাপারে জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "তিনি 'ঈশার

---

২৯৮. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক, বাব নং- ১

২৯৯. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون আল-কুর'আন, ৬২ঃ১০

৩০০. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ২২

৩০১. ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', বাব নং- ১

৩০২. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا ইমাম মালিক, *মু'আত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং- ৫৫

৩০৩. لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং- ১২

৩০৪. ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ্ দা'ওআত, বাব নং- ৬৫

৩০৫. فانّ كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইকামত, বাব নং- ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে ঘুমানো এবং ঈশার পর কথা বলা অপছন্দ করতেন।"[৩০৬] আবার এমন লোকও আছে যারা ঘুমিয়ে গেলে অনেক মানুষ নিশ্চিন্তে থাকে। তারা ঘুমে থাকলেই মানবতার জন্য উত্তম।

[৩০৬]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং- ২৩৫ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গবেষণার প্রাপ্তি/অর্জন/আবিষ্কার

উপরোক্ত গবেষণার মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয় বেরিয়ে এসেছে। যেমন-

১. মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বাংলাদেশের প্রধানতম সমস্যা। হয়তো অনেকে আরো অনেক সমস্যার কথা বলবে। কিন্তু ভাল মানুষ সৃষ্টি করতে পারলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। মানুষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারলে সর্বত্র শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কারণ ভাল মানুষের অভাবে অন্যসব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

২. বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধ পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত নেই এবং তা ক্রমাগত নিম্নমুখী।

৩. ইসলামী জীবনাদর্শে সকল কিছুর ওপর মানবিক মূল্যবোধের স্থান।

৪. ইসলামের মাধ্যমেই সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধ ফিরে আসতে পারে। এর বাইরে চিন্তা করে কেউ সফল হয়নি।

৫. যে কোন মূল্যে সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্যার সমাধানের জন্য আর কোন বিকল্প নেই।

সুপারিশমালা

১. যে কোন মূল্যে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. যে সব বিষয় মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে; সে সব বিষয়ের লালন ও পরিচর্যা করতে হবে।

৩. পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসে এ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য কিছু নাম্বার রাখতে হবে। যাদের মানবিক দিক খারাপ হবে তাদেরকে সহজে সনদ দেওয়া যাবে না।

৪. সকলকে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। যেমন- মা-বাবা, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, বয়োঃজ্যেষ্ঠ, ধর্মীয় নেতা, সমাজ নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি। অর্থাৎ যার ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাকেই সেখানে এগিয়ে আসতে হবে।

৫. গবেষণায় এ বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬. ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ এতদঞ্চলের মানুষ ধর্মভীরু। এদেরকে ধর্মের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করলে অনেকাংশে ফলপ্রদ হতে পারে।

৭. অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্মের শিক্ষার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মূলত কোন ধর্মই মানবিক মূল্যবোধবিরোধী নয়। সকল ধর্মই মানবিক মূল্যবোধের পক্ষে। এ জন্য ভাল ও পূর্ণাঙ্গ ধার্মিক হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধার্মিক ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ।

৮. প্রচার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এযুগে কেউ প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অস্বীকার করতে পারবে না। যে সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধসমূহ জাগরিত হয়; সে সব অনুষ্ঠান বেশি করে প্রচার করতে হবে।

৯. গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, চলচ্চিত্র, নাটক ইত্যাদিতে মানবিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ও সমাপ্তি

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম। এদের জীবনাদর্শ ইসলাম। ইসলাম যেহেতু সবচেয়ে বেশি মানবিক জীবনাদর্শ তাই ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে এ দেশবাসীকে পরিশোধিত ও পরিশিলিত করে মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা সম্ভব। ইসলামের মানবিক শিক্ষাগুলো অন্যান্য ধর্মাদশের জন্যও অনুকরণীয়। কারণ মানবতার কথা, মনুষ্যত্বের কথা, মানবিকতার কথা সকল ধর্মের মূলকথা। অমুসলিমরাও তাদের স্ব স্ব ধর্মের শিক্ষাকে জীবনে ধারণ করলে উপকৃত হবে। কারণ সকল ধর্মই মানবতা ও মনুষ্যত্বের কথা বলে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, বাংলাদেশের মানুষের মানবিক মূল্যবোধ হতাশাজনক অবস্থায় রয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে। নচেৎ সব হারাতে হবে। ইসলামের আলোচনার মূল কথা হলো মানবিক মূল্যবোধের লালন ও প্রতিষ্ঠা। কুর'আন ও হাদীসে ঘুরে-ফিরে এ কথাটিই বার বার বলা হয়েছে। ইসলামের সকল বক্তব্য, বিধান, নিয়ম-কানুনসহ সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য। ইসলামের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ব্যবসায়িক জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনসহ সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার আহবান জানানো হয়েছে। ইসলামের কোন কিছু মানবিক মূল্যবোধের বাইরে নয়। মানুষের স্বার্থের বাইরে ইসলামকে কল্পনা করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. সম্পাদনা পরিষদ : আল-কুরআনুল কারীম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর' ২০০২

২. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী : *আল-মু'জামুল মুফাহরাস লিআলফাযিল কুরআনিল কারীম*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাত, লেবানন, ২০০২

৩. ইবন জারীর : *তাফসীর আত্-তাবারী*, বৈরূতঃ দার আল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬৯

৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল-বুখারী : *সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবা আররহীমিয়া/কায়রো, ১৩৪৫হিঃ

৫. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : *সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬, হিঃ।/কায়রো, ১৯৫৬ খ্রী.

৬. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা : *জামি'উত্ তিরমিযী*, দিল্লীঃ মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রী./কায়রো, ১৯৩৪ খ্রী.

৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস্-সাজিসতানী : *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুরঃ আল্-মাত্বা আল্- মজীদী, ১৩৭৫ হি./ কায়রো, ১৯৩৫ খ্রীঃ

৮. আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্নাসায়ী : *সুনানুন্নাসায়ী*, মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২, খ্রীঃ/কায়রোঃ তা. বি.

৯. আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী : *আস্সুনান লিবন মাজা*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.

১০. ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাতবা'আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া, তা. বি./ কায়রো, ১৮৯৫ খ্রীঃ

১১. ইমাম মালিক ইবন আনাস : *মুয়াত্তা*, কায়রোঃ ১৯৫১ খ্রীঃ, ১৩৭০ হিঃ

১২. ইমাম দারিমী : *সুনান*, কানপুরঃ ১২৯৩ হি./দারু ইহইয়ায়িস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়া, বৈরূতঃ

১৩. আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ আল-হাকিম আন্নিশাপুরী : *আল-মুসতাদরাক*, উসমানিয়া, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুর মা'আরিফ, ১৩৪৫ হি.

১৪. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র) : *রিয়াদুস সালেহীন*, (সম্পাদনায়ঃ আবদুল মান্নান তালিব ও মুহাম্মাদ মূসা) (অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা ও মাওলানা শামছুল আলম খান) ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন' ১৯৮৫

১৫. হাফিজ আল-মুনযিরী : *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব*, কায়রোঃ মাতবা'আত মুস্তাফা আল-বাবী, ১৯৩৩

১৬. মওলানা আবদুর রহীম : *হাদীস শরীফ*-১ম খন্ড, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪

১৭. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল আবদুল বাকী : *আল-মু'জামুল মুফাহরাস লিআলফাযিল হাদীসিন্ নাবাবী*, ১৯৬২

১৮. আল্লামা জলীল আহসান নদভী : রাহে আমল, ঢাকাঃ মুরাদ পাবলিকেশন্স, নভেম্বর' ২০০২

১৯. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ আল গাযালী (রাহঃ) : *আখলাকে মোহাম্মদী*, (আলাইহিমুস্সালাম), ঢাকাঃ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিমিটেড, আগষ্ট' ২০০৩

২০. মহাত্মা ইমাম গাযযালী,(রহঃ) : *যুবকে মুসলিম বা মুসলমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য*, (অনুবাদ-মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ) ঢাকাঃ নও মুসলিম কল্যাণ সংস্থা, জুলাই' ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

২১. ইমাম গাযযালী : মুসলিম চরিত্র গঠন, ঢাকাঃ সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০১

২২. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : *আল-জামি আস্-সগীর*, কায়রোঃ আল-মাতবা'আত আল-খাইরিয়্যাহ, ১৩২১হি.

২৩. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : *আদ্-দুররুল মানসূর*, মিসরঃ আল-মাতবা'আত আল-ইয়ামানিয়্যাত

২৪. সুলাইমান ইবন আহমদ আল-তিবরানী : *আল-মু'জাম আস্-সগীর*, দিল্লীঃ আল-মাতবা'আ আল-আনসারী

২৫. ইবন হিশাম : *আস্সীরাহ্ আন্নাবাবিয়্যাহ*, বৈরূতঃ দার আল-মা'আরিফ

২৬. সায়্যিদ কুতুব : *আল-'আদালাত আল-ইজতিমা'য়িয়্যাহ ফীল ইসলাম*, বৈরূতঃ দারুশ্ শুরূক, ১৯৮৫

২৭. ড. মুস্তাফা আস্ সিবা'ঈ : *ইশতিরাকিয়্যাত আল-ইসলাম*, কায়রোঃ মাতবা'আত আল-শা'ব, ১৯৮৮

২৮. আশরাফ আলী থানবী(রহঃ) : *আদাবুল মু'আশারাত*, (সামাজিক আচরণ), ঢাকাঃ নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর' ১৯৯৬

২৯. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ : *মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা*, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুরআন মহল, জুলাই' ২০০৩

৩০. ইমাম আবূ ইউসুফ : *কিতাবুল খারাজ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬৫

৩১. আস্ সায়্যিদ সাবিক : *ফিকহুস্ সুন্নাহ*, লেবানন, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৩, হি. ১৪০৩

৩২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহঃ) : *ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ*, (অনুবাদ-আবদুল মান্নান তালিব) ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী

৩৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি*, (অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম) ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর' ২০০৩

৩৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী*, (অনুবাদকঃ আব্দুল মান্নান তালিব) ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী

৩৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী

৩৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ*, (সংকলন ও সম্পাদনাঃ আবদুস শহীদ নাসিম) ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮

৩৭. আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী : *গীবত বা পরনিন্দা*, (ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ মূসা) ঢাকাঃ আল হেরা প্রকাশনী, মে, ১৯৯৪

৩৮. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম(রহ.) : *আল কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী/ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর'১৯৮০

৩৯. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম(রহ.) : *চরিত্র গঠনে ইসলাম*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী

৪০. মাওলানা আবদুর রহীম : *আল্লাহ্ তা'আলার হক বান্দার হক*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, আগষ্ট'১৯৯৮

৪১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম : *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৩

৪২. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম : *ইসলাম ও মানবাধিকার*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, জুলাই' ১৯৮৯

৪৩. মারওয়ান ইব্রাহীম আল-কায়সি : *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ ঃ ইসলামী আদবের দিকনির্দেশনা, (Morals and Manners in Islam : A Guide to Islamic Adab)* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮/ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (B I I T), ১৯৯৮

৪৪. হাফিয আবু শায়খ আল-ইসফাহানী (র.) : *আখলাকুন্নবী স.* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন উসমান আয্যাহাবী (র) : কবীরা গুনাহ, (অনুবাদঃ হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক), ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুলাই, ১৯৯৬

৪৬. ড. ইউসুফ আল-কারযাবী : *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফীল ইসলাম*, বৈরূতঃ মুয়াস্সাসাত আরইরসালাহ, ১৯৭৭

৪৭. ড. ইউসুফ আল-কারযাবী : *গাইর মুসলিমীনা ফী আল-মুজতামা'আ আল-ইসলামী*, বৈরূতঃ মুয়াস্সাসাত আর্-রিসালাহ, ১৯৭৮

৪৮. ড. মাহমূদ মুহাম্মদ বাবলিলী (الدكتور محمود محمد بابللى) : *আশ্-শারী'আতুল ইসলামিয়্যাতু শারী'আতুল 'আদল ওয়াল ফাদল (الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل)*,মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী, জমাদিউল আখিরাত, ১৪১৪ হি.

৪৯. ড. মাহমূদ মুহাম্মদ বাবলিলী : *মা'আনীল উখওয়াতি ফীল ইসলাম ওয়া মাকাসাদুহা (معانى الأخوة في الإسلام ومقاصدها)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫০. ড. মাহমূদ মুহাম্মদ বাবলিলী : *আশ্-শূরা সুলূক ওয়া ইলতিযাম (الشورى سلوك والتزام)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫১. অধ্যাপক আহমদ আল মাখযানজী : *আল-'আদলু ওয়াত্ তাসামুহুল ইসলামী (العدل والتسامح الاسلامى)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫২. হাসান আহমদ 'আবদুর রহমান 'আবিদীন : *হুকূকুল ইনসান ওয়া ওয়াজিবাতুহু ফীল কুর'আন (حقوق الانسان وواجباته فى القرآن)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫৩. ড. মুহাম্মদ আস্-সাদিক 'আফীফী : *আল-মুজতামা'উল ইসলামী ওয়া হুকূকুল ইনসান (المجتمع الاسلامى وحقوق الانسان)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫৪. ড. হাসান আশ্-শারকাবী : *আত্-তারবিয়্যাতুন্ নাফসিয়্যাতু ফীল মানহাজিল ইসলামী (التربية النفسية فى المنهج الإسلامية)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫৫. আসমা 'উমার ফাদা'ক : *আস্-সাবরু ফী দূয়িল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ্ (الصبر فى ضوء الكتاب والسنة)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ফাওদা : *আত্-তারীকু ইলান্ নাসর (الطريق الى النصر)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫৭. মাহমূদ মুহাম্মদ কামাল 'আবদুল মুত্তালিব : *আহমিয়াতুল আমরি বিল মা'রূফ ওয়ান্-নাহয়ি 'আনিল মুনকার (اهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)*, মক্কাঃ রাবিতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী

৫৮. আবুল হাশেম : "সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ", *ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬

৫৯. মুহাম্মদ তাইয়্যেব (অনুবাদ, মাওলানা আলী আকবর হামিদ) : *মানবতার বৈশিষ্ট্য*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

৬০. শাহ মনিরুজ্জামান : *মানব জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ শাইখুল হিন্দ একাডেমী, জুলাই' ১৯৯৮

৬১. মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নুমানী (দা:) : *ইসলামী জীবন*, ঢাকাঃ হক লাইব্রেরী, মার্চ ১৯৯৪

৬২. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী : *আল কুরআনের শিক্ষা*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, জুলাই' ১৯৯৯

৬৩. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী : মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী

৬৪. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : *আখলাকে ইসলামী*, ঢাকাঃ পুথিঘর, ১৯৮৮

৬৫. খান বাহাদুর আহছান উল্লা(১৮৭৩-১৯৬৫) : *ইসলামের মহতী শিক্ষা*, ঢাকাঃ মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৪৯/ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ১৯৬৩।

৬৬. কাজী গোলাম রহমান : *আখলাক, আদত ও রাহ নাইহতে রসুল*, যাত্রাপাড়া (নোয়াখালী), ১৯৫৪

Dhaka University Institutional Repository

৬৭. আজিজুল ইসলাম চৌধুরী : *আদাব ও আখলাক*, ঢাকাঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৫৯

৬৮. এ. এফ. মো: এনামুল হক : *মূল্যবোধ কি এবং কেন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে, ২০০৪

৬৯. নঈম সিদ্দিকী : *চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, মে' ১৯৯০

৭০. নঈম সিদ্দিকী : (অনুবাদঃ আকরাম ফারুক), *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্*

৭১. ইমাম আযযাহাবী : *কবীরা গুনাহ*, (অনুবাদঃ হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক), ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুলাই'১৯৯৬

৭২. ইবন সাল্লাম : *আল-আমওয়াল*, বৈরূতঃ দারুল কালাম, ১৯৭৭

৭৩. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০

৭৪. প্রফেসর ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমদ : *ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৭৫. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ : *হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭

৭৬. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা সম্পাদিত : *বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৭৭. আব্বাস আলী খান : *ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী

৭৮. ড.কাজী দীন মুহম্মদ : *ইসলাম ও মানবতার ধর্ম*,

৭৯. কাজী দীন মুহম্মদ : *জীবন সৌন্দর্য*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী'১৯৮১

৮০. কাজী দীন মুহম্মদ : *মানব জীবন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী'১৯৮১

৮১. কাজী দীন মুহম্মদ : *মানব-মর্যাদা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী'১৯৮১

৮২. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাববারা : *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন' ১৯৮৬

৮৩. ডঃ আহমদ শামসুল ইসলাম : *নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৮৫

৮৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী : *কুরআনের আলোকে মানব জীবন*, ঢাকাঃ স্মৃতি প্রকাশনী, জানুয়ারী' ২০০৪

৮৫. সৈয়দ মুহাম্মাদ আল নকীব আল-আত্তাস : *"ইসলাম ঃ দি কন্সেপ্ট অব রিলিজিয়ন এ্যান্ড দি ফাউন্ডেশান অব এথিকস এ্যান্ড মরালিটি*

৮৬. ড. মুহাম্মাদ সালীম আল-'আওয়া : *আল 'আকবাত ওয়া আল-ইসলাম*, বৈরূতঃ দার আল শুরূক, ১৯৮৭

৮৭. হাসান আইউব : *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

৮৮. ম. ইনামুল হক : *তুলনাত্মক বিবেক*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩

৮৯. সম্পাদনা পরিষদ : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন' ২০০০

৯০. মুহাম্মদ তাইয়্যেব : *মানবতার বৈশিষ্ট্য*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

৯১. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন : (অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবু তাওয়াম এবং মুহাম্মদ আবু নুসরত হেলালী)

Dhaka University Institutional Repository

			ইসলামে মানবাধিকার, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২
৯২.	পারভেজ সাহের	:	*মৌল মানবাধিকার*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০
৯৩.	আবদুল মান্নান তালিব	:	*সংস্কৃতির মানবিক সংকট*, ঢাকাঃ সংস্কৃতি-জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪
৯৪.	মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান (অনুবাদ ঃ মোঃএনামুল হক)	:	*ইসলাম ২০০০ ISLAM 2000*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ চট্টগ্রাম-ঢাকা, জানুয়ারী' ২০০২
৯৫.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	:	*মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৯৬.	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	:	*ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৯৭.	হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল	:	*যুলুম ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মহানবী (সা)*
৯৮.	অনু. আরশাদ আজিজ	:	*বৈবাহ ও নৈতিকতা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, মে' ১৯৯৮
৯৯.	হারুন ইয়াহিয়া (অনুবাদঃ হোমায়রা বানু)	:	*কুরআনে নৈতিক মূল্যবোধ*, ঢাকাঃ সরণী প্রকাশনী, ১ এপ্রিল, ২০০২
১০০.	এ. এন. এম, সিরাজুল ইসলাম	:	*ইসলামের দৃষ্টিতে এইড্স রোগের উৎস ও প্রতিকার*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, আগষ্ট, ১৯৯৭
১০১.	W.H. Werkmeister	:	*Historical Spectrum of value Theories,* volume-1-German Language group. Florida state University. Johnsen publishing company, Lincolin, Nebraska. U S A.
102.	T.H.Green	:	*Prolegomena to Ethics*, edited by A.C. Bradley, 5^{th} edition, Oxford, 1906.
103.	L.T. Hobhouse	:	*Morals in Evolution*, 4^{th} edition, New york, 1924.
104.	Jacob Bronowski	:	*Science and Human values*. Rev. ed. Harper. 1965.
105.	Dr. Muhammad Shafi	:	*Islamic Values.* (London| Islamic educational Foundation, 1993).
106.	M.Alghazali	:	Muslims character, (1978), WAMY. Riyadh. S.A.
107.	Ralph Barton Perry	:	The Moral Economy.
108.	Ralph Barton Perry	:	The Humanity of Man. Braziller.1956
109.	Janet	:	Theory of morals.
110.	Richard Price	:	A Review of the Principal Questions of Morals
111.	Dr. Khalifa Abdul Hakim	:	Islamic Ideology, Adam publishers, Noida. Delhi.1997
112.	,,	:	The ethics of Islam
113.	,,	:	A comparative study of Ideologies
114.	Clifford G. Kossell	:	"The moral Views of Thomas Aquinas" Encyclopedia of Morals, edited by Vergilius Ferm, New york, 1956.
115.	Henry Sidgwick	:	Outlines of the History of Ethics, London, 1892
116.	Benedict de Spinoza	:	Ethics, edited by James Gutmann, 1966 reprint.

Dhaka University Institutional Repository

117.	W.H.Werkmeister	:	Theories of Ethics, Lincoln, Nebraska, 1961
118.	Howard O. Eaton	:	The Austrian philosophy of values, Norman Oklahama, 1930.
119.	J. N. Findlay	:	'Meinong's Theory of Objects and Values, Oxford, 2nd edition, 1963.
120.	Editorial Board	:	The Ethical Theory of Value," International journal of Ethics, Vol. 6, 1896.
121.	Rokeach Milton	:	Beliefs, Attitudes and Values : A Theory of Organization and Change . San Francisco : Jossey-Bass, 1968.
122.	Rokeach Milton	:	The Nature of Human Values, New York : Free Press.
123.	G. Reamer Frederic	:	1995. Ethics and Values".In Encyclopedia of social work (Washington: NASW=National Association of social workers)
124.		:	Code of Ethics.1995.(Washington, DC) National Association of Social Workers (NASW)
125.	M.Williams Robin Jr	:	The Concept of Values. "In Sills (ed.). International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1968
126.	A. P. Conrad	:	"Ethical Considerations in the Psychosocial Process." Social Case Work, 1988.
127.	DR.Muhammad Shafi	:	*Islamic Values*. London: Islamic educational and Foundation, 1993
128.	Major A.G.Leonard	:	*Islam : Her Moral and Spiritual Value*, London, 1921
129.	Dr. Abul Hasan M. Sadeq and Dr. Khaliq Ahmad	:	*Ethics in Business and Management*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh